ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
কঠোপনিষৎ
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠশ্রুতিঃ)
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো (শ্রীগীতা)
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্-গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত
ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতা

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচ্যাদি-সমেতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা' নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যয়া সহ তেনৈব সম্পাদিতা

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত

নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া

'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-সমাখ্যয়া টীকয়া সমন্বিতা

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা ।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত কঠোপনিষদ্ গ্রন্থখানি শ্রুতিমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গ-রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুত্যর্থ-বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত

প্রকাশিত।

—প্রথম সংস্করণ—

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি

গৌরাব্দ ৪৮৫, বাংলা ১৩৭৭, ইংরাজী ১৯৭১ সাল

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যার্ণব, 'ভক্তিপ্রমোদ'

— দ্বিতীয় সংস্করণ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথি

গৌরাব্দ ৫০৪, বাংলা ১৩৯৭, ইংরাজী ১৯৯০ সাল

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্ম্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩এ, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,

(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯

(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা

(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক - সংরক্ষকপ্রবর -
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর -
শ্রীস্বরূপ -শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীবিশ্ব-
বৈষ্ণবরাজসভা - পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামা-
ন্তর্গত - শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থল - শ্রীধামমায়াপুরস্থ
বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য
তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄণাম্
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং
মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয়
শ্রীপাদপদ্মরেণু - সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন
সম্পাদিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতা কঠোপনিষদিয়ং
তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্প্যতে—

শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে,
গৌরাব্দপঞ্চাশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরূ ! ভবংকরুণয়া প্রারব্ধুমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং নুমঃ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডুক্যনাম্ন্যাঽন্যয়া
তা একাদশসংখ্যকোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ।
ভেদাভেদমতান্যচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি ॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়াবৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৭।৬১)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৭)

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

(শ্রীল-দাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পাতনী

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্ ।
সরস্বত্যপ্রিয়ং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্ ॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে ।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে ॥
সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবস্তুদর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত
শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে স্মরণমূলে তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে **উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত শ্রীকঠোপ-নিষদ্** গ্রন্থখানির সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমাপ্ত হইতেছে দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অপরিসীম করুণায় শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-বিচারে ও কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ বিমল বৈদিক সিদ্ধান্তানুসারে উপনিষদের অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ ও **তত্ত্বকণা-নাম্নী** অনুব্যাখ্যা-সহকারে গ্রন্থখানি সম্পাদিত হওয়ায়, আশা করি, পরমপূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ তথা সুধী ও ভক্তমণ্ডলী গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎ প্রীতি বোধ করিবেন। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

এই গ্রন্থমধ্যে 'শ্রী' সম্প্রদায়ের অন্যতম খ্যাতনামা অধস্তন-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্র-বিরচিত বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারপর ভাষ্যটিও সংযোজিত হইয়াছে। সেই ভাষ্যের নাম **প্রকাশিকা**। তৎসঙ্গে আমাদের **শ্রীআসনের** পণ্ডিত মহোপাধ্যায় **শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ,** বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয়ও সংস্কৃত ভাষায় **'শ্রুত্যর্থ-বোধিনী'**-নাম্নী একটি টীকা রচনা করিয়াছেন। আশা করি, বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ তাঁহার রচিত টীকার সমাদর করিতে পারিবেন।

সর্ব্বাগ্রে 'উপনিষৎ' কাহাকে বলে? তাহাই আলোচনা করা যাক্— 'উপনিষৎ' শব্দটির অবয়বার্থ-বিচারে পাই,—উপ (সমীপে—ব্যবধান-রহিতভাবে) নি (নিশ্চিতরূপে) ষদ্ অর্থ জ্ঞান।

ইহার তাৎপর্য্যার্থে পাই,—"ব্রহ্মণঃ উপ সমীপে নিষীদতি অনয়া ইত্যুপনিষৎ" অর্থাৎ যে শাস্ত্রের সাহায্যে সাধক মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'উপনিষৎ' বলা হয়।

আবার বিশেষার্থে পাওয়া যায়,—উপ+নি+ষদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। 'উপ' অর্থে সমীপে, 'নি' অর্থে নিশ্চয়, এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ শিথিলী-করণ, নাশ ও প্রাপ্তি। সুতরাং উপনিষৎ—সেই বিদ্যা, যাহা মানুষের সংসার-বন্ধন নিশ্চিতরূপে শিথিল করিয়া স্বীয় স্বরূপ-সম্বন্ধীয় অজ্ঞান নিঃসংশয়রূপে বিনাশ করতঃ পরব্রহ্মের সমীপে লইয়া যায় অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এইজন্যই এই শাস্ত্রকে 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও বলা হয়। আবার একান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইহার রহস্য শিষ্যের হৃদয়ে অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে 'রহস্য-বিদ্যাও' বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (ভাঃ ২।৯।৩০)

এক্ষণে দেখা যায় যে, 'উপনিষৎ' বলিতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বুঝায়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ-শব্দের অর্থ হইলেও যে গ্রন্থ-সাহায্যে ঐ বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়, সেই গ্রন্থকেও গৌণভাবে 'উপনিষৎ' বলা হইয়া থাকে।

'উপনিষৎ' যে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শাস্ত্র ইহাতে কাহারও সংশয় বা আপত্তি নাই। কিন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা কি? বা কাহাকে বলা যাইতে পারে?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা সর্ব্বপ্রথমে বেদান্তসূত্রের বিদ্যৈব অধিকরণে "বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ" (বেঃ সূঃ ৩।৩।৪৮) সূত্রে পাই,—শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে শ্রীভগবানের উপাসনার নামই বিদ্যা। শ্রীগুরু-প্রসাদে লব্ধ সেই বিদ্যা দ্বারাই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ শ্রীগুরু-প্রসাদে লব্ধ

ব্রহ্মবিদ্যাই উপাসনা-শব্দের বাচ্য। সেই বিদ্যা বা ভগবদ্ উপাসনাই মুক্তির এবং ভগবদ্দর্শনের হেতু। ইহাই শাস্ত্রের দৃঢ় নির্দ্ধারণ। এস্থলে শ্রীবলদেবের শ্রীগোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"
(ভাঃ ৪।২৯।৪৯)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যেও পাই,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"তাহারে সে বলি 'বিদ্যা' 'মন্ত্র-অধ্যয়ন'।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৫)
"সেই সে 'বিদ্যার ফল' জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১৩ অঃ)
"পড়ে কেনে লোক? 'কৃষ্ণভক্তি জানিবারে'।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১২ অঃ)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥" (গীঃ ৯।২)

মায়ার দ্বিবিধ বৃত্তি-পরিচয়ে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা পাওয়া যায়, তাহা কিন্তু কথিত এই বিদ্যা হইতে পৃথক্।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥"

(ভাঃ ১১।১১।৩)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই উভয়ই আমার মায়া-বিরচিত অনাদি মদীয় শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের বন্ধ-মোক্ষহেতু বলিয়া জানিবে।

এস্থলে বিদ্যা-শব্দে—"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে"। আর অবিদ্যা-শব্দে—"দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—"বিদ্যা মোক্ষকরী, অবিদ্যা—বন্ধকরী, এই অর্থ, মায়ার তিনটি বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা এবং বিদ্যা। প্রধানের দ্বারা জীবের উপাধি সত্যের মত সৃষ্ট হয়, অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে মিথ্যাভূত অধ্যাস এবং বিদ্যা দ্বারা সেই অধ্যাসের উপরম—এই তিনের কার্য্য।"

শ্রীগীতার—"তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ" (গীঃ ৫।১৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—

"কিন্তু বিদ্যা জীবাত্মজ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, ন তু পরমাত্মজ্ঞানং—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিভিরপি পুনর্ব্বিশেষতো ভক্তিঃ কার্য্যা ইত্যত আহ—তদ্বুদ্ধয় ইতি তৎপদেন পূর্ব্বোপক্রান্তো বিভুঃ পরামৃশ্যতে। তস্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধির্যেষাংতে তন্মননপরা ইত্যর্থঃ। তদাত্মানস্তন্মনস্কাস্তমেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠাঃ "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেঽপি সাত্ত্বিকে নিষ্ঠাং পরিত্যজ্য তদেকনিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাস্তদীয়-শ্রবণকীর্ত্তনপরাঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥" (গীঃ ১৮।৫৫) ইতি।
"জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ" জ্ঞানেন বিদ্যয়ৈব পূর্ব্বমেব ধ্বস্ত-সমস্তাবিদ্যাঃ ॥"

অতএব ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে ব্রহ্মের অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা বুঝিতে হইবে। নতুবা মায়ার বৃত্তিবিশেষ বিদ্যাবৃত্তির আশ্রয়ে জীবাত্ম-জ্ঞানপ্রাপ্তি ও অবিদ্যাবন্ধন নাশ হইলেও পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্মের বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে,—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১) অর্থাৎ অনন্যভক্তি দ্বারাই আমি লভ্য হই। আরও বলিয়াছেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিংবা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

এইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—বিদ্যা দুই প্রকার—অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ ছন্দঃ জ্যোতিষ বেদাঙ্গ জ্ঞানসমূহ অপরা বিদ্যা-মধ্যে পরিগণিত। একমাত্র "যয়া অক্ষরম্ অধিগম্যতে সা পরা"—এই বিচারে যাহা দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মবস্তু অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই পরা বিদ্যা বলে। তাহারই অপর নাম ভক্তি। কারণ এক ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি।

বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদেও সূত্রকার এই পরা বিদ্যার অর্থাৎ ভক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিতে গিয়া এই বিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপক, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যয়া পরিতুষ্টো হরিঃ স্বভক্তায় আত্মানং দদাতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৩১)

সুতরাং উপনিষদ্ বর্ণিত ব্রহ্মবিদ্যা যে মুখ্যতঃ সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তিকে নির্দ্দেশ করে, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। অনেকে উপযুক্ত গুরুর অর্থাৎ বৈষ্ণবগুরুর সন্নিধানে যাওয়ার সৌভাগ্য বরণ করিতে না পারায় উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও কেবল 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব' লক্ষণ জ্ঞানকেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া নির্ণয় করেন কিন্তু তাহা যে পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্মের জ্ঞান দিতে অসমর্থ হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। সেইজন্য শ্রুতি বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (মুঃ ১।২।১২)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৯।৫)

শ্রীশুকবাক্যেও পাই,—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥" (ভাঃ ১২।৪।৪০)

অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখদাবানলসন্তপ্ত এবং অতিদুস্তর সংসার-সমুদ্রোত্তরণাভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকথা-রসসেবন ব্যতীত অন্য নৌকা বর্ত্তমান নাই।

শ্রীসনৎকুমারের বাক্যেও পাই,—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯)

অর্থাৎ ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্র সদৃশ অঙ্গুলি-সকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ-হেতু এক কৃষ্ণপ্রেমরস॥" (চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ)

"ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

৩।৩।৫৩ বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতি-বচনে পাই,—
"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২)

ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিই ভগবদ্ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আর সেই ভক্তি হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, যাহার ফলে জীবের স্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞান-নাশ এবং সংসার-বন্ধন শিথিল অর্থাৎ ছেদন হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। অতএব উপনিষদে ব্যবহৃত 'ব্রহ্মবিদ্যা' বিষয়টি সর্ব্বদা এই অর্থেই গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু যাহারা সেই বিষয়ে অপারগ, তাহাদিগকে এই শ্রুতিমন্ত্রটি বিশেষ প্রণিধান-সহকারে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" (ভাঃ ২।৯।৩১)

এই কঠোপনিষদেই পাওয়া যাইবে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন.........তনূং স্বাম্‌॥" (কঠ ১।২।২৩)

বর্ত্তমান্‌ সম্পাদিত-গ্রন্থখানির নাম 'কঠোপনিষৎ'। ইহার নাম 'কঠোপনিষৎ কেন হইল? তাহা এই গ্রন্থের প্রথমে অবতরণিকা ভাষ্যের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুনরুক্তিভয়ে এস্থলে সংক্ষিপ্তরূপে বলা হইতেছে যে, কঠ-নামক ঋষি কর্ত্তৃক অনুভূত সত্যই কঠোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। কঠ মুনি স্বীয় শিষ্যদিগকে এই উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামেই এই উপনিষৎখানি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ইহা অপৌরুষেয়। কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত নহে। গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

এই শ্রুতিতে প্রথমেই গুরু-শিষ্য উভয়ের পরব্রহ্মের নিকট কৃপা-শক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাহা গ্রন্থের আদিতে শান্তিসূক্তে বর্ণিত আছে, তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

অতঃপর নচিকেতার উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। কঠোপনিষদে যে আখ্যায়িকা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুরূপ ঘটনা ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ১৩৫ সূক্ত এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩।১১।৮ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

নচিকেতার উপাখ্যানে পাই,—বাজশ্রবার পৌত্র উদ্দালকের পুত্র ঔদ্দালকি নামক রাজা স্বর্গার্থী হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকরতঃ

তাহাতে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তিনি যখন বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপে প্রদানের নিমিত্ত কতকগুলি জরাজীর্ণ গাভী আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বালক পুত্র নচিকেতা তথায় উপস্থিত ছিলেন, নচিকেতা বালক হইলেও তাহার মনে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যভাব জাগরিত হওয়ায় তিনি পিতাকে এইরূপ জরাগ্রস্ত গাভী দান করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যে যজমান ঋত্বিক্ ও সদস্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে এই প্রকার জরাজীর্ণ গো দান করে সে ব্যক্তি অনন্দা নামক নিরানন্দ লোকসমূহে গমন করে। আমার পিতার যজ্ঞ পূর্ণ হইতেছে না, তাঁহারও এই দানের ফলে অশুভ লোক লাভ হইবে সুতরাং আমি আত্মদান করিয়াও ইহার প্রতীকার করিব, এই ভাবিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে পিতঃ! আমিও তো আপনার সর্ব্বস্বের মধ্যে একটি পদার্থ, অতএব আপনি আমাকে দক্ষিণারূপে কাহার নিকট অর্পণ করিবেন? একবার, দুইবার, তিনবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তোমাকে যমকে দিব। পিতার এই কথা শুনিয়া নচিকেতা একান্তে চিন্তা করিলেন যে, আমি মরিষ্যমাণ শিষ্য বা পুত্রাদির মধ্যে প্রথম অথবা মৃত অনেকের মধ্যে মধ্যম হইয়া যমালয়ে গমন করিতেছি, তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই; কিন্তু আমার ন্যায় বালকের দ্বারা যমরাজের কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে? এবং এই কার্য্যের দ্বারা আমার পিতারই বা কি মঙ্গল হইবে? ইহাই ভাবিতেছি।

পিতা ক্রোধবশে ঐরূপ বলিলেও নচিকেতা পিতৃবাক্য সত্য করিবার জন্য পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে পিতা পূর্ব্বোক্ত বাক্যের জন্য অনুতপ্ত এবং বিষণ্ণ; তখন পিতার সেই মনোব্যথা দূরীকরণার্থ পিতাকে বলিলেন, পিতঃ, আপনি

পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপিতামহগণের এবং বর্ত্তমান সাধুপুরুষগণের সত্য-নিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করুন, মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে এবং শস্যেরই ন্যায় পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, চিরদিন কেহই থাকে না, জন্ম-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব সত্য পালনের নিমিত্ত আপনি আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন।

নচিকেতার এই বাক্য শ্রবণে পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সত্যপালনার্থ পুত্রকে যমসদনে গমনের অনুমতি দিলেন।

নচিকেতা যমসদনে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, শ্রীযমরাজ কার্য্যান্তরে যমপুরীর বাহিরে গিয়াছেন। যমভার্য্যা অতিথি-সৎকারার্থ নচিকেতাকে অনুরোধ করিলেও যমের অনুপস্থিতিতে সেই সৎকার স্বীকার না করিয়া তিনি তিন রাত্রি অভুক্তাবস্থায় তথায় অবস্থান করিলেন। দিবসত্রয় অপেক্ষা করিবার পর শ্রীযমরাজের দর্শন লাভ করেন। শ্রীযমরাজ গৃহে উপস্থিত না থাকায় তিন দিবস যাবৎ নচিকেতা অভুক্তাবস্থায় আছেন, কোনরূপ আতিথ্যসৎকারাদি করা হয় নাই, ইহা শ্রীযমরাজ স্বীয় ভার্য্যার নিকট এবং বৃদ্ধগণের নিকট শ্রবণ করিয়া ভার্য্যার অনুরোধে অভুক্ত অতিথি নচিকেতার পূজা বিধান পূর্ব্বক ক্রুটী স্বীকার করতঃ নিজ অপরাধ ক্ষালনার্থ তিন দিবসের জন্য তিনটি বর প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

নচিকেতা প্রথম বরে পিতার উৎকণ্ঠা ও ক্রোধশূন্য হইয়া প্রসন্নতা-লাভ এবং শ্রীযমরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পিতা যেন তাহাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ ও পূর্ব্ববৎ স্নেহাদি করেন। শ্রীযমরাজ নচিকেতার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা জরাশোকাদিরহিত স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অগ্নিসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান জানিতে চাহিলেন। শ্রীযমরাজ

নচিকেতার প্রার্থিত অনন্ত বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নিকে নিখিল বিশ্বের আশ্রয় ও বিজ্ঞের হৃদয়গুহাতে অবস্থিত, লোকসমূহের আদিভূত অগ্নির বিষয় উপদেশ করিলেন, নচিকেতাও শ্রীযমরাজের উক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সকল প্রত্যুচ্চারণ করিলে মহাত্মা যমরাজ শিষ্যের যোগ্যতা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে অতিরিক্ত আর একটি বর দিলেন যে, এই অগ্নি তোমারই নামে অর্থাৎ নাচিকেত-অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বহু রত্নখচিত বিচিত্র শব্দবিশিষ্ট একটি মালাও প্রদান করিলেন।

অতঃপর নচিকেতা তৃতীয় বরে 'মরণের পর আত্মা কোথায় গমন করেন?' অর্থাৎ মৃত মনুষ্যের বিষয় এই যে এক সংশয় আছে—কেহ কেহ বলেন, নিয়ামক আত্মা থাকে, কেহ বলেন—থাকে না, এই সংশয় নিবৃত্তিপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাও জিজ্ঞাস্য হইল যে, মুক্তির পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না? কারণ কেহ বলেন—মুক্তিতে জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া যায়; আবার কেহ বলেন—মুক্তিতেও জীবাত্মা পরমাত্মার নিত্য সেবক হইয়া নিত্যধামে নিত্য-সেবা করেন। কারণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই নিত্য।

নচিকেতা আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান-লাভোপযোগী প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ কিনা? —ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযমরাজ তাঁহাকে বিচিত্র প্রলোভন দ্বারা আত্মতত্ত্ব-বর গ্রহণের পরিবর্ত্তে অন্য বর গ্রহণ করাইবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নচিকেতা ইহলোকে পিতৃ-প্রসন্নতা-লাভ বা পরলোকে স্বর্গাদি-লাভের প্রার্থনাকেও অকিঞ্চিৎকর বোধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযমরাজই যে এ-বিষয়ে

দুর্ল্লভ উপদেষ্টৃগণের অন্যতম, ইহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে একান্তভাবে শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীযমরাজ নচিকেতার এতাদৃশ ব্যাকুলতা ও শরণাগতি-দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করেন।

শ্রীযমরাজ যখন দেখিলেন যে, নচিকেতা প্রাকৃত ধন, জন, যশঃ, সাম্রাজ্য ও দীর্ঘ নীরোগ জীবন প্রভৃতি সকলই অসার ও অনিত্যবোধে কিছুই প্রার্থনা করিতেছে না, কেবলমাত্র একনিষ্ঠ-ভাবে ব্রহ্মবিদ্যাই প্রার্থনা করিতেছে, তখন তাহাকে উহা বলিতে লাগিলেন।

—ইহাই প্রথম অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর সারমর্ম্ম।

এক্ষণে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীর সারমর্ম্ম অনুধাবনে যত্নবান্ হইতেছি।

শ্রীযমরাজ বলিলেন, হে নচিকেতা! শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রশস্ততম ব্রহ্মবিদ্যা আর প্রেয়ঃ-অর্থে প্রিয়তম দারাপত্যাদি কাম্যবস্তু পরস্পর পৃথক্। কিন্তু উভয়ই জীবের আয়ত্ত হইয়া জীবকে বন্ধন করে অর্থাৎ জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। শ্রেয়ের দ্বারা ভববন্ধন মোচন হয় আর প্রেয়ের দ্বারা ভবপাশে আবদ্ধ হইতে হয়। ভাগ্যবান্ ধীর ব্যক্তিগণ এই তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন, আর মন্দভাগ্য বিবেকহীন ব্যক্তিগণ শরীরাদির বৃদ্ধি ও রক্ষণের জন্য দেহ-দারাপত্যাদি বস্তুতে আসক্ত হয়, ফলে তাহারা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও নশ্বর বস্তু কামনা না করিয়া কেবল ব্রহ্মবিদ্যার প্রার্থী হইয়াছ, অতএব তুমি ধন্য।

বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তিনী ও বিরুদ্ধভাবাপন্না এবং বিরুদ্ধফলের জনয়িত্রী। ইহা অবগত হইয়া নচিকেতা যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষী, তাহা জানিয়াই শ্রীযমরাজ বলিলেন, হে নচিকেতা! অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান মনুষ্যগণ নিজদিগকে ধীমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র-প্রকৃতি মূঢ়গণ অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া গর্ত্তে নিপতিত অন্ধব্যক্তির ন্যায় জরামরণময় সংসারগর্ত্তেই পতিত হইয়া থাকে। দেহগেহাসক্ত বিবেকহীন ব্যক্তিগণ কখনও শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না। আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা অতিশয় দুর্ল্লভ। যদিও আবার আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা আচার্য্য পাওয়া যায় কিন্তু উপযুক্ত শ্রোতা বা শিষ্য পাওয়া আরও দুর্ল্লভ।

অজ্ঞ মনুষ্য কর্ত্তৃক কথিত বিষয় অনিশ্চিত ও নিকৃষ্ট; কারণ তাহাতে নানাবিধ সন্দেহান্বিত বাক্য থাকে, অতএব তদ্দ্বারা যথার্থ-রূপে জ্ঞেয়-আত্মতত্ত্বের নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। আবার জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদী জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক কথিত বিষয়ের দ্বারাও আত্ম-তত্ত্বের প্রকৃতজ্ঞান হয় না, যৎকিঞ্চিৎ নির্ব্বিশেষভাবমাত্র পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা আত্মতত্ত্বের বোধ হইতে পারে না কারণ আত্মতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম অতএব জড়েন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ এবং অতর্ক্য অর্থাৎ অনুমানের অগোচর। কাজেই শুষ্ক তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় না।

নচিকেতা যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিয়াছেন, তাহা শুষ্ক তর্ক দ্বারা লাভ করা যায় না বা শুষ্ক তর্ক দ্বারা অপনয়ন করাও যায় না। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত শ্রীভগবান্ ও জীবের

মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশের দ্বারাই সম্যক্ আত্মজ্ঞানলাভ সম্ভব। নচিকেতা নানারূপে প্রলোভিত হইয়াও ধৈর্য্যসহকারে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিকভাবে যেরূপ জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, সেইরূপ প্রশ্নকর্ত্তাও দুর্ল্লভ।

শ্রীযমরাজ বলিলেন যে, পরব্রহ্ম পরমাত্মা নিত্য ও নিধিসদৃশ অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ, তাহা তিনি অবগত আছেন, ভক্তিরহিত জ্ঞানিগণ সেই নিত্য আত্মতত্ত্ব কখনই লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিসহকারে অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা পরমেশ্বরের যজন করিলে ক্রমশঃ শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ করতঃ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পাইয়া থাকেন।

মহাভাগবত শ্রীযমরাজের অনুগ্রহে যে নচিকেতাও ভগবৎকৃপায় ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাও তাঁহার যাবৎ বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। সেই অক্ষয়ফলদাতা অভয়দ, উরু-গায় মহান্ বিষ্ণু সর্ব্ব জগতের অন্তর্য্যামী, তিনি দুর্দ্দর্শ ও নিগূঢ় হইলেও ভক্তিমান্ মুক্ত পুরুষ তাঁহাকে জানিতে পারেন। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহারাই ধীর ও হর্ষশোকের অতীত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মহাপুরুষের শ্রীমুখে পরব্রহ্মের তত্ত্ব শ্রবণ করেন, তিনি জানিতে পারেন যে, পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রকৃতিশক্তি ও জীবশক্তি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীব শ্রীভগবানের শক্তি হইলেও ভগবৎস্বরূপ স্বতন্ত্র। যাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই পরমানন্দের অধিকারী। শ্রীযমরাজ ইহাও বলিলেন যে, নচিকেতার ভক্তিদর্শনে অবধারিত হইতেছে যে, তাহার বৈকুণ্ঠ-দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।

নচিকেতা নিজ প্রশংসা শুনিয়াও তাহাতে বিমুগ্ধ না হইয়া ভগবত্তত্ত্বের উপদেশ শুনিতেই চাহিলেন। শ্রীযমরাজ নচিকেতার জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিবার উপক্রমে তন্মহিমা বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন যে, যাঁহার স্বরূপ সমগ্র বেদ মুখ্যরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যেই তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ব্রহ্মচারিগণের বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন, তিনিই পরব্রহ্ম পরমাত্মা, তাঁহাকেই ওঁকার-স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য।

এই অক্ষর পরব্রহ্মই সকলের প্রধান আশ্রয়। ইঁহাকে জ্ঞাত হইয়া যিনি যাহা কামনা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন। ইঁহার আশ্রয়কারিগণ ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে গমনকারী ব্যক্তিগণ জন্ম-মৃত্যুহীন। এমন কি, ভগবজ্‌জ্ঞান লাভকারী ব্যক্তিও দেহবন্ধন মুক্ত হইয়া থাকেন।

আত্মতত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না বা কাহারও দ্বারা হত হন না। পরমাত্মতত্ত্ব-বিষয়েও তাহারা অবগত হন যে, পরমাত্মা —সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি নিত্য জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন। সেই পরমাত্মার অনুগ্রহেই জীব তৎসাক্ষাৎকার লাভ করেন ও শোকাতীত হন। সেই পরমাত্মা একস্থানে অবস্থিত থাকিয়াও দূর প্রদেশে গমন করিতে পারেন, শয়িত থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ, সেই সুখ-দুঃখের কারণস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি অবগত আছি। ধীরগণ প্রাকৃত শরীররহিত, সর্ব্ব জীবের শরীরে অবস্থিত, নির্ব্বিকার, মহৎ ও বিভু আত্মাকে অবগত হইয়াই মুক্ত হন।

এই পরমাত্মতত্ত্ব প্রবচন অর্থাৎ নানাবিধ ব্যাখ্যা নৈপুণ্যের দ্বারা, স্বকীয় প্রজ্ঞা বা মেধাবলে, এমন কি, বহু লোকের নিকট বহু বহু শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয়ত্বে বরণ অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকটেই স্বকীয় তনু অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ বা প্রকট করিয়া থাকেন।

দুরাচারী, অশান্ত, অসমাহিত ব্যক্তি ভগবন্নিষ্ঠা-রহিত হইয়া কেবল নিজ প্রজ্ঞাবলে শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয়ই ভগবানের অন্নস্বরূপ অর্থাৎ বিনাশ্য এবং প্রাণিগণের মারক যমও ভগবানের ব্যঞ্জনস্বরূপ বা বিনাশ্য, সেই মহাবলশালী সর্ব্বসংহারক শ্রীভগবান্ যে স্থানে অবস্থান করেন এবং যাদৃশস্বরূপ, তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই জানিতে সমর্থ নহে।

এক্ষণে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। বর্ত্তমানে শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে ভগবদ্ধ্যানের অধিষ্ঠানক্ষেত্রের বিষয় বলিতেছেন। শুভকর্ম্ম-নির্ম্মিত শরীরে হৃদয়গুহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থিত। তন্মধ্যে জীবাত্মা ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং পরমাত্মা জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়াও স্বয়ং সাক্ষি-স্বরূপে অবস্থান করেন।

হে নচিকেতা! তুমি শরীরকে রথস্বরূপ, জীবকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়ের বন্ধনরজ্জু অর্থাৎ লাগাম জানিবে।

জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত শব্দাদি-বিষয় সমূহকে অশ্বসঞ্চরণ স্থান এবং শরীরেন্দ্রিয়মনোযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসমাহিতমনা ও বিবেকহীন, তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হয়। আর যে জীব নিজের বুদ্ধিকে হরিভজনময় বিবেকসম্পন্ন করিতে পারে, তাহার মন সর্ব্বদা লক্ষ্য-স্থানে স্থির থাকে এবং তাহার ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধীন হইয়া ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ের সেবায় সংলগ্ন থাকে। যে ব্যক্তি বিবেকাখ্যবুদ্ধিরূপ সারথিবিহীন, তাহার মন অবশীকৃত ও বিষয়-লাম্পট্যহেতু অশুচি। সে কখনও ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না পরন্তু জন্ম-মৃত্যুধারারূপ সংসারই প্রাপ্ত হয় কিন্তু যিনি বিবেকাখ্য বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত, যাহার মন বশীভূত ও সর্ব্বদা যিনি শুচি, তিনি সংসারসমুদ্রের তীরভূত সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ, সেই জীব হইতে আবার অব্যক্তরূপা মায়া-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা, যেহেতু জীব ভগবদ্বিমুখ হইলে মায়ার কবলে কবলীকৃত হইয়া পড়ে। সেই মায়ার অধীশ্বর শ্রীভগবান্ সেই অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ; তাঁহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই। তিনিই পরা কাষ্ঠা ও পরা গতি।

শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিস্বরূপে সকল জীবের অন্তরে অবস্থান করিলেও বহির্ম্মুখ জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কেবল সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রবণাদি-জনিত ভগবদনুগ্রহে লব্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে, মনকে প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে সর্ব্ববিকাররহিত পরমাত্মায় সংহত করিয়া থাকেন অর্থাৎ তদধীন করেন।

এইরূপে শ্রীযম ও নচিকেতার সংবাদ বর্ণনপূর্ব্বক শ্রুতি এক্ষণে সাধুজনের সম্বন্ধে হিতোপদেশ করিতেছেন। হে সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ! বিষয়চিন্তা পরিহার করতঃ মোহনিদ্রা ত্যাগ কর। ভগবত্তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার উপদেশমত ভগবদ্‌-প্রাপ্তির উপায় জানিয়া লও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসার অতিশয় তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহুদুঃখদায়ী; ভগবৎকৃপায় ভগবদ্ভক্তিলাভ ব্যতীত এই সংসার বা মায়া জয় অসম্ভব। এমন কি, হরিভজনের পথও দুর্গম। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশমত হরিভজন না করিলে, ক্ষুরের ধারা পরিচালনায় অসতর্কতাবশতঃ যেরূপ বিপদ্ উপস্থিত হয়, হরিভজনকারীরও সাধুর আনুগত্য-পরিহারে এবং ভজনের অসাবধানতায় পতন অবশ্যম্ভাবী।

পরব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অনাদি ও অনন্ত।

প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের সর্ব্বথা অগোচর বলিয়াই তাঁহাকে অশব্দ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধিনী অপ্রাকৃত-সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু ভগবদ্ভজনের ফলে শ্রীভগবান্ কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইয়া যদি তাহা প্রদর্শন করেন, তবেই সেই ভাগ্যবান্ সেই চিন্ময় মূর্ত্ত্যাদি দর্শন করিতে পারেন।

অবশেষে এই উপাখ্যান-শ্রবণ ও বর্ণনের মহিমা কীর্ত্তন করতঃ প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লী সমাপ্ত হইয়াছে।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর সারমর্ম্ম অনুধাবন করিলেও আমরা পাই যে, স্বতন্ত্র লীলাময় পরমেশ্বর বিমুখ-জীবগণের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়াভিমুখী হইবার যোগ্যরূপে সৃজনের ব্যবস্থা

করিয়াছেন, এজন্য বহির্ম্মুখ জীব বাহ্যবিষয় দর্শনেই নিবিষ্ট থাকে, অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অনুসন্ধান করে না। কেবলমাত্র বিশেষ ভাগ্যবান্ জীব ভগবদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জড় বিষয়-ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবাফলে তাঁহার কৃপায় তদ্দর্শন-লাভে সমর্থ হয়।

যে কৃষ্ণবিমুখ জীব আপাততঃ রমণীয় বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম অপব্যয়িত করে, সে বাস্তবিকই মূর্খ। মহাজনগণ বলেন,—হরিভজনবিহীন মানব নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। সে ব্যক্তি সংসারে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্ম নানাযোনি ভ্রমণ করতঃ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতির ফলে সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় বিবেক লাভ করে যে, স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ভোগ অনিত্য ও অতিশয় তুচ্ছ, আর এইরূপ বিষয়ভোগ সকল যোনিতে লাভ হইতে পারে কিন্তু হরিভজন সকল জীবনে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং মানব জীবনে অমৃত-স্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের পাদপদ্ম-লাভই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত বিবেকী ও ভাগ্যবান্।

বদ্ধজীব যে অন্তর্য্যামীর প্রেরণা পাইয়া নিজ কর্ম্মফলে বিষয়-ভোগে প্রমত্ত থাকে, সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই মোক্ষেও জীবের জ্ঞেয় বা আরাধ্যরূপে অবশিষ্ট থাকেন। তবে সদ্‌গুরুর কৃপায় হরিভজন আশ্রয় না করিলে সেই অন্তর্য্যামীর প্রেরণা বদ্ধাবস্থায় হরিভজনের দিকে পাওয়া সুকঠিন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ সেই ভাগ্যবান্ পুরুষকে হরিভজনে মতি দেন এবং হরিভজনের ফলে সংসার হইতে মুক্তি দিয়া নিজ শ্রীচরণের নিত্য-সেবা প্রদান করতঃ পার্ষদ গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব স্বপ্ন-মধ্যে যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ দর্শন করে, সুষুপ্তিকালেও সুখ অনুভব করে, বিজ্ঞব্যক্তি সেই মহান্ বিভু পরমাত্মাকে উপাসনা করিয়া শোকাতীত হন। যিনি শ্রীভগবান্‌কে অন্তর্য্যামিরূপে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি আর স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস করেন না। এমন কি, ঈশ্বর-প্রেরণায় দুষ্কৃতকারীকে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে বলিয়া নিন্দাও করেন না।

যিনি কারণবারির উৎপত্তির পূর্ব্বে আবির্ভূত সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্য্যামী মহৎস্রষ্টৃরূপে প্রথম পুরুষ; দ্বিতীয় পুরুষরূপে গর্ভোদকশায়ী সমষ্ট্যন্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ব্ভের স্রষ্টা এবং তিনিই তৃতীয় পুরুষ জীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মরূপে জীবের হৃদয়-গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত অবস্থিত, তাঁহাকে যিনি বিশেষভাবে দেখেন, তিনিই পরব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন।

অদিতি-নাম্নী সর্ব্বদেবোত্তমা কর্ম্মফল-ভোক্ত্রী যে জীবরূপা ভগবত্তনু মুখ্যপ্রাণের সহিত অবস্থান করিতেছেন এবং যে ভগবত্তনু জীবের হৃদয়-গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় তনুকে প্রাণিগণের সহিত নানারূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব। তাদাত্ম্যভাবেই ইহা প্রযুক্ত।

গর্ভবতী নারীর দ্বারা ভক্ষিত অন্ন-পানাদি হইতে পরিপুষ্ট হইয়া গর্ভস্থ শিশু যেরূপ গর্ভের মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রসবকালীন ক্লেশরূপ মন্থনের দ্বারা সময়মত শিশু প্রকট হয়, সেই প্রকার অধর ও উত্তর অরণির মধ্যে অগ্নি-দেবতা লুক্কায়িত থাকে এবং উহার উপাসক প্রমাদরহিত হইয়া একাগ্রতা, শ্রদ্ধা

তথা প্রীতির সহিত স্তুতিপূর্ব্বক অরণি-মন্থনের দ্বারা অগ্নিকে প্রকট করিয়া থাকে এবং তৎপরে আজ্যাদি বিবিধ হবন-সামগ্রী দ্বারা অগ্নিকে আরাধনা করে, সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ গুরু-শিষ্যের মধ্যে নিহিত থাকেন। সদ্‌শিষ্যের সদ্‌গুরুর সেবাফলে তাঁহা প্রকট হন। সেইরূপ অগ্নিনামা শ্রীহরি যজ্ঞসাধনসম্পন্ন ভগবজ্‌ জ্ঞানী মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন স্তুত হইয়া আরাধিত হন। ইনিই অগ্নিরূপী শ্রীহরি—পরমাত্মতত্ত্ব।

সূর্য্যদেব প্রত্যহ যে প্রাণরূপী পরব্রহ্ম হইতে উদিত হন এবং তাঁহাতেই অস্তমিত হন, যে প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এবং সমগ্র বিশ্ব অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই পরমেশ্বর।

জীবের হৃদয়গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক যিনি অবস্থিত, মৎস্যাদি অবতাররূপে ও ব্রহ্মাদি ভূতগণের প্রেরকরূপে যিনি অবস্থিত, ইঁহার সহিত বৈকুণ্ঠাদিতে অবস্থিত শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাবস্থিত শ্রীভগবৎস্বরূপের সহিত লীলাবতারে গৃহীত স্বরূপের ভেদ দর্শন করে, সে ব্যক্তি যমযাতনা ভোগ করে অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর সংসারযাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের দেহ-দেহি-বিভাগ না থাকায় যেমন অভিন্ন ; সেইরূপ তাঁহার গুণ, কর্ম্মও তাহা হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকলই অভিন্ন। ভেদদর্শীর সংসার-যাতনা বা যম-যাতনা জন্ম জন্ম ভোগ করিতে হয়।

যদিও শ্রীভগবান্ স্বীয় অপ্রাকৃত ধামে এবং সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বদা পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত তথাপি জীবের হৃদয়প্রদেশ উঁহার অবস্থিতির

একটি বিশেষ স্থান। মানবের হৃদয়দেশ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সেইজন্য মনুষ্যের হৃদয়ের পরিমাণ-অনুসারেই পরমেশ্বরকেও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণও বলা হয়। মানবের শরীরই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির যোগ্য অধিকারী, সেই জন্যই মনুষ্যের হৃদয় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিস্থান বিচার করা হয়।

মনুষ্যের হৃদয়গুহায় অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা ও শাসক। তিনি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, সূর্য্য বা অগ্নির তুল্য উষ্ণ-প্রকাশক নহেন, পরন্তু দিব্য নির্ম্মল এবং শান্ত প্রকশস্বরূপ।

যে প্রকার বর্ষার জল পর্ব্বতের উপরে ও নীচে এক হইয়াও বিভিন্ন বর্ণ, আকার এবং গন্ধ ধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বতের চারিধারে বিস্তৃত হয়, সেই প্রকার একই পরমাত্মা হইতে প্রবৃত্ত বিভিন্ন-স্বভাবের দেব, অসুর ও মনুষ্যাদিকে যে ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন মনে করে এবং পৃথক্ মনে করিয়া তাহাদের সেবা করে, তাহাকে উহা জলের মত ছড়াইয়া বিভিন্ন লোকে এবং নানাযোনিতে ভ্রমণ করায়।

মুক্ত জীব যে ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করে না, তাহাও শ্রুতি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে স্থাপিত হইলে উহা নির্ম্মল জলসদৃশই দৃষ্ট হয়, কিন্তু একত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি একত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে ঐ জলের বৃদ্ধি দেখা যাইবে না। সেইরূপ তত্ত্ববিদ্ মুনির আত্মা মুক্তাবস্থায় ভগবৎ-সদৃশই হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হয় না। **অচিন্ত্যভেদা-ভেদ-সম্বন্ধই** থাকে। সদৃশ বস্তু কখনও এক হয় না সুতরাং সাদৃশ্যের ভেদ থাকিবেই সেইজন্য শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ভেদই

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব কেবলাদ্বৈতীর কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে এবং ন্যায়সঙ্গতও নহে। শ্রীমহাপ্রভু-কথিত অচিন্ত্যভেদাভেদই শ্রুতির সার্ব্বিক সিদ্ধান্ত ও ন্যায়সম্মত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীর সারার্থেও পাই, যাঁহারা দেহাদিকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার অধীন জ্ঞান করিতে পারেন এবং শ্রীভগবান্‌কেই সর্ব্ব শরীরের স্বামী জানিয়া শরীরাদি দ্বারা সেই শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদের আর সংসারে কুত্রাপি ভোগমূলক মমতা থাকে না, সর্ব্বত্র ভোগাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক একাদশ দ্বার সমন্বিত দেহকে, এমন কি, দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদিকেও শ্রীভগবানের সেবার উপকরণরূপে দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা হরিভজন করিয়া দেহাভিমান-শূন্যত্ব-হেতু দেহকৃত-ক্লেশাদি-অনুভব-রহিত হইয়া প্রথমে জীবন্মুক্তি ও অবশেষে বিদেহ মুক্তিতে পার্ষদরূপে শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিত্যসেবানন্দ প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদোষহীন ও অখিলকল্যাণগুণের আকর, সারস্বরূপ, বরসুখাশ্রয়, সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্ববেদ-প্রতিপাদ্য, সর্ব্বকারণ-কারণ পরব্রহ্ম। তিনি নিজ ধামে নিত্য অবস্থান করিয়াও অনন্তব্রহ্মাণ্ডে একাংশে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারেন না। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, যদি কাহারও নিকট কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করেন, তবে তিনি জানিতে পারেন, সেইজন্য সকলের তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগতিই একমাত্র তাঁহাকে জানিবার উপায়।

শ্রীভগবানের প্রেরণায় জীবের প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধদিকে গতি লাভ করে এবং অপান বায়ু অধোভাগে নিক্ষিপ্ত হয়। হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত

সেই পুরুষ সকলের ভজনীয় বস্তু। দেবগণও সেই পুরুষের ভজনার্থ নানাবিধ উপহার প্রদান পূর্ব্বক এবং আজ্ঞাপালনকরতঃ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

জীব হরিভজনাশ্রয়ে শ্রীহরির কৃপায় যখন দেহ হইতে নিজ আত্মাকে বিমুক্ত করিতে পারে, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহোপাধি-মুক্ত জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় নিজ আরাধ্য পরমাত্মাকে একমাত্র তাহার পরিচালকরূপে জানিতে পারে।

জীব কখনও প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা জীবিত থাকে না। প্রাণ ও অপান বায়ুও যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত, সেই শ্রীভগবান্‌ই জীবকে প্রাণ ও অপান বায়ুর পরিচালনাক্রমে বাঁচাইয়া রাখেন। কারণ শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্বজীবের জীবনদাতা ও মুখ্যপ্রাণের প্রেরক।

শ্রীভগবত্তত্ত্ব অতিশয় গুহ্য ও দুরবগাহ হইলেও উপযুক্ত তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক সৎশিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া শিষ্যের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকেন। একদিকে যেমন সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা সেইরূপ আবার শিষ্যও শ্রদ্ধালু, সরল এবং গুরুপদে নিষ্কপট ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই। তাহা হইলে সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্যের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

যাঁহারা অশেষ সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হন, তাঁহারা বিদেহমুক্তিতে অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করিয়া নিত্যলীলায় পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হন। আর যাহারা হরিবিমুখ তাহারা কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে উচ্চ-নীচ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। এমন কি, কেহ কেহ কর্ম্মফলে পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি জন্ম কেহ বা স্থাবর যোনিও প্রাপ্ত হয়।

যে শ্রীভগবান্ হইতে সুপ্ত জীবগণে কাম্যমান স্বাপ্নিকপদার্থজাত বিষয় উৎপত্তি লাভ করে, বেদাদি ও প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকেই অবিনশ্বর ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহার আশ্রয়েই সমস্ত লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি অবস্থিত।

এক বৈশ্বানর অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিরূপিত বা প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ পরমাত্মাও প্রতিদেহে দেহানুরূপী প্রতীত হইলেও কিন্তু জীব কখনও বিম্বস্বরূপ ভগবান্ হইতে পারেন না। পরমাত্মা সূর্য্যস্বরূপ আর জীবাত্মা মণ্ডল স্থানীয় সেই পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ—পরমাণুস্থানীয়।

একই বায়ু যেমন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই বস্তুর অনুরূপ গতি ও শক্তি প্রকাশ করেন, সেইপ্রকার সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বরও এক, অদ্বিতীয় হইয়াও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধে পৃথক পৃথক্ শক্তি ও গতি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যেমন একই সূর্য্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া থাকেন, উহার প্রকাশ প্রাণিমাত্রের চক্ষুর সহায়ক, এইজন্য সূর্য্য সকল লোকের দৃষ্টির নিয়ন্তা বলিয়া চক্ষুঃ নামেও অভিহিত হন। প্রাণিগণ চক্ষুর সহায়তায় নানাপ্রকার গুণ-দোষময় কর্ম্ম করিয়া থাকে কিন্তু সূর্য্য সেই প্রাণিগণের নেত্র দ্বারা কৃত নানাপ্রকার বাহ্য কর্ম্ম-দোষে লিপ্ত হন না, সেই প্রকার সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ এক, অদ্বিতীয় তত্ত্ব; তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্য নানাপ্রকার শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে, কিন্তু পরমেশ্বর জীবের

সেই কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না কারণ তিনি সকলের অন্তর্য্যামি-রূপে প্রেরক হইলেও সকল হইতে পৃথক্ এবং সর্ব্বথা অসঙ্গ। ইহাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীভগবান্‌ই সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান থাকিয়া এক, অদ্বিতীয়রূপে সকলের নিয়ন্তা। তিনি সর্ব্বদা একরস, বিশুদ্ধবিজ্ঞান-ঘনস্বরূপ হইয়া বিভিন্নাংশে দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি অনেক প্রকারে অভিব্যক্ত হইতেছেন। যে সকল বিবেকী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর কৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভক্তিযোগে নিরন্তর সেই পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত শান্তি অর্থাৎ নিত্যসুখ লাভ হয় কিন্তু হরিবিমুখ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সে-সুখ লাভ হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তুসমূহেরও নিত্য অর্থাৎ অপর নিত্য বস্তুসমূহ তাঁহার নিকট হইতেই নিত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনি চেতন-বস্তুসমূহেরও চেতন অর্থাৎ চেতয়িতা—মুখ্যচেতন। অপর চেতনসমূহও তাঁহার অধীন। তিনি পরম চেতন, তিনি সকলের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই পরমেশ্বরের উপাসনা-ফলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ লাভ হয়, অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ।

প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত, সর্ব্বাতিশায়ী, সুখাত্মক সেই ভগবদ্বস্তুকে জানিবার একমাত্র উপায়, তাঁহার ভজনফলে তাঁহার কৃপা। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, যাহাকে কৃপা করিয়া তিনি নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা বা বিদ্যুৎ অন্যবস্তুর প্রকাশক হইলেও শ্রীভগবান্‌কে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। অধিকন্তু সূর্য্যাদিও তাঁহার শক্তিতেই প্রকাশশীল হইয়া অন্য বস্তুর প্রকাশক হয় মাত্র।

বর্ত্তমানে কঠোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর সার-মর্ম্মানুধাবনে যত্নবান্ হইতেছি। ইহাতে শ্রুতি প্রথমেই সংসারকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত উপমা দিয়া বলিতেছেন যে, এই সংসারটি একটি অশ্বত্থবৃক্ষতুল্য—অনিত্য। কিন্তু ইহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই ইহার মূলকারণ। আর নিম্নদেশে চতুর্দ্দশ ভুবন ইহার শাখা-প্রশাখারূপে বিস্তৃত। সংসারের পরিচয় বুঝাইবার নিমিত্তই ইহারে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। অশ্বত্থবৃক্ষ যেরূপ অসংখ্য শাখা-পত্র দ্বারা বিরাট্ মহীরুহরূপে বিস্তৃত, এই সংসারও সেইরূপ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদরূপ শাখায় নানাবিধ আপাতমধুর কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যরূপ পত্র দ্বারা বিস্তৃত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের নিকট চতুর্ব্বর্গদায়ক আশ্রয়-লাভযোগ্য বিচারিত হইয়া বহু মানিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তগণ ইহাকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদনযোগ্য বলিয়া বৃক্ষরূপে বিচার করিয়া থাকেন, আর মায়াবাদিগণ যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্থাপনে প্রয়াসী হন তাহাও খণ্ডন পূর্ব্বক সংসার-প্রবাহ সত্য এবং অনাদি, নিত্য কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল বা ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া জানাইয়া থাকেন।

এ জগতে যাহা কিছু দৃশ্যবস্তু অবস্থিত তাহা সকলই বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত। তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং বজ্রস্বরূপ নিয়ামকরূপে সমস্ত বিশ্ব কম্পিত বা পরিচালিত করিয়া থাকেন। তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ও যমরাজ প্রভৃতি দেবগণ স্ব-স্ব কর্ত্তব্য পালন করেন। শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর, সকলের শাসক ও নিয়ন্তা। তাঁহার শাসন কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।

মনুষ্যগণ এই ভৌতিক শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি তাদৃশ গুণযুক্ত শ্রীহরিকে ভজন-প্রভাবে বিদিত হইতে অর্থাৎ লাভ করিতে পারেন

তাহা হইলে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠাদিতে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় দেহ লাভ করতঃ নিত্য সেবা লাভ করেন আর যদি হরিভজন না করিয়া শ্রীহরি-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী প্রভৃতি নানালোকে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকিবে।

লোকভেদে পরমাত্ম-দর্শনের ভেদ হইয়া থাকে। যেরূপ মল-রহিত দর্পণের সম্মুখে আগত বস্তু দর্পণ হইতে বিলক্ষণ ও স্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণে জীবাত্মা হইতে বিলক্ষণরূপে পরমেশ্বরকে স্পষ্ট দেখা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টা যেরূপ স্বপ্নমধ্যে বস্তু-সমূহ যথার্থরূপে না দেখিয়া বাসনা বা সংস্কারানুযায়ী কোন বস্তু বিশৃঙ্খল-রূপে দেখে, সেইপ্রকার পিতৃলোকে পরমেশ্বর-স্বরূপ যথাবৎ স্পষ্ট দেখিতে পায় না। গন্ধর্ব্বলোকে পিতৃলোক অপেক্ষা কিছু স্পষ্ট দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাকেও সর্ব্বথা স্পষ্ট বলা যায় না। ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসিগণের নিকট ছায়া ও আতপের ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ সহজেই অত্যন্ত বিভিন্ন ও সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মলোক বলিতে নির্ব্বিশেষলোক বুঝিলে সেখানেও ব্রহ্মতত্ত্ব অস্পষ্টই হইবে। একমাত্র বৈকুণ্ঠেই সেব্য ও সেবকভাবে শ্রীভগবান্ ও জীবকে স্পষ্ট অনুভব করা হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি, যাহার সংজ্ঞাতরূপী এই শরীর—তাহা কিন্তু জীবাত্মা নহে, জীবাত্মা ইহা হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ, নিত্য, চিন্ময়বস্তু, সর্ব্বথা বিশুদ্ধ ও জ্ঞানস্বরূপ। এইরূপ আত্মজ্ঞানীর দুঃখ ও শোক থাকে না।

ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে ভোক্তা জীব শ্রেষ্ঠ, তাহাকে আবার মায়াশক্তি আকর্ষণ করে বলিয়া

মায়ার শ্রেষ্ঠত্ব, মায়া হইতে মায়াধিপতি পরমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। যাঁহাকে জানিলে জীব মায়াবন্ধন হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করে। কিন্তু ভগবৎ-শরণাগতি ব্যতীত মায়াতরণের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পরব্রহ্মতত্ত্ব কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না। তাঁহাকে জানিবার উপায়—শ্রীহরি-শরণৈকমূল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপা ভক্ত্যাদি সাধন-জনিত বিশুদ্ধ মনের দ্বারা লভ্য; ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি, ভক্তিস্থলভ ধৈর্য্য লাভ হইলে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া দর্শন দান করেন।

যখন শ্রীহরিভজনের ফলে চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত জড়বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া শ্রীভগবানে নিবেশিত হয় এবং বুদ্ধিও ভোগ্য-বিষয়-নিশ্চয়ার্থ ব্যাপৃত না হইয়া শ্রীভগবানেই স্থির হয়, সেই অবস্থাকেই যোগিগণ পরমা গতি বলেন।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শ্রীভগবানে স্থির ধারণাকেই যোগ বলে। সাধকের এই অবস্থায়ই ভগবদিতর বিষয়-দর্শনরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রমাদ দূর হওয়ায় ইষ্টের উদয় এবং অনিষ্টের পরিহার হয়।

সদ্গুরুর পদাশ্রয় ও তাঁহার কৃপা ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না। প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়ায় পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। সাধকের শ্রীগুরু-কৃপায় সর্ব্বাগ্রে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া দরকার যে, শ্রীভগবান্ অবশ্যই আছেন এবং ভক্তিসাধনার দ্বারা তাঁহাকে অবশ্যই পাওয়া যায়। সদ্গুরুর কৃপা হইলেই সুকৃতিমান্ জীব ভগবৎ কথা শ্রবণ করিতে করিতে

ভগবদ্বিশ্বাস লাভ করে, সাধু ও শাস্ত্রকৃপায় জীবের শুদ্ধভক্তি-লাভ এবং তদনন্তর ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে।

যখন জীব সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবদুপাসনা প্রাপ্ত হয় এবং ভগবদু-পাসনার ফলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়স্থিত ভগবদিতর কামনারাশি সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসার হইতে মুক্ত হন এবং ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করেন। তত্ত্বোদয়ে জীবের হৃদ্‌গত জড়কাম দূর হইলে অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং অমরত্ব বা বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

জীবগণের হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তারমধ্যে একটি নাড়ী যাহাকে সুষুম্না বলে, উহা উর্দ্ধে মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে, যাঁহারা শ্রীভগবানের পরমধামে যাইবার অধিকারী তাঁহারা এই সুষুম্না নাড়ী দ্বারা শরীর হইতে ঈশ্বরানুগ্রহে বহির্গত হয় এবং অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। আর অন্য জীব মৃত্যুকালে অন্যান্য নাড়ীর সাহায্যে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম ও বাসনানুসারে নানাযোনি প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর মনুষ্যের হৃদয়পরিমাণানুরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রদেশে সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তৎসত্ত্বেও মানব তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে মানব প্রমাদরহিত হইয়া ধৈর্য্যসহকারে হরিভজন করেন তাহা হইলে শ্রীহরিকৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। সেই সাধনের দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে প্রকার মুঞ্জ নামক তৃণবিশেষের মধ্য হইতে ঈষিকা নামক সূক্ষ্ম শীষ বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার ভক্তিযোগরূপ সাধনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ে নিজ শরীর হইতে জীবাত্মাকে পৃথক্ জানিতে

পারা যায় এবং সেই জীবাত্মা হইতেও পৃথক্ তদন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে জীবারাধ্যরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ হয়।

শ্রীযমরাজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই প্রকার তত্ত্ববিচার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণানন্তর শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়রূপ ভক্তিযোগ অবলম্বন করতঃ নচিকেতা মায়ামুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। অন্য কেহ যদি নচিকেতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে শুদ্ধভাবে শ্রীহরিভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও মায়ার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেন এবং ভগবদ্‌পার্ষদরূপা গতি লাভ করিতে পারেন। ইহাই কঠোপনিষদের সারকথা।

এই গ্রন্থখানিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রযতি-কৃত প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, তদ্ব্যতীত গৌড়ীয়সিদ্ধান্তসম্মত অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ এবং আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত শ্রুত্যর্থবোধিনী-নাম্নী টীকা এবং মাদৃশ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের লিখিত শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তপূর্ণ তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে গ্রন্থখানির অভিনবত্ব সুধীগণের নিকট বিশেষ উপলব্ধির বিষয় হইবে বলিয়া ধারণা।

আশা করি, সহৃদয় সুধী ও ভক্ত পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ-পাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। উপনিষৎ যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, তাহাকে সহজবোধ্য করা অতীব কঠিন। তথাপি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণা একমাত্র সম্বলকরতঃ নিজের সর্ব্ববিধ অযোগ্যতা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট পূরণাশায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া

অল্পদিনের মধ্যে উপনিষদ্ গ্রন্থমালার অন্তর্গত এই কঠোপনিষদ্‌খানি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়ায় নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় ও অপার মহিমায় মূক যেরূপ বাচালত্ব লাভ করে এবং পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, মাদৃশ অধমও তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমি বৃদ্ধ, তদুপরি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত, দৃষ্টি-শক্তির ও স্মৃতিশক্তির দিন দিন লাঘব বোধ হইতেছে। কি প্রকারে যে একাদশ উপনিষদ্ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইবেন, তাহাই ভাবনা। তবে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণা শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনাবধি চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিব না, ইহাই অধমের আশাবন্ধ।

এক্ষণে শ্রুতি-পাঠকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অত্যল্পকালের মধ্যে ও নিজের অশেষ অযোগ্যতার মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন সুতরাং ইহাতে অনেক প্রকার দোষ-ত্রুটী ও ভুল-ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা, অতএব তাঁহারা যেন নিজগুণে আমার সকল দোষ ক্ষমা পূর্ব্বক গ্রন্থের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া আমাকে বাধিত ও কৃতার্থ করেন।

বর্ত্তমানে একমাত্র শ্রীশঙ্করভাষ্য-সংবলিত উপনিষদ্ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যসহ উপনিষদের প্রকাশন খুবই বিরল। তন্মধ্যে আবার গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু-বিরচিত দশোপনিষদ্ ভাষ্যের ঈশোপনিষদ্ ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য দৃষ্ট না হওয়ায় উপনিষদের গৌড়ীয়সম্মত ব্যাখ্যা জানিবার বিশেষ অভাব থাকায় এইরূপ গ্রন্থ-সম্পাদনের প্রয়াস।

আমাদের মাননীয় পণ্ডিত মহোপাধ্যায় শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয়ের আন্তরিক সহায়তা আমাকে বিশেষ

উৎসাহিত করিয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তরোত্তর এই সেবায় আমাকে প্রোৎসাহিত করিবেন, ইহাই তাঁহার নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অবশ্য তিনিও অতিশয় বৃদ্ধ। একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপায় পুনঃ পুনঃ জীবন পাইতেছেন। তিনি যে 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে যে গৌড়ীয়ের শ্রুতিসিদ্ধান্তের আলোকপাত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

আজ এই গ্রন্থমুদ্রণ আদৌ সম্ভবপর হইত না, যদি আমাদের স্নেহাস্পদ 'রূপ লেখা প্রেসে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী বি, এস্, সি, 'ভক্তিকলানিধি' মহাশয় ঐকান্তিক চেষ্টা লইয়া গ্রন্থ-মুদ্রণে অগ্রসর না হইতেন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবাচেষ্টায় অতি অল্প-দিনের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে যে গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই অকৃত্রিম সেবাচেষ্টার যথোপযুক্ত ফল একমাত্র বেদান্তবেদ্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই প্রদান করিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। অলমতিবিস্তরেণ—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-তিথি
ও শ্রীশ্রীল ভারতী মহারাজের
তিরোভাব-তিথি,
মাঘী শুক্লা পঞ্চমী
গৌরাব্দ ৪৮৪,
১৭ই মাঘ, বাংলা ১৩৭৭ সাল।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী—

শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

বিষয়-সূচী

প্রথমাধ্যায়ের প্রথমা বল্লী

দ্বিতীয়া বল্লী

তৃতীয়া বল্লী

২। শরীরকে রথরূপে, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব ও ভোগ্য বিষয়সমূহকে অশ্বের গমনাগমনের পথরূপে বর্ণন। ১।৩।৩-১৩

৩। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে হরিভজনের ফলে জীবাত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্বের অনুভূতি ও দর্শন। শ্রীভগবান্‌ অপ্রাকৃত তত্ত্ব, স্বপ্রকাশ বস্তু, সেজন্য অক্ষজজ্ঞানগম্য নহেন। ১।৩।১৪-১৫

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমা বল্লী

১। বিবেকী ব্যক্তির শ্রীহরিভজনাশ্রয়ে অন্তর্ম্মুখী হওয়া কর্ত্তব্য। ২।১।১-৩

২। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির প্রকাশক মহান্‌ আত্মাকে জানিলে শোক-মোহাদিরহিত হইয়া পরমানন্দ লাভের অধিকারী হওয়া যায়। ২।১।৪

৩। পরমেশ্বরের সর্ব্বনিয়ামকত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্বের বিষয় বর্ণন। জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত পরমাত্মার অনুভূতি ভক্তিযুক্ত নির্ম্মল মনের দ্বারা সম্ভব। ২।১।৫-১৫

দ্বিতীয়া বল্লী

১। একাদশ দ্বার সমন্বিত দেহকে ভগবদধীনরূপে জানিয়া শ্রীভগবানের সেবায় শোকরহিত হওয়ার উপদেশ। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক হইয়া জীবকে পরিচালনা করেন। অগ্নি বা বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবেশপূর্ব্বক সকল সত্তায় শক্তি ও গতি বিধান করেন। ২।২।১-১২

২। যাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়-মধ্যে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হন। ২।২।১৩

৩। ব্রহ্ম-বস্তু স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে সূর্য্য, চন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রকাশেই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। ২।২।১৫

তৃতীয়া বল্লী

১। সংসারের সহিত অশ্বত্থ বৃক্ষের উপমা, সংসারের মূল আশ্রয় ও নিয়ামক পরমেশ্বর। সূর্য্য, চন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণ পরমাত্মার অধীন হইয়াই স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। ২।৩।১-৩

২। ভগবদ্ভজনের ফলে নিত্যধামে অপ্রাকৃত শরীর লাভ হয়। পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতিতে পরমাত্মস্বরূপানুভূতির তারতম্য কথন, শুদ্ধ ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে এবং বৈকুণ্ঠলোকে ভক্তগণের নিকট শ্রীভগবানের স্বরূপ-প্রকাশ। ২।৩।৪-৫

৩। ভগবদ্ভজনের ফলে হৃদয়ের সমস্ত ভগবদিতর কামনা ও হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হইলে জীবের অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম লাভ হয়। ২।৩।১৪-১৫

৪। সুষুম্না নাড়ীযোগে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে উদ্গত হইলে মুক্তি এবং অন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণে সংসার প্রাপ্তি। ২।৩।১৬

৫। দেহ হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মাকে ভক্তিসুলভ ধৈর্য্যের দ্বারা জানিবার উপদেশ। ২।৩।১৭

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ তৎসঙ্কলিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালার** অন্তর্গত 'ঈশোপনিষদ্' গ্রন্থখানির সম্পাদনা সমাপ্ত করিবার পর সম্প্রতি **'কঠোপনিষদ্'** গ্রন্থখানির সম্পাদনা সমাপ্ত করিলেন।

ইহাতে প্রত্যেকটি শ্রুতিমন্ত্রের অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য্য **শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ মুনীন্দ্রযতিকৃত প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য,** আমাদের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহোদয়ের কৃতা **শ্রুত্যর্থবোধিনী**-নাম্নী টীকা, আমাদের পরম পূজনীয় স্বামিজী মহারাজের বঙ্গভাষায় রচিত **গৌড়ীয়সিদ্ধান্তপর-'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা** এবং ভূমিকা ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত রহিয়াছে।

আশা করি, গ্রন্থখানি ইহার পাঠকমাত্রকেই দুরূহ শ্রুত্যর্থবোধে সাহায্য করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে যে অন্বয়ানুবাদ ও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, উহাও গৌড়ীয়সিদ্ধান্তসম্মতভাবে করা হইয়াছে। মোটের উপর উপনিষদের অর্থ বা তাৎপর্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সিদ্ধান্তানুযায়ী অনুধাবন করিতে হইলে এই গ্রন্থখানি সকলের একবার অধ্যয়ন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব] বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীবেদান্তসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা রচনা করিবার পর দশোপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আজ নয়নগোচর হইতেছে না, কেবলমাত্র ঈশো-পনিষদের তদ্‌রচিত ভাষ্যটি বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজও তৎ-সম্পাদিত ঈশোপনিষদে তাহা সংযোজিত করিয়াছেন।

বোধ হয়, সেই অভাব দূরীকরণের মানসে উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সম্পাদনকরতঃ উপনিষদের ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্যই স্বামিজী মহারাজ এই সুমহান্ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধবয়সের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া আমাদিগকে ঔপনিষদার্থের দ্বারাও ভক্তিপথে প্রেরণা দিবেন, ইহা আমাদের গৌরবের ও ভাগ্যের পরিচায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

সাধারণের ধারণা—উপনিষদ্ জ্ঞান-শাস্ত্র, তাহা দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব-স্থাপিত হইতে পারে না কিন্তু আমি আশা করি, সহৃদয় শ্রদ্ধালু পাঠক-বৃন্দ এই গ্রন্থ অনুশীলন করিলে তাঁহারা নিশ্চয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, উপনিষদের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের এমন সরল ও সহজ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা-সহকারে ভক্তি-সিদ্ধান্তের স্থাপনা খুবই দুর্লভ।

গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের সারাংশ স্বামিজী মহারাজ তাঁহার লিখিত **'পাতনী'তে** বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া আমি এখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
(প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবাভিলাষে আমরা আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত 'ঈষাদি'-উপনিষদ্ গ্রন্থমালা পুনর্মুদ্রণে ব্রতী হইয়াছি। ঈষ ও কেনোপনিষদ্ গ্রন্থদ্বয় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় 'কঠোপনিষৎ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ঋষি-তনয় নচিকেতা ও শ্রীযমরাজের সংবাদ কথনরূপ প্রশ্নোত্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যময় তত্ত্ব এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন ও শোকাতীত হন—ইহাই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। সাত্বত শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর বাক্যেও পাই—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥'

পাঠকগণ—শ্রীভগবৎ তত্ত্ব অতিশয় গুহ্য ও দুরবগাহ। অতএব আপনারা বৈষ্ণবানুগত্যে গ্রন্থখানি অধ্যয়নপূর্ব্বক গ্রন্থের তাৎপর্য্য অনুভবে যত্নবান্ হইবেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আপনাদের অন্তর ভক্তি-সিদ্ধান্তে অভিসিক্ত হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথি
৯ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৫০৪
২৯ শ্রাবণ, ১৩৯৭ সাল

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তি প্রপন্ন গিরি

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

কঠোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৩

শান্তিসূক্তম্

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

তাৎপর্য্য—মহাভাষ্যে বলা আছে—সকল শাস্ত্রই প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে মঙ্গলাচরণযুক্ত হইলে প্রসিদ্ধি লাভ করে, শাস্ত্র-কর্ত্তার বংশধরগণ দীর্ঘায়ুঃ হয় এবং শাস্ত্রকার স্বয়ং প্রমুদিত হন। তথাহি শ্রূয়তে—'মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি প্রথন্তে, আয়ুষ্মৎপুরুষাণি চ ভবন্তীতি।' অবশ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ঐকান্তিক ভক্তগণ অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই ভক্তিমূলক স্বাভাবিক প্রীতিবশে মঙ্গলাচরণে শ্রীভগবানের বন্দনা, স্মরণ প্রভৃতি করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া থাকেন। এই কারণে প্রথমেই শান্তিসূক্ত পঠিত হইল। পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা আমাকে (বক্তা বা গুরুকে) ও শিষ্যকে (শ্রোতাকে) উভয়কে মিলিতভাবে রক্ষা করুন অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যা-স্বরূপ

প্রকাশ করিয়া দিউন। তিনিই আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা উভয়ে অধ্যয়নাধ্যাপনাদি-অধ্যবসায় অর্থাৎ বিদ্যাবিষয়ক উৎসাহ মিলিত হইয়া লাভ করিতে পারি। আমাদের অধীত-বিষয় তেজোযুক্ত (তেজস্বী) অর্থাৎ সফল হউক। আমরা পরস্পর যেন বিদ্বেষাচরণ না করি অর্থাৎ স্নেহসূত্রে আবদ্ধ থাকি। তিনবার 'শান্তি'শব্দ পাঠ আমাদের সকল বিঘ্ন-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। আমাদের সর্ব্বপ্রকারে শান্তি হউক। শিষ্য ও আচার্য্যের প্রমাদবশতঃ ও অন্যায়রূপে বিদ্যাগ্রহণ ও বিদ্যাদান-নিমিত্ত দোষ-প্রশমন এবং আমাদের ত্রিবিধ তাপ নিবৃত্ত হউক, এইজন্য আদিতে শান্তি পাঠ কথিত হইল।

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথেয়ং কঠোপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গতা, কঠেন মুনিনা প্রোক্তা ইতি তন্নাম্না প্রচরতি। ননু উপনিষদো-বেদান্তবাক্যত্বাৎ তস্য চ বেদস্বরূপত্বাৎ অপৌরুষেয়ত্বেন প্রামাণ্যং, যদ্ধি পৌরুষেয়ং তন্ন প্রমাণং পুরুষস্য ভ্রমপ্রমাদবত্বাৎ অত ইয়মুপনিষৎ কথং প্রমাণং স্যাৎ ইতি চেন্ন, কঠেন মুনিনা প্রোক্তা ন তু রচিতা, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকত্বেন কঠস্য তদুক্তায়া উপনিষদোঽপি তদ্ব্যপদেশাৎ। পাণিনীয়ং সূত্রম্—'কঠচরকাল্লুক্' আভ্যাং প্রোক্ত প্রত্যয়স্য লুক্ স্যাৎ। কঠেন প্রোক্তমধীয়তে যে তে কঠাঃ। 'কলাপি বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ' ইতি সূত্রেণ বৈশম্পায়নান্তেবাসিনঃ কঠ-শব্দাণ্ণিনিঃ, ততস্তৎ প্রত্যয়স্য লুক্। 'কঠানামুপনিষৎ' ইতি কঠোপনিষৎ। অথোপনিষচ্ছব্দস্য-সমাখ্যানুরোধী অর্থঃ প্রদর্শ্যতে। 'উপনিষীদত্যনয়া' ইতি ব্যুৎপত্তেরর্থ-ত্রয়বোধকত্বমুপনিষচ্ছব্দস্য লভ্যতে তথাহি উপ—অধিকেন নৈরবশেষ্যেণ সাদয়তি শীর্ণাং করোত্যবিদ্যামিতি বিশরণমর্থঃ। উপ—সমীপং শ্রীহরেঃ সাদয়তি নয়তীতি গতিরর্থঃ। উপ—সমীপে শ্রীহরের্নি-নিতরাং সাদয়তি স্থাপয়তীতি স্থাপনম্। ইতি বেদান্তদর্শনে উপনিষচ্ছব্দবদনেকার্থত্বমিতি

শ্রীগোবিন্দভাষ্যস্থ ব্যাখ্যানে প্রদর্শিতঃ। 'জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ' ইতি নিয়মাদ্ গ্রন্থারম্ভে ব্রহ্মবিদ্যাং বক্তুং শ্রোতৃ-প্রবর্ত্তনায়াখ্যায়িকামাহ। এতেন ব্রহ্মবিদ্যা অভিধেয়া, শ্রীহরিসম্পত্তিঃ ফলম্, শাস্ত্রেণ সহ ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাবঃ সম্বন্ধঃ ॥

অত্রেদমবধেয়ম্—শ্রীযমঃ নচিকেতসোঃ সংবাদমবলম্ব্যোপনিষদিয়ং প্রবৃত্তা, অত্র তাবদাখ্যায়িকামুখেন তয়োঃ সংবাদোঽবতরণীয় ইতি কৃত্বাখ্যায়িকামাহ—ওঁ উশন্ হ বৈ ইত্যাদি, দৃশ্যতে হি লোকে কাময়মান এব কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে, নচিকেতাঃ পিতৃ-প্রসাদমেবাচকাঙ্ক্ষ, ততশ্চ মুক্তিপ্রাপকং যজ্ঞিয়াগ্নেরধিষ্ঠাতৃরূপেণ পরমাত্মোপাসনাপ্রকারং তদনু আত্মতত্ত্বজ্ঞানঞ্চ কাময়মানেতি গ্রন্থপ্রবেশায় দ্রষ্টব্যমিতি সুধীভির্বিচার্য্যম্।

অবতরণিকাভাষ্যানুবাদ—অতঃপর এই কঠোপনিষৎ-সম্বন্ধে পরিচয়—ইহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত, কঠনামক মুনি-প্রোক্ত, এই হেতু সেই মুনির নামেই প্রচলিত হইতেছে। যদিও উপনিষদ্ বেদান্তবাক্য সুতরাং উহা বেদস্বরূপ, বেদ অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া তাহার প্রামাণ্য, কিন্তু যাহা পৌরুষেয় তাহা প্রমাণ নহে, কারণ পুরুষ-মাত্রেরই ভ্রম ও প্রমাদ থাকে, তাহা হইলে এই উপনিষদের প্রামাণ্য কিরূপে হইবে? এই যদি বল, তাহা বলা যায় না; **'কঠোপনিষৎ'** কঠ-নামক মুনি দ্বারা **প্রোক্ত, রচিত নহে**; কঠ মুনি এক সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, এজন্য তাঁহার ও তৎকথিত উপনিষদেরও তাঁহার ব্যপদেশ হেতু প্রামাণ্য। মহর্ষি পাণিনির একটি সূত্র আছে—'কঠচরকাল্লুক্' কঠ ও চরক শব্দের উত্তর তাহা কর্ত্তৃক প্রোক্ত এই অর্থে বিহিত প্রত্যয়ের লুক্ হয়, এজন্য কঠ কর্ত্তৃক প্রোক্ত গ্রন্থ যাঁহারা অধ্যয়ন করেন তাঁহারাও কঠ নামে প্রসিদ্ধ, 'কলাপি-বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ' কলাপিন্ ও বৈশম্পায়ন মুনির শিষ্য-বাচক শব্দের উত্তর ণিনি হয়,

এই সূত্রে বৈশম্পায়ন মহর্ষির শিষ্য কঠ শব্দের উত্তর ণিনি, তাহার পর উক্ত সূত্রে সেই প্রত্যয়ের লুক্, তাহার পর 'কঠানামুপনিষদ্' এই ষষ্ঠী সমাস-নিষ্পন্ন 'কঠোপনিষদ্' শব্দটি। অতঃপর উপনিষদ্-শব্দের সমাখ্যানুসারী অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগলভ্য অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। 'উপনিষীদতি অনয়া' এই অর্থে করণবাচ্যে উপ ও নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন উপনিষৎ শব্দটি অর্থভেদে তিন প্রকার অর্থ-প্রকাশক। যথা উপ—অধিকভাবে নিরবশেষে অবিদ্যাকে যে ক্ষীণ করে ইহাতে সদ্ ধাতুর বিশরণ (ক্ষীণতা) অর্থ, আবার শ্রীহরির সমীপে লইয়া যায়—এই গতি অর্থ, আবার শ্রীহরির সমীপে যাহা একান্তভাবে স্থাপন করে—এই স্থাপনার্থ। ইহা বেদান্তদর্শনে 'উপনিষচ্ছব্দবদনেকার্থত্বম্' এইরূপ শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে। নিয়ম আছে যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন ও তাহার সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ জানিয়া শ্রোতা গ্রন্থ শুনিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য শাস্ত্রের প্রারম্ভে প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ অবশ্য বক্তব্য, এ-কারণ গ্রন্থের আরম্ভে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার মানসে শ্রোতার প্রবৃত্তি জননার্থ আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থের ব্রহ্মবিদ্যা অভিধেয় (প্রতিপাদ্য) এবং শ্রীহরি-সান্নিধ্য তাহার প্রয়োজন বা ফল এবং গ্রন্থের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব-সম্বন্ধ বর্ণিত হইল।

এই গ্রন্থারম্ভে ইহা বিবেচ্য—শ্রীযমরাজ ও বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতার সংবাদ অবলম্বন করিয়া এই উপনিষৎটি প্রবৃত্ত হইয়াছে। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়,—প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি কারণ ফলাকাঙ্ক্ষা, সেজন্য নচিকেতাঃ প্রথমতঃ পিতার ক্রোধোপশমন, পরে নিজের মুক্তি-প্রাপক যজ্ঞিয়াগ্নিতে অধিষ্ঠাতৃরূপে অন্তর্য্যামী পরমাত্মার উপাসনা-প্রকার, পরিশেষে পরমাত্মতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন—ইহাই গ্রন্থের অবতরণিকা, সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমা বল্লী

শ্রুতিঃ—ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—ওঁ—(সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের নাম) উশন্ (স্বর্গলোক কামনা করিয়া) হ বৈ (এইরূপ অতীত বৃত্তান্ত আছে) বাজশ্রবসঃ (বাজ অর্থাৎ অন্ন, তদ্দান দ্বারা যাঁহার কীর্ত্তি হইয়াছিল, সেই মুনির পুত্র উদ্দালক অথবা বাজশ্রবা বলিয়া প্রসিদ্ধ মুনি) সর্ব্ববেদসং (সর্ব্বস্ব) দদৌ (বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে দান করিয়াছিলেন)। তস্য (সেই মুনি বাজশ্রবসের) নচিকেতাঃ নাম (নচিকেতা নামে) পুত্র আস (একটি পুত্র ছিল) ॥১॥

অনুবাদ—স্বর্গকামী বাজশ্রবস মুনি সর্ব্বস্ব-দক্ষিণা-সমন্বিত বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, এইরূপ অতীত বৃত্তান্ত আছে। তাঁহারই নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ওঁ তৎ সদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ-বিরচিতপ্রকাশিকা-সমেতা
কাঠকোপনিষৎ।

শ্রেয়ায় যঃ করুণয়া ক্ষিতিনির্জরাণাং
ভূমাবজৃম্ভয়ত ভাষ্যসুধামুদারং।

বাম্যাগম্রাঙ্ঘ্রগবদাবদভূলবাতো
রামানুজং স মুনিরাদ্রিয়তাং মদুক্তিম্ ॥

অথ কঠবল্লী-ব্যাখ্যা।

অতসীগুচ্ছসচ্ছায়মঞ্চিতোরঃস্থলং শ্রিয়া।
অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলির্মম গাহতাম্ ॥

ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্যান্ গুরূনপি।
ব্যাখ্যাস্যে বিদুষাং প্রীত্যৈ কঠবল্লীর্যথামতি ॥

উশন্ কাময়মানঃ। বশ-কান্তাবিত্যস্মাচ্ছতরি গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সংপ্রসারণম্। হ বা ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ। ফলমিতি শেষঃ। বাজশ্রবসঃ। বাজেনান্নেন দানাদিকর্ম্মভূতেন শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য স বাজশ্রবাস্তস্যাপত্যং পুমান্ বাজশ্রবসঃ। রূঢ়ির্বা বাজশ্রবস ইতি। স কিলর্ষির্বিশ্বজিতা সর্বস্বদক্ষিণেন যজমানস্তস্মিন্ক্রতৌ সর্ববেদসং সর্বস্বং দদৌ দত্তবানিত্যর্থঃ। উশন্নিত্যনেন কর্ম্মণঃ কাম্যত্বাদ্দক্ষিণাসাদ্গুণ্য-মাবশ্যকমিতি সূচ্যতে।

আস বভূব। ছন্দস্যুভয়থেতি লিটঃ সার্বধাতুকত্বাৎ স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্য-মিত্যাদিবদস্তের্ভূভাবাভাবঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ওঁ তৎ সৎ।

নত্বা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ তদ্ভক্তান্ বৈষ্ণবাংস্তথা।
প্রীণয়িতুং ময়া টীকা শ্রুত্যর্থবোধিনী কৃতা।
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-নির্দ্দেশাদ্ গৌড়ীয়-মতসাধনম্।
সাধবো যদি মোদেরন্ সফলোঽসৌ ততঃ শ্রমঃ।

ইহ খলু বিদুষাং প্রীত্যৈ যথামতি কঠবল্লীর্ব্যাখ্যাতুকামঃ প্রথমং বৃত্তার্থং স্মারয়ন্ শ্রোতুঃ প্রবৃত্তিজননায়াখ্যায়িকাম্ ব্যাচষ্টে উশন্নিত্যাদি। তত্রাস্যা-মুপনিষদি কাঠকপ্রোক্তায়াম্ অধ্যায়দ্বয়াত্মিকায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথম-বল্ল্যাম্ একোনত্রিংশৎশ্রুতয়ঃ, দ্বিতীয়স্যাং পঞ্চবিংশতিঃ, তৃতীয়স্যাং ষোড়-শেতি অন্তিমেঽধ্যায়ে প্রথমবল্ল্যাং পঞ্চদশ, দ্বিতীয়ায়াং পঞ্চদশ, তৃতীয়া-য়ামষ্টাদশ। উশন্ (কাময়মানো যজ্ঞফলং স্বর্গমিতিশেষঃ) "লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্ট পরিকল্পনা। কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবৎ"ইতি শ্রবণাৎ বিশ্বজিতা যজেত ইতি শ্রুতিবিহিতে বিশ্বজিন্নাম্নি কর্ম্মণি ফলা-শ্রবণাৎ বিধি-সার্থক্যায় স্বর্গরূপং ফলং কল্পনীয়মিতি। বশকান্তাবিত্যাদাদি-কাদ্ বশ্ধাতোঃ শতরি বিকরণলোপে গ্রহিজ্যাবয়িবষ্টীত্যাদিনা সম্প্র-সারণে সিদ্ধমুশন্নিতিপদম্। বাজশ্রবসঃ বাজেন অন্নেন দানাদিকর্ম্মভূতেন শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য স বাজশ্রবাঃ শ্রু-ধাতোঃ কর্ম্মণি সর্ব্বধাতুভ্যোঽসিঃ ইত্যসি প্রত্যয়ঃ। বাজো বা অন্নমিতি নিরুক্তকারঃ। তস্য বাজশ্রবসঃ অপত্যং বাজশ্রবসঃ তস্যাপত্যমিত্যণ্। রূঢ়ির্বা বাজশ্রবস ইতি স কিলর্ধির্বিশ্বজিতা সর্ব্বস্বদক্ষিণেন যজমানস্তস্মিন্ক্রতৌ সর্ব্ববেদসং সর্ব্বস্বং বেদসশব্দস্য ধনবাচিত্বং নৈরুক্তম্। দদৌ—দত্তবানিত্যর্থঃ। উশন্নিত্যনেন কর্ম্মণঃ কাম্যত্বাদ্দক্ষিণাসাদ্গুণ্যমাবশ্যকমিতি সূচ্যতে। তস্য চ হ হ প্রসিদ্ধৌ নিপাতঃ, প্রসিদ্ধস্য বাজশ্রবস ইত্যর্থঃ। নচিকেতা ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ পুত্র আস বভূব অস্ধাতোরাদাদিকাল্লিটি প্রথমপুরুষৈ-কবচনে 'ছন্দস্যুভয়থেতি' সূত্রাল্লিটঃ সার্ব্বধাতুকত্বাৎ অস্তের্ভূভাবাভাবঃ, যথা স্বস্তয়েবায়ুমুপব্রবামহৈ ইত্যত্র নিপাতস্যাপি স্বস্তিশব্দস্য অনিপাতত্বম্। অথবা তিঙন্ত প্রতিরূপকমব্যয়মেতৎ। যদ্বা 'অস গতিদীপ্ত্যাদানেষু' ইতি ভৌবাদিকাদস্ধাতোর্লিটিপ্রয়োগঃ। নচিকেতাঃ অত্যর্থং কেতয়তি নিবসতি জীবহৃদয়ে ইতি ণিজন্তাৎ কিতের্ঘঙ্লুকি অসি প্রত্যয়েন সিদ্ধম্। ন চিকেতাঃ আত্মানং জ্ঞেয়ত্বেন যো ন জ্ঞাতবান্ ॥১॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্ ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
সেই আশাবন্ধে মুই করিনু স্মরণ ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

তত্ত্বকণা—**শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের** বন্দনামুখে তাঁহাদের **শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মূলে** তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক **শ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালার** অন্তর্গত **'শ্রীকঠোপনিষদের' "তত্ত্বকণা"**-নাম্নী অনুব্যাখ্যা রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

'কঠোপনিষৎ'—একখানি প্রসিদ্ধ উপনিষৎ। এই মহাগ্রন্থখানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের কঠ-শাখার অন্তর্গত। যদিও কঠঋষির নামে প্রচারিত তথাপি ইহা তাঁহার রচিত গ্রন্থ নহে। ইহা **অপৌরুষেয়**। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কঠ-মুনির দ্বারা উপদিষ্ট এবং তৎশাখায় অধীত।

এই মহাগ্রন্থে নচিকেতা ও যমরাজের সংবাদ কথনের দ্বারা পরমাত্মার রহস্যময় তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ে তিনটি করিয়া বল্লী আছে।

এই শ্রুতিতে সর্ব্বপ্রথমে গুরু ও শিষ্য উভয়ের পরব্রহ্মের নিকট কৃপাশক্তি-লাভের জন্য প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শান্তিপাঠের বিধান আছে। তদনুসারে গ্রন্থের আরম্ভেই পরমেশ্বরের স্মরণ মঙ্গলকর জানিয়া 'ওঁ'-কার উচ্চারণ করা হইয়াছে। শ্রীগীতায় পাই,—'ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ-স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' (গীঃ ১৭।২৩)।

গুরু ও শিষ্য অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন আরম্ভের প্রথমেই মিলিত-ভাবে শান্তিসূক্তের দ্বারা পরমাত্মা পরব্রহ্মের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন গুরু ও শিষ্য উভয়কে সমভাবে সর্ব্বপ্রকারে পালন, পোষণ ও রক্ষা করেন, উভয়কে বিদ্যাসামর্থ্য প্রদান করেন এবং উভয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যেন তেজোযুক্ত করেন অর্থাৎ লব্ধ-বিদ্যা যেন সফল হয়; উভয়ের মধ্যে কখনও যেন বিদ্বেষ-

ভাব প্রকাশ না পায় ও উভয়ে সর্ব্বদা স্নেহসূত্রে যেন আবদ্ধ থাকেন। হে পরমাত্মন্! আমাদের ত্রিবিধ তাপের উপশম হউক।

অনন্তলোকাপ্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রোতার শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য বেদপুরুষ একটি আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছেন। কোন একসময়ে এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে বাজশ্রবার প্রপৌত্র ঔদ্দালকি স্বর্গার্থী হইয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বিশ্বজিৎ নামক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

গৌতমবংশীয় বাজশ্রবার তনয় মহর্ষি অরুণের পুত্র অথবা প্রচুর অন্ন দান হইতে মহান্ কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বাজশ্রব অর্থাৎ বাজ অর্থে অন্ন, শ্রব অর্থে যশ। মহর্ষি অরুণের পুত্র উদ্দালক ঋষি। ইহার নচিকেতা নামে এক প্রসিদ্ধ পুত্র ছিল ॥১॥

শ্রুতিঃ—তঁ হ কুমারঁ সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—দক্ষিণাসু (ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণারূপে প্রদানার্থ গাভীগুলি) নীয়মানাসু (লইয়া যাইতে থাকিলে) কুমারং সন্তম্ (বালকাবস্থায় স্থিত) তম্ হ (নচিকেতাতে) শ্রদ্ধা (পিতার হিত-কামনায় প্রযুক্ত আস্তিক্যবুদ্ধি) আবিবেশ (অধিকার করিল অর্থাৎ উদিত হইল) সঃ (সেই বালক নচিকেতা) অমন্যত (মনে করিলেন) ॥২॥

অনুবাদ—দক্ষিণারূপে ঋত্বিক্‌গণে প্রদেয় গাভীগুলি নীত হইতে থাকিলে বালক সেই নচিকেতাতে আস্তিক্যবুদ্ধি উদিত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তং কুমারং সন্তং বালমেব সন্তমৃত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাসু গোষু নীয়মানাসু সতীষু শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুর্হিতকাম-প্রযুক্তা আবিবেশাবিষ্টবতী। যদ্যপি যদানতিকরং দ্রব্যং তদ্দক্ষিণে-ত্যুচ্যত একা চাসৌ ক্রতাবানতিরিতি। তদুপাধিকো দক্ষিণাশব্দ একবচনান্ততামেব লভতে। অতএব ভূনামকৈকাহক্রতৌ তস্য ধেনু-র্দক্ষিণেত্যত্র কৃৎস্নস্য গবাশ্বাদেঃ প্রকৃতস্য দাক্ষিণ্যস্য নিবৃত্তিরিতি 'তস্য ধেনুরিতি গবাম্' [জৈঃ ১০।৩।১৪।৫।৬] ইতি দাশমিকাধিকরণে স্থিতং তথাঽপি দক্ষিণাশব্দোঽয়ং ভৃতিবচনঃ। স চ কর্ম্মাপেক্ষয়াঽপি প্রবর্ত্ততেঽস্মিন্‌কর্ম্মণীয়ং ভৃতিরিতি, কর্ত্রপেক্ষয়াঽপি প্রবর্ত্ততেঽস্মিন্‌কর্ম্ম-ণ্যস্য পুরুষস্যেয়ং ভৃতিরিতি। ততশ্চ ঋত্বিগ্বহুত্বাপেক্ষয়া দক্ষিণাবহুত্ব-সংভবাদ্দক্ষিণাস্বিতি বহুবচনমুপপদ্যতে। অতএব ঋতপেয়ে—"ঔদুম্বরঃ সোমচমসো দক্ষিণা" "স প্রিয়ায় সগোত্রায় ব্রহ্মণে দেয়ঃ" ইত্যত্রৈক-বাক্যতাপক্ষে ব্রহ্মভাগমাত্রেঽপি দক্ষিণাশব্দস্যাবয়বলক্ষণামন্তরেণ মুখ্য-ত্বোপপত্তেস্তন্মাত্রবাধ ইত্যুক্তং দশমে "যদি ব্রহ্মণস্তদ্ধনং তদ্বিকারঃ স্যাৎ"ইত্যধিকরণে। ততশ্চ ক্রত্বপেক্ষয়া দক্ষিণৈক্যেঽপি ঋত্বিগপেক্ষয়া দক্ষিণাভেদসংভবাদ্দক্ষিণাস্বিতি বহুবচনস্য নানুপপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তং তথাহি পাণিনীয় শিক্ষায়াং 'অলাবু-বীণানির্ঘোষোদন্তমূল্যঃস্বরানন্থু। অনুস্বারস্তু কর্ত্তব্যো নিত্যং হ্রোঃ শষ-সেষু চ'। অস্যার্থঃ—হকারে, রকারে, শষ-সেষু চ বর্ণেষু পরতঃ পূর্ব্বস্বরানুষক্তোঽনুস্বারোদন্তমূলোদ্ভূতো নিত্যং কর্ত্তব্যঃ। অতএবাত্র—হকারে পরতঃ অনুস্বারস্য তথোচ্চারণসূচকবর্ণপ্রয়োগঃ। কুমারং সন্তম্ বালমেব সন্তমৃত্বিগ্‌ভ্যো যজ্ঞে ব্রতিভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তাস্বিতিশেষঃ, দক্ষিণাসু দক্ষিণারূপেণ স্থিতাসু গোষু নীয়মানাসু স্বগৃহং প্রাপ্য-মাণাসু সতীষু শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুর্হিতার্থম্ আবিবেশ আবিষ্ট-

বতী প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। ঋত্বিগ্ বহুত্বাপেক্ষয়া দক্ষিণাবহুত্বসম্ভবাৎ দক্ষিণা-শব্দস্য একত্বেঽপি দক্ষিণাস্বিতি বহুত্বমুপপদ্যতে। তস্য ক্রত্বপেক্ষয়ৈকত্ব-মিতিধ্যেয়ম্। যদানতিকরং দ্রব্যং তদ্দক্ষিণেত্যুচ্যতে। আনতিকরম্ চিত্তস্যাবর্জ্জনকারকমিত্যর্থঃ। সোঽমন্যত পিতুঃ অনুপযুক্ত-গবাদিদান-মস্বর্গ্যম্ অতো ন দেয়মিতি বদামীতি পুত্রস্য বুদ্ধিরাসীৎ ইত্যর্থঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—যখন উদ্দালক ঋত্বিক্‌গণকে প্রদান করিবার জন্য কতকগুলি জরাজীর্ণ গাভী আনয়ন করিলেন, তখন নচিকেতা বালক হইলেও তাঁহার নির্ম্মল মনে এক শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল এবং নচিকেতা মনে মনে চিন্তা করিতে-ছিলেন যে, এই অনুপযুক্ত গাভীগুলিকে পিতার দান করা উচিত নহে; কারণ অস্বর্গকর এই দানের দ্বারা পিতার কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। বালক নচিকেতার এইরূপ বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছিল।

হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা-ভেদে চারিটি প্রধান ঋত্বিক্ আছে। ইহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গো-দান করিতে হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে অপেক্ষাকৃত কম গোদান করিতে হয়। তখনকার দিনে গো-ধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিচারিত হইত এবং উদ্দালকের গৃহেও বহু গোধন ছিল। তাই, এইরূপ গো-দানের ব্যবস্থা ॥২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—শ্রদ্ধাপ্রকারমেব দর্শয়তি—পীতোদকা ইতি—

শ্রুতিঃ—পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[যাঃ—যে গাভীগুলি] পীতোদকাঃ (জন্মের মত পাতব্য জল সমস্তই পান করিয়াছে আর পানীয় নাই অর্থাৎ জল

পানের আর সামর্থ্য নাই) জগ্ধতৃণাঃ (জন্মের মত ভক্ষণীয় তৃণ সমস্তই খাইয়াছে অর্থাৎ ভোজন সামর্থ্যও নাই) দুগ্ধদোহাঃ (যাহারা জন্মের মত দোগ্ধব্য দুগ্ধ দিয়াছে) নিরিন্দ্রিয়াঃ (যাহারা প্রজনন-সামর্থ্যহীন অর্থাৎ নিষ্ফল) তাঃ (সেইগুলিকে) দদৎ (দক্ষিণারূপে ঋত্বিক্‌গণকে দানকারী ব্যক্তি) অনন্দাঃ নাম (সুখহীন অনন্দ নামক) তে লোকাঃ (শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ জগৎ বা লোক) [সন্তি—যাহা আছে] সঃ (তাদৃশ গাভীদানকারী যজমান) তান্ (সেই অনন্দনামক লোকে) গচ্ছতি (গমন করে) ॥৩॥

অনুবাদ—নচিকেতা মনে করিলেন—দানের বস্তু ব্যবহার্য্য হওয়া উচিত, কিন্তু পিতা যে-সকল গাভী দান করিতেছেন, ইহারা নিষ্ফল ; যেহেতু ইহারা জন্মের মত জলপান ও তৃণভোজন করিয়াছে, আর তাহাদের জলপানের ও তৃণভোজনের শক্তি নাই, যাহা দ্বারা তাহারা বল পাইয়া আবার দুগ্ধ দান করিবে ও সন্তান প্রসব করিবে, সুতরাং তাহারা দুগ্ধদানে ও সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ, এতাদৃশ গাভীকে যে যজমান ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণারূপে দান করে, সে আনন্দহীন লোকে গমন করে, তাহা হইলে তাদৃশ দানকারী আমার পিতারও অনন্দ-লোকে গমন হইবে। অতএব তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা উচিত, এই মনে করিলেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শ্রদ্ধাপ্রকারমেব দর্শয়তি—

পীতমুদকং যাভিস্তাঃ পীতোদকাঃ। জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিস্তা জগ্ধতৃণাঃ। দুগ্ধো দোহঃ ক্ষীরাখ্যো যাভিস্তা দুগ্ধদোহাঃ। নিরিন্দ্রিয়া অপ্রজননসমর্থা জীর্ণা নিষ্ফলা ইতি যাবৎ। যা এবংভূতা গাবস্তা ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা দদৎপ্রযচ্ছন্। অনন্দা অসুখাস্তে শাস্ত্র-

প্রসিদ্ধা লোকাঃ সন্তি নাম খলু। তত্র স যজমানো গচ্ছত্যেবমম-ন্যতেত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পীতোদকাঃ—পীতমুদকং যাভিঃ তাঃ ন পাতব্য-মবশিষ্যতে যাসামিতিভাবঃ, জগ্ধতৃণাঃ—জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং ঘাসাদিকং যাভিঃ নাত্তব্যং তাসাং তৃণমপরমস্তীত্যর্থঃ। অদ্‌ধাতোর্নিষ্ঠায়াং জগ্ধা-দেশঃ। দুগ্ধদোহাঃ—দুহ্যতে ইতি দোহঃ ক্ষীরং দুহেঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। দুগ্ধঃ ক্ষরিতঃ দোহো যাভিস্তাঃ পুনর্দুগ্ধক্ষরণে অসমর্থা ইত্যর্থঃ। নিরি-ন্দ্রিয়াঃ—ইন্দ্রিয়ম্ লক্ষণয়া ইন্দ্রিয়কার্য্যং প্রজননং তস্মাৎ নিষ্ক্রান্তা যা গাবঃ তাঃ দদৎ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা প্রযচ্ছন্ যজমানঃ, তে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ যে অনন্দানাম—আনন্দহীনাঃ লোকাঃ ভুবনানি সন্তি নাম খলু তত্র স গচ্ছতি এবমমন্যতেত্যর্থঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতার শ্রদ্ধার পরিচয়ে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বোক্ত-গাভীগুলিকে দেখিয়া নচিকেতা মনে করিলেন যে, পিতা দক্ষিণা-স্বরূপে যে গাভীগুলিকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহারা সম্পূর্ণ দানের অযোগ্য। কারণ ইহারা এত জীর্ণ-দেহ যে, জল-পান বা তৃণভোজনের শক্তি হারাইয়াছে। এই গাভীগুলি সন্তানোৎ-পাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ সুতরাং ইহারা আর কখনও দুগ্ধ প্রদান করিতে পারিবে না। অতএব এইরূপ জরাজীর্ণ গাভীগুলি ঋত্বিক্ ও সদস্যগণকে দান করিলে পিতার অনন্দ নামক নিরানন্দ লোক-সমূহে গতি লাভ হইবে। এই দানের দ্বারা একদিকে যেমন পিতার নরকাদি গতিরূপ অকল্যাণ; অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণেরও এই দান গ্রহণ করিয়া এই গাভীগুলির দ্বারা অশেষ দুঃখভাগী হইতে হইবে। সুতরাং আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট নচিকেতা বিচার করিলেন যে, এই প্রকার কার্য্যে পিতার যজ্ঞ পূর্ণ হইতেছে না এবং তাঁহার

অশুভ ফল অবশ্যম্ভাবী। অতএব আত্মদান করিয়া ইহার প্রতীকার করিব। ইহাই এক্ষণে আমার ধর্ম্ম। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক পিতাকে বলিয়াছিলেন ॥৩॥

শ্রুতিঃ—স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং҃ হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই নচিকেতা) পিতরং (পিতাকে) উবাচ (বলিলেন) হ (এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে); তত! (পিতঃ!) মাং (আমাকে) কস্মৈ (কাহার হাতে—কোন ঋত্বিক্‌কে) দাস্যসি (দিবেন)? ইতি (এই কথা) দ্বিতীয়ং (দ্বিতীয়বার) তৃতীয়ং (তৃতীয়বার বলিলে) তং (পুত্র নচিকেতাকে পিতা) উবাচ হ (বলিয়াছিলেন) ত্বা (তোমাকে) মৃত্যবে (যমের হাতে) দদামীতি (দিব—এইরূপ উক্তি প্রসিদ্ধ আছে) ॥৪॥

অনুবাদ—দীয়মান দক্ষিণাতে যজ্ঞের বৈগুণ্য হইতেছে এই মনে করিয়া আস্তিকশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট নচিকেতা মনে করিলেন, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াও যজ্ঞের সম্পূর্ত্তি সাধন করিব। তিনি পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, পিতঃ! দক্ষিণার জন্য আমাকে কোন্ ঋত্বিকের হস্তে দান করিবেন? অভিপ্রায় এই—বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানের বিধি আছে, আমি আপনার সর্ব্বস্বের অন্তর্ভুক্ত, অতএব আমাকে দিয়া আপনার সর্ব্বস্ব-দান প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন। তিনি পিতার উত্তর না পাইয়া প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার পর্য্যন্ত ঐরূপ বলিলেন। শেষে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমাকে মৃত্যুর হস্তে অর্থাৎ যমকে দিব। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের কথা ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্। দীয়মানদক্ষিণাবৈগুণ্যং মন্যমানো নচিকেতাঃ স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদ্গুণ্যমিচ্ছন্নাস্তিকাগ্রেসরঃ পিতরমুপগম্যো-বাচ তত! কস্মা ঋত্বিজে দক্ষিণার্থং মাং দাস্যসীতি। স এবমুক্তে-নাপি পিত্রোপেক্ষ্যমাণোঽপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপি পর্য্যায়ং কস্মৈ মাং দাস্যসীত্যুবাচ।

এবং নির্বিদ্যমানঃ পিতা কুপিতস্তং পুত্রং মৃত্যবে ত্বা দদামীত্যুক্ত-বান্ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দীয়মানদক্ষিণাবৈগুণ্যং মন্যমানো নচিকেতাঃ স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদ্গুণ্যমিচ্ছন্ পিতরমুপগম্যোবাচ। তত! তাত! ততশব্দস্য তাত পর্য্যায়কত্বম্ বোধ্যম্। হেতি প্রসিদ্ধৌ। কস্মৈ ঋত্বিজে দক্ষিণার্থং মাং দাস্যসি পাত্রসাৎ করিষ্যসি ইতি মাং দত্বাপি সর্ব্বস্বদক্ষিণাপ্রতিজ্ঞা পূরয়িতব্যা। নৈতাদৃশীর্গা দেহীতি তদ্ব-চনাভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ, এবমুক্তেনাপি পিত্রা বালকোঽয়ংপ্রগল্ভং ব্রবীতীতি বুদ্ধ্যা উপেক্ষিতঃ দ্বিতীয়বারং তথৈবোক্তবান্ তথাপ্যুত্তরমলব্ধ্বা তৃতীয়-বারং কস্মৈ মাং দাস্যসীত্যুবাচ। এবং পুত্রস্য বালিশতয়া ধার্ষ্ট্যেন নির্বিদ্যমানঃ কুপিতঃ পিতা তং পুত্রং মৃত্যবে ত্বা দদামীত্যুক্তবান্ ত্বং ম্রিয়-স্বেতি শশাপেতি ভাবঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা বিচার করিয়াছিলেন যে, পিতা সর্ব্বস্ব-দানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, স্মতরাং তাঁহার সর্ব্বস্বের মধ্যে আমিও একটি পদার্থ, অতএব আমাকেও তাঁহার কাহাকে দান করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ! আপনি আমাকে কাহার হস্তে দান করিবেন? একবার, দুইবার, তিনবার

এইরূপ বলিলে, পিতা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমাকে যমের হাতে দিব অর্থাৎ তুমি মরিয়া যাও, এই বলিয়া শাপ দিলেন ॥৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবমুক্তোঽপি নচিকেতাঃ সাধ্বসং শোকঞ্চ বিহায় পিতরমুবাচ—

শ্রুতিঃ—বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিঁস্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—অহং (আমি) বহূনাম্ (যমসদনে গমনকারী পুত্র ও শিষ্যদিগের মধ্যে) প্রথমঃ (পুরঃসর হইয়া) এমি (যমালয়ে যাইব); বহূনাং (যমালয়ে গত ও গমনকারী বহু ব্যক্তির) মধ্যমঃ এমি (মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব) যমস্য (মৃত্যুদেবতার) কিংস্বিৎ (কিইবা) কর্ত্তব্যম্ [অস্তি] (করণীয় আছে ?) যৎ (যাহা) অদ্য (আজ) মৃত্যুঃ (যমরাজ) ময়া (আমার দ্বারা) করিষ্যতি (করিবেন) ॥৫॥

অনুবাদ—পিতা এইরূপ অভিশাপ দিলে তিনি ভয় ও শোক ত্যাগ করিয়া পিতাকে বলিলেন,—বেশ, তাহাই হইবে, যমালয়ে তো বহু প্রাণীই যাইতেছে, আমি তাহাদের প্রথম হইয়া শ্রীযমকে প্রাপ্ত হইব, অথবা মধ্যবর্ত্তী হইব কিন্তু ভয়ে মন্থরগতি হইয়া সর্ব্বশেষে যাইব না। অভিপ্রায় এই—যমালয়ে যাইতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ নাই। তবে ইহাই অনুশোচনার বিষয়—যমদেবতা পূর্ণকাম, তিনি আমার মত মূর্খ ব্যক্তি দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত করিবেন ? আর আমাকে শ্রীযমকে দান করিয়া আপনি কি প্রয়োজন সাধন করিবেন ? ঋত্বিগ্‌গণের মত শ্রীযমের হস্তে আমাকে সমর্পণে আপনি কি সাফল্য লাভ করিবেন ? এইজন্য আমি দুঃখ করিতেছি ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুক্তোঽপি পুত্রো বিগতসাধ্বসশোকঃ পিতরমুবাচ—

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।

সর্ব্বেষাং মৃত্যুসদনগন্তৄণাং পুরতো মধ্যে বা গচ্ছামি ন তু মন্থরঃ পশ্চাৎ। মৃত্যুসদনগমনে ন কোঽপি মম বিচার ইতি ভাবঃ। কিং তর্হি তত্রাহ—

মৃত্যুর্ময়াঽদ্য যৎকরিষ্যতি তত্তাদৃশং যমস্য কর্ত্তব্যং কিং বা অস্তি পূর্ণকামস্য মৃত্যোর্মাদৃশেন বালিশেন কিং প্রয়োজনং স্যাদ্ যেন ঋত্বিগ্ভ্য ইব তস্মৈ মদর্পণং সফলং স্যাৎ। অত এতদেবানুশোচামীতি ভাবঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্ব্বেষাং যমসদনগন্তৄণামগ্রতো মধ্যে বা গচ্ছামি ন তু ভয়ান্মন্থরঃ সন্ পশ্চাৎ। মৃত্যুসদনগমনে ন মম কোঽপি বিচার ইতি ভাবঃ। কিন্তর্হি তত্রাহ—কিংস্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যম্ মম যমালয়ে গমনেন বা কিং যমস্য প্রয়োজনং সাধিতং স্যাৎ তস্য পূর্ণকামত্বাৎ বালিশেন ময়া কিং কার্য্যং সেৎস্যতীতি যমালয়ে মে প্রেরণমপি ব্যর্থমিতিভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া নচিকেতা শাপ অঙ্গীকার পূর্ব্বক একান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৃত শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম অথবা মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি মধ্যম হইব, যাহা হউক, প্রথম বা মধ্যম হইয়া আমি যমালয়ে গমন করিতেছি, ইহাতে আমার কোন খেদবোধ নাই, তবে আমি ভাবিতেছি—আমি বালক ও মূর্খ, আমার দ্বারা পূর্ণকাম যমরাজের কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? যদ্দ্বারা আমাকে যমরাজের হাতে প্রদান করিয়া যমরাজের উপকার সাধনের দ্বারা পিতার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে? ইহাও কি ঋত্বিক্গণকে গাভী-দানের ন্যায় হইবে?

যাহা হউক, পিতৃবাক্য পালনের নিমিত্ত আমি অবশ্যই যমালয়ে গমন করিব। কিন্তু আমার জন্য পিতার যে শোক হইবে, তাহার অপনোদনও আমার একটি কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন ॥৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং সাধ্বসরোষশূন্যং পুত্রবাক্যং শ্রুত্বা রোষাবেশবশান্ময়া ঈদৃশমুক্তং নেদৃশং পুত্রং মৃত্যবে দাতুমুৎসহ ইত্যনুতপ্তং পিতরং দৃষ্ট্বা নচিকেতা উবাচ—

শ্রুতিঃ—অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—পূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তী আপনার পিতৃপিতামহগণ) যথা (যেমন সত্যনিষ্ঠ হইয়া যমালয়ে গিয়াছেন) অনুপশ্য (ইহা আলোচনা করুন) অপরে (বর্ত্তমানে অন্য সাধুপুরুষগণও) তথা (সেইপ্রকার সত্যনিষ্ঠ হইয়া যমালয়ে যাইবেন) প্রতিপশ্য (ইহা পর্য্যালোচনা করুন)। মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা জীব) সস্যমিব (ধান্য প্রভৃতি শস্যের মত) পচ্যতে (পক্ক হয় অর্থাৎ জীর্ণ হয়) পুনঃ (আবার) সস্যমিব আজায়তে (শস্যের মত জন্ম গ্রহণ করে, সেইপ্রকার জীবের জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী) ॥৬॥

অনুবাদ—আমাকে লইয়া যমরাজের কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও আমি আপনার বাক্য সত্য করিবার জন্য যমালয়ে যাইব, ইহাতে আমার কোন খেদ নাই। কেন না, পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন সত্যনিষ্ঠ হইয়া যমালয়ে গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী পুরুষগণও সেইরূপ যাইবেন, ইহা বিচার করুন। অতএব জাত-ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত। দেখুন, শস্য যেমন অল্পকাল মধ্যেই জীর্ণ হইয়া মরিয়া থাকে এবং

আবার অল্পকাল মধ্যেই জন্মায় সেইরূপ প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু ; ইহাতে খেদ করিবার কি আছে ? আপনি সত্য পালন করুন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সাধ্বসরোষাবেশহীনমীদৃশং পুত্রবাক্যং শ্রুত্বা ক্রোধাবেশান্ময়া মৃত্যবে ত্বাং দদামীত্যুক্তং নেদৃশং পুত্রং মৃত্যবে দাতুমুৎসহ ইতি পশ্চাত্তপ্তহৃদয়ং পিতরমালোক্যোবাচ—

অনুপশ্যেতি। পূর্বে পিতামহাদয়ো যথা মৃষাবাদং বিনৈব স্থিতাঃ যথা চাপরে সাধবোঽদ্যাপি তিষ্ঠন্তি তানন্বীক্ষ্য তথা বর্ত্তিতব্যমিতি ভাবঃ। সস্যমিবেতি।

মর্ত্ত্যঃ সস্যমিবাল্পেনাপি কালেন জীর্যতি জীর্ণশ্চ মৃত্বা সস্যমিব পুনরাজায়তে। এবমনিত্যে জীবলোকে কিং মৃষাকরণেন। পালয় সত্যং প্রেষয় মাং মৃত্যব ইতি ভাবঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যমস্য ময়া কর্ত্তব্যাভাবেঽপি যদি ব্রবীষি যমালয়ং গচ্ছেতি তদাপি ন মম খেদঃ, জীবস্য জন্মমৃত্যোঃ স্বাভাবিকত্বাৎ তত্র দৃষ্টান্তমাহ পূর্ব্বে পুরুষা যথা সত্যনিষ্ঠাঃসন্তো মৃতা ইতি শেষঃ তান্ অনুপশ্য দৃষ্ট্বা অনুপসর্গাৎ দৃশ্ ধাতোর্ল্যপি ছান্দসঃ পশ্যাদেশঃ। তথা অপরে পরবর্ত্তিনো সাধবস্তথা সত্যনিষ্ঠাঃ সন্তো মরিষ্যন্তীতি শেষঃ তানপি প্রতিপশ্য পর্য্যালোচয় যদ্বা ব্যাখ্যানান্তরম্—পূর্ব্বে পিতামহাদয়ঃ পুরুষা যথা যমসদনমিতাঃ তান্ অনুপশ্য—লক্ষ্যীকৃত্য-পর্য্যালোচয়েত্যর্থঃ পশ্যেতি লোটো মধ্যমপুরুষৈকবচনে, প্রতিপশ্য ইত্যত্রাপি তথা। তত্র দৃষ্টান্তং প্রদর্শয়তি সস্যম্ ধান্যাদিকমিব পচ্যতে পরিণামং প্রাপ্নোতি পচ্ ধাতোঃ কর্ম্মকর্ত্তরি লট্। মর্ত্ত্যঃ—মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ। পুনঃ মৃত্যোঃ পরমপি, আজায়তে উৎপদ্যতে ইতি প্রসিদ্ধমতো জন্মমৃতী জীবস্য নিয়তে তথাচ স্মৃতিঃ—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা

বিহায়েত্যাদি'। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃত্যস্য চ। তস্মাদ-পরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি' ইতি চ। সস্যমিতি শংস্ ধাতোঃ 'শংসি দুহি-গুহিভ্যো বেতি ক্যপি' অনুদাত্তোপদেশ-বনতিতনোত্যাদী-নামনুনাসিক লোপোঝলিকিঙ্‌তি ইত্যনেন উপধানকার লোপে পৃষো-দরাদিত্বাৎ বর্ণবিকারে সিদ্ধম্। কেচিৎ অন্যথৈবেমাং ব্যাচক্ষতে যথা পূর্ব্বে পিতামহাদয়ো যথা মৃষাবাদং বিনৈব স্থিতাঃ, যথাচাপরে সাধবো-হদ্যাপি তিষ্ঠন্তি তান্‌বীক্ষ্য তথা বর্ত্তিতব্যমিতিভাবঃ। সস্যবদনিত্যে জীবলোকে কিংমৃষাকরণেন, পালয় সত্যং প্রেষয় মাং মৃত্যবে ইতি ভাবঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পিতৃবাক্য পালনের নিমিত্ত নচিকেতার যমালয়ে গমনের সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া যখন তাঁহার পিতা অনুশোচনা করিতে লাগিলেন তখন নচিকেতা বলিলেন, পিতঃ! আপনার পূর্ব্ব পিতৃ-পিতামহগণ কিরূপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা বিচার করুন। এবং বর্ত্তমান আদর্শ পুরুষগণের সত্যনিষ্ঠার বিষয়ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। পৃথিবীতে কেহই অমর হইবে না, সকলকেই মরিতে হইবে। শ্রীগীতাতেও পাই,—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" (গীঃ ২।২৭)

মরণধর্ম্মী সকলেই শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যু লাভ করে, পুনরায় শস্যের ন্যায় জন্মে। অতএব এই অনিত্য জীবনের জন্য মনুষ্যের কখনও সত্যভ্রষ্ট হওয়া বা কর্ত্তব্য ত্যাগ করা উচিত নহে। আপনি শোক ত্যাগপূর্ব্বক সত্য পালনের নিমিত্ত আমাকে যমালয়ে গমনের অনুমতি দিউন। যদিও উদ্দালকের পুত্রের যমালয়ে গমন-কথা শ্রবণে দুঃখ হইয়াছিল, তথাপি পুত্রের সত্যপরায়ণতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাকে যমালয়ে গমনে অনুমতি দিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীদশরথের প্রতিশ্রুত সত্যরক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমনের আদর্শ শ্রীরামায়ণে পাওয়া যায়।

নচিকেতা পিতৃ-অনুমতি শিরোধার্য্য করিয়া যমালয়ে গমন পূর্ব্বক জানিতে পারিলেন যে, যমরাজ কোন কার্য্যব্যপদেশে স্বীয় পুরী হইতে অন্যত্র বহির্গত হইয়াছেন। অতএব নচিকেতা যমভার্য্যার অনুরোধ-সত্ত্বেও তিন দিবস পর্য্যন্ত অন্ন-জল গ্রহণ না করিয়া উপবাসী থাকিয়া যমরাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ যমলোকং গতো নচিকেতাঃ। তদা যমোঽন্যলোকং গত্বা স্থিতোঽভূৎ। যজমানাভাবাদ্ যমপত্ন্যা কৃতাং সপর্য্যাং স নৈচ্ছৎ। অতস্তিস্রোরাত্রীরুপবাসেন তত্র স্থিতঃ। অথ যম-মাগতং তদ্ভার্য্যা দ্বাঃস্থা বা তমূচুঃ বৈশ্বানর ইত্যাদি ব্রাহ্মণোঽতিথিঃ সাক্ষাদগ্নিরেব সন্ গৃহান্ প্রবিশতি। অতো হেতোঃ হে বৈবস্বত! যম! বিবস্বতোঽপত্যং পুমানিত্যপত্যার্থে অণ্। এতেন অস্য সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশকত্বং সূচিতম্। 'অস্মৈ অতিথয়ে উদকং পাদ্যাদিনা পূজা-মিত্যর্থঃ ত্বং কুরু—

শ্রুতিঃ—বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—বৈশ্বানরঃ (সাক্ষাৎ অগ্নিই) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মবিদ্) অতিথিঃ [সন্] (অতিথিরূপে) গৃহান্ (গৃহস্থের বাটীতে) প্রবিশতি (আগমন করেন), তস্য (সেই অতিথিরূপী অগ্নির) এতাং (এই পাদ্যাদিদানরূপ) শান্তিং (শান্তিকার্য্য) কুর্ব্বন্তি [সন্ত ইতিশেষঃ] (সাধু-গণ করিয়া থাকেন) অতঃ বৈবস্বত! (হে সূর্য্যতনয়!) [অস্মৈ —এই অতিথিকে] উদকং (পাদ্যাদি জল) হর (প্রদান কর) ॥৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্ অতিথি সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপেই গৃহস্থের বাটীতে আগমন করেন। এইজন্য সাধুগণ তাঁহাকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অগ্নিকে যেমন জলাদিদ্বারা নির্বাপিত না করিলে গৃহাদি দগ্ধ করেন সেইরূপ ব্রাহ্মণ অতিথির শান্তি না করিলে মহা অনিষ্ট হইবে; অতএব হে সূর্য্যপুত্র! তাঁহাকে পাদ্যাদি উপচার দিয়া তৃপ্ত করুন ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুক্ত্বা প্রেষিতঃ প্রোষিতস্য মৃত্যোর্দ্বারি তিস্রো রাত্রীরনশ্নন্ উবাস ততঃ প্রোষ্যাগতং যমং দ্বাঃস্থা বৃদ্ধা উচুঃ—বৈশ্বানরঃ প্রবিশতীতি। সাক্ষাদগ্নিরেবাতিথির্ব্রাহ্মণঃ সন্ গৃহান্ প্রবিশতি তস্যাগ্নেরেতাং পাদ্যাসনদানাদিলক্ষণাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি সন্তস্তদপচারেণ দগ্ধা মাভূমেতি। অতো হে বৈবস্বত! নচিকেতসে পাদ্যার্থমুদকং হর আহরেত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অতিথিসপর্য্যাকরণে হেতুমাহ—বৈশ্বানর ইতি যতঃ সাক্ষাৎ বৈশ্বানর এব অগ্নিরেব অথবা বিষ্ণুরেব বিশ্বে নরা অস্যেতি ব্যুৎপত্তেরিতি গোবিন্দভাষ্যাৎ অথবা জাঠরাগ্নিঃ 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত' ইতি স্মৃতেঃ। ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিদ্ ন তু কেবলং জাত্যা তথাচ শ্রুতিঃ—'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিঃ। তথা তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়েতি। ব্রহ্মবেত্তীতি ব্যুৎপত্তেশ্চ ব্রাহ্মণশব্দনিরুক্তিঃ। অতিথিঃ সন্ গৃহান্ গৃহং গৃহস্থস্যেতিশেষঃ 'গৃহাঃ পুংসি চ ভূম্ন্যেবেত্যমরানুশাসনাৎ পুংলিঙ্গস্য বহুত্বম্। কুর্ব্বন্তি সন্ত ইতিশেষঃ। তদপচারেণ দগ্ধা মাভূমেতি বুদ্ধ্যা। অতঃ হে বৈবস্বত! বিবস্বতোঽপত্যং পুমান্ ইতি বিবস্বৎশব্দাদণ্ প্রত্যয়ান্তস্য সংবোধনে। এতেন তব বংশমর্য্যাদা রক্ষিতা ভবেদিতি হৃদয়ম্। হর—হৃ প্রাপণার্থে ॥৭॥

তত্ত্বকণা—তিন দিবস পরে যমরাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যমের ভার্য্যা তাঁহাকে সমস্ত বিষয় নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন যে, অতিথি ব্রাহ্মণ অগ্নিরূপে গৃহস্থের গৃহে শুভাগমন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অতিথিরূপে গৃহে প্রবেশ করিলে, সদ্ গৃহস্থের তাঁহার সমাদর করা কর্ত্তব্য। অন্যথায় অকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য সাধু গৃহস্থগণ শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পাদ্যাদিদানরূপ শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। হে বৈবস্বত! অর্থাৎ হে সূর্য্যপুত্র যম! আপনি এই অতিথির পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত শীঘ্র জল আহরণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বংয়ই তদীয় লীলায় অতিথি-সৎকার গৃহস্থের ধর্ম্মরূপে শিক্ষাপ্রদান-কল্পে স্বয়ং আচরণ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রন্তিদেবের উপাখ্যানও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। "গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সংকৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন। রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামূত্র চ গীয়তে" ॥···রন্তিদেবানুবর্ত্তিনঃ ॥ (ভাঃ ৯।২১।২-১৮)

স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুও গৃহস্থকে অতিথি-সেবারূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
'অতিথির সেবা'—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥"

তথা হি (মনুসংহিতায়াং ৩।১০, হিতোপদেশে চ)—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

"সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার।
তথাপি আতিথ্যশূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি'॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।২১-২৬)

অতিথি সেবার আরও একটি তাৎপর্য্য যে, অতিথির বেশে অনেক সময় ভগবান্ ও ভক্ত উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অকরণে দোষমাহ—

**শ্রুতিঃ—আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ
ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—যস্য (যাহার) গৃহে (বাটীতে) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মবিদ্ অতিথি) অনশ্নন্ (অভুক্তাবস্থায়) বসতি (বাস করেন, অর্থাৎ থাকেন) [তস্য—সেই] অল্পমেধসঃ (অল্পজ্ঞানসম্পন্ন) পুরুষস্য (গৃহস্বামীর) এতদ্ (এই অভুক্তাবস্থায় অবস্থান) আশাপ্রতীক্ষে (অনুৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্তীচ্ছা অথবা দীর্ঘকালীন কামনা—আশা ও উৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্ত্যভিলাষ—প্রতীক্ষা) সঙ্গতং (সাধুসঙ্গ) সূনৃতাঞ্চ (প্রিয়-সত্যবাণী) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্ট—যাগাদি বৈদিক কর্ম্ম ও পূর্ত্ত—তড়াগাদি-উৎসর্গরূপ স্মার্ত্তকর্ম্ম) সর্ব্বান্ (সমস্ত নিঃশেষে) পুত্রপশূংশ্চ (সন্তান-বর্গ এবং গো প্রভৃতি পশুবর্গকে) বৃঙ্‌ক্তে (বর্জ্জন করে বা নাশ করে) ॥৮॥

অনুবাদ—যে গৃহস্থের গৃহে ব্রহ্মবিদ্ অতিথি অভুক্তাবস্থায় অবস্থান করেন, তাদৃশ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্বামীর এই অতিথির অভুক্তাবস্থানের ফলে আশা অর্থাৎ অনুৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্তির বাসনা বা দীর্ঘকালীন কামনা ; প্রতীক্ষা অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তুর প্রাপ্ত্যভিলাষ, সাধুসঙ্গ, প্রিয় সত্যবাক্য, ইষ্টাপূর্ত্ত, সমস্ত ফল নিঃশেষে, এমন কি, পুত্র ও পশুবর্গ সকলই নাশ প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অকরণে প্রত্যবায়ং চ দর্শয়ন্তি স্ম—আশা-প্রতীক্ষে ইতি। যস্যাল্পমেধসোঽল্পপ্রজ্ঞস্য পুরুষস্য গৃহেঽনশ্নন্নভুঞ্জানো-ঽতিথির্বসতি তস্যাশাপ্রতীক্ষে কামসংকল্পৌ যদ্বাঽনুৎপন্নবস্তুবিষয়েচ্ছা আশা। উৎপন্নবস্তুপ্রাপ্তীচ্ছা প্রতীক্ষা। সংগতং সৎসংগমং সূনৃতাং সত্যপ্রিয়বাচম্। ইষ্টাপূর্ত্তে ইষ্টং যাগাদি পূর্ত্তং খাতাদি পুত্রান্ পশূংশ্চৈতদনশনরূপং পাপং বৃঙ্‌ক্তে বর্জয়তি নাশয়তীত্যর্থঃ। "বৃজী বর্জনে"। রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। "বৃজি বর্জনে" ইত্যস্মাদ্দাদাদিত্বো নুমদাদি-ত্বাচ্ছপো লুগ্বা ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—গৃহস্থো যানি সাধুসঙ্গং প্রিয়সত্যবাণী-প্রয়োগং যাগাদীষ্টং কূপারামাদ্যুৎসর্গঞ্চ সৎকর্ম্মাণি কৃতবান্ তৎকর্ম্মফলং পূর্ব্ব-পুণ্যবলেন লব্ধং পুত্রপশ্বাদিকঞ্চ আশাং প্রতীক্ষাঞ্চ তস্য সর্ব্বং অতিথেরভুক্তস্য গৃহেঽবস্থানং নাশয়তীত্যাহ আশাপ্রতীক্ষে ইত্যাদিনা যস্য অল্পমেধসঃ অল্পবুদ্ধেঃ অপরিণামদর্শিন ইতি যাবৎ, অল্পা মেধা জ্ঞান-সামান্যং যস্য তাদৃশস্য বিশেষবাচিনোঽপি কচিৎ সামান্যপরত্বাদিতি। তথাচ পাণিনীয়ং নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ বহুব্রীহৌ নঞ্ দুঃসুভ্যো-মেধোত্তরপদাৎ অসিচ্ নিত্যগ্রহণাৎ অন্যত্রাপি। ইতি ব্যাখ্যান্তারঃ। যস্য পুরুষস্য গৃহে অনশ্নন্ ভোজনার্থক ক্র্যাদিগণীয়াদশ্ ধাতোঃ শতৃ। বসতি তস্যেতিশেষঃ, আশা-প্রতীক্ষে—আশা চ প্রতীক্ষা চ ইতরেতর

দ্বন্দ্বঃ, তে, আশাপ্রতীক্ষে কামসঙ্কল্পৌ কর্ম্মপদম্। সঙ্গতং সাধুসঙ্গং ভাবে ক্ত, সূনৃতাঞ্চ প্রিয়-সত্যবাণীম্, 'সূনৃতং প্রিয়ে সত্য' ইত্যমরঃ ইষ্টাপূর্ত্তে ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ—দ্বন্দ্বে পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' ইত্যনুশাসনাৎ। তত্রেষ্টং নাম ক্রতুকর্ম্ম, যজেঃ ক্ত, পূর্ত্তং খাতাদি কর্ম্ম 'অথ ক্রতুকর্ম্মেষ্টং পূর্ত্তং খাতাদি কর্ম্মণি' ইত্যমরঃ। এতৎ অনশ্নতো ব্রাহ্মণস্য গৃহেঽবস্থানং ক্রিয়াবাচিত্বাৎ 'সামান্যে নপুংসকম্' ইতি নপুংসকলিঙ্গতা কর্ত্তৃপদম্। বৃঙ্‌ক্তে বর্জ্জয়তি নাশয়তীত্যর্থঃ। বৃজিবর্জ্জনে রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। তথাচ স্মৃতিঃ 'অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। ইত্যাদ্যা ॥৮॥

তত্ত্বকণা—যমভার্য্যা ও বৃদ্ধগণ আরও বলিলেন যে, যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকেন, সেই অল্পবুদ্ধি মানবের আশা অর্থাৎ প্রাপ্ত-বস্তু-বিষয়ে ইচ্ছা, প্রতীক্ষা অর্থাৎ অপ্রাপ্তবস্তু-বিষয়ে ইচ্ছা, সুহৃৎ-সঙ্গতি, জনগণ কর্ত্তৃক সাধুবার্ত্তা, ইষ্ট অর্থাৎ যাগজন্য ফল, পূর্ত্ত অর্থাৎ উদ্যাননির্ম্মাণাদি সাধারণ জনহিতকর কর্ম্মজনিত ফল, এমন কি, পশু, পুত্রাদি অন্য সমস্তই বিনাশ করে।

স্মৃতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়,—

যে অতিথি আশাভঙ্গ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, সেই অতিথি গৃহস্থকে দুষ্কৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাহার সুকৃতি লইয়া গমন করে ॥৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং বৃদ্ধৈর্যমপত্ন্যাবোক্তো মৃত্যুর্নচিকেত-সমূবাচ—

শ্রুতিঃ—তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽ-
নশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—হে ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ ! নচিকেতঃ !) নমস্যঃ (পূজার্হ) অতিথিঃ [ত্বম্] (অতিথি আপনি) মে (আমার) গৃহে (আলয়ে) অনশ্নন্ (ভোজন না করিয়া অর্থাৎ উপবাসী থাকিয়া) তিস্রঃ রাত্রীঃ (তিন দিন বা তিন অহোরাত্র) অবাৎসীঃ (বাস করিয়াছেন বা অবস্থান করিয়াছেন) ইতি যৎ—(এইভাবে অবস্থান) তস্মাৎ (সেই কারণে, সেই পাপক্ষালনার্থ) প্রতি (প্রতি রাত্রির বিনিময়ে) ত্রীন্ বরান্ (তিনটি বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা করুন) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক), মে (আমার) স্বস্তি (মঙ্গল) অস্তু (হউক) ॥৯॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার পরিচর্য্যার্হ অতিথি, অভুক্তাবস্থায় আমার গৃহে তিন রাত্রি বাস করিয়াছেন, এই অপরাধের প্রতীকারের জন্য আপনি আমার কাছে তিনটি কাম্যবস্তু প্রার্থনা করুন। আপনার উদ্দেশে এই প্রণাম, আমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং বৃদ্ধৈরুক্তো মৃত্যুর্নচিকেতসমুবাচ—
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীরিতি।

মে গৃহে যস্মাদ্ধেতোর্হে ব্রহ্মন্নমস্কারার্হোঽতিথিস্ত্বং তিস্রো রাত্রীরভুঞ্জান-এবাবাৎসীরিত্যর্থঃ।

নমস্তেঽস্ত। নমস্ত ইতি স্পষ্টোঽর্থঃ। তস্মাদিতি।

তস্মাদ্ধেতোর্মহ্যং স্বস্তি যথা স্যাদিত্যেবমর্থং ত্রীন্ বরান্ প্রতি তান্নুদ্দিশ্য বৃণীষ্ব প্রার্থয় (স্ব)। তব লিপ্সাভাবেঽপি মদনুগ্রহার্থমনশনরাত্রি-সমসংখ্যাকাংস্ত্রীন্বরান্বৃণীষ্বেতি ভাবঃ ।৯।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ক্ষমাপনার্থং যমো নচিকেতসমাহ। হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদ্! ত্বং নমস্যঃ, নমস্কারার্হঃ পরিচর্য্যার্হ ইতি যাবৎ, অতিথিঃ—অভ্যাগতঃ, তাদৃশস্ত্বং অনশ্নন্ অভুঞ্জানঃ সন্, তিস্রো রাত্রীঃ দিনত্রয়ম্ ত্রীণ্যহোরাত্রাণি ইত্যর্থঃ, মে মম, গৃহে, অবাৎসীঃ স্থিত ইত্যর্থঃ, বসেরাদাদিকাৎ লুঙিমধ্যমপুরুষৈকবচনে। তৎ—দিনত্রয়াবস্থানাৎ প্রতি—প্রতিনিধীভূতান্, ত্রীন্ বরান্ কামান্ 'দেবাদ্বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাক্ প্রিয়ে' ইত্যমরঃ। তদ্ ইত্যব্যয়ং পঞ্চম্যন্তম্, 'প্রতি-নিধি প্রতিদানে চ যস্মাৎ' ইতি পঞ্চমী। বৃণীষ্ব বৃঙ্ সম্ভক্তৌ ইতি ক্র্যাদিগণীয়াৎ বৃধাতো লে'াটি মধ্যম পুরুষৈকবচনে। নমস্তে অস্তু—অপরাধ-ক্ষমাপণার্থং তে তুভ্যং নমঃ ভবতু নমস্করোমি 'প্রণিপাত-প্রতীকারঃ সংরম্ভোহি মহাত্মনাম্' ইতি মহাকবি-বচনম্। মে মহ্যং স্বস্তি ভদ্রং অমঙ্গলাভাবঃ অস্তু অব্যয়মেতৎ মঙ্গলমস্তু উভয়ত্র নমঃ স্বস্তি ইত্যাদিনা চতুর্থী ।৯।

তত্ত্বকণা—অতঃপর ধর্ম্মমূর্ত্তি যমরাজ নচিকেতার নিকট উপস্থিত হইয়া পাদ্য ও আসনাদি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি অতিথি, আমার নমস্য অর্থাৎ পূজার্হ, তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করিয়াছেন, সে কারণ আমার অপরাধ হইয়াছে, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন এবং আমাকে অনুগ্রহ করুন, আপনার অনুগ্রহেই আমার কল্যাণ হইবে। আর আপনার লিপ্সা না থাকিলেও আমার অপরাধের প্রতীকারার্থ আপনি ত্রিরাত্রির জন্য তিনটি আপনার কাম্য বর গ্রহণ করুন। অতিথির মর্য্যাদা-রক্ষা শিক্ষা-

প্রদান-কল্লেই ধর্ম্মরাজের এই আচরণ। নতুবা ধর্ম্মরাজ স্বয়ংই বালক নচিকেতার পূজনীয় ॥৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং যমেনোপচ্ছন্দিতো নচিকেতাঃ প্রতিশ্রুতবরত্রয়স্য মধ্যে প্রথমমেকং বরং যমং যাচিতবান্ ইত্যাহ বেদপুরুষঃ—

শ্রুতিঃ—শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত
এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—হে মৃত্যো! (মৃত্যুদেবতা—বৈবস্বত!) গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম) শান্তসঙ্কল্পঃ (আমার অনিষ্টকামনা-রহিত) সুমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত) [এবং] মা অভি (আমার উপর) বীতমন্যুঃ (ক্রোধবিমুক্ত) যথা স্যাৎ (যাহাতে হন)—[তথা] ত্বৎপ্রসৃষ্টং (আপনা কর্ত্তৃক গৃহে প্রেরিত) মা (আমাকে) প্রতীতঃ ('এই আমার পুত্র' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-যুক্ত হইয়া) অভিবদেৎ (সাদরে আলাপ করেন অথবা আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন) এতৎ ত্রয়াণাং (আপনার স্বীকৃত এই তিনটি বরের মধ্যে) প্রথমং বরং (প্রথম এই বর) বৃণে (প্রার্থনা করি) ॥১০॥

অনুবাদ—যমরাজ এই কথা বলিলে পিতৃভক্ত নচিকেতা প্রথমে পিতার ক্রোধোপশমন প্রার্থনা করিতেছেন,—হে মৃত্যুদেবতা! আমার পিতার যে আমার অনিষ্টাশঙ্কাজনিত উদ্বেগ রহিয়াছে তাহা নিবৃত্ত হউক, তিনি প্রসন্নচিত্ত হউন। এবং যাহাতে আমার উপর তাঁহার ক্রোধ চলিয়া যায়, তাহাই হউক। আপনি আমাকে

স্বগৃহে পাঠাইলে পিতা যেন আমাকে চিনিতে পারিয়া হৃষ্ট হইয়া আমার সহিত আলাপ করেন, এই আপনার প্রতিজ্ঞাত তিনটি বরের মধ্যে প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং প্রার্থিতো নচিকেতাস্ত্বাহ—শান্তসংকল্প: ইতি।

হে মৃত্যো! মৎপুত্রো যমং প্রাপ্য কিং করিষ্যতীতি মদ্বিষয়-চিন্তারহিতঃ প্রসন্নমনাঃ মামভি মাং প্রতি মম পিতা গৌতমো বীতরোষশ্চ যথা স্যাদিত্যর্থঃ।

কিংচ—ত্বৎপ্রসৃষ্টমিতি।

ত্বয়া গৃহায় প্রেষিতং মাঽভি মাং প্রতি প্রতীতো যথাপূর্বং প্রীতঃ সন্বদেৎ। যদ্বাঽভিবদেদাশিষং প্রযুঞ্জ্যাৎ। "অভিবদতি নাভিবাদয়ত" ইতি স্মৃতিষ্বভিবাদনস্যাশীর্বাদে প্রয়োগাৎ। এতদিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পিতৃভক্তো নচিকেতাঃ প্রথমমেব পিতুঃ ক্রোধোপশমং প্রার্থয়তে—হে বৈবস্বত! মম পিতা গৌতমঃ, যথা যেন প্রকারেণ, শান্তসঙ্কল্পঃ মমানিষ্টে নিবৃত্তমনোরথঃ সুমনাঃ ময়ি প্রসন্নচিত্তশ্চ সন্ মা অভি মাং লক্ষ্যীকৃত্য, বীতমন্যুঃ বিগতক্রোধঃ যথা স্যাৎ, তথা ত্বয়া ভবতা, প্রসৃষ্টং গৃহায় প্রেরিতং, মা মাং অভি ময়ি প্রতীতঃ—যথাপূর্ব্বমতিঃ সন্, বদেৎ—আলপেৎ যদ্বা অভিবদেৎ আশিষং প্রযুঞ্জীত অভিবদতেরাশীরর্থকত্বং ব্যাকরণানুশাসনে দৃশ্যতে যথা প্রত্যভিবাদেঽশূদ্রে ইতি সূত্রে প্রত্যভিবাদে আশীর্বচনে ইত্যর্থঃ— যথা অভিবাদয়ে দেবদত্তোঽহম্—ভো আয়ুষ্মানেধি দেবদত্ত। ইত্যত্র দেবদত্তস্য টেঃ প্লুতত্বম্। গৌতমেতি গোতমস্য গোত্রাপত্যম্। মা ভি মা অভি কর্ম্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়া 'ধামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ' ইতি

মাদেশঃ ত্বৎপ্রসৃষ্টং—ত্বয়া প্রেরিতম্ সৃজধাতোঃ প্রেরণার্থকত্বাৎ। এতদিতি ন বরস্য বিশেষণং তথাত্বে নপুংসকলিঙ্গত্বাসিদ্ধেঃ, অতঃ এতত্রিশব্দস্য ষষ্ঠীবহুবচনে রূপম্, অন্যথা ত্রয়স্য বিশেষণত্বে বহুবচনানুপপত্তেঃ। বৃণে ইতি বৃঙ্ সম্ভক্তৌ ইতি বৃধাতোর্ঙিত্বাৎ আত্মনেপদম্। কেচিত্তু প্রতীতঃ প্রত্যভিজ্ঞাত ইত্যর্থং বদন্তি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে নচিকেতা প্রথম বর চাহিয়াছিলেন যে, হে মৃত্যুদেব! আমার পিতা গৌতম-বংশীয় উদ্দালক আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াই আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি তিনি অশান্ত ও দুঃখী হইয়া বাস করিতেছেন। এক্ষণে তিনি যেন ক্রোধরহিত, শান্তচিত্ত ও সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট থাকেন। দ্বিতীয়তঃ আমি যখন আপনার অনুমতিক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তখন তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার সহিত সাদর সম্ভাষণ করেন। ইহাই আপনার নিকট আমার প্রথম বর প্রার্থনা।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের আদর্শেও দেখিতে পাই যে, শ্রীনৃসিংহদেব কর্ত্তৃক বর-গ্রহণে আদিষ্ট হইলে প্রথমে তিনি বরগ্রহণে অনিচ্ছুক হন এবং বলিয়াছিলেন যে, "যস্তু আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্" (ভাঃ ৭।১০।৪)। "তারপর ইহাও বলিয়াছিলেন যে, "কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥" (ভাঃ ৭।১০।৭)। অবশেষে তিনি পিতা হিরণ্যকশিপুর কল্যাণ-কামনায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"বরং বরয় এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বরাৎ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজঐশ্বরম্॥

বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরুং প্রভুম্।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্তত্তক্তে ময়ি চাঘবান্॥
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তেঽপাঙ্গ সংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল॥"

(ভাঃ ৭।১০।১৫-১৭)

ভগবদ্ভক্ত পুত্রের ও পিতৃভক্ত পুত্রের পিতৃকল্যাণ-কামনার তারতম্যও এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় ॥১০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবমুক্তো মৃত্যুর্বরং তথৈব দত্তবান্ ইত্যাহ—

শ্রুতিঃ—যথা পুরস্তাদ্ ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাংদর্শিবান্মৃত্যুমুখাৎপ্রমুক্তম্ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—ঔদ্দালকিঃ (উদ্দালকের পুত্র) আরুণিঃ (অরুণের বংশজাত সন্তান সেই গৌতম) মৎপ্রসৃষ্টঃ [সন্] (আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ আমার অনুগ্রহে তোমাকে ফিরাইয়া পাইয়া) যথাপুরস্তাৎ (পূর্ব্বের মত) প্রতীতঃ (তোমাকে চিনিতে পারিয়া হৃষ্ট) ভবিতা (হইবেন)। মৃত্যুমুখাৎ (কালগ্রাস হইতে) প্রমুক্তম্ (মুক্ত) ত্বাং (তোমাকে) দর্শিবান্ (দেখিয়া) বীতমন্যুঃ [সন্] (ক্রোধহীন হইয়া) সুখং (নিরুদ্বেগে) রাত্রীঃ (সকল রাত্রি) শয়িতা (নিদ্রা যাইবেন) ॥১১॥

অনুবাদ—অতঃপর মৃত্যুদেবতা নচিকেতার প্রার্থিত প্রথম বর দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হে নচিকেতঃ! উদ্দালকপুত্র অরুণ-বংশজাত তোমার পিতা আমার প্রেরণায় তোমার প্রতি পূর্ব্বের মত

সন্তুষ্ট হইবেন এবং মৃত্যুমুখ হইতে নির্গত তোমাকে দেখিয়া ক্রোধ-বিমুক্ত হইয়া রাত্রিগুলিতে সুখে নিদ্রা যাইবেন। এখানে কেহ কেহ 'মন্যু' শব্দের অর্থ শোক ধরিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, তোমার পিতা তোমাকে ক্রোধে যমালয়ে পাঠাইয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার অনুগ্রহে তিনি তোমার উপর পূর্ব্বের মত সন্তুষ্ট হইবেন এবং কৃতান্ত-কবল হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ পুনর্জীবিত তোমাকে দেখিয়া শোকহীন হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিবেন ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুক্তো মৃত্যুঃ প্রত্যুবাচ—যথাপুরস্তাদিতি।

যথাপূর্বং ত্বয়ি হৃষ্টো ভবিতা।

উদ্দালক এবৌদ্দালকিঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণির্দ্ব্যামুষ্যায়ণো বা। উদ্দালকস্যাপত্যমরুণস্য গোত্রাপত্যমিতি বার্থঃ। মৎপ্রসৃষ্টো মদনুজ্ঞাতো মদনুগৃহীতঃ সন্মদনুগ্রহাদিত্যর্থঃ। সুখমিতি।

ত্বয়ি বিগতমন্যুঃ সন্‌ রাত্রীরপি রাত্রীঃ সুখং শয়িতা। লুট্‌। সুখনিদ্রাং প্রাপ্‌স্যতীতি যাবৎ।

দর্শিবান্‌ দৃষ্টবান্‌ সন্নিত্যর্থঃ। ক্বস্বন্তোঽয়ং শব্দো "দৃশেশ্চেতি বক্তব্যম্‌" ইতি ক্বসোরিট্‌ছান্দসো দ্বির্বচনাভাবঃ। মৎপ্রসৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ান্তপাঠে মৎপ্রেষিতং ত্বামিতি যোজনা ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভো নচিকেতঃ! ত্বয়া যো বরঃ প্রার্থ্যতে স তথৈব ভবিষ্যতীতি ঔদ্দালকিঃ উদ্দালকস্যাপত্যং পুমান্‌ অত ইঞ্‌ ইতীঞ্‌-প্রত্যয়ঃ। আরুণিঃ অরুণস্য গোত্রাপত্যম্‌ ইতি গোত্রাপত্যার্থে ইঞ্‌। মৎপ্রসৃষ্টঃ ময়া প্রেরিতঃ মদনুজ্ঞাতো মদনুগৃহীত ইতি যাবৎ, তাদৃশঃ সন্‌, মৃত্যুমুখাৎ—যমবক্ত্রাৎ প্রমুক্তং নির্গতং পুনর্জীবনমাপ্তং ত্বাং দর্শিবান্‌ দৃষ্টবান্‌ দৃশের্লিটঃক্বসুঃ ছান্দসোদ্বির্বচনাভাবঃ দৃশেশ্চেতি বৈভাষিক

ইড়াগমঃ, তেন দদৃশ্বান্ ইত্যপি সাধুঃ। বীতমন্যুঃ ত্বয়ি বিগত-ক্রোধঃ সন্, যথাপুরস্তাৎ পূর্ব্ববৎ, কালার্থে পূর্ব্বশব্দাদস্তাতিঃ, পূর্ব্বস্য পুরাদেশঃ। প্রতীতঃ—হৃষ্টো ভবিতা ভবিষ্যতি লুট্। সুখং যথাস্যাৎ তথা, রাত্রীঃ ব্যাপ্তৌ—দ্বিতীয়া। শয়িতা—শীধাতোর্লুট্ পূর্ব্ববৎ। সুখনিদ্রাং যাস্যতীতি যাবৎ। যদ্বা এতাবন্তং কালং ত্বামদৃষ্ট্বা শোকাতুর আসীৎ, ইদানীং ত্বাং দৃষ্ট্বা বিগতশোকঃ সুখমুত্তরা-রাত্রীর্নিদ্রাং যাস্যতীত্যর্থঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—ধর্ম্মরাজ শ্রীযম নচিকেতাকে তৎপ্রার্থিত বর প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তোমার পিতা ঔদ্দালকি আরুণি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহসমন্বিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর আমার অনুগ্রহে তোমাকে চিনিতে পারিবেন, যেমন গ্রামান্তরে গমন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাকে চিনিতে কষ্ট হয় না, সেইরূপই তোমার রূপ দেখিয়া তাঁহার চিনিতে কোন কষ্ট হইবে না পরন্তু তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহশীল থাকিবেন। মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমার দর্শনে অতীব প্রসন্ন হইয়া ক্রোধরহিত হইয়া রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। এ-সকল আমার প্রেরণাক্রমে সংঘটিত হইবে।

এ-স্থলে লক্ষ্যণীয় যে, উদ্দালক শব্দের স্বার্থে উদ্দালক বা ঔদ্দালকি হয় আবার অপত্যার্থেও ঔদ্দালকি শব্দ হয়। অরুণ-শব্দের গোত্রাপত্যার্থে আরুণি শব্দ হয়। সুতরাং গৌতমকে উদ্দালকপুত্র ও অরুণ বংশীয় বলিয়া—উভয়রূপে পরিচিত দেখা যায় ॥১১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ স্বর্গ্যাগ্নিস্বরূপজ্ঞানলক্ষণং দ্বিতীয়ং বরং যাচিতুং তদ্ধেতুতয়া তৎফল স্বর্গশব্দিত-বিষ্ণুলোকস্বরূপমাহ,— স্বর্গে-লোক ইত্যাদিনা—

শ্রুতিঃ—স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্ব্াঽশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—স্বর্গে লোকে (স্বর্গ-শব্দ দ্বারা সংজ্ঞিত বিষ্ণুলোকে) কিঞ্চন (কোন প্রকারই) ভয়ং (ভয়ের কারণ) ন অস্তি (নাই), [হে মৃত্যো!—ওহে মৃত্যুদেবতা!] তত্র (সেই বিষ্ণুধামে) ত্বং ন [প্রভবসি] (আপনারও অধিকার নাই) [তৎস্থানং গতঃ জনঃ—সেই ধামগত ব্যক্তি] জরয়া (বার্দ্ধক্যের জন্য) ন বিভেতি (ভয় পায় না) [মুক্তো জনঃ—মুক্ত-পুরুষ] অশনায়াপিপাসে (ক্ষুধাতৃষ্ণা) উভে (উভয়) তীর্ত্ব্া (অতিক্রম করিয়া) শোকাতিগঃ (শোক হইতে নিস্তার পাইয়া) স্বর্গলোকে (বিষ্ণুলোকে) মোদতে (আনন্দ প্রাপ্ত হন) ॥১২॥

অনুবাদ—স্বর্গ্যাগ্নি-জ্ঞানফল বিষ্ণুলোক পাইবার কামনায় নচিকেতা সেই লোকের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। হে মৃত্যুদেব! স্বর্গলোকে অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় বিষ্ণুলোকে জীবের কোনও ভয় নাই, ভয় বলিতে মৃত্যু, জরা, শোক, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখকে বুঝায়, সে-সকল স্বর্গলোকে নাই—এইগুলিই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন, যথা 'স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি' ইহা সামান্যাকারে নির্দ্দেশ, বিশেষ-ভাবে বর্ণনা যথা—'ন তত্র ত্বম্'—হে মৃত্যুদেব! তথায় আপনার কোন অধিকার নাই, 'ন জরয়া বিভেতি'—জীব তথায় জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের ভয় পায় না, সেই বিষ্ণুলোক জরামরণহীন, জীব তথায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা উভয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া শোকাতিগ হয় এবং শোক-হীন হইয়া নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হন ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নচিকেতা দ্বিতীয়ং বরং প্রার্থয়তে—স্বর্গে লোক ইত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন—

অত্র স্বর্গশব্দো মোক্ষস্থানপরো যথা চৈতত্তথোত্তরত্র বক্ষ্যতে।

হে মৃত্যো! ত্বং তত্র ন প্রভবসি জরয়া যুক্ত সন্ন বিভেতি জরাতো ন বিভেতি। তত্র বর্ত্তমানঃ পুরুষ ইতি শেষঃ। উভে ইতি।

অশনায়া বুভুক্ষা। অত্রাপি স্বর্গশব্দো মোক্ষস্থানপরো যথা চৈতত্ত-থোত্তরত্র বক্ষ্যতে ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স্বর্গলোকপ্রাপ্তির্হি নচিকেতসো দ্বিতীয়ো বরঃ কৃতস্তস্য লোভনীয়ত্বম্ তদ্ধেতুনাহ—স্বর্গে লোকে স্বর্গশব্দিতে ভগবল্লোকে তথাহ্যুক্তং 'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং যৎতৎ সুখং স্বঃপদাস্পদমিতি'। অস্যার্থঃ যৎস্থানং ন দুঃখেন ত্রিবিধেন আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকদুঃখেন, ন সম্ভিন্নম্ আক্রান্তং দুঃখ-ধ্বংসযুক্তম্, ন চ তত্র দুঃখ প্রাগভাব ইত্যাহ ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। দুঃখ-ধ্বংসাৎপরমপি ন দুঃখাক্রান্তম্ ত্রিবিধদুঃখ প্রাগভাবাসহকৃত দুঃখ-ধ্বংস-এব দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপদেনোচ্যতে। অতএব সাংখ্যদর্শনে 'ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ' ইতি মুক্তের্লক্ষণং কৃতম্। অত্র স্বর্গলোকপদেন বিষ্ণুক্ষেত্রমেবোচ্যতে। কিঞ্চন আধ্যাত্মিকাধিভৌতি-কাধিদৈবিকরূপং ভয়ং নাস্তি। তত্রাদ্যং দ্বিবিধং শারীর-মানসভেদাৎ। বাতপিত্তাদিধাতুবৈষম্যহেতুকং শারীরম্। কাম-ক্রোধাদিহেতুকং মানসম্। তদিদমান্তরোপায় সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকমুচ্যতে। আত্ম-শব্দস্য শরীর-মনোবাচকত্বাৎ—'আত্মা যত্নোধৃতির্বুদ্ধিঃস্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্মচৈত্য-মরঃ আত্মা পুংসি স্বভাবে চ প্রযত্নমনসোরপি। ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপীতি চ মেদিনী।' আধিভৌতিকম্ ভূতানি প্রাণিনোহ-

ধিকৃত্য যৎ প্রবর্ত্ততে তথাচ মনুষ্যপশ্বাদিহেতুকম্। আধিদৈবিকস্তু যক্ষ-রাক্ষসগ্রহাদ্যাবেশহেতুকম্। তস্য তু ত্রয়স্য অত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ। নিবৃত্তেরাত্যান্তিকত্বং তু নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপাদাৎ। পুরুষার্থস্যাত্যন্তত্বন্তু তস্য ধ্বংসাভাবরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ। ইতি বেদান্ত-দর্শনে শ্রীবলদেব-কৃতায়াং সূক্ষ্মাটীকায়ামন্বেষ্টব্যম্। ন কেবলং দুঃখনিবৃত্তি-রেব স্বর্গঃ কিন্তু অভিলাষোপনীতং যৎ অভিলাষমাত্রেণ যৎ উপস্থিতং ভবতি তথাচ শ্রুতিঃ 'স যদা পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। তথাচ এষা স্ব-স্বৈশ্বর্য্যপ্রধানা মুক্তিরিতি' ভাষ্যকৃৎ। এতদেব সর্ব্বমভিপ্রেত্য শ্রুতিরাহ —'ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি' ইতি তত্র—স্বর্গলোকে, হে মৃত্যো! ত্বং ন প্রভবসি নাধিকুরুষে, তথাচ সুবালশ্রুতিঃ 'যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদেতি'। মুক্তঃ পুরুষো জরয়া বার্দ্ধক্যেন হেতুনা ন বিভেতি। 'তমাত্মানমুপাসীতাজরমমৃতমভয়মশোকমনন্তম্' ইতি শ্রুতেঃ। উভে অশনায়াপিপাসে—ক্ষুধাতৃষ্ণে ইত্যর্থঃ। 'অশনায়োদন্যধনায়া বুভুক্ষা পিপাসাগর্দ্ধেষু' সূত্রেণ বুভুক্ষার্থে অশনশব্দঃ ক্যচ্ প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। ততোঽশনায়ধাতোঃ অ প্রত্যয়াদিতি সূত্রেণ অপ্রত্যয়ঃ, প্রাতিপদিকত্বাৎ স্ত্রিয়াংটাপ্। এবং পিপাসাশব্দোঽপি সন্প্রত্যয়ান্তাৎ পা-ধাতোঃ অপ্রত্যয়ে টাপি নিষ্পন্নো বোধ্যঃ। অত্র মুক্তস্যাশনায়াপিপাসোত্তরণ-দ্বারা বিজিঘৎসত্বাপিপাসত্বে প্রতিপদ্যেতে তথাচ শ্রুতিঃ "এষ আত্মাঽপ-হতপাপ্মা...সত্যসঙ্কল্প" ইতি।

শোকাতিগঃ—শোকমতিক্রান্তঃ সন্ মোদতে আনন্দী ভবতি। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি' 'রসো বৈ সঃ,' 'রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। এতাবতা স্বর্গলোকস্য মোক্ষপরত্বং প্রকটিতমিতিভাবঃ। স্বর্গলোক ইত্যস্য দ্বিরুক্তিরাদরার্থা যত্তু স্বর্গলোক-পদং প্রসিদ্ধ-স্বর্গলোকপরমিতি তন্ন, তত্র অশনায়াপিপাসাসত্বাৎ, প্রথমং

বিদেহমুক্তাভিপ্রায়কম্ অশনায়াদ্যতিক্রমণাদিতি। তথাচ ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ—'এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎ-সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প' ইতি। উপক্রমে এতৎ সত্যং ব্রহ্ম-পুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা ইত্যুপক্রম্য এষ আত্মেত্যাদি নির্দ্দেশাৎ স্বর্গলোকপদং ব্রহ্মপুরমেব ইতি ধ্যেয়ম্ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে নচিকেতা স্বর্গ্যাগ্নিস্বরূপ-জ্ঞানলক্ষণ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বর্গ যাচ্ঞার হেতুরূপে বলিতেছেন যে, স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই অর্থাৎ সে-স্থান অভয়, সেখানে আপনার অর্থাৎ শ্রীযমের অধিকার বা শাসন নাই। সে-স্থান জরাতীত অর্থাৎ সেখানে কাহারও জরাগ্রস্ত হইবার ভয় নাই। সেখানে লোকসমূহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করতঃ শোকরহিত হইয়া নিত্যানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

এ-স্থলে যদি স্বর্গ বলিতে প্রসিদ্ধ স্বর্গ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি কিন্তু আত্যন্তিক নহে। কারণ প্রসিদ্ধ স্বর্গলোকও অনিত্য এবং সেই স্বর্গবাসীকে তথা হইতে চ্যুত হইতে হয়।

শ্রীগীতায় পাই,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীঃ ৯।২১)

মুণ্ডকোপনিষদেও পাই,—

> "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
> বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
> যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
> তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা
ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥" (মুঃ ১।২।৯-১০)

কঠ-উপনিষদেও পরে বলিবেন—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥" (কঠ ২।২।১২)

অতএব স্বর্গলোক বলিতে যদি বৈকুণ্ঠলোক গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, সে-স্থান প্রকৃতই অভয়, অশোক ও অমৃত ফল দান করিতে পারে। স্বর্গ-শব্দের অর্থে বিষ্ণুলোকও বুঝায়, তাহা শ্রীভাগবতে পাই,—"সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥" (ভাঃ ১।১।৪)। এস্থলে স্বর্গ-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"স্বঃ স্বর্গে গীয়তে ইতি স্বর্গায়ো হরিঃ স এব লোকঃ ভক্তানাং নিবাসস্থানং তস্মৈ তৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ" ॥১২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানফলং নিরূপ্য স্বর্গ্যাগ্নি-স্বরূপং পৃচ্ছতি স ত্বমিতি—

শ্রুতিঃ—স ত্বমগ্নিꣳ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো !
প্রব্রূহি ত্বꣳ শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—হে মৃত্যো! (হে মৃত্যুদেব!) সঃ (পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ সর্ব্বপদার্থজ্ঞানসম্পন্ন) ত্বম্ (আপনি) স্বর্গ্যং (স্বর্গফলপ্রদ) অগ্নিং (অগ্র্যতাদি গুণযুক্ত শ্রীহরিকে অথবা এই লোক প্রসিদ্ধ

অগ্নিকে) অধ্যেষি (অধিগত আছেন—জানেন) তং (সেই স্বর্গসাধনীভূত) অগ্নিং (অগ্নিবিদ্যা) শ্রদ্দধানায় (মোক্ষ-বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্) মহ্যং (আমাকে) প্রব্রূহি (বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন অর্থাৎ উপদেশ করুন) স্বর্গলোকাঃ (যাঁহারা স্বর্গলোক অর্থাৎ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা) অমৃতত্বং (মুক্তি) ভজন্তে (প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অপ্রাকৃতস্বরূপে উপসম্পন্ন হন) ॥১৩॥

অনুবাদ—হে মৃত্যুদেবতা! আপনি সেই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব উক্ত স্বরূপ-স্বর্গের সাধন—অগ্নিবিদ্যা আপনি অধিগত আছেন। আমি উহা জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত, শ্রদ্ধাবান্ আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। যদি বলেন, স্বর্গ্যাগ্নি জানিয়া তোমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? তাহা মনে করিবেন না, আমি শুনিয়াছি যাঁহারা স্বর্গলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মুক্তি পাইয়া থাকেন, এই দ্বিতীয় বর আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেছি ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স ত্বমিতি। পুরাণাদিপ্রসিদ্ধসার্ব্বজ্ঞস্ত্বং স্বর্গপ্রয়োজনকমগ্নিং জানাসি। "স্বর্গাদিভ্যো যদ্বক্তব্যঃ" ইতি প্রয়োজনমিত্যর্থে যৎ। স্থণ্ডিলরূপাগ্নেঃ স্বর্গপ্রয়োজনকত্বং চোপাসনাদ্বারেত্যুত্তরত্র স্ফুটম্। শ্রদ্দধানায় মোক্ষশ্রদ্ধাবতে। স্বর্গলোকেন তব কিং সিধ্যতীত্যত্রাহ—

স্বর্গো লোকো যেষাং তে পরং পদং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। "পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছাঃ ৮।৩।৪] ইতি দেশবিশেষবিশিষ্টব্রহ্মপ্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ স্বরূপাবির্ভাবলক্ষণমোক্ষশব্দিতামৃতত্বস্যেতি ভাবঃ। এতদিতি স্পষ্টম্ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ কুতো মে তজ্‌জ্ঞানমিত্যত আহ—হে মৃত্যো! সঃ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধসর্ব্বজ্ঞঃ ত্বং যমঃ, স্বর্গ্যং স্বর্গপ্রয়োজনকম্, অগ্নিম্ হুতাশনম্। নন্থ স্থণ্ডিলরূপাগ্নেঃ স্বর্গফলকত্বং কুত উপাসনাদ্বারেতি বাচ্যম্। অগ্র্যতাদি গুণযুক্ততয়া অগ্নিনামকং শ্রীহরিমিত্যর্থঃ, অধ্যেষি জানাসি অধিপূর্ব্বকেণ্‌ ধাতোরাদাদিকাৎ লট্‌ অধিগমার্থে স্বর্গ্যমিতি। স্বর্গাদিভ্যো যদ্বক্তব্য ইতি প্রয়োজনমিত্যর্থে স্বর্গশব্দাদ্ যৎ। তমগ্নিং শ্রদ্দধানায় মোক্ষশ্রদ্ধাবতে 'শ্রদ্ধাবাল্ল ভতে জ্ঞানমিতি' স্মরণাৎ। স্বর্গলোকেন তব কিং প্রযোজনং সিধ্যতীত্যত্রাহ—স্বর্গলোকা ইতি স্বর্গঃ লোকো যেষাং তে পরং পদং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ 'পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' ইতি। অমৃতত্বং—স্বরূপাবির্ভাবলক্ষণমোক্ষশব্দিতমমৃতত্বমিত্যর্থঃ। ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি। এতৎ—উক্তেন দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে—ত্বাং প্রার্থয়ে। এতেন মুক্তিস্বরূপং সূচিতমিতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা দ্বিতীয় বরে শ্রীযমরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে মৃত্যুদেব যমরাজ! আপনি বিষ্ণুলোকরূপ স্বর্গের সাধনভূত অগ্নির বিষয় অবগত আছেন। আমি শ্রদ্ধালু, আমাকে তাহা বলুন। যে অগ্নির সাহায্যে লোক বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এস্থলে অগ্নি-শব্দে অগ্র্যতাদি-গুণযুক্ত অগ্নি-নামক শ্রীহরিকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবতাকে বুঝায় না। যমরাজ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। তিনি আদর্শ হরিভক্ত। সুতরাং যে শ্রীহরি-উপাসনার ফলে লোক বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা তিনি জানেন। আবার দেবতারূপে তিনি যজ্ঞাগ্নির তত্ত্বও অবগত আছেন; যে যজ্ঞাগ্নির আশ্রয়ে মনুষ্য সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া

হরিভজনের ফলে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে যজ্ঞের দ্বারাও লোক শ্রীহরির আরাধনা করিতেন।

যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" (ভাঃ ১২।৩।৫২

শ্রীপদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥"
(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৪২ অধ্যায়) ॥১৩॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং প্রার্থিতো যমস্তং প্রত্যুবাচ প্র ত ইত্যাদিনা—

শ্রুতিঃ—প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ! প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—নচিকেতঃ! (হে নচিকেতা!) তে (তোমাকে) তৎ উ (তোমার প্রার্থিত বস্তুই) প্রব্রবীমি (বিশদভাবে বর্ণন করিতেছি) মে (আমার নিকট হইতে) নিবোধ (অবগত হও) স্বর্গ্যম্ (স্বর্গসাধক) অগ্নিং (অগ্নিকে) প্রজানন্ (জানিবার ফলে) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অবিনশ্বর সনাতন বিষ্ণুর লোক প্রাপ্তি) অথো (সেই বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির পর) প্রতিষ্ঠাম্ (অপুনরাবৃত্তি) [লভতে—লাভ করে, ইহা অধ্যাহার্য্য], হে নচিকেতঃ! ত্বম্ (তুমি) এতং (এই স্বর্গ্যাগ্নি)

গুহায়াং (জীবের হৃদয়ে) নিহিতং (প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত) বিদ্ধি (জানিও) ॥১৪॥

অনুবাদ—অয়ি নচিকেতঃ! আমি তোমাকে তোমার প্রার্থিত বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর, এই স্বর্গ্যাগ্নি-জ্ঞানের ফলে লোকে বিষ্ণুধাম লাভ করে ও পরে অপুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত গূঢ়; তোমাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে না, সকলের হৃদয়-কন্দরে তিনি প্রত্যগাত্মরূপে অর্থাৎ অন্তর্যামি-রূপে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা তুমি জানিও ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুক্তো মৃত্যুঃ প্রাহ—

প্র তে ব্রবীমীতি। ত্বৎপ্রার্থিতং তে প্রব্রবীমি। "ব্যবহিতাশ্চেতি" ব্যবহিতঃ প্রয়োগঃ। মে মমোপদেশাজ্জানীহীত্যর্থঃ।

জ্ঞানস্য ফলং দর্শয়তি—

স্বর্গ্যমগ্নিমিতি। অনন্তস্য বিষ্ণোর্লোকস্তৎপ্রাপ্তিম্। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" [কঃ ১।৩।৯] ইত্যুত্তরত্র বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অথো তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং প্রতিষ্ঠামপুনরাবৃত্তিং চ লভত ইতি শেষঃ। তজ্-জ্ঞানস্যেদৃশং সামর্থ্যং কথং সংভবতীতি মন্যমানং প্রত্যাহ—বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্। ব্রহ্মোপাসনাঙ্গতয়ৈতজ্‌জ্ঞানস্য মোক্ষহেতু-ত্বলক্ষণমেতৎস্বরূপং গুহায়াং নিহিতমন্যে ন জানন্তি ত্বং জানীহীতি ভাবঃ। যদ্বা জ্ঞানার্থস্য বিদের্লাভার্থকত্বসংভবাদগ্নিং প্রজানংস্ত্বমনন্ত-লোকং প্রতিষ্ঠাং লভস্বেত্যুক্তে হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সিদ্ধো ভবতি। প্রজানন্। "লক্ষণহেত্বোরিতি" শতৃপ্রত্যয়ঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—হে নচিকেতঃ! ত্বৎপ্রার্থিতং তে তুভ্যং প্রব্রবীমি প্রকর্ষেণ কথয়ামি ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতেন ক্রিয়াপদে-

নোপসর্গস্যান্বয়ঃ। তৎ স্বর্গ্যাগ্নিস্বরূপং, উ অবধারণার্থকমব্যয়ম্, মে মমোপদেশাৎ অথবা মৎ সকাশাৎ অপাদানস্য সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী। নিবোধ জানীহি বুধের্ভৌবাদিকাৎ লোট্। অথ জ্ঞানস্য ফলমাহ—যতঃ স্বর্গ্যমগ্নিং প্রজানন্ বিদন্ লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়া ইতি হেতুহেতুমদ্ভাবে শতৃপ্রত্যয়ঃ। অনন্তলোকাপ্তিম্ অনন্তস্য বিষ্ণোর্লোকস্তৎপ্রাপ্তিং—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অথো বিষ্ণুলোক-প্রাপ্ত্যনন্তরম্ অথো ইতি আনন্তর্য্যে ওকারান্তমব্যয়ম্। তৎপ্রাপ্তিবশাদিত্যর্থঃ প্রতিষ্ঠাম্ অপুনরাবৃত্তিম্ অমৃতত্বমিত্যর্থঃ লভতে জন ইতি শেষঃ। নন্থ স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানস্য কথমীদৃক্সামর্থ্যং কুত্র বা স্বর্গ্যাগ্নিরন্বেষ্টব্যঃ যেন তদুপাসনয়া অনন্তলোকাপ্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠালাভঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ বিদ্ধীত্যাদি তং অন্যে ন জানন্তি ত্বং জানীহীতিভাবঃ। তম্—স্বর্গ্যাগ্নিং গুহায়াং সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়রূপগুহায়াং এতেন দুর্লক্ষ্যত্বং স্থচিতম্, নিহিতং—স্থিতম্ প্রতিষ্ঠিতমিতি যাবৎ ধা-ধাতোঃ ক্রিয়াসামান্যবাচিত্বাদত্র স্থিত্যর্থতা বোধ্যা। এতেন তদগ্নেঃ প্রত্যগ্রূপতয়া তজ্জ্ঞানস্য মোক্ষপ্রদত্বমুপপদ্যতে 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' ইতি শ্রুতেঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা দ্বিতীয় বরে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গসাধক অগ্নির স্বরূপ জানিতে চাহিলে, শ্রীযমরাজ বলিলেন যে, হাঁ, আমি সে-বিষয়ে অবগত আছি, তুমি সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। এই অগ্নিকে তুমি অনন্তলোক-প্রাপ্তির উপায়ভূত জানিবে। ইনিই মুক্তির আশ্রয় এবং সর্ব্ব জীবের হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত আছেন। সকলে ইহা অবগত নহে, তুমি আমার কৃপায় অবগত হও, এইরূপে প্রথমে সকল লোকের আদিভূত অগ্নিস্বরূপ শ্রীহরির কথাই বলিলেন। শ্রীহরির এক নাম 'অগ্নি', ইহা ঈশোপনিষদে পাই,—"অগ্নে নয়" (ঈশো-১৮) শ্রীগীতায় "বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ" (গীঃ ১১।৩৯) শ্লোক দ্রষ্টব্য। অগ্নি-

দেবতার উপাসনায় প্রাকৃত স্বর্গাদি-লোক লাভ হইতে পারে কিন্তু স্বর্গ-শব্দে বিষ্ণুলোক বুঝিলে অগ্নিরূপ অধিষ্ঠানে তদধিষ্ঠাতৃ অন্তর্য্যামী শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"অগ্নৌ-গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরম্।" (ভাঃ ১১।১৭।৩২)। কারণ বিষ্ণু-উপাসনা-ব্যতিরেকে বিষ্ণুলোক লাভ হইতে পারে না, ইহা বিশেষ লক্ষ্যণীয় ॥১৪॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এতদুক্ত্বা যমঃ কিমকরোদিত্যত আহ—

শ্রুতিঃ—লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্‌যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যমঃ (যম) লোকাদিম্ (স্বর্গলোক-প্রাপ্তির হেতু-ভূত) তম্ (জিজ্ঞাসিত সেই) অগ্নিং (অগ্নিস্বরূপ) তস্মৈ (সেই নচিকেতাকে) উবাচ (উপদেশ দিলেন) [কি ভাবে ?] যাঃ (যেরূপ) ইষ্টকাঃ (অরণিকাষ্ঠ) বা (অথবা) যাবতীঃ (যত পরিমাণ ও যত সংখ্যক) যথা বা (কিংবা যে প্রকারে) [চেতব্যাঃ—চয়নীয়] [তৎ সর্ব্বমুক্তবান্—সে সমুদয় বলিলেন]। স চ (সেই নচিকেতা) অপি (ও) যথোক্তং (যম যেরূপ বর্ণন করিলেন) তৎ (তাহা) প্রত্যবদৎ (পুনঃ উল্লেখ করিলেন অর্থাৎ যমের বর্ণিত বিষয়গুলির পুন-রাবৃত্তি করিলেন) অথ (ইহার পর—নচিকেতার এই প্রতি-বচনের পর) মৃত্যুঃ (মৃত্যুদেবতা) অস্য তুষ্টঃ [সন্] (বিদ্যা-গ্রহণ সামর্থ্য দেখিয়া ইহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া) পুনঃ এব আহ (পুনরায় বলিলেন) ॥১৫॥

অনুবাদ—যম নচিকেতাকে তৎ-প্রার্থিত স্বর্গলোক-প্রাপ্তির কারণভূত

সেই অগ্নির বিষয় উপদেশ করিলেন। যেরূপ এবং যত পরিমাণ বা যত সংখ্যক অরণিকাষ্ঠ অগ্নিসংস্কারে প্রয়োজন হয় এবং যে-প্রকারে তাহা চয়ন করিতে হয়, তাহা সমুদয় বলিলেন। সেই নচিকেতাও যমের বর্ণিত বিষয়গুলি যমের নিকট যখন পুনরাবৃত্তি করিলেন তখন যম তাহার বিদ্যাগ্রহণ-সামর্থ্য-দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অনন্তরং শ্রুতিবাক্যম্—

লোকাদিমগ্নিমিতি। লোকস্যাদিং হেতুং স্বর্গ্যমিতি যাবৎ। তমগ্নিমুবাচ।

যল্লক্ষণা ইষ্টকাশ্চেতব্যা যৎসংখ্যাকাঃ যেন প্রকারেণ চেতব্যাস্তৎসর্ব্বমুক্তবানিত্যর্থঃ। যাবতীরিতি পূর্ব্বসবর্ণশ্ছান্দসঃ। স চাপীতি। স চ নচিকেতাস্তচ্ছ্রুতং সর্ব্বং তথৈবানূদিতবানিত্যর্থঃ

অথাস্যেতি। শিষ্যস্য গ্রহণসামর্থ্যদর্শনেন সংতুষ্টঃ সন্মৃত্যুঃ পুনরপ্যুক্তবান্ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—লোকাদিমিতি—মুক্তিসাধকং লোকস্য ব্রহ্মলোকস্য আদিং কারণম্ অথবা লোকানাং প্রপঞ্চস্য আদিং কারণভূতং, তম্ অগ্নিম্ জিজ্ঞাসিতং স্বর্গ্যাগ্নিং তস্মৈ নচিকেতসে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্ ইত্যনুশাসনাৎ। উবাচ—উপদিষ্টবান্, যাঃ ইষ্টকাঃ স্বরূপেণ অগ্নিচয়নসাধিকাঃ অরণিরূপাঃ তথাচ 'অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাঃ' (২।১।৮) ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ইতি ইষ্টকাস্বরূপোক্তিঃ। যাবতীঃ যাবৎ পরিমাণাঃ যাবৎ সংখ্যাকা ইষ্টকাশ্চয়নীয়াইত্যর্থঃ। যাবত্য ইতি বক্তব্যে যাবতীরিতি দীর্ঘাজ্জসিচেতি নিষেধেঽপিজসি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘশ্ছান্দসঃ। অনেন ইষ্টকা সংখ্যোক্তিঃ সূচিতা। যথা

বা যেন বা প্রকারেণ স্বর্গ্যাগ্নিসাধনোঽগ্নিশ্চয়নীয়ঃ, তৎসর্ব্বং তস্মৈ উবাচ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অথ যমকর্ত্তৃকোপদেশ-শ্রবণানন্তরং স চাপি শিষ্যো নচিকেতাঃ, যথোক্তং যমেন যাদৃগ্‌রূপেণ বর্ণিতং তৎ সর্ব্বং যথাবৎ যথাযথমধীতং অস্খলিতমিত্যর্থঃ প্রত্যবদৎ—অনূদিতবান্, অথ —তচ্ছ্রবণাৎ পরম্, মৃত্যুঃ অস্য—অস্মিন্ নচিকেতসি তুষ্টঃ যথাযথমুপদেশগ্রহণাৎ শিষ্যস্যোপদেশগ্রহণসামর্থ্যদর্শনেন সন্তুষ্টঃ সন্ পুনঃ নচিকেতসমাহ—উক্তবান্ ভূতার্থে তিঙন্ত প্রতিরূপকমব্যয়ম্ ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—তৎপরে শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে তৎ-জিজ্ঞাসিত স্বর্গপ্রাপক অগ্নির বিষয় অবগত করাইলেন। যেরূপ ও যৎসংখ্যক ইষ্টকা অগ্নিসংস্কারে প্রয়োজন এবং যে প্রকারে অগ্নিসংস্কার করিতে হয়, তাহা সমুদয় বলিলেন। নচিকেতা যমের উক্তির পশ্চাৎ প্রত্যুচ্চারণ করিলে, যমরাজ নচিকেতার বিলক্ষণ স্মৃতি ও প্রতিভাদর্শনে শিষ্যের গুরুর উপদেশ-গ্রহণের যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥" (ভাঃ ১১।১০।৬) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—তমব্রবীৎপ্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—প্রীয়মাণঃ (শিষ্যের বিদ্যাগ্রহণ-সামর্থ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট) মহাত্মা (মহামনা উদারচিত্ত যমরাজ) তম্ (শিষ্য নচিকেতাকে) অব্রবীৎ

(বলিলেন) ইহ (এই বিষয়ে) অদ্য (এখন) তব (তোমাকে) ভূয়ঃ (আবার—তিনটি বর ছাড়া আরও) বরং (বর) দদামি (দিতেছি) অয়ম্ (আমি যাহার উপদেশ দিতেছি এই) অগ্নিঃ (অগ্নি) তব এব নাম্না (তোমারই নামে অর্থাৎ 'নাচিকেত' এই নামে প্রসিদ্ধ) ভবিতা (হইবে)। কিঞ্চ (আর) অনেকরূপাং (বিচিত্র—বহুরূপা) ইমাং (এই আমাকর্তৃক দীয়মানা) সৃঙ্কাং (শব্দবতী রত্নমালা) গৃহাণ (উপহারস্বরূপ গ্রহণ কর) ॥১৬॥

অনুবাদ—মহামনা যমরাজ নচিকেতার বিদ্যাগ্রহণ-শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, ওহে নচিকেতঃ! এই হেতু আজ তোমাকে আরও একটি বর দিতেছি। আমার উপদিষ্টক্রমে প্রণীত অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিবে অর্থাৎ নাচিকেত অগ্নি-নামে খ্যাত হইবে। আর তোমাকে একটি বিচিত্র শব্দকারিণী রত্নমালা দিতেছি, ইহা ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপ ধারণ করে, এ-মালা জড় নহে, সৃঙ্ সৃঙ্ শব্দ করে এবং বিচিত্রবর্ণা অতএব এই অসাধারণ বস্তুটি তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তমব্রবীদিতি। সংতুষ্যন্মহামনা মৃত্যুর্নচিকেতসমব্রবীৎ।

পুনশ্চতুর্থং বরং দদামি প্রযচ্ছামীতি। কিং তৎ? তত্রাহ—তবৈবেতি।

ময়া মমোচ্যমানোঽগ্নিস্তবৈব নাম্না নাচিকেত ইতি প্রসিদ্ধো ভবিতা। কিংচ—

বিচিত্রাং সৃঙ্কাং শব্দবতীং রত্নমালাং স্বীকুর্বিত্যর্থঃ ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ শিষ্যস্য নচিকেতসো মেধাদর্শনেন যমঃ প্রীয়মাণঃ সন্তুষ্যন্ মহাত্মা মহামনাঃ উদারচিত্তো মৃত্যুস্তং নচিকেতসম্

অব্রবীৎ। কিমিতি—ইহ—অস্মিন্ বিষয়ে, অদ্য অধুনা, ভূয়ঃ বাহুল্যেন চতুর্থমিত্যর্থঃ, বহু ঈয়স্থুন্নন্তং ক্রিয়াবিশেষণম্। বরং তব তুভ্যম্ শেষে ষষ্ঠী। দদামি প্রযচ্ছামি প্রাক্‌ত্রয়োবরাদত্তাঃ ইদানীং তবাচরণেন তৃপ্তোঽহং আধিক্যেন চতুর্থং বরং দদামি। কোঽসৌ? তত্রাহ—তবৈব নাম্না নাচিকেতসংজ্ঞয়া, অয়ম্ ময়োপদিষ্টোঽগ্নির্ভবিতা ভবিষ্যতি লুট্ যাবদয়মগ্নিস্তিষ্ঠতি তাবত্তবনাম প্রথিতং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। কিঞ্চ ইদানীং পরিতুষ্টস্তভ্যং রত্নমালামিমাং স্ৃঙ্‌শব্দকারিণীং মালাং দদামি গৃহাণ স্বীকুরু ইত্যর্থঃ। অস্যা মালায়া ইদং বৈশিষ্ট্যং যৎ ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্রাণি রূপাণি ধত্তে ইতি ভাবঃ ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—মহাত্মা যমরাজ নচিকেতার শিষ্যত্বের যোগ্যতা-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রার্থিত তিনটি বরের অতিরিক্ত আর একটি বর দিলেন যে, মদুপদিষ্ট এই অগ্নি তোমারই নামে অর্থাৎ 'নাচিকেত' অগ্নি-নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এতদ্ব্যতীত এই শব্দময় ও রত্নখচিত মালাও তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর। ইহা বহুরূপধারিণী ও বিবিধ বিজ্ঞানরূপিণী ॥১৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিরিত্যুক্তং তদুপাসকস্য ফলমাহ ত্রিণাচি ইতি—

শ্রুতিঃ—ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্ম-মৃত্যূ।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাঁ শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—ত্রিণাচিকেতঃ (তিন প্রকারে নাচিকেত-নামক অগ্নির উপাসক, মতান্তরে 'অয়ং বাব যঃ পবতে' ইত্যাদি অনুবাকত্রয়ের

অধ্যয়নকারী), ত্রিকর্ম্মকৃৎ (যজন, অধ্যয়ন, ও দানকর্ম্মে রত ব্যক্তি), ত্রিভিঃ (অনুষ্ঠিত তিন প্রকার দ্বারা) সন্ধিং (ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদের দ্বারা পরমাত্মোপাসনা-সম্বন্ধ) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া) জন্ম-মৃত্যু (জন্ম ও মরণ) তরতি (অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত হয়)। ব্রহ্মজ-জ্ঞং (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং জ্ঞানস্বরূপ) ঈড্যং দেবং (স্তবনীয় এই দেবকে) বিদিত্বা (শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া) নিচায্য (সাক্ষাৎকার করিয়া) ইমাং (এই পূর্ব্বোক্ত) অত্যন্তম্ (অত্যন্তভাবে—স্থিরভাবে) শান্তিম্ (জন্মমৃত্যু অতিক্রমরূপশান্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥১৭॥

অনুবাদ—তিন প্রকারে প্রণীত নাচিকেত-নামক অগ্নির উপাসক, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাবে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দানপরায়ণ হইয়া পরমাত্ম-সম্বন্ধ লাভ করতঃ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও জ্ঞানস্বরূপ স্তবনীয় দেবতাকে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া এবং সাক্ষাৎ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর অতিক্রমরূপ আত্যন্তিক শান্তি লাভ করেন ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুনরপি কর্ম্ম প্রস্তৌতি—

ত্রিণাচিকেত ইতি।

ত্রিণাচিকেতঃ "অয়ং বাব যঃ পবতে" ইত্যাদ্যনুবাকত্রয়াধ্যায়ী ত্রিকর্ম্মকৃৎযজনাধ্যয়নদানকৃৎ পাকযজ্ঞহবির্যজ্ঞসোমযজ্ঞকৃদ্বা ত্রিভিরগ্নিভি-স্ত্রিরনুষ্ঠিতৈরগ্নিভিঃ সংধিং পরমাত্মোপাসনেন সংবন্ধমেত্য প্রাপ্য জন্মমৃত্যু তরতীত্যর্থঃ। "করোতি তদ্যেন পুনর্ন জায়তে" ইত্যনেনৈ-কার্থ্যাৎ। এবমেব হ্যয়ং মন্ত্রঃ "ত্রয়াণামেব চৈবম্" [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৬] ইতি সূত্রে ব্যাসার্য্যৈর্বিবৃতঃ।

ত্রিভিরেত্য সংধিমিতি নির্দিষ্টমঙ্গীভূতং পরমাত্মোপাসনমাহ—

ব্রহ্মজজ্ঞমিতি।

অয়ং মন্ত্রখণ্ডঃ "বিশেষণাচ্চ" [ব্রঃ সূঃ ১।২।১২] ইতি সূত্রভাষ্যে ব্রহ্মজজ্ঞো জীবো ব্রহ্মণো জাতত্বাৎ জ্ঞত্বাচ্চ তং দেবমীড্যং বিদিত্বা জীবাত্মানমুপাসকং ব্রহ্মাত্মকত্বেনাবগম্যেত্যর্থ ইতি বিবৃতম্। দেব-শব্দস্য পরমাত্মবাচিতয়া জীবপরয়োশ্চৈক্যাসংভবাদত্রত্যদেবশব্দস্য পরমা-ত্মকত্বপর্যন্তার্থ ইতি ভাষ্যাভিপ্রায়ঃ।

নিচায্য ব্রহ্মাত্মকং স্বাত্মানং সাক্ষাৎকৃত্যেমাং "ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতীতি" পূর্ব্বমন্ত্রনির্দিষ্টাং সংসাররূপানর্থশান্তিমেতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ত্রিণাচিকেতঃ—নচিকেতসোঽয়মিত্যর্থে তস্যেদ-মিত্যণ্, সলোপশ্ছান্দসঃ, ত্রিঃ নাচিকেতাঃ নচিকেতঃ-প্রণীতাগ্নয়ো যস্য উপাস্যত্বেন সন্তি সঃ ত্রিণাচিকেতঃ পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ ইতি ণত্বম্। ত্রিকর্ম্মকৃৎ—ত্রীণি যজ্ঞাধ্যয়নদানানি করোতীতি যদ্বা বাগ্যজ্ঞহবির্যজ্ঞ-সোমযজ্ঞকৃৎ জনঃ, ত্রিভিঃ অগ্নিভিঃ নাচিকেতাগ্নিভিরনুষ্ঠিতৈঃ সন্ধিং পরমেশ্বরোপাসনেন সম্বন্ধম্ অর্থাৎ পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয়বুদ্ধ্যা ত্রীনগ্নীন্ চিত্বা প্রণীয় জন্মমৃত্যু—সংসারমিত্যর্থঃ, তরতি অতিক্রামতি 'করোতি তদ্ যেন পুনর্ন জায়ত ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ'। ত্রিভিরেত্য সন্ধিমিত্যনেন নির্দিষ্টং পরমাত্মোপাসনফলং বর্ণয়তি—ব্রহ্মজজ্ঞমিত্যাদি। ব্রহ্মণো-জাতঃ ব্রহ্মজো জীবঃ—'ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষ' ইতি শ্রুত্যৈকবাক্যত্বাৎ। জানাতীতি জ্ঞঃ ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃক ইতি ক প্রত্যয়ান্তঃ, ততঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ, তম্। তত্রাহ-ঈড্যমুস্তুত্যম্—উপাস্যমিতিযাবৎ ঈড়স্তুতৌ ইতিণ্যৎ। ঈড্যং স্তুত্যং ব্রহ্ম বেদস্তত্র ব্যক্তত্বাদ্ ব্রহ্মজো বিষ্ণুঃ যদ্বা ব্রহ্মণঃ জাতঃ ব্রহ্মজঃ স চ অসৌ জ্ঞশ্চ ইতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ তং দেবং বিদিত্বা—শাস্ত্রতঃ স্বরূপতো জ্ঞাত্বা, নিচায্য সাক্ষাৎকৃত্য, নিপূর্ব্বকচিধাতোর্ণিচিল্যপি। উপাসকং-

জীবাত্মানং ব্রহ্মাত্মকত্বেন জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ইমাং পূর্ব্বোক্তাং 'তরতি জন্ম-মৃতূ' ইতি ব্যক্তাং শান্তিম্ সংসারানর্থনিবৃত্তিম্ এতি প্রাপ্নোতি ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—যমরাজ 'নাচিকেত' নামক অগ্নির অনুষ্ঠানকারীর ফল এক্ষণে বলিতেছেন যে, যিনি মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিন জনের সহিত মিলিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনবার এই অগ্নি চয়ন করিবেন এবং ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাতে নিষ্ণাত হইয়া নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দানপরায়ণ হইয়া পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া উপাসনা করিবেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই অগ্নি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে ব্যক্ত হন বলিয়া 'ব্রহ্মজ্ঞ' অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ অথবা ব্রহ্ম হইতে জাত বলিয়া 'ব্রহ্মজ' এবং 'জ্ঞ' শব্দে জ্ঞানস্বরূপ বা সর্ব্বজ্ঞ, ইহাকে শাস্ত্রানুসারে জ্ঞাত হইয়া এবং অগ্নিরূপী শ্রীহরিকে অর্থাৎ অগ্নির অন্তর্য্যামী শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া উপাসনা করিলে উপাসক পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ইত্থং ধৃতভগবদ্‌ব্রত ঐণেয়াজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্দ্র কপিশ-কুটিলজটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষ-মুজ্জিহানে সূর্য্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদু হোবাচ॥ পরোরজঃ সবিতু-র্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান। সুরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ॥ (ভাঃ ৫।৭।১৩-১৪) আরও পাই,—"সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্। আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥" (ভাঃ ১১।১১।৪৩) ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাঁশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যিনি) ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয় নাচিকেতাগ্নির চয়নকারী) এতৎত্রয়ং (এই তিনটি অর্থাৎ কিরূপ ইষ্টক, কত সংখ্যক ইষ্টক ও চয়নে কিরূপ বিধি—এইগুলি) এবং বিদিত্বা (এইপ্রকারে জ্ঞাত হইয়া) বিদ্বান্ (বিজ্ঞব্যক্তি) নাচিকেতম্ (নাচিকেত নামক অগ্নিকে) চিনুতে (প্রতিষ্ঠা করেন) সঃ (সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি) পুরতঃ (দেহত্যাগের পূর্ব্বেই অর্থাৎ জীবদ্দশায়) মৃত্যুপাশান্ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ যমপাশ অর্থাৎ সংসার-বন্ধন) প্রণোদ্য (নিরাস করিয়া, ছিন্ন করিয়া পরে) শোকাতিগঃ (সংসার পার হইয়া) স্বর্গলোকে (সুখময় বিষ্ণুলোকে) মোদতে (সুখানুভব করেন) ॥১৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ত্রিণাচিকেতাগ্নির চয়নের ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—ত্রিণাচিকেত অগ্নির ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও চয়ন—এই তিনটি প্রকার জানিয়া যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন অর্থাৎ গুরূপদেশে বা শাস্ত্রানুসারে জানিয়া তিনবার করিয়া অনুষ্ঠান করেন সেই বিজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বেই মৃত্যুপাশগুলি ছিন্ন করিয়া দুঃখময় সংসার অতিক্রম করেন পরে বিষ্ণুলোকে গিয়া আনন্দ অনুভব করেন ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ত্রিণাচিকেত ইতি।

ত্রিণাচিকেত উক্তার্থং। ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা "ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যমিতি"—মন্ত্রনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মস্বরূপং তদাত্মকস্বাত্মস্বরূপং "ত্রিভিরেত্য

সংধিমিতি" নির্দিষ্টমগ্নিস্বরূপং চ বিদিত্বা গুরূপদেশেন শাস্ত্রতো বা জ্ঞাত্বা।

য এবং বিদ্বান্ এতাদৃশার্থত্রয়ানুসংধানপূর্ব্বকং নাচিকেতমগ্নিং যশ্চিনুতে স মৃত্যুপাশান্ রাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ পুরতঃ শরীরপাতাৎ পূর্ব্বমেব প্রণোদ্য তিরস্কৃত্য জীবদ্দশায়ামেব রাগাদিরহিতঃ সন্নিত্যর্থঃ।

শোকাতিগো মোদতে...স্বর্গলোকে ইতি পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতম্ ॥১৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ত্রিণাচিকেতাগ্নিপ্রণয়নস্য প্রকারমাহ—ত্রিণাচিকেত ইত্যাদিনা। যঃ ত্রিণাচিকেতঃ—পূর্ব্বোক্তানুবাকত্রয়াধ্যায়ী ইদং ত্রিকর্ম্মকৃতঃ ত্রিভিঃ সন্ধিং লব্ধবতোঽপ্যুপলক্ষণম্। এতৎত্রয়ং ঈড্যং—ব্রহ্মস্বরূপং তদাত্মকংস্বাত্মস্বরূপং অগ্নিস্বরূপং চ বিদিত্বা শাস্ত্রতোবাগুরুমুখাদ্বা যথাযথং জ্ঞাত্বা এবং বিদ্বান্ এতাদৃশার্থত্রয়বিৎ, নাচিকেতম্ অগ্নিং, চিনুতে প্রণয়তি সঃ পুরতঃ—স্বর্গগমনাৎ পূর্ব্বমেব জীবদ্দশায়ামিত্যর্থঃ, মৃত্যুপাশান্ যমপাশান্ অবিদ্যাদি-পঞ্চক্লেশান্ বন্ধনহেতূনিত্যর্থঃ, প্রণোদ্য—স্বার্থে ণিচ্, প্রণুদ্য—নিরস্য, শোকাতিগঃ স্বর্গলোকে নিরতিশয়সুখধাম্নি বিষ্ণুলোকে মোদতে—আনন্দমনুভবতি ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয় আরও বিশদভাবে বলিতেছেন। যিনি ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নিচয়নবিধি জ্ঞাত হইয়া তিন প্রকারে নাচিকেত অগ্নির অনুষ্ঠান নিষ্কামভাবে ভগবদর্চ্চন-বুদ্ধিতে করিবেন, বা যিনি শ্রীগুরুমুখে অথবা শাস্ত্র হইতে শ্রীভগবানের স্বরূপ, স্ব-স্বরূপ এবং পরস্পরের সেব্য-সেবকসম্বন্ধ অবগত হইয়া ভগবদর্চ্চন বুদ্ধিতে অগ্নির চয়ন করেন, তিনি শরীরপাতের পূর্ব্বেই অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ-দ্বেষাদি মৃত্যুপাশসমূহ ছেদন পূর্ব্বক শোকাতীত হইয়া অর্থাৎ দুঃখ-বর্জ্জিত হইয়া স্বর্গলোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে সুখ আস্বাদ করেন ॥১৮॥

নিম্নে বর্ণিত এই শ্রুতিমন্ত্রটি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে অধিকরূপে প্রচলিত ।*

শ্রুতিঃ—যো বাপ্যেতাং ব্রহ্মজজ্ঞাত্মভূতাং
চিতিং বিদিত্বা চিনুতে নাচিকেতম্ ।
স এব ভূত্বা ব্রহ্মজজ্ঞাত্মভূতঃ
করোতি তদ্‌যেন পুনর্ন জায়তে ॥*॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে বিদ্বান্ ব্যক্তি) এতাং ব্রহ্মজজ্ঞাত্মভূতাং চিতিং (এই চয়নকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জ্ঞানস্বরূপ) বিদিত্বা (জানিয়া) নাচিকেতং (নাচিকেত-অগ্নি) চিনুতে (চয়ন করেন, উপাসনা করেন) স এব (সেই ব্যক্তিই) ব্রহ্মজজ্ঞাত্মভূতঃ [সন্] (নিজে ব্রহ্মাত্মভূতঃ—এইরূপ জ্ঞানবান্) ভূত্বা (হইয়া) তৎ (সেই অগ্নির উপাসনা) করোতি (করেন) যেন (যাহা দ্বারা) পুনর্ন জায়তে (পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করেন না) [অতএব নাচিকেত-অগ্নিতে তদন্তর্য্যামী পরমাত্মার উপাসনা করা কর্ত্তব্য] ॥*॥

অনুবাদ—যে কেহ এই অগ্নির উপাসনাকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জ্ঞানস্বরূপ অবগত হইয়া নাচিকেত-অগ্নির উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাত্মক-ভাব লাভ করেন এবং যাহা দ্বারা পুনর্জন্ম নিবৃত্তি হয়। তাদৃশ নাচিকেত-অগ্নিতে তদন্তর্য্যামী পরমাত্মার উপাসনা করাই কর্ত্তব্য ॥*॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যো বাপ্যেতামিতি ।

যঃ এতাং চিতিং ব্রহ্মজজ্ঞাত্মভূতাং বিদিত্বা ব্রহ্মাত্মকস্বস্বরূপতয়াঽনুসন্ধায় নাচিকেতমগ্নিং চিনুতে স এব ব্রহ্মাত্মকস্বাত্মানুসন্ধানশালী সন্নপুনর্ভবহেতুভূতং যদ্ভগবদুপাসনং তদনুতিষ্ঠতি। ততশ্চাগ্নৌ ভগবদা-

অকস্বাত্মত্বানুসন্ধানপূর্ব্বকমেব চয়নং "ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু" ইতি পূর্ব্বমন্ত্রে ভগবদুপাসনাদ্বারা মোক্ষসাধনতয়া নির্দ্দিষ্টত্বাৎ নান্যদিতিভাবঃ। অয়ং চ মন্ত্রঃ কেষুচিৎ কোষেষু ন দৃষ্টঃ কৈশ্চিন্নব্যাকৃতশ্চ। তথাপি প্রত্যয়িতব্যতমৈর্ব্যাসাদিভিরেব ব্যাখ্যাতত্বান্ন প্রক্ষেপশঙ্কা কার্য্যা ॥*॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতদ্বিদ্যাফলং বৈশদ্যেন নির্বক্তি যোবেতি। যোবা যঃ কশ্চিৎ অপি এতাং চিতিং চয়নমগ্নেরনুষ্ঠানং ব্রহ্মজজ্ঞাত্মভূতাং ব্রহ্মাত্মকস্বস্বরূপতয়া বিদিত্বা অনুসন্ধায় নাচিকেতম্ অগ্নিং চিনুতে—উপাস্তে স এব ব্রহ্মজজ্ঞাত্মানুসন্ধানশীলঃ তাদৃশঃ সন্ তৎ করোতি—অন্তর্য্যামিত্ব-বুদ্ধ্যা শ্রীভগবদুপাসনং করোতি যেনোপাসনেন পুনর্ন জায়তে অমৃতত্বং লভতে ॥*॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন। যমরাজ বলিলেন,—হে নচিকেতঃ! তোমাকে স্বর্গসাধনভূত অগ্নিসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞাত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

অগ্নির উপাসনার দ্বারা স্বর্গ অর্থাৎ বিষ্ণুলোক লাভ করিতে হইলে, যথায় গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, নিত্য সুখানুভব হয়, সেই অগ্নির উপাসনার প্রকার-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥"

(ভাঃ ১১।১১।৪২)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, জীব এবং ভূতসমূহকে আমার পূজার অধিষ্ঠান জানিবে।

আরও পাই,—

"অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যেবাঽপ্‌সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥"
(ভাঃ ১১।২৭।৯)

শ্রীকশ্যপও ছয়টি অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন,—

"নির্বর্ত্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি॥"
(ভাঃ ৮।১৬।২৮)

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির অর্চ্চনায় পাঁচটি অধিষ্ঠান পাওয়া যায়,—

"অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চ্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্" (ভাঃ ১২।৮।৯)

শ্রীভগবান্ শ্রীহরিই সূর্য্যের আত্মা বা অন্তর্য্যামী,—

"ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যমাত্মানং যজন্তে।" (ভাঃ ৫।২০।৪)

আরও পাওয়া যায়,—

"ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ।"
(ভাঃ ১২।১১।২৮)

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—

"সূর্য্যের আত্মা অন্তর্য্যামী হরি, তাঁহারই ব্যূহ।"

বিশেষ লক্ষণীয়,—

"ভগবদধিষ্ঠানের স্থানগুলিকে ভগবদ্ বুদ্ধিতে পূজা করিতে হইবে না, পরন্তু তত্তদধিষ্ঠানে অবস্থিত ভগবানের চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তির পূজার উপদেশ। যাঁহারা এই বিচার পরিহার পূর্ব্বক প্রত্যেক অধিষ্ঠানকে ভগবদ্ বুদ্ধিতে পূজা করেন, তাঁহারা জড় বহ্বীশ্বরবাদী।"

—শ্রীল প্রভুপাদ॥*॥

শ্রুতিঃ—এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ! স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—হে নচিকেতঃ! (ওহে নচিকেতা!) [ত্বং—তুমি] দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বররূপে) যং (যাহা) অবৃণীথাঃ (জানিতে চাহিয়াছিলে); তে (তোমাকে) এষঃ (এই বর্ণিত) স্বর্গ্যঃ (স্বর্গ-সাধনভূত) অগ্নিঃ (অগ্নি) উপদিষ্টঃ (উপদেশ করিলাম) জনাসঃ (মনুষ্যগণ) এতম্ অগ্নিম্ (এই অগ্নিকে) তব এব (তোমারই নামে) প্রবক্ষ্যন্তি (অভিহিত করিবে অর্থাৎ ঐ অগ্নিকে নাচিকেত অগ্নি বলিবে) [ততশ্চ] হে নচিকেতঃ! (হে নচিকেতা!) তৃতীয়ং বরং (তৃতীয় বর অর্থাৎ প্রতিশ্রুত তিনটি বরের অদত্ত বরটি) বৃণীষ্ব (বরণ কর, মনোনীত কর) ॥১৯॥

অনুবাদ—বৎস নচিকেতঃ! তোমার প্রার্থিত স্বর্গ্যাগ্নি-স্বরূপ যাহা তুমি দ্বিতীয় বররূপে জানিতে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সবিস্তারে তোমাকে বলিলাম। তোমার বুদ্ধিমত্তায় আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অপ্রার্থিত চতুর্থ বরও তোমাকে দিলাম, এই বর-দানের ফলে তোমার উপাসিত স্বর্গ্যাগ্নিকে লোকে নাচিকেত অগ্নি-নামে অভিহিত করিবে। এক্ষণে তৃতীয় বর তোমার কি প্রার্থনীয়, তাহা বর্ণন কর ॥১৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যঃ উপদিষ্ট ইতি শেষঃ।

যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ, স্পষ্টোঽর্থঃ।

কিংচ—এতমগ্নিমিতি। জনাস্তবৈব নাম্নৈতমগ্নিং প্রবক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ।

তৃতীয়মিত্যাদি স্পষ্টোঽর্থঃ। ন চৈতৎপ্রকরণগতানাং স্বর্গশব্দানাং মোক্ষপরত্বে কিং প্রমাণমিতি চেদুচ্যতে। ভগবতৈব ভাষ্যকৃতা "স্বর্গ্য-মগ্নিমিতি" মন্ত্রং প্রস্তুত্য স্বর্গশব্দেনাত্র পরমপুরুষার্থলক্ষণো মোক্ষোঽ-ভিধীয়তে। "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইতি তত্রস্থস্য জননমরণা-ভাবশ্রবণাৎ। "ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্ম-মৃত্যূ" ইতি চ বচনাৎ। তৃতীয়বরপ্রশ্নে নচিকেতসা ক্ষয়িফলানাং নিন্দিষ্যমাণতয়া ক্ষয়িফলবিমুখেন নচিকেতসা ক্ষয়িষ্ণুস্বর্গফলসাধনস্য প্রার্থ্যমানত্বানুপপত্তেশ্চ। স্বর্গশব্দস্য প্রকৃষ্টসুখবচনতয়া নিরবধিকানন্দ-রূপমোক্ষস্য স্বর্গশব্দবাচ্যত্বসংভবাদিতি করণত্তস্তাৎপর্যতশ্চ প্রতিপাদি তত্বান্ন শঙ্কাবকাশঃ। ননু, "স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি ন তত্র ত্বং জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।" "স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ" ইতি দ্বিতীয়বরপ্রশ্নমন্ত্রদ্বয়ে চতুরভ্যস্তস্য স্বর্গশব্দস্য মোক্ষপরত্বং কিং মুখ্যয়া বৃত্ত্যোতামুখ্যয়া? নাদ্যঃ। "স্বর্গাপবর্গমার্গাভ্যাং" 'স্বর্গা-পবর্গয়োরেকং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং' 'স স্বর্গঃ স্যাৎসর্ব্বান্প্রত্যবি-শিষ্টত্বাৎ' ইত্যাদিপ্রয়োগেষ্বপবর্গপ্রতিদ্বন্দিবাচিতয়া লোকবেদপ্রসিদ্ধস্য স্বর্গশব্দস্য মোক্ষবাচিত্বাভাবাৎ।

"ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যত্তু নিযুতানি চতুর্দশ।
স্বর্গলোকঃ স কথিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ॥"

ইতি পুরাণবচনানুসারেণ সূর্য্যধ্রুবান্তর্বর্তির্লোকবিশেষস্যৈব স্বর্গ-শব্দবাচ্যতয়া তত্রৈব লৌকিকবৈদিকব্যবহারদর্শনেন মোক্ষস্থানস্যাত-

থাত্বাৎ। নাপ্যমুখ্যয়েতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। মুখ্যার্থে বাধকাভাবাৎ। কিমত্র প্রশ্নবাক্যগতং জরামরণরাহিত্যামৃতত্বভাক্ত্বাদিকং বাধকমুত প্রতিবচনগতজরামৃত্যুতরণাদ্যুত ক্ষয়িষ্ণুস্বর্গস্য সর্বকামবিমুখনচিকেতঃ-প্রার্থ্যমানত্বানুপপত্তির্বা ? নাদ্যঃ। স্বর্গলোকবাসিনাং জরামরণক্ষুৎপিপাসাশোকাদিরাহিত্যস্যামৃতপানাদমৃতত্বপ্রাপ্তেশ্চ পুরাণেষু স্বর্গস্বরূপকথন-প্রকরণেষু দর্শনাৎ। "আভূতসংপ্লবংস্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি স্মরণাৎ। তত্রৈব "অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য" ইতি মৃত্যাবপ্যমৃতশব্দ-প্রয়োগদর্শনাচ্চ। স্বর্গলোকবাসিনামেব ব্রহ্মোপাসনদ্বারা "তে ব্রহ্ম-লোকে তু পরান্তকালে" [মুঃ ৩।২।৬] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যাঽমৃতত্ব-প্রাপ্তেঃ সংভবেন "স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে" ইত্যস্যোপপত্তেশ্চা-পেক্ষিতামৃতত্বপরতয়া লোকবেদনিরূঢ়োপসংহারিকামৃতশব্দানুসারেণ প্রক্রমস্থানন্যথাসিদ্ধবিশেষ্যবাচিস্বর্গশব্দস্যানন্যথানয়নাসংভবাৎ। ন হি দেবদত্তোঽভিরূপ ইত্যুক্তেঽভিরূপপদস্বারস্যানুসারেণ দেবদত্তপদ-স্যাত্যন্তাভিরূপযজ্ঞদত্তপরত্বমাশ্রীয়তে। ন দ্বিতীয়ঃ। "ত্রিণাচিকেত-স্ত্রিভিরিতি" মন্ত্রস্য স্বর্গসাধনস্যৈবাগ্নেস্ত্রিরভ্যাসেন জন্মমৃত্যুতরণহেতুভূত-ব্রহ্মবিদ্যাহেতুত্বমস্তীত্যেতদর্থকতয়া স্বর্গশব্দস্য মুখ্যার্থপরত্বাবাধকত্বাৎ। অতএব তত্তুল্যার্থস্য "করোতি তদ্ যেন পুনর্ন জায়তে" ইত্যস্যাপি ন স্বর্গশব্দমুখ্যার্থবাধকত্বং নাপি ক্ষয়িষ্ণোঃ স্বর্গস্য ফলান্তরবিমুখনচিকেতঃ-প্রার্থ্যমানত্বানুপপত্তিরিতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ। স্বর্গসাধনাগ্নিপ্রশ্নং প্রতি-ব্রুবতা হিতৈষিণা মৃত্যুনাঽপৃষ্টেঽপি মোক্ষস্বরূপে "অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু" ইত্যাদিনোপক্ষিপ্তোৎপন্না মুমুক্ষা "অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব" ইতি প্রতিষেধেন দৃঢ়ীকৃতা। তস্যাং চ দশায়াং ক্রিয়মাণা ক্ষয়িষ্ণুফলনিন্দা প্রাচীনস্বর্গপ্রার্থনায়াঃ কথং বাধিকা স্যাৎ। কিংচ "শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য" [কঃ ১।১।২৬] ইত্যাদৌ মর্ত্ত্যভোগনিন্দায়া এব দর্শনেন স্বর্গনিন্দায়া

অদর্শনাৎ স্বর্গশব্দস্য মোক্ষপরত্বে তস্য জ্ঞানৈকসাধ্যতয়া তৎপ্রয়োজনকত্বস্যাগ্নাবভাবাদুপক্রমোপসংহারমধ্যাভ্যস্তস্বর্গশব্দপীড়াপ্রসঙ্গাচ্চ। সন্তু বা প্রতিবচনেন বাধকান্যথাপ্যুপক্রমাধিকরণন্যায়েন প্রথমস্য প্রশ্নবাক্যস্থস্বর্গশব্দস্যৈব প্রবলত্বাৎ। ন বা 'ভূয়সাং স্যাৎ সধর্মত্বম্' [জৈঃ ১২।২।৭।২২] ইতি ন্যায়াদ্ভূয়োঽনুগ্রহার্থেঽল্পস্যোপক্রমস্য বাধ্যত্বমস্থিতি বাচ্যম্। "মুখ্যং বা" [জৈঃ ১২।২।৮।২৩] ইতি সূত্রে ঔপসংহারিকবহ্বপেক্ষয়াঽপি মুখ্যস্যৈব প্রাবল্যোক্তেঃ। তস্মাৎ স্বর্গশব্দস্য মুখ্যার্থপরিত্যাগে ন কিংচিৎ কারণমিতি। অত্রোচ্যতে—স্বর্গশব্দস্য মুখ্যয়ৈব বৃত্ত্যা মোক্ষবাচিত্বং স্বর্গকামাধিকরণে নাগৃহীতবিশেষণন্যায়েন স্বর্গশব্দস্য প্রীতিবচনত্বমেব ন প্রীতিবিশিষ্টদ্রব্যবাচিতেত্যুক্তম্। নন্থ স্বর্গশব্দস্য নাগৃহীতবিশেষণন্যায়েন প্রীতিবচনত্বে সিদ্ধেঽপি দেহান্তরদেশান্তরভোগ্যপ্রীতিবাচিতা ন সিধ্যেৎ। ন চ "যস্মিন্নোষ্ণম্"ইত্যাদিবাক্যশেষাদ্বিধ্যুদ্দেশস্থস্বর্গশব্দস্য প্রীতিবিশেষবাচিতানিশ্চয় ইতি বাচ্যম্। প্রীতিমাত্রবাচিত্বেন নির্ণীতশক্তিকতয়া সন্দেহাভাবেন 'সংদিগ্ধে তু বাক্যশেষাৎ' [জৈঃ ১।৪।১৯।২৯] ইতি ন্যায়স্যানবতারাদিতি পরিচোদ্য যদ্যপি লোক এব স্বর্গশব্দস্য নির্ণীতার্থতা তথাঽপি লোকাবগতসাতিশয়সুখবাচকত্বে তৎসাধনত্বং জ্যোতিষ্টোমাদীনাং স্যাৎ। তথা চাল্পধননরায়াসসাধ্যে লৌকিকে তদুপায়ান্তরে সংভবতি ন বহুধননরাণাং সুসাধ্যে বহ্বন্তরায়ে জ্যোতিষ্টোমাদৌ প্রেক্ষাবান্ প্রবর্ত্তেত ইতি প্রবর্ত্তকত্বং জ্যোতিষ্টোমাদিবিধের্ন স্যাৎ। অতো বাক্যশেষাবগতে নিরতিশয়প্রীতিবিশেষে স্বর্গশব্দস্য শক্তৌ নিশ্চিতায়াং বাক্যশেষাভাবস্থলেঽপি যববরাহাদিম্বিব স এবার্থঃ। লৌকিকে সাতিশয়প্রীতিভরিতে গুণযোগাদেব বৃক্তেক্ষুপপত্তের্ন শক্ত্যন্তরকল্পনা। ন চ প্রীতিমাত্রবচনস্যৈব স্বর্গশব্দস্য বেদে নিরতিশয়প্রীতিবাচিত্বমস্থিতি বাচ্যম্। নিরতিশয়ত্বাংশস্যান্যতোঽনবগতত্বেন তত্রাপি শক্ত্যবশ্যং-

ভাবে ন স্বর্গশব্দস্য লোকবেদয়োরনেকার্থতা স্যাৎ। যদা তু বৈদিকপ্রয়োগাবগতনিরতিশয়প্রীতিবাচিতা তদা সাতিশয়ে লৌকিকে প্রীতিত্বসামান্যযোগাদ্গৌণীবৃত্তিরিতি মীমাংসকৈর্নিরতিশয়সুখবাচিত্বস্যৈব সমর্থিততয়া মোক্ষস্য স্বর্গশব্দবাচ্যত্বে বিবাদাযোগাৎ। পার্থশব্দস্যার্জুন ইব তদিতরপৃথাপুত্রেষু প্রচুরপ্রয়োগাভাবেঽপি পার্থশব্দমুখ্যার্থত্বানপায়-বৎস্বর্গশব্দস্য সূর্য্যধ্রুবান্তরবর্ত্তিলোকগতসুখবিশেষ ইবান্যত্র প্রচুরপ্রয়োগাভাবেঽপি বাচ্যতানপায়াৎ। বর্হিরাজ্যাদিশব্দানামসংস্কৃততৃণঘৃতাদি-ষ্বর্থেষ্বপ্রযুজ্যমানানামপ্যস্ত্যেব তদ্বাচিত্বম্। কেষাংচিদপ্রয়োগমাত্রস্য শক্ত্যভাবাসাধকত্বাৎ। অতস্তৃণত্বাদিজাতিবচনা এব বর্হিরাদিশব্দা ইতি বর্হিরাজ্যাধিকরণে স্থিতত্বাৎ। তদুক্তং বার্ত্তিকে—

“একদেশেঽপি যো দৃষ্টঃ শব্দো জাতিনিবন্ধনঃ।
তদত্যাগান্ন তস্যাস্তি নিমিত্তান্তরগামিতা।” ইতি

ততশ্চ স্বর্গশব্দো মোক্ষসাধারণ এব। ননু বর্হিরাজ্যাদিশব্দেষ্ব-সংস্কৃততৃণঘৃতাদাবার্যপ্রয়োগাভাবেঽপ্যনার্যপ্রয়োগসত্ত্বাদসংস্কৃতবাচিতাঽস্তু নাম। স্বর্গশব্দস্য সূর্য্যধ্রুবান্তর্বর্ত্তিলোকসুখবিশেষাতিরিক্তস্থলে নিয়মে-নাপ্রয়োগাত্তদ্ব্যাবৃত্ত্যৈব শক্তিরভ্যুপগন্তব্যা। অতএব প্রোদ্গাত্রধিকরণ উদ্গাতৃশব্দস্য ঋত্বিগ্বিশেষে ইতরব্যাবৃত্তপ্রয়োগবিশেষেণ রূঢত্বাত্তস্য চোদ্গা-তুরেকত্বেন ‘প্রৈতুহোতুশ্চমসঃ প্রোদ্গাতৄণাম্’ ইতি বহুবচনার্থবহুত্বা-সংভবাত্তদন্বয়ার্থং রূঢ়িপূর্ব্বিকলক্ষণয়া ‘অথ সুব্রহ্মণ্যনামকস্তোত্রসংবন্ধিনাং ত্রয়াণাং বা সুব্রহ্মণ্যানাং চতুর্ণাং বোদ্গাত্রাদীনাং ছন্দোগানাং গ্রহণম্’ ইত্যেতদ্বিরুধ্যেত। তথাঽহীনাধিকরণে “তিস্র এব সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য”ত্যত্রাহীনশব্দস্য“অহ্নঃ খঃ ক্রতা”বিতি ব্যাকরণস্মৃত্যা খপ্রত্যয়ান্ততয়াঽহর্গণসামান্যবাচিতয়া ব্যুৎপাদিতস্যাপ্যহীনশব্দস্য নিয়-মেন সত্রেঽপ্রয়োগাদহর্গণবিশেষরূঢ়িমঙ্গীকৃত্য জ্যোতিষ্টোমস্যাহর্গণ-

বিশেষত্বাভাবাদহীন ইতি যোগস্য রূঢ়িপরাহতত্বেন যোগেন জ্যোতিষ্টোমে বৃত্ত্যসংভবাজ্জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণাধীতায়া অপি দ্বাদশাহীনস্যেতি দ্বাদশোপসত্তায়া অহর্গণবিশেষোৎকর্ষ ইত্যুক্তম্। তথা "পায্যসান্নায্যনিকায্যধায্যা মানহবির্নিবাসসামিধেনীষু" ইতি ব্যাকরণস্মৃত্যা সামিধেনীমাত্রবাচিতয়া ব্যুৎপাদিতস্যাপি ধায্যাশব্দস্য ন সামিধেনীমাত্রবচনত্বং নাপি (বি) ধীয়মানত্বরূপযোগার্থবশেন বা ধীয়মানমাত্রবচনত্বম্। স্তুতিশাস্ত্রার্থতয়া ধীয়মানাসু ঋক্ষু সামিধেনীমাত্রে চ ধায্যাশব্দপ্রয়োগাদপি তু 'পৃথুবাজবত্যৌ ধায্যে ভবতঃ' ইত্যাদি বৈদিকপ্রয়োগবিষয়েষু পৃথুবাজবত্যাদিষ্বেব ধায্যাশব্দস্য শক্তিরিতি 'সমিধ্যমানবতীং সমিদ্ধবতীং চান্তরেণ ধায্যাঃ স্যুঃ' [জৈঃ ৫।৩।৩।৪] ইতি পাঞ্চমিকাধিকরণে স্থিতমেবমাদিকং সর্ব্বং বিরুধ্যেত। স্বর্গশব্দে ত্বদুক্তরীত্যা প্রয়োগাভাবেঽপি শক্তিসংভব উদ্গাত্রাদিশব্দানামৃত্বিগ্বিশেষাদিষু রূঢ়েরকল্পনীয়ত্বাদিতি চেৎ। সত্যম্। যদি সর্ব্বাত্মনা তদতিরিক্তে স্বর্গশব্দপ্রয়োগো ন স্যাত্তদা তদ্ব্যাবৃত্ত্যা রূঢ়িরভ্যুপগন্তব্যা স্যাৎ। অস্তি হি তত্রাপি প্রয়োগঃ। "তস্য হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাবৃতঃ। যো বৈতাং ব্রহ্মণো বেদ" "তেন ধীরা অপি যন্তি (ব্রহ্মযন্তি) ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ" [বৃঃ ৪।৪।৮]। "অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি" [কেঃ ৩৪]। ইতি তৈত্তিরীয়কবৃহদারণ্যক-তলবকারাদিষ্বধ্যাত্মশাস্ত্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ, পৌরাণিকপরিকল্পিতস্বর্গশব্দরূঢ়েঃ, সাংখ্যপরিকল্পিতাব্যক্তশব্দরূঢ়িবদনাদরণীয়ত্বাৎ। অস্মিন্নেব প্রকরণে "ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্। স মৃত্যুপাশান্পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে" [কঃ ১।১৮] ইতি মন্ত্রে কর্ম্মজ্ঞানসমুচ্চয়সাধ্যবাচকতয়া শ্রূয়মাণস্য স্বর্গলোকশব্দস্য সূর্য্য-ধ্রুবান্তর্বর্ত্তিলোকব্যতিরিক্তবৈরাজপদবাচকতয়া পরৈরপি ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ। নন্বু সূর্য্যলোকোর্ধ্ববর্ত্তিলোকত্বস্যৈব

প্রবৃত্তিনিমিত্ততয়া তস্য চ বৈরাজপদেঽপি সত্তান্নামুখ্যার্থত্বমিতি চেত্তর্হি ভগবল্লোকেঽপ্যূর্ধ্ববর্ত্তিত্বাবিশেষেণ মুখ্যার্থত্বানপায়াৎ। "স্বর্গাপবর্গ-মার্গাভ্যাম্"ইত্যাদিব্যবহারস্য ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েনোপপত্তেশ্চ। অস্তু বাঽমুখ্যার্থত্বং মুখ্যার্থে বাধকসত্ত্বাৎ। কিমত্র বাধকমিতি চেচ্ছ্রূয়তা-মবধানেন। 'স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি' ইতি প্রথমে প্রশ্ন-মন্ত্রে ন ভয়ং কিংচনাস্তীত্যপহতপাপ্মত্বং প্রতিপাদ্যতে। "স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য"ইত্যুক্তরীত্যা কেন পাপেন কদা পতিষ্যামীতি ভীত্য-ভাবঃ প্রতিপাদ্যতে স হ্যপহতপাপ্মন এব সংভবতি। 'ন তত্র ত্বং জরয়া বিভেতি' ইত্যনেন বিজরত্ববিমৃত্যুত্বে প্রতিপাদ্যেতে। "উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে" ইত্যনেন বিজিঘৎসত্বাপিপাসত্বে প্রতিপাদ্যেতে। 'শোকাতিগঃ' ইতি বিশোকত্বম্। 'মোদতে স্বর্গলোকে' ইত্যনেন 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন পিতৃলোকেন সংপন্নো মহীয়তে" [ছাঃ ৮।২।১] ইতি শ্রুতি-সন্দর্ভপ্রতিপাদ্যে সত্যকামত্বসত্যসংকল্পত্বে প্রতিপাদ্যেতে। ততশ্চাধ্যা-ত্মশাস্ত্রসিদ্ধস্যাপহতপাপ্মত্বাদিব্রহ্মগুণাষ্টকাবির্ভাবস্যেহ প্রতীয়মানতয়া তস্যৈবেহ গ্রহণসংভবে পৌরাণিকস্বর্গলোকগতাপেক্ষিকজরামরণাদ্য-ভাবস্বীকারস্যানুচিতত্বাৎ। অতএব সপ্তমে বিধ্যন্তাধিকরণেঽনুপদিষ্টে-তিকর্ত্তব্যতাকাসু সৌরাদিবিকৃতভাবনাস্বিতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষায়াং বৈতা-নিককর্ম্মাধিকারপ্রবৃত্তত্রয়ীবিহিতত্বসামান্যাদ্বৈদিক্যেব দর্শপৌর্ণমাসিকীতি-কর্ত্তব্যতোপতিষ্ঠতে। উক্তং চ শাস্ত্রদীপিকায়াম্—

> "বৈদিকী বৈদিকত্বেন সামান্যেনোপতিষ্ঠতে।
> লৌকিকী ত্বসমানত্বান্নোপস্থাস্যত্যপেক্ষিতা"। ইতি।

ন চ "যদ্যেকং যূপং স্পৃশেদেষ তে বায়াবিতি ব্রূয়াৎ" ইতি বিহিতস্য "এষতে বায়াবিতি" বচনস্য বৈদিকত্বসামান্যেন বিহিতবৈদিক-

যূপস্পর্শনিমিত্তকত্বমেব স্যাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। 'লৌকিকে দোষসংযোগাৎ' [জৈঃ ৯।৩।৩।৯] ইতি নবমাধিকরণবিরোধপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্। "যূপো বৈ যজ্ঞস্য দূরিষ্টমামুঞ্চতে তস্মাদ্যূপো নোপস্পৃশ্যঃ" ইতি প্রতিষিধ্য "যদ্যেকং যূপং স্পৃশেদেষ তে বায়াবিতি ব্রূয়াদ্"ইত্যনন্তরমেব বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধপ্রায়শ্চিত্তসাকাঙ্ক্ষলৌকিকস্পর্শবিষয়ত্বাবশ্যম্ভাবেন বৈদিকবিষয়ত্বাসম্ভবেঽপ্যসতি বাধকে বৈদিকবিষয়ত্বস্য যুক্তত্বাৎ। অত এব "যাবতোঽশ্বান্প্রতিগৃহ্ণীয়াত্তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্বপেৎ" ইতি বিহিতেষ্টির্বৈদিক এবাশ্বদানে, ন তু "ন কেসরিণো দদতি" ইতি নিষিদ্ধে প্রায়শ্চিত্তসাপেক্ষে সুহৃদাদিভ্যঃ স্নেহাদিনা ক্রিয়মাণ ইতি নির্ণীতং তৃতীয়ে। তথা 'যোগিনঃ প্রতিস্মর্যতে স্মার্তে চৈতে' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।২১] ইতি সূত্রে স্মার্তস্যবেদান্তেন প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যুক্তং পরৈঃ। ততশ্চ 'স্বর্গে লোকে' ইতি মন্ত্রেঽধ্যাত্মশাস্ত্রসিদ্ধস্যাপহতপাপ্মত্বাদিব্রহ্মগুণাষ্টকস্যৈব গ্রহণমুচিতম্। 'স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে' ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নমন্ত্রেঽমৃতত্বভাক্ত্বশ্রবণাদমৃতত্বশব্দস্যাধ্যাত্মশাস্ত্রে মোক্ষ এব প্রয়োগাৎ। "অজীর্যতামমৃতানাম্" ইত্যত্রামৃতশব্দস্যাপি মুক্তিপরত্বেনাপেক্ষিকামৃতত্বপরত্বাভাবাৎ। উত্তরত্র "ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্" [কঃ ১।২।১০] 'অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি' [কঃ ১।৩।২] ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণো নাচিকেতাগ্নিপ্রাপ্যত্বকথনেন স্বর্গশব্দস্য প্রসিদ্ধস্বর্গপরত্বাসংভবাৎ। "নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।" [কঃ ১।১।২৯] ইতি ব্রহ্মেতরবিমুখতয়া প্রতিপাদিতস্য নচিকেতসঃ ক্ষয়িষ্ণুস্বর্গপ্রার্থনানুপপত্তেশ্চ। "মুখ্যং বা পূর্ব্বচোদনাল্লোকবৎ" [জৈঃ ১২।২।৮।২৩] ইত্যত্র সমসংখ্যাকয়োঃ পরস্পরবিরোধ এব মুখ্যস্য প্রাবল্যম্। ন হ্যল্পবৈগুণ্যে সংভবতি বহুবৈগুণ্যং প্রয়োগবচনং ক্ষমতে। অতো যত্র জঘন্যানাং ভূয়স্ত্বং তত্র 'ভূয়সাং স্যাৎসধর্ম্মত্বম্' [জৈঃ ১২।২।৭।২২]

ইতি ন্যায় এব প্রবর্ত্তত ইত্যেব মীমাংসকৈঃ স্থিরীকৃত্য সিদ্ধান্তিতত্বাৎ। প্রতর্দ্দনবিদ্যায়াম্ "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি' 'এষ লোকাধিপতিরেষ লোকপালঃ' 'আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" [কৌঃ ৩।৮] ইত্যোপসংহারিক-পরমাত্মধর্ম্মবাহুল্যেন প্রক্রমশ্রুতজীবলিঙ্গবাধস্য 'প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।১।২৮] ইত্যত্র প্রতিপাদিতত্বাদিত্যলমতিচর্চ্চয়া, প্রকৃতমনু-সরামঃ ॥১৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ত্বয়ি সন্তুষ্টত্বাৎ তৃতীয়বরদানাৎ প্রাগেব চতুর্থোবরস্তুভ্যং দত্তঃ, এতাবতা প্রবন্ধেন ত্বৎপ্রার্থিতং স্বর্গ্যাগ্নিস্বরূপ-জ্ঞানং দ্বিতীয়ং বরং সপরিকরমহং বর্ণিতবান্। চতুর্থস্তু বরস্তুষ্টেন ময়া দত্তঃ যেন তবনাম্না ইমমগ্নিং জনাসঃ—জনাঃ 'আজ্জসেরসুক্' ইতি জসি অসুক্। প্রবক্ষ্যন্তি অভিধাস্যন্তি। অথাবসরসঙ্গত্যা প্রাপ্তং তৃতীয়ং বরং তে দদামি বৃণীষ—প্রার্থয়স্ব তৃতীয়ং বরং বিবৃণু ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—উপসংহারে যমরাজ বলিতেছেন, হে নচিকেতঃ! তুমি দ্বিতীয় বর দ্বারা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, অপ্রাকৃত স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সেই অগ্নিবিষয়ক বরই তোমাকে প্রদান করিলাম, লোকে তোমারই নামে এই অগ্নিকে অভিহিত করিবে। এইটি চতুর্থ বর, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে প্রদান করিয়াছি। হে নচিকেতঃ! সম্প্রতি মৎপ্রতিজ্ঞাত অদত্ত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ॥১৯॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অথ বরণীয়ং তৃতীয়ং বস্তু প্রস্তৌতি নচিকেতা—যেয়ং প্রেত ইত্যাদিনা—

শ্রুতিঃ—যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥২০॥

অন্বয়ানুবাদ—মনুষ্যে (মানুষ) প্রেতে [সতি] (মৃত হইলে) যা ইয়ং (এই যে) বিচিকিৎসা (সংশয় বা বিপ্রতিপত্তি হয়) [কিরূপ ?] অয়ম্ (এই আত্মা) অস্তি (থাকে, তাহার নাশ হয় না) ইতি (ইহা) একে [বদন্তি] (কেহ কেহ বলেন) [আবার] একে (কেহ কেহ) অয়ং (এই আত্মা) ন অস্তি ইতি (থাকে না, দেহের নাশের সহিত তাহারও নাশ হয়) [ইতি বদন্তি—ইহা বলেন] [হে মৃত্যো !] অহং (আমি) ত্বয়া (আপনা কর্ত্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) এতৎ (এই তত্ত্ব) বিদ্যাং (জানিব) বরাণাং (তিনটি বরের মধ্যে) এষঃ (ইহা) তৃতীয়ঃ বরঃ (আমার প্রার্থিত তৃতীয় বর জানিবেন) ॥২০॥

অনুবাদ—অতঃপর নচিকেতা মৃত্যু-সমীপে তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন। অভিপ্রায় এই,—মোক্ষের স্বরূপ-প্রশ্ন দ্বারা উপেয় বিষ্ণুস্বরূপ, উপেতৃ মুক্তের স্বরূপ ও উপায়ীভূত উপাসনাস্বরূপ—এই তিনটি যমের কাছে তাঁহার জিজ্ঞাস্য। তন্মধ্যে মোক্ষস্বরূপ-বিষয়ে অনেক বিরুদ্ধবাদ আছে। কেহ বলেন—মুক্তির পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, উপাধি-মাত্র নিবৃত্ত হয়। অপরে বলেন—না, পরলোকে আত্মা যায় না, এইখানেই তাহার নির্ব্বাণ। যদি তাহাই হয়, তবে 'স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি' এই নচিকেতার বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়া যায়, এইজন্য তিনি তৃতীয় বরে প্রার্থনা করিলেন, হে মৃত্যু-

দেবতা! আপনি আমাকে উপদেশ দিন যাহাতে আমি এই আত্ম-তত্ত্ব বা মুক্তিতত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হইতে পারি, ইহাই আমার ভবৎ-প্রতিশ্রুত বরগুলির মধ্যে তৃতীয় বর ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমন্ত্রসরামঃ—নচিকেতা আহ—

যেয়ং প্রেত ইতি।

'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।৯] ইত্যধিকরণ ইমং মন্ত্রং প্রস্তুত্যোক্তং হি ভগবতা ভাষ্যকৃতা, "অত্র পরমপুরুষার্থরূপব্রহ্মপ্রাপ্তি-লক্ষণমোক্ষযাথাত্ম্যবিজ্ঞানায় তদুপায়ভূতপরমাত্মোপাসনপরাবরাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসয়াঽয়ং প্রশ্নঃ ক্রিয়তে। এবং চ যেয়ং প্রেত ইতি ন শরীর-মাত্রবিয়োগাভিপ্রায়ম্, অপি তু সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মোক্ষাভিপ্রায়ম্। যথা 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি' [বৃঃ ৪।৪।১২]। অয়মর্থঃ—মোক্ষাধিকৃতে মনুষ্যে প্রেতে সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্তিতৎস্বরূপবিষয়বাদিবিপ্রতিপত্তিনিমিত্তাঽ-স্ত্যাত্মিকা নাস্ত্যাত্মিকা যেয়ং বিচিকিৎসা তদপনোদায় তৎস্বরূপযাথাত্ম্যং ত্বয়াঽনুশিষ্টোঽহং বিদ্যাং জানীয়ামিতি। তথাহি বহুধা বিপ্রতিপদ্যন্তে কেচিদ্বিত্তিমাত্রস্যাত্মনঃ স্বরূপোচ্ছিত্তিলক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে। অন্যে তু বিত্তিমাত্রস্যৈব সতোঽবিদ্যাস্তময়ম্। পরে পাষাণকল্পস্যাত্মনো জ্ঞানাদ্য-শেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদলক্ষণং কৈবল্যরূপম্। অপরেঽপহতপাপ্মানং পরমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তস্তস্যৈবোপাধিসংসর্গনিমিত্তজীবভাবস্যোপাধ্যপগমেন তদ্ভাবলক্ষণং মোক্ষমাতিষ্ঠন্তে। ত্রয্যন্তনিষ্ণাতাস্তু নিখিলজগদেককারণ-স্যাশেষহেয়প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়া-সংখ্যেয়কল্যাণগুণাকরস্য সকলেতরবিলক্ষণস্য সর্ব্বাত্মভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতস্যানুকূলাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানস্বরূপস্য পরমাত্মানু-ভবৈকরসস্য জীবস্যানাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যোচ্ছেদপূর্ব্বকস্বাভাবিকপরমাত্মা-নুভবমেব মোক্ষমাচক্ষতে। তত্র মোক্ষস্বরূপং তৎসাধনং চত্বৎপ্রসাদা-

দ্বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃষ্টো মৃত্যুরিতি ভণিতম্। তথা 'ত্রয়াণামেব চৈবম্' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৬] ইতি সূত্রে তৃতীয়েন বরেণ মোক্ষস্বরূপপ্রশ্নদ্বারেণোপেয়স্বরূপমুপেতৃস্বরূপমুপায়ভূতকর্ম্মানুগৃহীতোপাসনস্বরূপং চ পৃষ্টমিতি ভাষিতম্। শ্রুতপ্রকাশিকায়াং চ যেয়মিত্যাদিপ্রশ্নবাক্যে মোক্ষস্বরূপপ্রশ্নঃ কণ্ঠোক্তঃ, প্রতিবচনপ্রকারেণোপাসনাদিপ্রশ্নশ্চার্থসিদ্ধঃ। নির্বিশেষতাপত্তির্মোক্ষশ্চেদ্বাক্যার্থজ্ঞানস্যোপায়তা স্যাৎ। উভয়লিঙ্গকং প্রাপ্যং চেত্তথাত্বেনোপাসনমুপায়ঃ স্যাৎ। অতো মোক্ষস্বরূপজ্ঞানং তদনুবন্ধিজ্ঞানাপেক্ষমিতি চ বর্ণিতম্। অতো যেয়ং প্রেত ইত্যস্য মুক্তস্বরূপপ্রশ্নপরত্বমেব ন দেহাতিরিক্তপারলৌকিককর্ম্মানুষ্ঠানোপযোগিকর্ত্তৃভোক্ত্রাত্মকজীবস্বরূপমাত্রপরত্বম্। অন্যথা তস্যার্থস্য দুরধিগমত্বপ্রদর্শনবিবিধভোগবিতরণপ্রলোভনপরীক্ষায়া অসংভবাদিতি দ্রষ্টব্যম্। নচিকেতসো হ্যয়মভিপ্রায়ঃ—হিতৈষিবচনাদাত্মা পরিত্যক্তচরমদেহাবির্ভূতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকো ভবতীত্যুপশ্রুত্য "স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি" ইত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন মোক্ষসাধনভূতাগ্নিমপ্রাক্ষম্। অধুনা তু বাদিবিপ্রতিপত্ত্যা তদ্বিষয়ে সংদেহো জায়তে। অয়ং "স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি ইত্যাদিনা ময়োপন্যস্তাপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টরূপ আত্মাঽস্তীত্যেকে নাস্তীত্যপরে। ত্বয়োপদিষ্ট এতজ্জানীয়ামিতি। অত এব প্রতিবচনে "এতচ্ছ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃত্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ꣳ হি লব্ধ্বা" [কঃ ১।২।১৩] ইত্যেতৎপ্রশ্নানুগুণ্যমেব দৃশ্যতে। অতো যথোক্ত এবার্থঃ। কেচিত্তু "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্যয়ৌ" [ব্রঃসূঃ ৩।২।৫] ইতি সূত্রে তিরোহিতমিতি নিষ্ঠান্তপদ উপসর্জনতয়া নির্দ্দিষ্টস্য তিরোধানস্য 'দেহযোগাদ্বা সোঽপি' [ব্রঃ সূঃ ৩।২।৬] ইতি তদুত্তরসূত্রে সোঽপি তিরোধানভাবোঽপীতি পুংলিঙ্গতচ্ছব্দেন পরামর্শদর্শনাৎ। 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।১১] ইত্যত্রাপি

প্রবিষ্টাবিদ্যুপসর্জনতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রবেশস্য তদ্দর্শনাদিতি তচ্ছব্দেন পরামর্শদর্শনাৎ। "সর্ব্বনাম্নাঽনুসংধির্বৃত্তিচ্ছন্নস্য" ইতি বামনসূত্রে কৃত্তদ্ধিতাদিবৃত্তিন্যগ্ভূতস্যাপি সর্ব্বনাম্না পরামর্শস্যাঙ্গীকৃতত্বাৎ। যেয়ং প্রেত ইতি নিষ্ঠান্তপ্রেতশব্দ উপসর্জনতয়া নির্দ্দিষ্টস্যাপি প্রায়ণশব্দিতমোক্ষস্য "দেহযোগাদ্বা সোঽপি" ইতিবন্নায়মস্তীতি চৈক ইত্যত্রায়মিতিপদেন পরামর্শোঽস্ত। ন চৈবং ভুক্তবত্যস্মিন্ ভোজনমস্তি বা ন বেতি বাক্যবন্মুক্তেঽস্মিন্মোক্ষোঽস্তি ন বেতি সংদেহকথনং ব্যাহতার্থকমিতি বাচ্যম্। মোক্ষসামান্যমভ্যুপেত্য মোক্ষবিশেষসংদেহস্যোপপাদয়িতুং শক্যত্বাদয়মিত্যনেন বিশেষপরামর্শসংভবাৎ। নন্ন ন প্রায়ণশব্দস্য মোক্ষবাচিত্বং ক্বচিদ্দৃষ্টং শরীরবিয়োগবাচিত্বাৎ। শ্রুতপ্রকাশিকায়াং শরীরবিয়োগবাচিত্বমভ্যুপেত্যৈব চরমশরীরবিয়োগপরতয়া ব্যাখ্যাতত্বাদিতি চেদস্ত্বেবম্। তথাঽপ্যয়মিত্যনেন চরমশরীরবিয়োগপরামর্শসংভবাত্তদ্বিষয়িণ্যেব বিচিকিৎসাঽস্ত। নম্ন তস্য নিশ্চিতত্বাত্তদ্বিষয়িণী বিচিকিৎসা নোপপদ্যত ইতি চেৎসত্যম্। অয়ং চরমশরীরবিয়োগো ব্রহ্মরূপাবির্ভাবপূর্ব্বভাবিত্বেন রূপেণাস্তি ন বেতি বিচিকিৎসায়াঃ সুপপাদত্বাদিতি বদন্তি ॥২০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যম-নচিকেতঃ-সংবাদেন পরলোকতত্ত্বং নির্ণীয়তে। তদর্থং পূর্ব্বং বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনং যেয়মিত্যাদিনা। মনুষ্যে মোক্ষাধিকারিণি পুরুষে প্রেতে শরীরবিযুক্তে সতি যা ইয়ং বিচিকিৎসা সংশয়ঃ (বিপ্রতিপত্তিনিমিত্তকইত্যর্থঃ,) ভবতি কীদৃশী সা? একে কেচিদ্বাদিনঃ বদন্তি নিয়ামকঃ আত্মা অস্তি বিদ্যতে দেহেবিনষ্টেঽপি স ন নশ্যতি পরলোকে সুকৃতদুষ্কৃতফলংভুঙ্‌ক্তে ইতি ভাবঃ। একে অপরে নাস্তিকা বাদিনশ্চার্ব্বাকাদয়ঃ বদন্তি মনুষ্যে প্রেতে সতি অয়ম্ আত্মা ন অস্তি সোঽপি নশ্যতীত্যর্থঃ। অতো মোক্ষফলং কস্য স্যাদ্ইতিবক্তুরাশয়ঃ। অতঃ ত্বয়া যমেন অনুশিষ্টঃ—উপদিষ্টঃ সন্নহং এতদ্ এতত্তত্ত্বং

যেন নির্ণয়ঃ স্যাৎ তাদৃশং পরলোকরহস্যম্ অহং বিদ্যাম্ বিজানীয়াম্ এষ মে প্রত্যয়ঃ—তথাহি 'অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ' ইতি অস্তিবাদে প্রমাণং ব্যাসসূত্রম্, 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্ ইতি বিপ্রতিপত্তি-মূলম্। তথাহি—বিপ্রতিপন্নস্তে কেচিদ্বিত্তিমাত্রস্যাত্মনঃস্বরূপোচ্ছিত্তি-লক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে। অপরে বিত্তিমাত্রস্যৈব সতোঽবিদ্যাস্তময়ম্। অন্যে পাষাণকল্পস্যাত্মনোজ্ঞানাদ্যশেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদরূপং কৈবল্যম্। পরে তু উপাধিসংসর্গনিমিত্তকজীবস্যোপাধিনাশেন জীবস্বরূপাপ্তিলক্ষণমপবর্গং নিশ্চিন্বন্তি। এবং বিপ্রতিপন্নং মোক্ষস্বরূপং মোক্ষসাধনঞ্চ ত্বৎ-প্রসাদাদহং বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃষ্টো যম ইতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ। বরাণাম্ মধ্যে এষ বিপ্রতিপত্তিনিরাসরূপো মে তৃতীয়ো বরঃ ॥২০॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা প্রথম ও দ্বিতীয় বরে ইহলোকের কল্যাণের নিমিত্ত পিতার সন্তোষ এবং বৈকুণ্ঠলোকের নিমিত্ত স্বর্গসাধনভূত অগ্নিবিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার পর আত্মার যথার্থ স্বরূপ ও তৎ-প্রাপ্তির উপায় অবগত হইবার নিমিত্ত আত্মা-সম্বন্ধে লোকের দ্বিবিধ মত উত্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণবরাজ যমের অভিমত জ্ঞাত হইবার বাসনায় আত্মতত্ত্ববিষয়ক তৃতীয় বর যাচ্ঞা করিলেন।

তিনি প্রথমেই বলিলেন যে, হে যমরাজ! জগতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মৃত্যুর পর দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, যেমন চার্ব্বাকাদি। আবার কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, মৃত্যুর পরও দেহাতিরিক্ত আত্মা অবস্থান করেন। দেহ-নাশে আত্মার নাশ হয় না।

নচিকেতা বিচার করিলেন যে, এ-বিষয়ে যমরাজের সিদ্ধান্তই সত্য ও অভ্রান্ত হইবে। নচিকেতা পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বাল্যকাল হইতেই আস্তিক্যবুদ্ধি বিশিষ্ট ছিলেন। সুতরাং আত্ম-তত্ত্বে জীবাত্মা

ও পরমাত্মা উভয় স্বরূপ-বিচারই অবস্থিত। এতদুভয়ের স্বরূপ-বিচার, পরস্পরের সম্বন্ধ-বিচার, ভগবদ্‌প্রাপ্তির উপায়ভূত অভিধেয় বা সাধন-বিচার এবং ভগবদ্-প্রাপ্তির পর প্রয়োজন বা সাধ্যতত্ত্ব-বিচার-সমুদয় দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম যমভাগবতের নিকট নিরস্ত-কুহক সত্যরূপে পাওয়া যাইবে মনে করিয়া নচিকেতার এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা। ইহাতে তাঁহার স্ব-মঙ্গল ও পর-মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। জীবের অশেষ ভাগ্যের ফলে আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ শুভবুদ্ধির উদয় হয়। নচিকেতার তাহাই হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বাক্যে পাই,—

"কে আমি ? কেনে মোরে জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি মোর কৈছে হিত হয় ?"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ)

মৃত্যুর পর যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৄণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥"

(ভাঃ ১১।২২।৩৭)

আরও পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥" (ভাঃ ৬।৩১।৪৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" (গীঃ ২।২০)। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" শ্লোক

এবং "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং" শ্লোক (গীঃ ২।২২ এবং ২।৩০) আলোচ্য।

নচিকেতার ইহাও পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীযমভাগবতের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বিদ্যা-জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন ॥২০॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং মুক্তস্বরূপং পৃষ্টো মৃত্যুর্জিজ্ঞাসিতস্য বিষয়স্যাতিদুরূহতামাকলয্যানধিকারিণং ন বা ইতি পরীক্ষার্থং তস্মৈ তদুপদেষ্টুং প্রথমতো নৈচ্ছৎ অতস্তৎপ্রশ্নান্নিবর্ত্তয়িতুমাহ—দেবৈরত্রাপীতি—

শ্রুতিঃ—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥২১॥

অন্বয়ানুবাদ—[যমরাজ বলিলেন—] অত্র (এই মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব-বিষয়ে) পুরা (পূর্ব্বে) দেবৈঃ অপি (বহুদর্শী দেবতাগণও) বিচিকিৎসিতং (সন্দেহ করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা অতি জটিল বিষয়) ন হি সুবিজ্ঞেয়ম্ (যেহেতু ইহা সহজবোধ্য নহে) [কথম্ ?—কারণ কি ? যতঃ—যেহেতু] এষঃ (এই) ধর্ম্মঃ (আত্মার ধর্ম্ম বা আত্মার তত্ত্ব) অণুঃ (অতিসূক্ষ্ম) [অতঃ হে] নচিকেতঃ! (অতএব ওহে নচিকেতঃ!) অন্যং বরং (এ বর ভিন্ন অন্য কাম্যবস্তু) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর), মা (মা—মাং আমাকে) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধ করিও না, পীড়াপীড়ি করিও না) মা (আমার নিকট) এনং (এই বর প্রার্থনা) অতি-সৃজ (ছাড়িয়া দাও) ॥২১॥

অনুবাদ—পুরাকালে দেবতাদিগেরও পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এই সংশয় ছিল, যেহেতু এই আত্মতত্ত্ব অনায়াসবোধ্য নহে, ইহার স্বরূপ অতীব সূক্ষ্ম; অতএব নচিকেতঃ! তুমি ইহা ছাড়িয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। আমাকে এই তত্ত্ব-উপদেশের জন্য বেশি নির্ব্বন্ধ করিও না, ইহা ছাড়িয়া দাও ॥২১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং মুক্তস্বরূপং পৃষ্টো মৃত্যুরুপদিশ্যমানার্থস্যাতিগহনতয়া পারং প্রাপ্তুমপ্রভবতে মধ্যে পতয়ালবে নোপদেষ্টব্যমিতি মত্বাহ—দেবৈরত্রাপীতি। বহুদর্শিভিরপি দেবৈরস্মিন্ মুক্তাত্মস্বরূপে বিচিকিৎসিতং সংশয়িতম্। ন হীতি। আত্মতত্ত্বং ন সুজ্ঞানমিতি সূক্ষ্ম এষ ধর্ম্মঃ। সামান্যতো ধর্ম্ম এব দুর্জ্ঞানস্তত্রাপ্যয়ং দুর্জ্ঞান ইতি ভাবঃ।

অন্যং বরমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ। মামোপরোৎসীরিতি।

মা মা ইতি নিষেধে। বীপ্সায়াং দ্বির্বচনম্। উপরোধং মাকার্ষীঃ। এনং মামতিসৃজ মুঞ্চ ॥২১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ মৃত্যুর্দেবৈরিত্যাদিনা, বৎস! নচিকেতঃ! ত্বমস্মাৎপ্রশ্নান্নিবর্ত্তস্ব, যত এতন্ময়া বিবৃতমপি মুক্তস্বরূপং ত্বয়া বোদ্ধুং ন শক্যম্ দুরবগাহত্বাৎ। কথং তদ্দুর্ব্বোধং? তত্রাহ—দেবৈঃ অপি সর্ব্বজ্ঞৈঃ দেবৈরপি এতৎতত্ত্বং বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং, কদা? পুরা; যম-দেব-সংবাদে তথাচ ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ—দেবাবৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্নিত্যুপক্রম্য তান্ তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবমিত্যাদিনা উপদিষ্টবানিতি। কথং বিচিকিৎসিতং? যত এতৎ-সুজ্ঞেয়ং ন—সুখেন অনায়াসেন ন জ্ঞানবিষয়ীভবতি। তদপি কুতঃ? যত এষ ধর্ম্মঃ—আত্মতত্ত্বম্, অণুঃ—অতীব সূক্ষ্মঃ 'অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মিতি

স্মৃতেঃ। অণোরণীয়ান্' ইতি শ্রুত্যেকবাক্যত্বাচ্চ। নন্থ বরাণাং ত্রিত্ব-সংখ্যাপূরণং ন স্যাদিতিচেত্তত্রাহ—অন্যং বরং নচিকেতো! বৃণীষ্ব,—প্রক্রান্তেঽপি বোদ্ধব্যে নচিকেতসি পুনস্তৎসম্বোধনমাদরাতিশয়ার্থম্। তথাপি নচিকেতসোনির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা সান্থনয়ং মৃত্যুরুবাচ মা মাম্, মা মা উপরোৎসীঃ কথনার্থং নির্ব্বধান অনুরোধায় বীপ্সায়াং দ্বির্ব্বচনম্। এনং উপরোধং বা বরং অতি-সৃজ বিমুঞ্চ ব্যবহিতেনান্বয়ঃ। উপরোৎসীঃ ইতি মাঙিলুঙ্অড়ভাবশ্চ, উপরৌৎসীরিতিবক্তব্যে বৃদ্ধ্যভাবে গুণোব্যত্যয়েনেতি ॥২১॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানসম্বন্ধে প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযমরাজ প্রথমে বলিলেন,—হে নচি-কেতঃ! এই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে পুরাকালে দেবগণও সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন, কারণ এই আত্মাখ্য ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্ম। বহুবার শ্রবণ করিলেও প্রাকৃত লোক ইহা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব তুমি অন্য বর গ্রহণ কর। এ-বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না।

আত্মতত্ত্ব যে সহজে অবধারণ করা যায় না তাহার প্রমাণ ইন্দ্র ও বিরোচনের গুরু-গৃহে বাসের আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদেব যে শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়াই জ্ঞান প্রদান করেন, সে-বিষয় শ্রীনারদ ও ধ্রুব-চরিত্রে দেখা যায়। দেবর্ষি শ্রীনারদ ধ্রুবকেও বলিয়াছিলেন,—

"অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি।
যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম॥"

(ভাঃ ৪।৮।৩০)

কঠোপনিষদেও পরে পাওয়া যাইবে,—

"শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ" ॥ (কঠ ১।২।৭) ॥২১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং যমেনোক্তোনচিকেতাস্তং প্রত্যুবাচ—

শ্রুতিঃ—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥২২॥

অন্বয়ানুবাদ—কিল (ঠিক বটে) দেবৈঃ অপি (দেবতারাও) অত্র (এই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে) বিচিকিৎসিতং (সন্দেহ করিয়াছেন); মৃত্যো ! (হে মৃত্যুদেবতা !) ত্বম্ চ (আর আপনিও) যৎ (যে তত্ত্ব) ন সুজ্ঞেয়ম্ (সহজবোধ্য নহে) আত্থ (বলিতেছেন), চ (কিন্তু) অস্য (এই আত্মতত্ত্বের) বক্তা (উপদেষ্টা) ত্বাদৃক্ অন্যঃ ন লভ্যঃ (আপনার মত অপর কাহাকেও পাইব না)। কশ্চিৎ অন্যঃ (অপর কোনও) বরঃ (কাম্যবস্তু) এতস্য (ইহার—এই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের) তুল্যঃ ন [বিদ্যতে] (সমান নহে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সত্য বটে, দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছিলেন, শুধু প্রবাদমাত্র নহে; হে মৃত্যুদেবতা! প্রমাণ-পুরুষ আপনিও যাহা সুজ্ঞেয় নহে বলিতেছেন, কিন্তু কি করিব, আপনার মত অন্য কাহাকেও এবিষয়ে সুবক্তা পাইব না, তাই আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করিতেছি। আর এই বর-ব্যতীত অন্য বরও ইহার তুল্য কাম্য নহে ॥২২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুক্তো নচিকেতাঃ প্রাহ—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলেতি। স্পষ্টোঽর্থঃ।

ত্বং চেতি। ত্বং চ মৃত্যো! ন সুজ্ঞেয়মিতি যদাত্মস্বরূপমুক্তবান্। বক্তেতি ত্বাদৃক্ত্বাদৃশ ইত্যর্থঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥২২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কিল নিশ্চয়ে অত্র আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে, দেবৈঃ অপি কিং পুনঃ প্রাময়ৈরিত্যর্থঃ, বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং ন কেবলং প্রসিদ্ধিবশাৎ অত্র সংশয়িতব্যম্। যতঃ হে মৃত্যো! সর্ব্বজ্ঞ! ত্বঞ্চ ত্বমপি প্রমাণপুরুষঃ যৎ আত্মতত্ত্বং ন সুজ্ঞেয়মনায়াসবোধ্যম্, আথ ব্রবীষি ব্রুবঃ পঞ্চানামাদিত আহো ব্রুবঃ ইত্যাহাদেশে আহস্থঃ ইতি হকারস্থ থাদেশঃ। অথো নেদং মিথ্যা, এবঞ্চেৎ অন্যতো জ্ঞাতব্যমিতি নহীত্যুচ্যতে ত্বাদৃক্ ত্বৎসমঃ সর্ব্বজ্ঞঃ অন্যো বক্তা উপদেষ্টা ন লভ্যঃ, তর্হি ত্যক্ত্বাত্রাগ্রহং অন্যো বরঃ প্রার্থ্যতামিত্যত আহ—অন্যঃ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানাদপরঃ কশ্চিদ্বর এতস্য তুল্যো নাস্তি অতএব ত্বামেব এতজ্‌জ্ঞাপনায় নির্ব্বধ্নামীতিভাবঃ ॥২২॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতা উত্তর করিলেন যে, হে প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন যে, দেবতারাও এই তত্ত্ব-বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা সত্যই, কারণ আপনি স্বয়ংই বলিতেছেন যে, আত্মতত্ত্ব সকলের পক্ষে সুজ্ঞেয় নহে। কিন্তু একথাও সত্য যে, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান দান করিতে সমর্থ-গুরু, আপনার সদৃশ আর কোথায়ও পাওয়া যাইবে না এবং এই বরের সদৃশ অন্য কোন বরও নাই।

দেবর্ষি নারদের বাক্য-শ্রবণে ধ্রুবও বলিয়াছিলেন যে, আপনার সদৃশ গুরু পাওয়া দুর্ল্লভ, কারণ "নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ। বিতুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥ (ভাঃ ৪।৮।৩৮) এস্থলে শ্রীগীতার শ্রীঅর্জ্জুনের "ন হি প্রপশ্যামি" (গীঃ ২।৮) বাক্যও আলোচ্য ॥২২॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—নন্থ বহূনি কমনীয়ানি বস্তূনি সন্তি তান্যেব ব্রিয়স্তামিতিচেৎ সত্যং, তেষাং কমনীয়ত্বস্ত ন মন্যে ইতি নচিকেতসোক্তো মৃত্যুরাত্মতত্ত্বস্য দুরধিগমতয়া মধ্যে নক্ষ্যতীতি মত্বা মুমুক্ষাস্থৈর্য্যানু-বৃত্ত্যর্থং প্রলোভয়ন্নাহ—শতায়ুষ ইত্যাদিনা—

শ্রুতিঃ—শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভুমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥২৩॥

অন্বয়ানুবাদ—শতায়ুষঃ (শতবর্ষজীবী) পুত্রপৌত্রান্ (পুত্র ও পৌত্রবর্গ) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) বহূন্ পশূন্ (গো প্রভৃতি বহুসংখ্যক পশু), হস্তি-হিরণ্যম্ (হস্তী ও স্বর্ণ), অশ্বান্ (অশ্বসমূহ) ভূমেঃ পৃথিবীর) মহৎ আয়তনং (বিস্তীর্ণ মণ্ডল অর্থাৎ পৃথিবীরাজ্য) বৃণীষ্ব (চাও) [অথবা] স্বয়ং চ (নিজেও) যাবৎ শরদঃ (যত বৎসর ধরিয়া) [জীবিতুম্] ইচ্ছসি (বাঁচিতে চাও) জীব (বাঁচিয়া থাক) ॥২৩॥

অনুবাদ—শ্রীযমরাজ নচিকেতার আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মিয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রথমতঃ তাহাকে ত্রিবিধ এষণার মধ্যে পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা দিয়া প্রলোভিত করিতেছেন—ওহে নচিকেতঃ! তুমি তৃতীয় বরে শতায়ুঃ পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর, বহু গো প্রভৃতি পশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব, এমন কি, বিশাল পৃথিবী রাজ্য কামনা করিতে পার এবং নিজেও শতবর্ষের অধিক যতকাল বাঁচিতে চাও, তাবৎকাল বাঁচিয়া থাক ॥২৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং নচিকেতসোক্তো মৃত্যুর্বিষয়স্য দুরধিগমতয়া মধ্যে নত্যক্ষ্যতীতি নিশ্চিত্য সত্যপি গ্রহণসামর্থ্যে বিষয়ান্তরাসক্তচেতস এতাদৃশং মুক্তাত্মতত্ত্বং নোপদেশার্হমিতি মত্বা মুমুক্ষাস্থৈর্যানুবৃত্ত্যর্থং প্রলোভয়ন্নুবাচ—

শতায়ুষ ইতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। ভূমেরিতি।

পৃথিব্যাঃ বিস্তীর্ণমায়তনং মণ্ডলং রাজ্যং বৃণীষ্ব। অথবা ভূমেঃ সংবন্ধি মহদায়তনং বিচিত্রশালাপ্রাসাদাদিযুক্তং গৃহং বৃণীষ্ব।

স্বয়ং চেতি। যাবদ্বর্ষাণি জীবিতুমিচ্ছসি তাবজ্জীবেত্যর্থঃ ॥২৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রলোভনপ্রকারমেবাহ—শতায়ুষ ইত্যাদিনা. ত্রিবিধাহি জীবৈষণা দৃশ্যন্তে যথা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা চ তত্র শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্বেতি পুত্রৈষণার্থং ছন্দিতঃ, বহূন্ পশূনিত্যাদিনা বিত্তৈষণা প্রদর্শিতা, লোকৈষণাতু নচিকেতসোনাস্তীতি ন তদর্থং যমস্য প্রেরণেতি ধ্যেয়ম্। শতায়ুষঃ শতং বর্ষাণি আয়ুর্জীবিতকালো যেষামিতি শতবর্ষজীবিন ইত্যর্থঃ 'শতায়ুর্বৈপুরুষ' ইতি শ্রুতেঃ। পুত্রপৌত্রান্ পুত্রাশ্চ, পৌত্রাশ্চ তান্, বহূন্ পশূন্ গবাদীন্ ইতি সামান্যেন নির্দ্দেশঃ, অথ বিশেষেণ প্রলোভয়তি হস্তি-হিরণ্যম্ হস্তীচহিরণ্যঞ্চ সমাহারে ক্লীবম্ যদ্বা হস্তিসহিতং কাঞ্চনমিতি শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ অন্যথা হস্তিহিরণ্যে ইতি স্যাৎ। ভোগসামান্যোপকরণত্বেন হিরণ্যোল্লেখঃ। অশ্বান্ বা বৃণীষ্ব। অথবা ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ, মহৎ বিপুলম্, আয়তনম্ প্রদেশং পৃথিবীরাজ্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা যাবৎ শরদঃ বর্ষাণি 'সংবৎসরোবৎসরোঽব্দোহায়নোঽস্ত্রীশরৎসমাঃ' ইত্যমরঃ। জীবিতুমিচ্ছসি পরঃশতাঃ শরদো যদি জিজীবিষা তদপি বৃণীষ্ব ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিঃ—এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৪॥

অন্বয়ানুবাদ—হে নচিকেতঃ! যদি এতত্তুল্যং (যদি ইহার সদৃশ—এই পুত্রপৌত্রাদি, গো-হিরণ্যাদি, পৃথিবী-রাজ্য, চিরজীবন প্রভৃতি) বরং (অন্য কোনও বর) [ত্বম্—তুমি] মন্যসে (মনে কর, ইচ্ছা কর) বিত্তং (ধন) চির জীবিকাং চ (এবং চির জীবনোপায়) [তামপি—তাহাও] বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর); ত্বম্ মহাভূমৌ (তুমি বিশাল ভূমিতে) এধি (রাজা হও)। ত্বা (ত্বাং—তোমাকে) কামানাং (দিব্য ও মানুষ সকল কাম্যবস্তুর) কামভাজং (কামভোগী) করোমি (করিতেছি) ॥২৪॥

অনুবাদ—ইহা ভিন্ন, ইহার তুল্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-বিষয়ক বর দানের সদৃশ আরও কোন বর যেমন স্বর্ণরত্নাদি অথবা দীর্ঘজীবন যদি কাম্য হয়, তাহাও প্রার্থনা কর, হে নচিকেতঃ! তুমি বিশাল পৃথিবী-রাজ্যের অধীশ্বর হও। তোমাকে সমস্ত কাম্যবস্তুর ভোগাধিকারী করিতেছি ॥২৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতত্তুল্যমিতি।

উক্তেন বরেণ সদৃশমন্যমপি বরং মন্যসে চেত্তদপি বৃণীষ্ব প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদিকং চিরং জীবনং চেত্যর্থঃ।

এধি ভব—রাজেতি শেষঃ। অস্তের্লোণ্মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। কামানাং কাম্যমানানামপ্সরঃ-প্রভৃতিবিষয়াণাং কামভাজং কামঃ কামনা তাং বিষয়তয়া ভজতীতি। কামভাক্ তং কাম্যমানাপ্সরঃ-প্রভৃতীনামপি কামনা—বিষয়ং করোমীত্যর্থঃ ॥২৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদি এতত্তুল্যং পূর্ব্বোক্তবরসদৃশং বরম্ অন্যং বরং মন্যসে কাময়সে ইত্যর্থঃ, তদ্ যথা বিত্তং হিরণ্যরত্নাদিকং, চির-জীবিকাং চ চিরজীবনঞ্চ 'ধাত্বর্থনির্দ্দেশেণ্বুল্‌বক্তব্যইতিবার্ত্তিকম্। জীবধাতোর্ভাবে—ণ্বুল্ স্ত্রিয়াম্ ভবতি। হে নচিকেতঃ! মহাভূমৌ মহতী বিশালা ভূমিঃ পৃথিবী তত্র, ত্বম্ এধি—ভব—অধীশ্বরো ভবেত্যর্থঃ। অস্তের্লোট্ মধ্যমপুরুষৈবচনম্। কামানাং সর্ব্বেষাং কাম্যবস্তূনাং কামভাজং ভোগভাজং কর্মেণিণ্ ভাবে অচ্ ইতি কামঃ তং ভজতে ইতি ভজের্ণ্বিঃ আদরাৎ পুনরুক্তিঃ ॥২৪॥

শ্রুতিঃ—যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামাꣳশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥২৫॥

অন্বয়ানুবাদ—মর্ত্ত্যলোকে (মনুষ্যজগতে) যে যে কামাঃ দুর্লভাঃ (অতি দুর্লভ কাম্যবস্তু যাহা যাহা আছে) সর্ব্বান্ কামান্ (সেই সকল ভোগ্যবস্তু) ছন্দতঃ (ইচ্ছামত) প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর), ইমাঃ (আমা কর্ত্তৃক দীয়মান এই) সরথাঃ (রথের সহিত অর্থাৎ যান-বাহনের সহিত) সতূর্য্যাঃ (বাদ্যযন্ত্রের সহিত অর্থাৎ নৃত্যগীতপরায়ণা) রামাঃ (সুন্দরী রমণীগুলি) প্রার্থয়স্ব (ইচ্ছা কর), ঈদৃশাঃ (এবংবিধ রূপগুণ-বতী রমণী) মনুষ্যৈঃ (মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক) লম্ভনীয়া ন হি (সুপ্রাপ্যই নহে)। মৎপ্রত্তাভিঃ (আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত) আভিঃ (এই রমণীগণ দিয়া) পরিচারয়স্ব (পরিচর্য্যা করাও), কিন্তু নচিকেতঃ! মরণম্ অনু

(মরণের পরে অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-বিষয়ে) মা প্রাক্ষীঃ (জিজ্ঞাসা করিও না) ॥২৫॥

অনুবাদ—মৃত্যুদেবতা দেখিলেন, নচিকেতা বিত্তাদিতেও প্রলুব্ধ নহে; তখন পারত্রিক ভোগোপকরণের প্রলোভন দেখাইলেন। এই মনুষ্যদেহে যে যে ভোগ দুর্লভ, সে সমস্তই তুমি অসঙ্কোচে স্বেচ্ছামত প্রার্থনা কর। যদি সুন্দরী রমণী, উৎকৃষ্ট রথ ও তৌর্য্যত্রিক তোমার কাম্য হয়, যাহা এই মনুষ্যলোকে দুর্লভ, আমি সে সমুদয় তোমাকে দিতেছি, তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রদীয়মান এই সকল রূপলাবণ্যবতী রমণীদের দিয়া নিজের পাদসংবাহনাদি পরিচর্য্যা করাও কিন্তু মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্তাত্মার স্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, ইহা অতি গোপনীয় ॥২৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যে যে কামা ইতি। ছন্দতো যথেচ্ছমিত্যর্থঃ।

ইমা রামা ইতি। রথবাদিত্রসহিতাঃ ময়া দীয়মানাঃ স্ত্রিয়ো মনুষ্যৈ-দুর্ল'ভা ইত্যর্থঃ। আভিরিতি।

আভির্ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিকাভিঃ পাদসংবাহনাদিশুশ্রূষাং কারয়েত্যর্থঃ।

মরণমনু মরণানুক্তেঃ পশ্চান্মুক্তাত্মস্বরূপমিতি যাবৎ। মরণশব্দস্য দেহবিয়োগসামান্যবাচিনোঽপি প্রকরণবশেন বিশেষবাচিত্বং ন দোষা-য়েতি দ্রষ্টব্যম্ ॥২৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অবশিষ্যত ইদানীং নিরুক্তকামেভ্যোঽন্যদ্বরণীয়ং তদভিপ্রেত্য প্রলোভয়তি মর্ত্ত্যলোকে ইহ জগতি অস্মিন্ মনুষ্যদেহে বা দুর্লভাঃ অসুলভাঃ অসম্ভবা ইতিযাবৎ যে যে কামাঃ স্বর্গ-ভোগাদয়ঃ সন্তি তানপি সর্ব্বান্ অবিচারেণ ছন্দতঃ স্বেচ্ছানুসারেণ প্রার্থয়স্ব যাচস্ব

তত্র ন তে বিচিকিৎসিতব্যম্ মৎপ্রসাদেন তানপি লব্ধুং শক্ষ্যসি। ব্রহ্মবিদঃ করতলগতমেব সর্ব্বমিতিভাবঃ। মনুষ্যলোকে দুর্লভাঃ কামা যথা—অপ্সরোভোগঃ দিব্যরথারোহণং স্বর্গীয় তৌর্য্যত্রিকমিত্যেবমাদয়ঃ। তান্ বিবৃণোতি—ইমারামা ইত্যাদিনা ইমাঃ দীয়মানাঃ পুরোদৃশ্যমানা-রূপলাবণ্যাদিমত্যঃ, রামাঃ রমণ-সাধিকাঃ স্ত্রিয়ঃ, সরথাঃ দিব্যরথেন সহিতাঃ, তথা সতূর্য্যাঃ তূর্য্যং বাদ্যং নৃত্যগীতয়োরুপলক্ষণমেতৎ। রথাদীনাম্ প্রধানভাবেন রামাভিঃ সহান্বয়ঃ। নন্বেতাদৃশ্যো রমণ্যো-মর্ত্ত্যলোকেঽপি সন্তীতি সন্তু নাম কিন্তু ঈদৃশ্যো ন, এতাঃ মনুষ্যৈর্মানব-দেহধারিভিঃ ন লম্ভনীয়াঃ লব্ধুং যোগ্যাঃ, কিং করোম্যেতাভিস্তত্রাহ—আভিঃ মৎপ্রত্তাভিঃ ময়া দীয়মানাভিঃ বর্ত্তমানেঽপি সিদ্ধবন্নির্দ্দেশাদ-তীতকালনির্দ্দেশঃ। প্রপূর্ব্বকদাধাতোর্নিষ্ঠায়াং দস্থানে তাদেশঃ—'অচউপসর্গাত্তঃ' ইতি। স্ত্রীভিঃ পরিচারয়স্ব—আত্মনঃ পাদসংবাহনাদি শুশ্রূষাং কারয়। কর্ত্তৃগামিক্রিয়াফলত্বাদাত্মনেপদম্। এবমুপচ্ছন্দিতস্যাপি তাভিরনাকৃষ্টস্য নির্ব্বন্ধং বুদ্ধ্বা মৃত্যুস্তমাহ—হে নচিকেতঃ! মরণং অনু লক্ষীকৃত্য মরণবিষয়কমস্তি নাস্তীত্যাত্মেত্যাদিরূপম্ যদ্বা মরণাৎ মুক্তেঃ পশ্চাৎ কিং ভাবি মুক্তাত্মস্বরূপং মা প্রাক্ষীঃ ন পৃচ্ছ। প্রচ্ছ্ধাতোর্লুঙি মধ্যমপুরুষৈকবচনে ॥২৫॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ এক্ষণে নচিকেতার বক্ষ্যমাণ-বিদ্যার অধিকার ও বৈরাগ্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ বাক্যে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন কি, দীর্ঘায়ুঃ, পুত্র-পৌত্র, গবাদি-পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, বিশাল সাম্রাজ্য, নিজ ইচ্ছামত-কাল জীবন-ধারণ, দিব্য ও লৌকিক কাম্যবস্তু-সমূহের যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা, অপ্সরাগণের সহিত বিহার প্রভৃতি যে কোন অতি দুর্ল্লভ কাম্যবস্তু প্রার্থনা কর; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মরণ-বিষয়ক প্রশ্নটি অর্থাৎ

মুক্ত আত্মার স্বরূপবিষয়ক প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ ইহা অতিশয় গোপনীয় জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন যে, "বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।" (ভাঃ ১০।৫১।৪৩)। অর্থাৎ হে রাজর্ষে! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে প্রার্থিত সকল বিষয়ই প্রদান করিব।

বিষয় ভোগের হেয়তা ও অনিত্যতা এবং ভগবদ্ভজনের সারত্ব ও পরমোপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়া ভাগ্যবান্ শ্রীমুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন,—

"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥" (ভাঃ ১০।৫১।৫৫)

অর্থাৎ হে বিভো! আমি অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় ভবদীয় পাদপদ্মসেবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। যেহেতু কোন্ বিবেকীপুরুষ মুক্তিপ্রদাতা আপনার আরাধনা করিয়া স্বকীয় বন্ধন-হেতুভূত বর প্রার্থনা করে!

শ্রীমুচুকুন্দের ভক্তি-ভাবিত চিত্তের পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন-চিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন,—

"সার্ব্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জ্জিতা।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৫৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সার্ব্বভৌম, মহারাজ! তোমার বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মলা এবং বলবতী হইয়াছে। যেহেতু আমি বরদান বাক্যে প্রলোভিত করিলেও তোমার বুদ্ধি বিষয়বাসনা দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই ॥২৩-২৫॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—এবং বিত্তাদিভিঃ প্রলোভ্যমানোঽপি অক্ষুভিতহৃদয়ো নচিকেতাস্তমাহ—

শ্রুতিঃ—শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥২৬॥

অন্বয়ানুবাদ—হে অন্তক! (মৃত্যুদেবতা!) [ত্বয়া উপন্যস্তাঃ কামাঃ—আপনি আমাকে যে সকল ভোগ্যবস্তু দিবার জন্য উল্লেখ করিলেন এগুলি] শ্বঃ-ভাবাঃ (ক্ষণভঙ্গুর, পরদিনে থাকিবে কি না তাহা অনিশ্চিত) [বিশেষতঃ] সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সমস্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের) যৎ এতৎ (এই যে) তেজঃ (শক্তি, তাহা), জরয়ন্তি (হ্রাস করিয়া দেয়), অপি সর্ব্বং জীবিতম্ (সমস্ত আয়ুষ্কাল, এমন কি, ব্রহ্মার পর্য্যন্ত পরমায়ুঃ) অল্পম্ এব (অল্পই—চিরকাল স্থায়ী নহে), তব বাহাঃ (আপনার রথ-অশ্বাদি বাহন) তব এব (আপনার থাকুক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই), [তথা তব] নৃত্য-গীতে (আপনার অধীন নৃত্য-গীতও আপনাতেই থাকুক) ॥২৬॥

অনুবাদ—নচিকেতা যম-বর্ণিত প্রলোভনগুলির অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন,—তিনি বলিলেন, হে মৃত্যুদেবতা! আপনি অন্তক অর্থাৎ সকল ভাবপদার্থের ধ্বংসকারী সুতরাং এই পুত্র, পৌত্র,

পশু, হিরণ্যাদি-পদার্থ সমস্তই পরদিবসে থাকিবে কিনা সন্দেহ, অতএব সেই অস্থায়ী পদার্থ আমার কাম্য নহে। আর যে অপ্সরা প্রভৃতি রমণীগণের প্রলোভন দেখাইয়াছেন, তাহাও বরণীয় হইতে পারে না; যেহেতু ইহাদের ভোগ সকল-ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস করে। আর যে যথেচ্ছ-ভাবে দীর্ঘজীবন লাভের প্ররোচনা দিয়াছেন, তাহাও বিচারসহ নহে; কেননা, ব্রহ্মারও জীবনকাল যখন সীমাবদ্ধ, তখন আমাদের জীবন তদধিক হইতে পারে না, আর উক্ত কারণে এই রথ-বাহনাদিতে আমার প্রয়োজন নাই, উহা আপনারই থাকুক, রমণীগণ কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ নৃত্যগীতবাদিত্রও আপনার অধীন থাকুক, উহার প্রলোভনও দেখাইবেন না॥২৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা অক্ষুভিত-হৃদয় আহ—শ্বোভাবা ইতি।

হে অন্তক! ত্বদুপন্যস্তা যে মর্ত্ত্যস্য কামাস্তে শ্বোভাবাঃ শ্বঃ অভাবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। দিনদ্বয়স্থায়িনো ন ভবন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বে-ন্দ্রিয়াণাং যদেতত্তেজস্তৎ ক্ষপয়ন্তি। অপ্সরঃপ্রভৃতি-ভোগা হি সর্ব্বে-ন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাবহা ইতি ভাবঃ। অপি সর্ব্বমিতি।

ব্রহ্মণোঽপি জীবিতং স্বল্পং কিমুতাস্মদাদিজীবিতম্। অতশ্চিরজী-বিকাঽপি ন বরণার্হেতি ভাবঃ। বাহা রথাদয়স্তিষ্ঠন্ত্বিতি শেষঃ ॥২৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রলোভনীয়ান্ পুত্রবিত্তাদিপদার্থান্ তুচ্ছান্ প্রতিপাদয়তি—শ্বোভাবা ইত্যাদিনা তুচ্ছত্বে হেতুঃ তে শ্বোঽভাবাঃ শ্বঃ পরেদ্যবি ন স্থায়িনঃ শ্বঃ আগামিনি দিবসে ন ভবন্তীতি অস্থিরা ইতি যাবৎ। অপ্সরঃ-প্রভৃতয়োঽপি কামাঃ যদেতদ্ ইন্দ্রিয়াণাং তেজঃ শক্তিঃ তৎ জরয়ন্তি—ক্ষীণং কুর্ব্বন্তি অতস্তা অপি ন কাম্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-

দৌর্ব্বল্যাবহত্বাদিতিভাবঃ। যচ্চোক্তং চিরজীবিকাঞ্চেতি তত্রোচ্যতে—সর্ব্বং জীবিতং অপিকারেণ ব্রহ্মণোঽপি কিমুতাস্মদাদি জীবিতম্, অল্পমেব উত্তরাবধিশূন্যমেব এবকারোদাঢ্যায় প্রযুক্তঃ তথাহি 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ' ইতি ব্রহ্মণোবর্ষশতমায়ুরিতি চ শ্রুতিঃ—'নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু। ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞ' ইতি স্মৃতিঃ। অতঃ স্বয়ং যাবদিচ্ছসি শরদো জীবেতি প্রলোভনমপি ন ক্ষোদক্ষমম্। কিঞ্চ ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা ইতি যদুক্তং অতএব তদপি প্রত্যুক্তম্, তেষামল্পকালস্থায়িত্বাদিন্দ্রিয়বীর্য্যক্ষপয়িতৃত্বাচ্চেতি। তে তবৈব সন্তু, ন মে তৈঃ প্রয়োজনম্। সরথাঃ সতূর্য্যাঃ ইতি রথবাহনাদয়োঽপিকামাঃ তবৈব সন্ত্বিতি, নৃত্যগীতে নৃত্যং চ গীতঞ্চ ইতি প্রতিপদার্থপ্রাধান্যবিবক্ষাত ইতরেতরদ্বন্দ্বঃ। এতে অপি তবৈব স্তাম্ ন মাং তাভ্যাং প্রলোভয়েতিভাবঃ ॥২৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—যত্তু 'ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব' ইতি—'বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্' ইতি চ বিত্ত-প্রার্থনোৎসাহনং ভূয়োভূয়ঃ প্রদত্তং তন্নির্যুক্তিকমেবেত্যাহ—ন বিত্তেনেতি।

শ্রুতিঃ—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৭॥

অন্বয়ানুবাদ—বিত্তেন (ধন-ধান্য-রত্নাদি দ্বারা) মনুষ্যঃ (সাধারণ মনুষ্যকে) ন তর্পণীয়ঃ (তৃপ্ত করা যায় না), [তদ্‌ভিন্ন] চেৎ (যদি) ত্বা (ত্বাম্—আপনাকে) অদ্রাক্ষ্ম (দর্শন করিয়া থাকি অর্থাৎ যথার্থ আপনার সাক্ষাৎকার আমার হইয়া থাকে, তবে) বিত্তং (ধন-রত্নাদি)

লপ্স্যামহে (লাভ করিব) [আর] যাবৎ (যাবৎকাল পর্য্যন্ত) ত্বম্ (আপনি) ঈশিষ্যসি (নিয়ন্তা থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত আপনি এই যাম্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ততদিন) জীবিষ্যামঃ (বাঁচিয়া থাকিব) [তবে কি বর চাও ?] স এব বরঃ তু (সেই পূর্ব্বোক্ত বরই অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্ত আত্মা থাকে কিনা ? এই বরই) মে (আমা কর্ত্তৃক) বরণীয়ঃ (কাম্য) ॥২৭॥

অনুবাদ—নচিকেতা মৃত্যুদেবতার প্রলোভনের প্রতিবাদ-স্বরূপ সঙ্ক্ষেপে বলিতেছেন—এই জগতে কোন মনুষ্যকেই বিত্ত দ্বারা তৃপ্ত করা যায় না, সে যতই পায়, ততই তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকে, অতএব হে মৃত্যুদেবতা! আপনি আমাকে ধনের প্রলোভন দিবেন না। তাহা ছাড়া, যদি আপনাকে দর্শন করিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই সকল ধন লাভ করিব; আপনার দর্শনে কিছুরই অভাব থাকে না। আর যে যথেচ্ছ পরমায়ুর প্রলোভন দেখাইয়াছেন, উহাও আমি বর লাভ না করিলেও পাইব, যেহেতু যতদিন আপনি যাম্য-পদে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তাবৎকাল আমারও জীবন সিদ্ধই, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমার জীবন হরণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত সমস্ত জীবই ঈশ্বরের অধীন, নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুঃ সকলেই ভোগ করিবে। অতএব আমি যে আত্মজ্ঞানরূপ বর চাহিয়াছি, তাহাই আমাকে দিন—তাহাই আমার কাম্য ॥২৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন বিত্তেনেতি। ন হি বিত্তেন লব্ধেন কস্তচিত্তৃপ্তির্দ্দৃষ্টচরী। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। কিংচ—

লপ্স্যামহে বিত্তমিতি। ত্বাং বয়ং দৃষ্টবন্তশ্চেদ্বিত্তং প্রাপ্স্যামহে। ত্বদ্দর্শনমস্তি চেদ্বিত্তলাভে কো ভার ইতিভাবঃ। তর্হি চিরজীবিকা প্রার্থনীয়েত্যত আহ—

জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি যাবৎকালং যাম্যে পদে ত্বমীশ্বরতয়া বর্ত্তসে। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। তাবৎপর্য্যন্তমস্মাকমপি জীবনং সিদ্ধমেব। ন হি ত্বদাজ্ঞাতিলঙ্ঘনেনাস্মজ্জীবিতান্তকরঃ কশ্চিদস্তি। বরলাভালাভয়োরপি তাবদেব জীবনমিতি ভাবঃ।

অতো "যেয়ং প্রেত ইতি" প্রাকৃপ্রস্তুতো বর এব বরণীয় ইতি ভাবঃ ॥২৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিত্তপ্রলোভনমপি ব্যর্থম্ নহি কশ্চিদ্ বিত্ত-লাভেন কদাচিত্তৃপ্তো ভবতীতি দৃষ্টচরঃ। যযাতি-প্রভৃতি-নৃপাণাং তথাদর্শনাৎ স্মৃতিশ্চ 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি' ইত্যাদি। 'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যংপশবঃস্ত্রিয়ঃ' ইত্যাদি। "ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে' ইতি চ স্মৃতিবাক্যম্। কিঞ্চ বিত্তলাভোঽনুষঙ্গসিদ্ধএব, তথাহি—চেৎ যদি ত্বা ত্বাম্ অদ্রাক্ষ্ম দৃষ্টবন্তঃ, 'অস্মদোদ্বয়োশ্চ' ইত্যেকবচনে বহুবচনম্। তর্হি বিত্তং লপ্স্যামহে ধ্রুবং প্রাপ্স্যাম ইতি যেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি শ্রুত্যন্তরৈকবাক্যত্বাৎ। নন্বু চেদদ্রাক্ষ্মেতি বচনং দর্শনসংশয়াধায়কং কথম্ তস্য সিদ্ধত্বাদিতিচেৎ স্বরূপতোদর্শনস্যাজ্ঞাতত্বাদিতি যদ্বা চ ইৎ ইতি যোগবিভাগঃ ইৎএবার্থকমব্যয়ম্, 'চ' তথাচ অদ্রাক্ষ্মৈবেত্যর্থঃ, অতো বিত্তং লপ্স্যামহে ইতি নিঃসন্দেহম্, তর্হি চিরজীবিকা প্রার্থনীয়েত্যত আহ—যাবৎ—যাবৎকালপর্য্যন্তং ত্বং ঈশিষ্যসি প্রভুঃ স্যাঃ ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং ছান্দসম্। তাবৎ মম জীবনং সিদ্ধমেব আয়ুষস্ত্বদধীনত্বাৎ বরলাভালাভৌ ন তত্র প্রযোজকাবিতিভাবঃ। নহি মনুষ্যস্ত্বয়া ঈশ্বরেণ

সমেত্যাল্পধনায়ুর্ভবেদিতি। তর্হি মৎপ্রতিশ্রুতবরস্য কা গতিঃ, তত্রাহ—বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব, তু শব্দঃ পূর্ব্ববরাণাম্ অকাম্যত্বং বোধয়তি কিন্তু স এব বর আত্মজ্ঞানং মে মম বরণীয়ঃ প্রার্থনাযোগ্যঃ তস্য সর্ব্বাতিশায়িত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্তস্য পুনরুল্লেখো ব্যর্থঃ পারিশেষ্যেণ লভ্যত্বাদিতি বক্তুরাশয়ঃ ॥২৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—'যত্নক্তং লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বাম্' ইতি তত্র নাস্তি বিপ্রতিপত্তিঃ—

শ্রুতিঃ—অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্ (ক তদাস্থঃপ্রজানন্)
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে মৃত্যো!] অজীর্য্যতাম্ (জরা-মরণ-রহিত) অমৃতানাং (মুক্তপুরুষদিগের) উপেত্য (সমীপে উপস্থিত হইয়া) জীর্য্যন্ (জরা-মরণে পীড়িত কোন ব্যক্তি) প্রজানন্ (প্রকৃষ্টরূপে উৎকৃষ্ট প্রয়োজন-বিষয় জানিয়া বিবেকী পুরুষ) তদাস্থঃ (জরা মরণাদিযুক্ত অপ্সরা প্রভৃতি বিষয়ে আস্থাবান্) ক (কিরূপে হইবে?) ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্ [এই পাঠান্তরের অর্থ]—(কু অর্থাৎ পৃথিবী তদ্রূপ অধঃ নিম্নস্থানে স্থিত)। বর্ণরতি-প্রমোদান্ (আদিত্যাদিসদৃশ উত্তমরূপ, রতি-প্রমোদ—ব্রহ্মপ্রাপ্তি-জনিত আনন্দবিশেষ এই সমুদয়) অভিধ্যায়ন্ (নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ মুক্তপুরুষের বর্ণ ও ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদ প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করিয়া) কঃ (কোন ব্যক্তি) অতিদীর্ঘে (সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী) জীবিতে (জীবনে) রমেত (তৃপ্তি লাভ করিবে) [অথবা পাঠান্তর

নাতি দীর্ঘ] জীবিতে কো রমেত (অত্যল্প ঐহিক জীবনে কে প্রীত হইবে ?) ॥২৮॥

অনুবাদ—অমৃতত্ব-লাভকারীরা (মুক্ত পুরুষগণ) জরামরণ ভোগ করে না কিন্তু মর্ত্ত্য জীব ক্রমশঃ জীর্ণ হয়, এই বিবেক লাভ করিয়া জরামরণ দ্বারা উৎপীড়িত কোন মনুষ্য জরামরণাদিসমন্বিত অপ্সরা প্রভৃতি ভোগে আস্থাবান্ হইবে ? কিন্তু মুক্ত পুরুষদিগের আদিত্যাদি-তুল্য রূপ, ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধি-জনিত আনন্দবিশেষ—এই সকল নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিয়া অতি দীর্ঘ পরমায়ুতেই বা কে প্রীত হইবে ? ॥২৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অজীর্য্যতামিতি। জরামরণশূন্যানাং মুক্তানাং স্বরূপং জ্ঞাত্বা। প্রজানন্ বিবেকী জরামরণোপপ্লুতোঽয়ং জনস্তদাস্থো জরামরণাদ্যুপপ্লুতাপ্সরঃ-প্রভৃতিবিষয়বিষয়কাস্থাবান্ ক কথং ভবেদিত্যর্থঃ।

অভিধ্যায়ন্নিতি। বর্ণা আদিত্যবর্ণত্বাদিরূপবিশেষাঃ। রতি-প্রমোদা ব্রহ্মভোগাদিজনিতানন্দবিশেষাস্তান্ সর্ব্বানভিধ্যায়ন্নিপুণতয়া নিরূপয়ন্। অত্যল্প ঐহিকে (চির) জীবিতে কঃ প্রীতিমান্ স্যাদিত্যর্থঃ ॥২৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যত্তূক্তং লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত ত্বাং তদেব বিবৃণোতি—হে মৃত্যো! অজীর্য্যতাম্ জরেত্যুপলক্ষণং মৃত্যোঃ জরা-মরণরহিতানাম্, অমৃতানাং মুক্তপুরুষাণাম্ উপেত্য স্বরূপং বুদ্ধা প্রজানন্ বিবেকী কো জীর্য্যন্ জরামরণোপপ্লুতঃ, মর্ত্ত্যঃ মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ তদাস্থঃ—তেষু পুত্রাদিষু বিষয়েষু আস্থাবান্ তদর্থী স্যাৎ, স্বয়ং জরামরণাদ্যুপভোগাৎ পুত্রাদীনামপি জরামরণাদ্যভাবে নিশ্চয়বান্

স্থাদিতঃ পুত্রাগ্বেষণাত্রয়ং মে নাস্তীতি ভাবঃ। ক্বধঃস্থঃ ইতি পাঠান্তরে কুঃ পৃথিব্যেব অধঃ অন্তরিক্ষলোকাপেক্ষয়া তত্র স্থিতঃ পৃথিব্যাং স্থিত-ইত্যর্থঃ। কিন্তু বর্ণরতিপ্রমোদান্ আদিত্যাদিতুল্যরূপবিশেষং রতিম্ ক্রীড়াং, প্রমোদং ব্রহ্মানন্দঞ্চ অভিধ্যায়ন্ নিপুণং নিরূপয়ন্ অতিদীর্ঘে দীর্ঘকালীনে জীবিতে আয়ুষি কো রমেত কস্তৃপ্তিং প্রাপ্নুয়াৎ অত ঐহিকে দীর্ঘজীবিতে মে স্পৃহা নাস্তি তস্য জরামরণাদিদুঃখব্যাপ্লুতত্বাৎ যত্র তন্নাস্তি তত্রৈব মে স্পৃহেতি ভাবঃ। নাতিদীর্ঘে ইতি পাঠে তু অনতিদীর্ঘে সীমাবদ্ধে সান্তে ইত্যর্থঃ। যত্র আয়ুষোঽন্তো নাস্তি তত্রৈব রতিঃ কার্য্যা তচ্চ মুক্তস্বরূপগতস্তজ্জ্ঞানং মে বরণীয়মিতি অভি-প্রায়ঃ ॥২৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নচিকেতা বলিলেন, প্রভো! যে-সকল অনিত্য বস্তু দ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিতেছেন, উহার মধ্যে কোনটিই আমি প্রার্থনা করি না কারণ আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তুসমূহ আগামীকল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, তাহাই অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ ঐ পুত্র ও বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে গিয়া মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাদৃশ পুত্রাদির আমার কোন প্রয়োজন নাই। আর প্রাণিগণের জীবনও অনিত্য অতএব রথ, হস্তী, অশ্ব, বরাঙ্গণা প্রভৃতি বিষয়-ভোগে আমার অভিলাষ নাই। ধন-সম্পত্তি মানুষকে জীবনে কখনও সুখী করিতে পারে না। বিশেষতঃ আপনার দর্শনেই সে-সকল বিষয় আমার আনুষঙ্গিক-ভাবেই লাভ হইয়াছে, সুতরাং পৃথক্ প্রার্থনার প্রয়োজন নাই।

হে দেব! আপনি আমাকে সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মবিষয়ক ও পর-লোক সম্বন্ধীয় বরই প্রদান করুন। আমি অন্য কিছুরই প্রার্থনা করি না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥"
(ভাঃ ১১।৩।১৯) ॥২৬-২৮॥

শ্রুতিঃ—যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো !
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥২৯॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] মৃত্যো ! (হে মৃত্যুদেবতা !) মহতি (অতি দুর্বোধ) যস্মিন্ সাম্পরায়ে (যে পারলৌকিক মুক্তাত্মস্বরূপ-বিষয়ে) জনাঃ (লোকসকল) ইদং (এইটি অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না—ইহা) বিচিকিৎসন্তি (সন্দেহ করে) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (উপদেশ দিন), গূঢ়ম্ (গোপনীয় আত্মতত্ত্ব) অনুপ্রবিষ্টঃ (আশ্রয় করিয়া স্থিত) যঃ অয়ং বরঃ (এই যে বর আমার কাম্য) তস্মাৎ (তাহা হইতে) অন্যং বরং (অন্য কোন কাম্যবস্তু) নচিকেতাঃ (নচিকেতা) ন বৃণীতে (প্রার্থনা করে না), ইহা শ্রুতির উক্তি ॥২৯॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমবল্লীর অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—ওহে মৃত্যুদেবতা! মনুষ্য মৃত হইলে পর এই যে আত্মা থাকে কি না বলিয়া লোকসকল সন্দেহ করে, সেই অতি দুর্বোধ মহান্ পারলৌকিক আত্মতত্ত্ব আমাদিগকে আপনি উপদেশ

করুন। শ্রুতি বলিতেছেন—এই যে বর ইহা অতি গূঢ় রহস্যে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতি দুর্বিগাহ, সেই বর ভিন্ন নচিকেতা অন্য কোনও বর চাহে না। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, নচিকেতা নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া ইহা বলিলেন ॥২৯॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মিন্নিদমিতি। মহতি পারলৌকিকে যস্মিন্মুক্তাত্মস্বরূপে সংশেরতে তদেব মে ব্রূহি।

যোঽয়মিতি। গূঢ়মাত্মতত্ত্বমনুপ্রবিষ্টো যোঽয়ং বরস্তস্মাদন্যং নচিকেতা ন বৃণীতে স্মেতি শ্রুতের্ব্বচনম্ ॥২৯॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমবল্ল্যাং শ্রীরঙ্গ-রামানুজমুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তর্হি কিন্তে আকূতং? তত্রাহ—যস্মিন্ মহতি অতিদুর্ব্বোধে, সাম্পরায়ে পারলৌকিকে মুক্তাত্মস্বরূপে, জনা ইদম্ আত্মা অস্তি ন বেতি বিচিকিৎসন্তি সংশেরতে—তদ্ আত্মতত্ত্বং নঃ অস্মভ্যং মহ্যমিতি বক্তব্যে অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি বহুবচনম্। ব্রূহি উপদিশ। কেচিত্তু মহতি সাম্পরায়ে ইত্যত্র নিমিত্ত সপ্তমীং নির্দ্দিশ্য এবং ব্যাচক্ষতে যথা যস্মিন্ প্রেতে জনা ইদম্ আত্মা অস্তি ন বেতি যৎবিচিকিৎসন্তি মহতি সাম্পরায়ে মহা প্রয়োজন-সাধকে হে মৃত্যো! তবাত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং মে উপদিশ যোঽয়ং প্রক্রান্তাত্মতত্ত্ববিজ্ঞান-বিষয়কো বরো গূঢ়ং দুর্বিগাহত্বমনুপ্রবিষ্টঃ প্রাপ্তস্তস্মাদন্যং বরং নচিকেতা ন বৃণীতেস্ম ইতি শ্রুতের্বচনম্ ॥২৯॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমবল্ল্যাং "শ্রুত্যর্থবোধিনী" টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা বলিলেন, হে যমরাজ! আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে লোকের যে সংশয় আছে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কি না? এই সংশয় নিরসনপূর্ব্বক আমাকে আমার মুক্তির নিমিত্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন। উহা নির্ণীত হইলে জীবের মহৎ প্রয়োজন সাধিত হইবে।

আত্মসম্বন্ধীয় বর পরম গূঢ় হইলেও আমি উহাই প্রার্থনা করিতেছি। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য বরে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ভাগ্যক্রমে এই আত্মতত্ত্ব জানিবার জিজ্ঞাসার উদয় না হয়, ততদিন তাহার অন্য বিষয়ে প্রয়োজন থাকিতে পারে।

শ্রীশুকবাক্যেও পাই,—

"শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥" (ভাঃ ২।১।২)

যিনি প্রকৃত শিষ্য, তাহার গুরু-সন্নিধানে আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

সুতরাং এস্থলে নচিকেতা আদর্শ শিষ্যের আচরণের দ্বারা আমাদিগকে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে অন্য কোন কামনা না করিয়া কেবল **সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক** বিষয় জানিবার প্রার্থনা করাই যে উচিত, তাহা শিক্ষা দিলেন। শ্রুতিও সেই কথা বলিতেছেন ॥২৯॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়স্থ দ্বিতীয়া বল্লী

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রদীয়মানমপি দুর্লভং পুত্র-বিত্ত-স্ত্রী-রত্নকামং হিত্বা ব্রহ্মবিদ্যামেব যাচমানং নচিকেতসং প্রশংসিতুং মৃত্যুর্ব্রহ্মবিদ্যায়া মোচকত্বং পুত্রৈষণাদীনাং বন্ধকত্বং তদ্বতোর্জ্ঞাজ্ঞয়োঃ স্তুতিনিন্দে তয়োঃ স্থিতী চ শ্রুতিদ্বয়েন বর্ণয়তি অন্যদিত্যাদিনা—

শ্রুতিঃ—অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষꣳ সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—শ্রেয়ঃ (প্রশস্ততর কল্যাণপথ) অন্যৎ (স্বতন্ত্রই) উত প্রেয়ঃ (দারাপত্য প্রভৃতি প্রিয়তার আস্পদ ভোগপথ—ইহাও একটি পথ কিন্তু ইহা) অন্যৎ এব (মোক্ষপথ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত), তে (সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ) উভে (দুইটি) নানার্থে (পরস্পর ভিন্ন প্রয়োজন-নিষ্পাদক অর্থাৎ একটি ত্যাগের পথ অপরটি ভোগের পথ, শ্রেয়ঃ মুক্তির সন্ধান দেয়, প্রেয়ঃ জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে) [উভয়ই কিন্তু] পুরুষং (দেহীকে) সিনীতঃ (বন্ধন করে অর্থাৎ মনুষ্যকে নিজের বশে আনে), তয়োঃ (সেই দুইটির মধ্যে) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োমার্গ—ভগবদুপাসনা) আদদানস্য (যিনি গ্রহণ করেন তাঁহার) সাধু (নিত্য কল্যাণ) ভবতি (হইয়া থাকে),

য উ (কিন্তু যে ব্যক্তি) প্রেয়ঃ (ভোগমার্গ) বৃণীতে (বরণ করে) [সঃ—সে-ব্যক্তি] অর্থাৎ (পরমপুরুষার্থ হইতে) হীয়তে (ভ্রষ্ট হয়) [উ—নিশ্চিত অবধারণে অব্যয়] ॥১॥

অনুবাদ—জগতে দুইটি পথ আছে—একটি শ্রেয়ঃ, অপরটি প্রেয়ঃ ; তন্মধ্যে শ্রেয়োমার্গ প্রেয়োমার্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, আবার প্রেয়ঃ পথটিও শ্রেয়ঃ হইতে বিলক্ষণ। এই উভয়ের প্রয়োজন বা ফল ভিন্ন প্রকার, ইহারা উভয়ই জীবকে স্ব-স্ব-প্রয়োজনে বদ্ধ করে, অর্থাৎ নিজবশে আনয়ন করে। তাহাদেব মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করেন অর্থাৎ হরিভজনের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহার সংসারবন্ধন-মোচন হইয়া শ্রীহরি-পাদপদ্মসেবা-রূপ নিত্য কল্যাণ লাভ হয়, আর যিনিই প্রেয়ঃ পথ গ্রহণ করেন তিনি পারমার্থিক শুভ হইতে বিচ্যুত হন অর্থাৎ ভবপাশে আবদ্ধ থাকেন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং শিষ্যং পরীক্ষ্য তস্য মুমুক্ষোঃ স্থৈর্য্যং নিশ্চিত্য তস্যোপদেশযোগ্যতাং মন্বানো মুমুক্ষাং স্তৌতি—অন্যচ্ছ্রেয় ইতি। অতিপ্রশস্তং মোক্ষবর্ত্মাপ্যন্যৎ। প্রিয়ত্বাস্পদং ভোগবর্ত্মাপ্যন্যৎ।

তে শ্রেয়ঃ-প্রেয়সী পরস্পরবিলক্ষণপ্রয়োজনে সতী পুরুষং সিনীতো বধ্নীতঃ। পুরুষং স্ববশতামাপাদয়ত ইত্যর্থঃ। তয়োরিতি। তয়োর্মধ্যে শ্রেয় আদদানস্য মোক্ষায় প্রযতমানস্য সাধু ভদ্রং ভবতি।

যস্তু প্রেয়ো বৃণীতে স পুরুষার্থাদ্ভ্রষ্টো ভবতি। উ ইত্যবধারণে ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং যমঃ শিষ্যস্য মুক্ত্যুপদেশযোগ্যতাং বুদ্ধাহ—অন্যচ্ছ্রেয় ইত্যাদি। শ্রেয়ঃ—প্রশস্ততরং মোক্ষকারণং ভগবজ্-জ্ঞানম্ অন্যৎ পৃথগেব প্রেয়সঃ, প্রেয়ঃ—প্রিয়তরং দারাপত্যধনাদি

কাম্যমানং বস্তু উত পুনঃ অন্যদেব পৃথগ্ বিধমেব দ্বয়োরত্যন্তং পার্থক্যম্। অন্যদ্দিবেতি ক্বচিৎপাঠঃ তস্যার্থঃ—প্রেয়সোঽপি তস্য সৰ্ব্বৰ্ম্মদ্বারা শ্রেয়স্ত্বমেব ইতি ইবেন দ্যোত্যতে। কিন্তু তে উভে শ্রেয়ঃপ্রেয়সী নানার্থে ভিন্ন-প্রয়োজনে পুরুষং দেহিনং সিনীতঃ বধ্নীতঃ, তাভ্যাং বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাম্ আত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সৰ্ব্বত্র পুরুষঃ, অতঃ শ্রেয়ঃপ্রেয়সী-প্রয়োজন-নির্বাহকহেতু বন্ধ ইত্যুচ্যতে। তয়োঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়তয়োর্মধ্যে শ্রেয় আদদানস্য অবিদ্যারূপং প্রেয়ো হিত্বা কেবলং শ্রেয়আদদানস্য মোক্ষায় প্রযতমানস্যেত্যর্থঃ ভদ্রং ভবমোচনং ভবতি, য উ য এব, প্রেয়ঃ দারাপত্যাদিরূপং বৃণীতে সঃ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ, হীয়তে বিযুজ্যতে ভবপাশেনৈব বদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য-বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেও নচিকেতা তদুভয় পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ভগবজ্‌জ্ঞান প্রার্থনা করিলে যমরাজ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে পরমার্থ-লাভের যোগ্য বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে নচিকেতঃ! মনুষ্য জীবনে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-ভেদে দুই প্রকার ফল লাভ হইতে পারে। তন্মধ্যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিত্য ও চরম কল্যাণ-লাভের উপায় অবলম্বন করাই বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সেই কল্যাণ-লাভের প্রশস্ত পথ শ্রীভগবদুপাসনা। ভগবদুপাসনা করিতে হইলে সৰ্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য—উপাস্য শ্রীভগবান্ পরব্রহ্মের স্বরূপ, উপাসক জীবাত্মার স্বরূপ এবং উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি? এইরূপ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান থাকা দরকার। আত্মা বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বুঝায়। উঁহাদের তত্ত্ব ও পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর কৃপা-লাভ প্রয়োজন। কিন্তু ইহা জীবের বিশেষ ভাগ্যের কথা।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

আর প্রেয়ঃ পথটি—আপাততঃ প্রীতিকর কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ক। উহাকেই সংসার-মার্গ বলা হয়। এই সংসারমার্গে ভ্রামামাণ মনুষ্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য ও নরকাদিতে উচ্চ ও নীচ জন্ম লাভকরতঃ কর্ম্মফল ভোগ করে।

শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

"স এষ যর্হি প্রকৃতেগুর্ণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্ব্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥" (ভাঃ ৩।২৭।২-৩)

"যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহ-ক্ষেত্রবসূনি চ॥"
(ভাঃ ৩।৩০।৩)

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—
"জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ॥ (ভাঃ ৩।৩২।৩৮)

এই দুইটি পথই মানুষের আয়ত্ত। কিন্তু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সদ্-গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইলেই শ্রেয়ঃ-পথ অর্থাৎ নিত্যকল্যাণের পথ আশ্রয় করিতে পারে। শ্রেয়ঃ-পথের মধ্যেও আবার মায়িক বিদ্যাবৃত্তির আশ্রয়ে যাঁহারা কেবল ভববন্ধন-মোচনের জন্য যত্ন করেন, তাহাদের কিন্তু তাহা আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ নহে। কারণ বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিই মায়ার বৃত্তি, সেইজন্য উভয়ই জীবকে বন্ধন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—
"অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৬)

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—
"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥"
(ভাঃ ১১।১১।৩)

কেবলমাত্র বিশেষ ভাগ্যফলে যাঁহারা সদ্গুরুর কৃপায় পরা বিদ্যার আশ্রয়ে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন,

তাঁহারাই ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজনের ফলে আত্যন্তিক কল্যাণ অর্থাৎ পুরুষার্থ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন।

এজন্য শ্রীগীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" (গীঃ ২।৭)॥১॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—উক্তমনূদ্য আত্মজ্ঞানিনঃ স্থিতিমাহ—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি—

শ্রুতিঃ—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (পূর্ব্বোক্ত শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই) মনুষ্যম্ (মনুষ্যকে) এতঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) [কিন্তু] ধীরঃ (বিজ্ঞ ব্যক্তি) তৌ (সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়কে) সম্পরীত্য (সম্যগ্ভাবে পরীক্ষা করিয়া) বিবিনক্তি (পৃথক্ করেন অর্থাৎ শ্রেয়ঃ মুক্তির কারণ ও প্রেয়ঃ বন্ধনের কারণ—ইহা নির্ণয় করেন) [ততশ্চ—তাহার পর] ধীরঃ (বিবেকী ব্যক্তি) প্রেয়সঃ (প্রিয়-তর-দারাপত্যাদি ছাড়িয়া) শ্রেয়ঃ হি (ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিপথই) অভি বৃণীতে (অভ্যর্হিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লয়) মন্দঃ (অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তি) যোগক্ষেমাৎ (অলব্ধ বস্তুর লাভ-রূপ যোগ ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা-রূপ ক্ষেমের নিমিত্ত) প্রেয়ঃ (প্রিয় পশুপুত্রাদি) বৃণীতে (বরণ করে)॥২॥

অনুবাদ—যদিও শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যের নিজের আয়ত্ত, তাহা হইলেও সাধন ও ফল-হিসাবে মন্দমতিদিগের নিকট

দুর্ব্বিবেকরূপে পরিণত হইয়া যেন পরস্পর মিশ্রিতভাবেই জীবকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিবেকী ধীমান্ ব্যক্তি সেই দুইটি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া উভয়ের পার্থক্য স্থির করেন। যেহেতু দেখা যায়—বিবেকীব্যক্তি প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাই বরণ করিয়া লন আর মূঢ়জন অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের রক্ষার নিমিত্ত পশুপুত্রাদিরূপ প্রেয়ঃ গ্রহণ করে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ মনুষ্যং প্রাপ্নুতঃ। তৌ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-পদার্থৌ সম্যগালোচ্য নীরক্ষীরে হংস ইব পৃথক্ করোতি। ধিয়া রমত ইতি ধীরঃ প্রজ্ঞাশালী প্রাজ্ঞঃ প্রেয়োঽপেক্ষয়াঽভি অভ্যর্হিতং শ্রেয় এব বৃণীতে।

মন্দমতির্যোগক্ষেমাদ্ধেতোঃ প্রেয়ো বৃণীতে। শরীরস্যোপচয়ো যোগঃ। ক্ষেমঃ পরিপালনম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদ্যপ্যুভে অপি কর্ত্তুঃ স্বাধীনে তর্হি কথং প্রায়েণ জনঃ প্রেয়এবাদত্তে, অত্রোচ্যতে, সত্যং স্বায়ত্তে, তথাপি সাধনতঃ ফলতশ্চ দুর্ব্বিবেকরূপে সতী ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যান্ শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ এতঃ প্রাপ্নুতঃ আপূর্ব্বিকাদিণ্ ধাতোর্লটি প্রথমপুরুষ দ্বিবচনে রূপম্। সর্ব্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থা ইতিন্যায়াৎ অত্র প্রাপ্তিরর্থঃ। কিন্তু ধীরো জ্ঞানী তৌ তে ইতি বক্তব্যে পদার্থবাচিত্বাৎ পুংস্ত্বম্ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-পদার্থৌ, সম্পরীত্য—সম্যগালোচ্য, বিবিনক্তি হংস ইব নীরক্ষীরে পৃথক্ করোতি। ততশ্চ বিবিচ্য ধীরঃ প্রাজ্ঞঃ প্রেয়সঃ পঞ্চম্যন্তং পদং প্রেয়োঽপেক্ষয়েত্যর্থঃ অভি—অভ্যর্হিতং শ্রেয়ঃ বৃণীতে আশ্রয়তি, মন্দস্তু—অবিবেকী জনঃ যোগক্ষেমাৎ অপ্রাপ্তকামপ্রাপ্তির্যোগঃ, প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ তস্মাদ্ধেতোঃ তন্নির্ব্বাহার্থং

প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিকং বৃণীতে প্রার্থয়তে। যোগক্ষেমান্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ তদর্থশ্চ যোগক্ষেমস্বরূপান্ প্রেয়ঃ প্রেয়সো বৃণীতে ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—সংসারে অধিকাংশ মানুষ দুর্ভাগ্যক্রমে পুনর্জ্জন্ম বা পরলোকে অবিশ্বাসী হন। তাঁহারা দেবদুর্ল্লভ এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মন্দভাগ্যবশতঃ কেবল জড়ভোগেই আসক্ত হইয়া পড়েন এবং জড়বাদ বা অচিদ্বাদের আশ্রয়ে জীবনকে পশুবৎ ব্যবহার করেন। কিন্তু যাঁহারা বিচারশীল বা বিবেকী তাঁহারা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ দুইটি পথের সম্যক্ আলোচনা করিয়া দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য জানিতে পারেন এবং শ্রেয়ঃ-পথকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ-পথে আপাততঃ কিছু ক্লেশ দেখা গেলেও পরিণামে নিত্যমঙ্গল জানিয়া বিজ্ঞব্যক্তি শ্রেয়ঃপথ অর্থাৎ শ্রীহরিভজনের পথকেই আত্মমঙ্গলের পথ বলিয়া বরণ করেন।

আর অবিবেকী মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ বিচারশক্তির অভাবে ভোগাসক্ত হইয়া পরিণামের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আপাত প্রিয়, প্রত্যক্ষীভূত ফল-লাভের জন্য 'যোগ' অর্থাৎ অপ্রাপ্তবস্তু-লাভ এবং 'ক্ষেম' অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। তাহাদের মতে পরকালে আত্মা থাকিবে কি না? অথবা থাকিলেও অনিশ্চিত ফলের জন্য জীবন অতিবাহিত না করিয়া প্রত্যক্ষ ফলের প্রয়াস করাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, পশু, ভৃত্য প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা করে, আবার কেহ কেহ স্বর্গাদি কামনা করিয়া পারত্রিক ভোগ-সুখের আশায় কিছু কিছু পুণ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে। ইহারা মনে করে, পারলৌকিক কর্ম্মই শ্রেয়ঃ, আর ঐহিক সুখ-ভোগই প্রেয়ঃ, অতএব দুইয়ের মিলিতভাবে চেষ্টা করাই উচিত।

শ্রীভগবানের বাক্যেও পাই,—

"মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্॥
কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।"

(ভাঃ ১১।১৪।৯-১০)

শ্রীভগবান্ আরও বলিলেন,—

"আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥"

(ভাঃ ১১।১৪।১১-১২)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥" (ভাঃ৭।৬।৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩ অঃ)

ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে শাতাতপী শ্রুতি বলেন,—

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্ম-হিতায় প্রেম্ণা হরিস্তজেৎ।"

'ভক্তিই বেদের তাৎপর্য্য'—তিনি বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি আত্মমঙ্গলের জন্য সেই পুরুষ শ্রীহরিকে প্রেমের সহিত ভজন কর।

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন,—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥"

(ভাঃ ২।২।৩৪)

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমস্ত বেদ তিনবার আলোচনা করিয়া যাহাতে শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন। এই ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইলে শ্রীভগবানে রতি জন্মিয়া থাকে।

রতি অর্থে প্রেম; কেননা, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে রতি বলে।

শ্রীভগবান্ই নিখিল রূপ-গুণের আধার। তিনিই একমাত্র জীবের প্রেমের বিষয় আর জীব সেই প্রেমের আশ্রয়। সুতরাং শ্রীভগবানের প্রতি সমর্পিতাত্মা যেরূপ আনন্দ লাভ করেন, শমদমাদি ষট্ সাধনে চিত্তবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ সে আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কারণ শম-দমাদি-লভ্য-জ্ঞান সাত্ত্বিক অর্থাৎ মায়িক। অতএব মায়িক জ্ঞান দ্বারা মায়াতীত লীলাপর পরব্রহ্মের অনুভূতি লাভ হয় না। ভক্তি—নির্গুণা সুতরাং তদ্দ্বারাই শ্রীভগবদনুভূতি হয়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" (ভাঃ ১১।২।৪২)। অতএব ভগবদিতর পুরুষার্থিগণ সকলেই বিষয়াত্মা; কিন্তু চরমকল্যাণ-লাভের চেষ্টাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায়
বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ১১।৯।২৯) ॥২॥

শ্রুতিঃ—স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাঁশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাঁ সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] নচিকেতঃ! (ওহে নচিকেতা!) সঃ ত্বং (সেই তুমি অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও তুমি) প্রিয়ান্ (সম্বন্ধ-বশে প্রিয়) প্রিয়রূপান্ চ (এবং স্বভাবতঃ রমণীয় গৃহ-উদ্যান-ক্ষেত্রাদি অর্থাৎ যেগুলি স্বতঃই আকর্ষণ করে, সেইসকল) কামান্ (কাম্যবস্তু) অভিধ্যায়ন্ (বেশ বিচার করিয়া অর্থাৎ এই ভোগ্যবস্তুসকল নশ্বর, পরিণামে দুঃখপ্রদ ও বর্ত্তমানে দুঃখমিশ্রিত এই চিন্তা করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়াছ), বিত্তময়ীং (সুবর্ণময়ী অথবা কুৎসিত সংসারগতিযুক্ত) এতাং (আমাকর্ত্তৃক দীয়মানা—এই) সৃঙ্কাং (মালাকে) ন অবাপ্তঃ (গ্রহণ কর নাই) [এই মালা অনেকের স্পৃহণীয় যেহেতু] বহবঃ মনুষ্যাঃ (অধিকাংশ লোকই) যস্যাং (যে বিত্তময়ী সৃঙ্কাতে) মজ্জন্তি (আসক্ত হয়) ॥৩॥

অনুবাদ—ওহে নচিকেতা! তোমাকে আমি অনেক প্রকারে প্রলোভিত করিয়াছি কিন্তু তুমি স্বভাবতঃ প্রিয় স্ত্রী-পুত্রাদি ও কার্য্যতঃ প্রিয়রূপ রমণীয় গৃহ, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুগুলি দিলেও তুমি সেগুলি নশ্বর, পরিণামে দুঃখদায়ক ও বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছ; এমন কি, এই সমস্ত বিত্তের প্রতিভূ এই সুবর্ণময়ী রত্নমালাও তুমি গ্রহণ কর নাই, যে বিত্তময়ী রত্নমালায় অধিকাংশ মনুষ্য আসক্ত হয়, অতএব তুমি ধন্য ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স ত্বং প্রিয়ানিতি। তাদৃশস্ত্বং স্বতো রূপতশ্চ প্রিয়ান্ কাম্যমানান্ রুক্ষ্যাদীনিত্যর্থঃ। দুঃখোদর্কত্বদুঃখমিশ্রত্বাদিদোষযুক্ত-তয়া নিরূপয়ংস্ত্যক্তবানসীত্যর্থঃ। নৈতাং সৃঙ্কামিতি।

বিত্তময়ীং ধনপ্রায়াং সৃঙ্কাং কুৎসিতগতিং বিমূঢ়জনসেবিতামেতাং নাবাপ্তবানসি। যস্যামিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ যমো নচিকেতসো ধীরত্বং বর্ণয়তি—স ত্ব-মিত্যাদিনা স ত্বং তাদৃশস্ত্বং ময়া প্রলোভিতোঽপি ত্বং প্রিয়ান্ সম্বন্ধেন প্রীতিপ্রদান্ পুত্রপৌত্রাদীন্, প্রিয়রূপাংশ্চ তথা স্বরূপতঃ রমণীয়ান্ গৃহারামক্ষেত্রাদীন্ কামান্ স্পৃহণীয়পদার্থান্ অভিধ্যায়ন্ অভি—সর্ব্বতোভাবেন ধ্যায়ন্ নশ্বরত্বেন দুঃখোদর্কতয়া দুঃখমিশ্রিতত্বেন চ বিচারয়ন্, অত্যস্রাক্ষীঃ—একান্ততঃ ত্যক্তবানসি। কিং বহুনা এতাং ময়া প্রদীয়মানাং বিত্তময়ীং সকলবিত্তপ্রতিভূস্বরূপাং সৃঙ্কাং—রত্নমালাং ন অবাপ্তঃ ন স্বীকৃতবান্। সৃঙ্কায়াঃ স্পৃহণীয়তামাহ—যস্যাং বিত্তময্যাং সৃঙ্কায়াং বহবঃ মনুষ্যাঃ আধিক্যেন মনুষ্যাঃ মজ্জন্তি—নিমগ্না ভবন্তি তস্যামাসক্তা ভবন্তি তামেব ত্বং ন গৃহীতবান্ অতস্ত্বং প্রশস্ত ইতি ভাবঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বহুবার বহুপ্রকারে ঐহিক ও পারত্রিক সুখজনক দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষায় নচিকেতা সুষ্ঠুভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীগুরুর প্রসাদ-লাভে সক্ষম হইয়াছে। সেইজন্যই শ্রীযমভাগবত নচিকেতার ভাগ্যের এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিলেন। নচিকেতা যে সত্যসত্যই ভগবত্তত্ত্ব-পিপাসু তাহা প্রমাণিত করিলেন। কারণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা হৃদয়ে উদিত হইলে তাহার যে বিবেক উদয়

হয়, তাহাতে আপাতপ্রীতিপদ ও রমণীয় ব্যক্তি বা বস্তুসমূহ সকলই অসার ও অনিত্য-জ্ঞানে পরিবর্জ্জনের শক্তি লাভ হয়। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উদয়মাত্র যাহার এইরূপ ফল দেখা যায়, সেস্থলে তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্ব-প্রাপ্তির পর যে কিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাই লক্ষণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ।
রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ॥
কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ॥"

(ভাঃ ৭।৭।৪৪-৪৫)

অর্থাৎ যখন দেহেরই এই প্রকার অবস্থা, তখন দেহ হইতে ভিন্ন পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ, ধন, জন, রাজ্য, কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য ও আপ্ত প্রভৃতি মমতাস্পদ বিষয় সকলও যে ক্ষণস্থায়ী, সে-বিষয় আর বক্তব্য কি? বিশেষতঃ এই সকল পদার্থ দেহের সহিত নশ্বর এবং বস্তুতঃ অনর্থস্বরূপ, সুতরাং অনর্থজনক হইলেও অর্থের ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র, অতএব ঐ সকল অতি তুচ্ছ অপত্যাদি দ্বারা নিত্যানন্দরসসমুদ্রে নিমগ্ন আত্মার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"আত্মনঃ স্বস্য নিত্যো ভজনরূপ আনন্দরসোদধির্যস্য তস্য ভক্তজনস্য" ॥৩॥

**শ্রুতিঃ—দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—যা অবিদ্যা (যাহা অবিদ্যা-লক্ষণ অর্থাৎ ঐহিক সুখ-সাধনরূপে) জ্ঞাতা (বিচারিত) [এবং] চ বিদ্যা ইতি (এবং যাহা বৈরাগ্য ও মোক্ষসাধিকা বিদ্যা বলিয়া)—[জ্ঞাতা—বিবেচিত] এতে (এই অবিদ্যা ও বিদ্যা) দূরম্ (অত্যন্ত) বিপরীতে (পরস্পর বিরুদ্ধ) [এবং] বিষূচী (বিরুদ্ধ ফলের হেতু) [কিন্তু] নচিকেতসং [ত্বাং] (নচিকেতা তোমাকে) বিদ্যাভীপ্সিনং (বিদ্যা-লোভী শ্রেয়োভাজন) মন্যে (মনে করিতেছি) [যেহেতু] বহবঃ কামাঃ (অনেকপ্রকার কাম্যবস্তু) ত্বা (তোমাকে) ন অলোলুপন্ত (বিচলিত করে নাই অর্থাৎ কাম্যবস্তু দ্বারা তুমি প্রলুব্ধ হও নাই অর্থাৎ শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হও নাই) ॥৪॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রেয়োগ্রাহীর নিত্য মঙ্গল ও প্রেয়োগ্রাহীর বন্ধন, ইহার কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—যাহা অবিদ্যা এবং যাহা বিদ্যা বলিয়া বিদিত আছে তাহা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ ফলের জনক। হে নচিকেতঃ! আমি তোমাকে প্রকৃত বিদ্যার্থী বলিয়া মনে করি, যেহেতু অনেকপ্রকার প্রলোভনও তোমাকে শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দূরমেতে ইতি। যাঽবিদ্যেতি জ্ঞাতা কামকর্ম্মাত্মিকা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা বৈরাগ্যতত্ত্বজ্ঞানময়ী, এতে দূরমত্যন্তং বিষূচী বিষূচ্যৌ ভিন্নগতী পরস্পরবিরুদ্ধে চ।

বিদ্যাভীপ্সিনং বিদ্যার্থিনম্। বিদ্যাভীপ্সিতমিতি পাঠ আহিতা-গ্ন্যাদিত্বান্নিষ্ঠান্তস্য পরনিপাতশ্ছান্দসত্বাদ্বা। ন ত্বা কামা ইতি।

কামাঃ বহবোঽপি ত্বাং ন অলোলুপন্ত শ্রেয়োমার্গাদ্বিচ্ছেদং ন কৃতবন্তঃ। বিষয়বশগো ন ভবসীত্যর্থঃ। 'লুপসদেতি যঙন্তাল্লঙ্। ছান্দসো যলোপঃ। যঙ্লুগন্তাদ্বা ছান্দসমাত্মনেপদমদভাবশ্চ' ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চোভয়ং বিবৃণ্বন্ নচিকেতসং স্তৌতি দূরমেতে ইত্যাদিনা যা অবিদ্যা—ইতি জ্ঞাতা কামকর্ম্মাত্মিকা, যা চ বিদ্যা তত্ত্বমিতিজ্ঞাতা বৈরাগ্যতত্ত্ব-জ্ঞানময়ীতি বিদিতা এতে বিদ্যাবিদ্যে দূৰম্ অত্যর্থং বিপরীতে পরস্পর-বিরুদ্ধে, বিষূচী ভিন্নগতী বিষু অঞ্চতীতি ক্বিন্—বিষ্বচ্ শব্দাৎ নপুংসকে প্রথমা দ্বিবচনে ভসংজ্ঞায়াম্ অচ ইতি লুপ্তনকার-স্যাকৃতেঃ অকারস্য লোপঃ স্যাদিত্যকারলোপে 'চৌ' ইতি পূর্ব্ব-পদ স্বরস্য দীর্ঘে রূপম্। তয়োর্মধ্যে বিদ্যাভীপ্সিনং বিদ্যার্থিনং নচিকেতসং মন্যে, ক্বচিদ্ বিদ্যাভীপ্সিতমিতি পাঠঃ তত্র আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎক্তান্তস্য পরনিপাতঃ। বিদ্যার্থিমননেহেতুঃ যতো বহবঃ বহুবিধাঃকামাঃ কাম্যবস্তূনি ত্বাং ন অলোলুপন্ত শ্রেয়োমার্গাৎ বিচ্ছিন্নং কৃতবন্তঃ। 'লোলুপন্তঃ' ইতি পাঠে লোলুপয়ন্তঃ লোভিনং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ যকারলোপশ্ছান্দসঃ। কামৈঃ প্রলুব্ধস্ত্বং ন ভবসীতি কৃত্বা বিজ্ঞায়তে যত্ত্বংশ্রেয়োঽর্থীতিভাবঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে যমরাজ 'যোগক্ষেম'কে অতিশয় প্রিয়রূপকে অর্থাৎ প্রেয়ঃস্বরূপকে কিছু স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেয়ঃ-স্বরূপকে সেরূপ স্পষ্টরূপে বলেন নাই। এক্ষণে সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়স্বরূপকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া নচিকেতাকে প্রশংসা করিতেছেন।

অবিদ্যা বলিতে বিদ্যাভিন্না, যাহা ঐহিকসুখসাধনরূপে জ্ঞাত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত প্রেয়োবিষয়িণী এবং যাহা বিদ্যা অর্থাৎ

মোক্ষসাধনমূলা জ্ঞানকাণ্ডরূপে বিদিত। এই দুইটিই অতিশয় বিভিন্ন, ভিন্নফলপ্রদ, বিরুদ্ধ-পথগামী। হে নচিকেতঃ! তোমাকে আমি শ্রেয়ঃ-কামী বিদ্যাভিলাষী বলিয়াই মনে করিতেছি। কারণ বহুবিধ কাম্য-বিষয় অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ও তোমাকে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রেয়োপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইহাতেই তোমার মতি ও প্রবৃত্তি পরীক্ষিত হইয়াছে। কারণ যাহাদের ভোগাসক্তি থাকে তাহাদের প্রকৃত কল্যাণসাধনের মতি হয় না। তুমি সর্ব্বপ্রকার ভোগকে দুঃখরূপ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছ। অতএব তুমি ধীর ও বিবেকী।

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

"তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সংভ্রমঃ।
বুদ্ধা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।৪৬)

শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যস্ত্বনন্তম্"॥

(ভাঃ ৫।৫।১) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (কাম্যকর্ম্ম-মধ্যে অর্থাৎ ঘনীভূত অন্ধকারের মত অবিদ্যামধ্যে) বর্ত্তমানাঃ (অবস্থিত কেবল তন্মাত্রের

উপাসকগণ) স্বয়ম্ (নিজেকে) ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান্) পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ [নিজদিগকে] (পণ্ডিত বলিয়া মনে করে অর্থাৎ আমরা প্রজ্ঞাশালী ও শাস্ত্রার্থে কুশল, এইরূপ মনে করে) [সেই সকল] মূঢ়াঃ (কাম্যভোগে মোহিত অবিবেকী ব্যক্তিগণ) দংদ্রম্যমাণাঃ (অত্যন্ত কুটিল বিবিধপ্রকার গতিলাভ করতঃ) পরিযন্তি (স্বর্গ-নরকাদিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে) অন্ধেন এব (অন্ধ কর্ত্তৃকই) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধা যথা (অন্ধদের মত) ॥৫॥

অনুবাদ—কিন্তু যে সকল সংসারী ব্যক্তি ঘনীভূত অন্ধকারের মত অবিদ্যা-মধ্যে পুত্র-পশু প্রভৃতির লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা নিজেকেই জ্ঞানী ও শাস্ত্র-বিশারদ মনে করিয়া অত্যন্ত কুটিল পথ (বিপরীত পথ) ধরে, তাহার ফলে অর্থাৎ সেইকাম্য-কর্ম্মের ফলে মোহিত হইয়া অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধগণের মত, গন্তব্য—শ্রেয়ঃ-পথ প্রাপ্ত হয় না ; কেবল জরামরণ-রোগাদিদুঃখই ভোগ করে, ইহারা পুনঃপুনঃ স্বর্গনরকাদিই কেবল প্রাপ্ত হয়। এখানে একটি অন্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত বহু অন্ধের বিষম-পথে গমন ও অনর্থ-প্রাপ্তি-দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছেন যে, বিখ্যাতব্যক্তি যাহা আচরণ করে, তাহাই অপরে অনুসরণ করে, এই নিয়মে কাম্য-কর্ম্মের প্রাধান্যবাদী পণ্ডিত যাহা বলেন অপর অবিবেকীব্যক্তিগণ তাহা আচরণ করে এবং কষ্ট পাইয়া থাকে—ইহাতে উভয়ই যে অন্ধ তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতেত্যুপাত্তমার্গদ্বয়েঽবিদ্যামার্গং নিন্দতি। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা ইতি। কাম্যকর্ম্মাদিলক্ষণায়ামবিদ্যায়াং মধ্যে ঘনীভূত ইব তমসি বর্ত্তমানাঃ।

স্বয়মেব প্রজ্ঞাশালিনঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতি মন্যমানাশ্চ। দন্দ্রম্যমাণাঃ জরারোগাদিদুঃখপীড়িতা অবিবেকিনঃ পরিভ্রমন্তি।

অন্যৎ স্পষ্টোঽর্থঃ। কেচিত্তু দন্দ্রম্যমাণা ইতি পাঠমাশ্রিত্য বিষয়-কামাগ্নিনা দ্রুতচিত্তা ইত্যর্থং বর্ণয়ন্তি ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উপাত্তমার্গদ্বয়েঽবিদ্যামার্গং নিন্দতি—'অবিদ্যায়াম্' ইতি। অবিদ্যায়াং সংশয়-বিপর্য্যাসরূপে অবিবেকে অন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানাস্তিষ্ঠন্তঃ ঘনীভূত ইব তমসি পুত্র-পশ্বাদি-তৃষ্ণাপাশশতৈর্বেষ্ট্যমানা ইতি যাবৎ, স্বয়ং স্বয়মেব আত্মনৈব ধীরাঃ জ্ঞানিনঃ ন তু যথার্থতঃ, অতএব পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ আত্মানং পণ্ডিতং মন্যন্তে বয়ং-জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেত্যভিমানবন্তঃ, তে দংদ্রম্যমাণাঃ কুটিলাং গতিং বিপরীতাং জরামরণাদিবহুলাং গচ্ছন্তঃ, অন্ধেন দৃষ্টিবিহীনেনৈব নীয়মানাঃ বিষমে পথি চাল্যমানাঃ অন্ধা যথা মহান্তমনর্থং প্রাপ্নুবন্তি গন্তব্য-স্থানং গন্তুং ন শক্নুবন্তি তথা মূঢ়াঃ কাম্যকর্ম্মণা বিমোহিতাঃ সন্তঃ, পরিযন্তি পরিতঃ স্বর্গনরকাদীন্ পরিভ্রমন্তি তত্ত্বমার্গমবিদ্বাংসোঽন্যস্য উপদেশমগৃহ্নন্তঃ স্ববুদ্ধ্যা এবং কাম্যকর্ম্ম আচরন্তঃ পুনঃপুনঃ সংসারং ভুঞ্জতে ইতি ভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুইয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনান্তে এক্ষণে যাহারা প্রেয়ঃকামী অবিদ্যার আশ্রিত, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা-ভিন্ন অবিদ্যার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া কেবলমাত্র অবিদ্যার উপাসক হইয়া নিজদিগকে ধীর ও পণ্ডিত মনে করিলেও সেই প্রেয়ঃকামী মূঢ়গণ কামভোগে মোহিত হইয়া কুটিলপ্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ করিয়া থাকে। অভীষ্ট-স্থান দর্শন করিতে পারে না; কারণ তাহারা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধ যেমন গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ তাহারাও কর্ম্মী গুরুর উপদেশক্রমে সংসার-গর্ত্তে পতিত হয়।

প্রায় অনুরূপ শ্লোক মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥"

(মুঃ ১।২।৯)

অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'—এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

ঈশোপনিষদের "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" (ঈশ-৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

বেদেও কর্ম্মনিন্দা শ্রুত হয়,—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা-মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥" (মুঃ ১।২।৭)

শ্রীমদ্ভাঃ ও পাই,—

"ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥"
"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১০।২৩, ২৬)

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও পাই,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।

অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥” (ভাঃ ৭।৫।৩১)

“স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥” (ভাঃ ৩।৩২।২)

“কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্ বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরিগতোঽপি।”
(ভাঃ ৫।১৪।৪১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥” (গীঃ ৯।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥”
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৮) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—সাম্পরায়ঃ (পরলোক-প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন অর্থাৎ শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির সাধন আত্মবিদ্যা) বালং (অবিবেকীর নিকট)

ন প্রতিভাতি (প্রকাশ পায় না) [তথা] প্রমাদ্যন্তং (সেই প্রকার প্রমত্ত অর্থাৎ পুত্র-পশু প্রভৃতিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির নিকটও আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না) [কিঞ্চ] বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ (ঐশ্বর্য্যের মোহে অবিবেকরূপতমসাচ্ছন্নের প্রতিও উহা প্রতিভাত হয় না) [সঃ—সেই ব্যক্তি] অয়ম্ লোকঃ (এই দৃশ্যমান লোকই) [আছে] পরঃ (পরলোক যাহা অদৃষ্ট) ন অস্তি (নাই) ইতি (এইরূপ) মানী (ধারণাবিশিষ্ট হইয়া) পুনঃ পুনঃ (বারবার) [জন্মলাভ করিয়া] মে (আমার) বশম্ আপদ্যতে (বশীভূত হইয়া থাকে) ॥৬॥

অনুবাদ—অবিবেকীর নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না, কারণ সে প্রমত্ত অর্থাৎ বিষয়-ভোগাশায় বশীভূতচিত্ত এবং বিত্তজনিত মোহে মূঢ় (ঘোর তমসাচ্ছন্ন), সে মনে করে—ইহলোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছু নাই, এইরূপ ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তি পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কৃতান্তের বশীভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন সাম্পরায় ইতি। পরলোকসাধনব্যাপারঃ অবিবেকিনং প্রতি ন প্রকাশতে। প্রমাদ্যন্তং অনবহিতমনস্কং বিত্তমোহেন মূঢ়ং বিষয়াশাবশীকৃতমনোরথম্।

অয়ং লোকো নাস্তীতি। অয়মেব লোকোঽস্তি পরলোকো নাস্তীতি মন্যমানঃ। মৎক্রিয়মাণযাতনাবিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। ব্যাসার্যৈঃ 'সংযমনে ত্বনুভূয়' [ব্রঃ সূঃ ৩।১।১৩] ইতি সূত্রেঽয়ং লোকো নাস্তি পর উত মানীতি পাঠানুসারেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকো নাস্তীত্যর্থো বর্ণিতস্তত্র পক্ষে তস্যেতিশেষঃ পূরণীয়ঃ। চশব্দোঽধ্যাহার্যঃ। মানীত্যস্য দুর্মানীত্যর্থঃ। শিষ্টপরিগ্রহাভাবাদয়ং লোকো

নাস্তীত্যস্যোপপত্তির্দ্রষ্টব্যা। তুর্মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যত ইত্যুত্তরত্র সংবধ্যতে ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কুতএবমসারেষু কামেষ্বাসক্তিঃ শ্রেয়ঃসাধনাদর্শনাদিত্যাহ—ন সাম্পরায় ইতি সাম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎ-প্রাপ্তিফলকঃ শাস্ত্রোক্তসাধনবিশেষঃ সম্ সম্যক্ পরা পরবর্ত্তিনি কালে দেহপাতাদূর্দ্ধমিত্যর্থঃ ঈয়তে প্রাপ্যতে ইতি সম্-পরোপসর্গযুক্তাদ্ ইণ্ ধাতোঃ কর্ম্মণি অচ্ প্রত্যয়েন সিদ্ধম্ ততশ্চ সম্পরায়ঃ প্রয়োজনমস্য ইত্যণ্ —সাম্পরায়ঃ স চ বালম্ মূর্খমবিবেকিনং প্রতি—লক্ষ্যীকৃত্য ইতি কর্ম্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়া। ন ভাতি ন প্রকাশতে যেন শাস্ত্রীয়সাধনেন পরলোক আত্মতত্ত্বং জ্ঞায়তে তাদৃশঃ সাধনবিশেষো বিষয়মূঢ়ৈর্জনৈর্নোপলভ্যতে অতঃ শ্রেয়সি ন তে নিমজ্জন্তি। কুত এবং মূঢ়তা বিত্তমোহেন ধন-নিমিত্তেনাবিবেকেন তমসাচ্ছন্নম্ অতএব প্রমাদ্যন্তং বিষয়ভোগাশাবশীকৃতমানসং বালং ন প্রতিভাতি। কীদৃশোঽয়মবিবেকী যোহি অয়মেব লোকঃ বিষয়বিশিষ্টঃ পরিদৃশ্যমানঃ অস্তি, কিন্তু পরঃ পরলোকো নাস্তীতি মানী মননশীলঃ অভিমানী জনঃ পুনঃপুনর্জায়মানো মে মৃত্যোর্বশম্ অধীনতাম্ আপদ্যতে প্রাপ্নোতি পুনঃপুনর্জন্মমরণাদি-লক্ষণদুঃখপ্রবন্ধারূঢ়এব ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ আরও বলিলেন, হে নচিকেতা! সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তচিত্ত এবং ধনাদি-বিষয়মোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট পরলোক-প্রাপ্তির সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় সাধন বা আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না। ঐ সকল বিবেকহীন ব্যক্তি দেহগেহাসক্তি বশতঃ কখনও শাস্ত্রাদি-কথিত আত্মতত্ত্ব আলোচনাও করিতে পারে না। উহাদিগের বিশ্বাস—কেবল এই পরিদৃশ্যমান ভোগ্য জগৎই আছে, এতদ্ব্যতীত পরলোক বলিয়া কিছু নাই। উহা

মানবের কল্পনাপ্রসূত, কারণ পরলোক কেহ দেখে নাই। তাহার অন্তরে এরূপ বিচার কখনও স্থান পায় না যে, মৃত্যুর পর তাহাকেই স্বকৃত যাবৎ কর্ম্মফল জন্মজন্মান্তর বিভিন্ন যোনিতে গমন পূর্ব্বক ভোগ করিতে হইবে। এই প্রকার বিচারের ফলে তাহাকে শ্রীযমের অধীন হইয়া পুনঃপুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—শ্রীযমভাগবত তদীয় দূতগণকে বলিয়াছিলেন,—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥" (ভাঃ ৬।৩।২৮)

অর্থাৎ মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল যাহা নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্ ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ!) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন কর।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥"

অর্থাৎ বদ্ধজীবের চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ-সম্বন্ধে পাই,—

"নয় লক্ষ বার জল জন্তু,
বিশ লক্ষ বার স্থাবর জন্ম,

ক্বমি কীট এগারো লক্ষ বার,
পক্ষিজন্ম দশ লক্ষ বার,
পশুজন্ম ত্রিশ লক্ষ বার,
আর মনুষ্যজন্ম চারি লক্ষ বার।"

হরিভজন না করিলে এরূপ চৌরাশী লক্ষ যোনি পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্বময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ" ॥৬॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—কথং তর্হি তস্য দুর্ম্মতির্বিবিজ্ঞৈর্নোৎসার্য্যতে—তত্রোত্তরং শ্রবণমননাদ্যভাবাদিত্যাহ—

শ্রুতিঃ—শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে সাম্পরায়-শব্দে শব্দিত পরমাত্মা) বহুভিঃ (বহুলোক কর্ত্তৃকই) শ্রবণায় অপি (শ্রবণ করিবার জন্যও) ন লভ্যঃ (সুলভ নহে, গ্রহণযোগ্য হয় না অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রবণ করিলেও তাহা শ্রবণের অগোচর হয় অর্থাৎ অনুভবের বিষয় হয় না অথবা আত্মতত্ত্ব শুনিতেই চাহে না, এই অর্থ। তবে কি আত্মতত্ত্ব শব্দের অগোচর ? তাহা নহে।) শৃণ্বন্তঃ অপি (আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও) বহবঃ

(অনেকে) যং (যে পরমাত্মাকে) ন বিদ্যুঃ (জানে না অর্থাৎ যাহারা হতভাগ্য, অসংস্কৃতচিত্ত, তাহারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেও কিন্তু সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না), অস্য (এই সাম্পরায়-শব্দিত আত্মার) বক্তা (যথাযথভাবে তত্ত্বোপদেষ্টা) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ), [অস্য—এই আত্মতত্ত্বের] কুশলঃ (নিপুণ) লব্ধা (লাভকারিব্যক্তিও) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ), কুশলানুশিষ্টঃ (নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত) জ্ঞাতা [অপি] (বোদ্ধাও) [আশ্চর্য্যঃ —দুর্লভ, অতি অল্প] ॥৭॥

অনুবাদ—শ্রুতি যে আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে তত্ত্বপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে পরমাত্মতত্ত্বকে বহুলোকে শ্রবণ করিতেও পায় না, আবার শ্রবণ করিয়াও বহুলোক আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না। কারণ এই পরমাত্মতত্ত্বের বক্তা ও অনুভবকারী ব্যক্তি অতিদুর্লভ এবং তাহার বোদ্ধাও দুর্ল্ভ আবার আত্মবিষয়ক জ্ঞানে কুশল ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যে আত্মসাক্ষাৎকার করে, তাদৃশ ব্যক্তিও দুর্ল্ভ ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শ্রবণায়াপীতি। যঃ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সঃ অনেকৈঃ পুরুষৈঃ শ্রোতুমপি ন লভ্য ইত্যর্থঃ। শ্রবণলাভোঽপি মহাসুকৃতফলমিতি ভাবঃ।

শৃণ্বন্তোঽপীতি। ন হি শ্রোতৄণাং সর্ব্বেষাং পরমাত্মপ্রতিপত্তিঃ সুলভেতিভাবঃ। আশ্চর্য্যোঽস্যেতি। অস্য কুশলো বক্তা কুশলঃ প্রাপ্তা চ দুর্ল্ভ ইত্যর্থঃ। আশ্চর্য্যো জ্ঞাতেতি। কুশলেনাচার্য্যেণানুশিষ্টো জ্ঞাতাঽপ্যাশ্চর্য্যঃ। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" ইত্যুক্তেরিতি ভাবঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্ব্বত্রাত্মতত্ত্বপ্রকাশাভাবে হেতুমাহ—শ্রবণায়াপীতি—যঃ সাম্পরায়ঃ পরমাত্মা বহুভিঃ অনেকৈঃ শ্রবণায়াপি শ্রোতুমপি ন লভ্যঃ প্রাপ্যো ন ভবতি অর্থাৎ শ্রবণবিষয়ো ন ভবতি তচ্ছ্রবণমপি মহাসুকৃতফলমিত্যর্থঃ। কিং শব্দাবেদ্যত্বাৎ ন শ্রবণগোচর ইতি, নেত্যাহ—শৃণ্বন্তোঽপি শাব্দবোধং তত্র প্রাপ্নুবন্তোঽপি বহবঃ অনেকে যম আত্মানং ন বিদ্যুঃ ন প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তি। কাৎ'স্ন্যেনেতি বা যথাবত্তেনেতি বাভিপ্রায়ঃ। কুত এতৎ? তত্রাহ—অস্য সাম্পরায়স্য কুশলঃ নিপুণঃ বক্তা যথাবত্তৎ-স্বরূপোপদেষ্টা আশ্চর্য্যঃ দুর্ল'ভঃ, তথা শ্রুত্বাপি অস্য আত্মনঃ কুশলঃ লব্ধা লাভকারী বোদ্ধেত্যর্থঃ সর্ব্বত্র তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। তথা কুশলানুশিষ্টঃ কুশলেন তত্ত্ববিদা আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ শিক্ষিত 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'ইতি শ্রুতেঃ, জ্ঞাতা আত্মনঃ অনুভবকারী আশ্চর্য্যঃ, 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' ইতি স্মৃতেঃ। 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ' ইতি শ্রুতেঃ শ্রবণপূর্ব্বকমাত্মতত্ত্বমননমাবশ্যকমিতি মত্বা শ্রুতিঃ প্রাক্ শ্রবণাদিকং প্রাথমিকমুপায়ংপ্রদর্শিতবতী তত্রাপি শ্রবণাদ্যধিকারিণো দুর্ল'ভত্বমেব ইতি শ্রুতেস্তাৎপর্য্যম্। 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।' ইতি চ স্মৃতিরত্রানুসন্ধেয়া ॥৭॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের দুল্ল'ভতা-সম্বন্ধে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন যে, পরমাত্মতত্ত্ব-বিষয় অনেকেরই শ্রবণের পর্য্যন্ত সৌভাগ্য হয় না অর্থাৎ ইহার শ্রোতা খুবই দুল্ল'ভ। কাহারও বিশেষ ভাগ্যোদয় না হইলে শ্রবণ করিবারও অবসর হয় না। অনেকে আবার শ্রবণ করিয়াও শাব্দিক জ্ঞান লাভ করিলেও তত্ত্বের অনুভব করিতে পারে না। কারণ ভক্ত-ভগবানের অতিশয় কৃপা না হইলে কাহারও পক্ষে পরমাত্মতত্ত্বের যথাযথ স্বরূপ অনুভব হওয়া সম্ভব নহে।

শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায় আপনে।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।" (ভাঃ ১১।২৯।৬)

পরমাত্মতত্ত্বের নিপুণ উপদেষ্টাও দুর্ল্লভ। আবার যদি তাদৃশ উপদেষ্টা, আচার্য্য বা গুরু পাওয়াও যায়, কিন্তু উপযুক্ত শ্রোতা বা শিষ্য আরও দুর্ল্লভ।

শ্রীগীতায়ও জীবাত্মার সম্বন্ধে পাই,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি-
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।" (গীঃ ২।২৯)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,— "জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যজ্ঞানে তত্তত্ত্ব শ্রবণ করেন, আর অনেকেই শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না; জীবাত্মার স্বরূপসম্বন্ধে এইপ্রকার ভ্রম হইতে জড়বাদ, অনিত্যচৈতন্যবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদরূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে।৭।

শ্রুতিঃ—ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—অবরেণ নরেণ (অল্পজ্ঞ মনুষ্য কর্ত্তৃক) প্রোক্তঃ (নির্দ্দিষ্ট) [এবং] বহুধা (বহু প্রকারে) চিন্ত্যমানঃ (চিন্তিত হওয়ায়) এষঃ (এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয়ঃ ন [ভবতি] (যথাযথভাবে জ্ঞেয় হইতেছে না) [আবার] অনন্যপ্রোক্তে (বিবর্ত্তবাদিমতে ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মা অভিন্ন—এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে) অত্র (এই আত্ম-বিষয়ে) গতিঃ (জ্ঞান) ন অস্তি (হয় না); [আত্মবস্তু] অণুপ্রমাণাৎ (অণু পরিমাণ হইতে) অণীয়ান্ (অণুতর, অতি-সূক্ষ্ম, সুতরাং জড়জ্ঞানে অপ্রত্যক্ষ) [আবার] অতর্ক্যম্ (তর্কের অগোচর অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা কুত্রাপি নাই, অতএব অনুমানেরও অগোচর আত্মতত্ত্ব) ॥৮॥

অনুবাদ—যদি বল, তাদৃশ বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ হইবে কেন? সেশ্বরবাদীরা তো সেই আত্মতত্ত্ব জানেনই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অতত্ত্বজ্ঞ মনুষ্য যে কেবল পদ ও পদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতত্ত্বের অনুভূতি-রহিত, তাহা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এই আত্মতত্ত্ব যথার্থ নহে, উহা অপ্রকৃষ্ট, কারণ তাহা বহুরূপে নিরূপ্যমাণ অর্থাৎ তাহাকে কেহ প্রকৃতির অধীন, অল্পগুণক ও প্রাকৃতদেহধারী প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন আবার কেহ কেহ সেই আত্মা আছে বা নাই, এরূপ সন্দেহ করেন, কেহ বা কর্ত্তা ও অকর্ত্তা, সোপাধি ও নিরুপাধি ইত্যাদি বহুরূপে বিতর্ক উদ্ভাবন করেন, সুতরাং তাহাদের নির্দ্দেশ দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব যথাযথ বিজ্ঞেয় নহে।

আবার বিবর্ত্তবাদী যিনি জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলেন, জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ মানেন না, সেই কেবলাদ্বৈতবাদী কর্ত্তৃক কথিত-মতে পরমাত্মতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান হয় না অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যে এক নহে,—এইরূপ জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান না থাকায় নিদিধ্যাসনরূপউপাসনা সিদ্ধ হয় না, অতএব ঈশ্বরের সহিত জীবের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ না থাকায় উপাসনা কিরূপে হইবে? সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদিপ্রোক্ত-বিচারে আত্মতত্ত্বের অনুভূতির অসম্ভাবনায় ব্রহ্মলোকাদি-গতি সম্ভাব্য নহে। কোনরূপ শাব্দবোধাত্মক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয় বটে কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতি হয় না। শুদ্ধভক্তের পক্ষে এ আপত্তি নাই, কারণ তাঁহারা পরমেশ্বরের সেব্যত্ব স্বীকার করেন এবং পরমেশ্বরের উপাসনালব্ধ-অনুগ্রহে তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শন ও মুক্তি তাঁহাদের সহজলভ্য হয়। প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাও আত্মতত্ত্বের বোধ হইতে পারে না; কারণ আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম, অতএব অপ্রত্যক্ষ এবং অতর্ক্য অর্থাৎ অনুমানেরও অগোচর। শুষ্ক তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় না। ভগবৎ কৃপায়ই আত্মতত্ত্ব লভ্য ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন নরেণাবরেণেতি। অবরেণাশ্রেষ্ঠেন প্রাকৃতেন পাণ্ডিত্যমাত্রপ্রয়োজনবেদান্তশ্রবণেন নরেণ দেহাত্মাভিমানিনৈব আত্মা সুবিজ্ঞেয়ো ন ভবতি। কুতো হেতোঃ। বহুধা চিন্ত্যমানো বাদিভিরিতি শেষঃ।

অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি। অনন্যেনোচ্যমানাদাত্মনোঽনন্যেন তদেকান্তিনা ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারিণা প্রোক্তেঽত্রাত্মনি যাদৃশ্যবগতিঃ সা আত্মাবগতিরবরেণ প্রোক্তে নাস্তীত্যর্থঃ। যদ্বাঽত্র সংসারে গতিশ্চঙ্ক্রমণং নাস্তীত্যর্থঃ। যদ্বাঽনন্যপ্রোক্তে স্বয়মবগতে গতিরাত্মাবগতির্নাস্তীত্যর্থঃ। অন্যপ্রোক্ত ইতি পাঠেঽবরেণ প্রোক্তে সত্যাত্মাবগ-

তির্নাস্তীত্যর্থঃ। নম্থ, যেন কেনচিদুপদিষ্টেঽপ্যূহাপোহশালিনঃ স্যাদেবে-ত্যত আহ—

অণীয়ান্ হ্যপ্রতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ। যতোঽণোরপ্যণীয়ানাত্মাঽতস্তৎস্বরূপং তর্কাগোচরম্ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কথং বক্তৃশ্রোত্রোর্দুর্ল্লভত্বম্ সেশ্বরবাদিভিস্তজ্-জ্ঞানাদিতিচেত্তত্রাহ—সম্যগ্‌জ্ঞানিনস্তে ন ভবন্তীত্যাহ—অবরেণ নরেণেতি—অবরেণ নরেণাজ্ঞানিনা মনুষ্যেণ প্রোক্ত উপদিষ্টঃ এষ আত্মা অবরঃ অপ্রকৃষ্টঃ ন যথার্থ ইত্যর্থঃ, কুতঃ? বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ অয়মাত্মা অস্তি নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা, শুদ্ধোঽশুদ্ধঃ ইত্যাদিভিঃ অথবা প্রকৃত্যুপসর্জ্জনত্বাভূমত্বপ্রাকৃতদেহোপাধিকত্বা-দিপ্রকারৈশ্চিন্ত্যমানোবাদিভির্নিরূপ্যমাণ এষ আত্মা ন সুজ্ঞেয়ো সু-সম্যক্ যথাবত্তয়া জ্ঞেয়ো ন ভবতি। অবরেণেতি পাঠে হীনে-নেত্যর্থঃ। বিবর্ত্তবাদিনা প্রোক্তে অত্র আত্মতত্ত্বে গতিঃ নাস্তি ভগবজ্-জ্ঞানমেব ন জায়তে তৈর্ব্রহ্মাদ্বৈতবাদঃ স্বীকৃতো ন তু জীবব্রহ্মণোর্ভেদ ইতি কথং জীবেশ্বরয়োঃ সেব্য-সেবক-ভাবঃ সম্ভবেৎ কথং বা পরমেশ্বরো-পাসনাংবিনা তৎ-সাক্ষাৎকারঃ স্যাদিতি মনসি কৃত্যোচ্যতে অনন্যপ্রোক্তে অহংব্রহ্মণোঽনন্য ইতি জানন্ স্বাত্মব্রহ্মণোর্ভেদমজানন্ ঐক্যমেব জানন্ যো বিবর্ত্তবাদী তেন প্রোক্তে নিরূপিতে অত্র আত্মতত্ত্বে ব্রহ্মবিষয়ে গতিঃ জ্ঞানং নাস্তি ন ভবতি যৎকিঞ্চিন্নির্ব্বিকল্পমেব ভবতি। ভক্তিহীনত্বাৎ জড়ীয় প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং তজ্‌জ্ঞানং ন সম্ভবেত্তত্রাহ—অণুপ্রমাণাৎ অণু পরিমাণাৎ অণীয়ান্ হি যত আত্মা অণুতরঃ, অতএব ন প্রত্যক্ষম্, অতর্ক্যঞ্চ এবম্ অনুমানাগোচরঞ্চ কুতঃ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ। কেবলানু-মানস্য প্রতিপক্ষাদিগ্রস্তত্বাদিতি ভাবঃ কিন্তু ভগবদ্ভক্তস্য ভগবৎকৃপয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনং সুপ্রাপ্যম্। "অনন্যচেতাঃ সততং…তস্যাহং সুলভঃ"

ইতি গীতায়াম্, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইতি শ্রীভাগবতে। তথা—'কেবলেন হি ভাবেন···মামীয়ুরঞ্জসা' ।৮।

তত্ত্বকণা—কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, নিরীশ্বরবাদিগণের পক্ষে আত্মতত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব হইলেও সেশ্বরবাদিগণ তো জানিবেনই; সুতরাং বক্তা ও শ্রোতা কি প্রকারে দুর্ল্লভ হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীযমরাজ বলিলেন যে, ঈশ্বর মানিলেও নরগণ সকলে তত্ত্বজ্ঞানী নহে। সুতরাং অতত্ত্বজ্ঞ মনুষ্যের দ্বারা কথিত আত্মোপদেশ অবর অর্থাৎ অপকৃষ্ট, তাহারা যথাযথস্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ নহে। যেহেতু তাহাতে নানাবিধ সন্দেহান্বিত বাক্য থাকে। কখনও আত্মাকে প্রকৃতির অধীন, কখনও দেহোপাধিধারী বলা হয়, আবার কেহ কেহ আত্মা সম্বন্ধে 'অস্তি', 'নাস্তি' বিচারও করিয়া বসে। কেহ বা আত্মাকে কর্ত্তা বা অকর্ত্তা, সোপাধিক ও নিরূপাধিক প্রভৃতি বলিয়া বর্ণন্ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের উপদেশের দ্বারা আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় নহে।

বিবর্ত্তবাদী বা মায়াবাদিগণ যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বলেন, যথা—জীব অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্তব্রহ্ম; আত্মার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির সংযোগ থাকে, সেই পর্য্যন্তই জীবত্ব বা সংসারিত্ব। জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। ব্রহ্ম—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া জীবাখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত। পরমার্থতঃ জীব বলিয়া কোন বস্তু নাই। ব্যাবহারিকস্তরে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং তাহার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অসংখ্যত্ব; পারমার্থিক স্তরে জীব ব্রহ্মস্বরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ইত্যাদি। —এইরূপ বিচারের মধ্যে শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান বিরাজিত নহে। পরন্তু ভ্রান্তমত।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'তত্ত্ববিবেক' নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি।

"সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্" ॥১৭॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটি মতই পুরাতন নাস্তিকমত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে সকল ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিলপ্রণীত পুরাতন দর্শন-শাস্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥১॥৯২॥

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥১॥৯৩॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে।

তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন, —'নন্বেবমীশ্বর-প্রতিপাদকশ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥১॥৯৬॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসনাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতমপ্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়-সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়স যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন;—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বর-সুখ মাত্রেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এই পর্য্যন্ত।

বৈশেষিকদর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূলসূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে

পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটি তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ মতের নিরীশ্বরত্ব অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটি থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটিই নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনি।

তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে,—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ।"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন;—

"কথং পুনরিদমবগম্যতে? অস্তি তদপূর্ব্বম্।" কিরূপে ইহার অবগতি হয়? অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটি 'অপূর্ব্ব' উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক? কম্‌টী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন?

বেদান্তশাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধুলোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্তের

সভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি-প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ;—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥"

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়—এই চারিটি উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞ্যবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কাল কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এইপ্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থ ই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে ;—

"পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যম্ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।"

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায় ;—"চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন-দশার ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-

সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে ॥১৭॥

* * * * *

"কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকম্।
ব্রহ্ম সনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কম্" ॥৩০॥

"বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটি বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটি উদিত হইয়াছে; অদ্বৈত-বাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিক-রূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্তুন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাব-সকল ব্যাবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্যমান তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোন প্রকার শক্তি নাই এবং কোনপ্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন; কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে

পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল। ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধহয় অদ্বৈত-হানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু-পরিণাম। তাহার প্রতীতি হইতে পারে ॥৩০॥

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদন্যন্ন বর্ত্ততে ॥৩১॥

একমতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটি অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি—ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতি এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাখ্যাতিরূপ বিবর্ত্তপ্রতীতি মানিলে আমাদের মতটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল্ অজ্ঞান-প্রতীতি মাত্র, এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটি ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব

বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যাবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যাবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যাবহারিক ভাণ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥৩১॥

অথবা জীবচিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥৩২॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ার বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়, জগৎও পৃথক্তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটি মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধ-কারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটি এই যে ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করা

যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাণ, আর একজন ভাণের ভাণ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ —ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরা শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সদ্‌যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম॥ ॥৩২॥"

এতদধিক জানিতে হইলে ঠাকুরের রচিত মূল-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

প্রধানকথা জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ব্যতীত উপাসনা সম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ শ্রীভগবানের উপাসনাফলেই ভক্তের ভগবদ্দর্শন ঘটে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ভগবদ্দর্শন বলিয়া কোন কথা নাই; তাঁহারা বলেন—'কেন কং পশ্যেৎ' তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার-অভাবে তত্ত্বের সম্বন্ধে বর্ণন সম্ভব হয় না, যদি কিছু বলা হয়, তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয়, তাহাও

ঠিক নহে। কারণ ভগবত্তত্ত্ব অনুমানের অগোচর। এস্থলে শ্রুতি সেই কথাই বলিতেছেন।

এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"শিষ্যগণ কহে,—'ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে'।
আচার্য্য কহে,—'বিজ্ঞমত ঈশ্বর-'লক্ষণে' ॥
শিষ্য কহে,—'ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে'।
আচার্য্য কহে,—'অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে ॥
অনুমান-প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে' ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮০-৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" (ভাঃ ১০।১৪।২৮)

অর্থাৎ হে দেব! তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে-তত্ত্ব জানিতে পারে না ॥৮॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—অতর্ক্যত্বমেব বিবৃণ্বন্ ব্রহ্মজ্ঞানোপায়মাহ—নৈষেতি—

শ্রুতিঃ—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—এষা (এই আত্মতত্ত্ববিষয়ক) মতিঃ (বুদ্ধি) তর্কেণ (তর্কদ্বারা) ন আপনেয়া (আনেয় নহে, জননীয় নহে) [অপনেয়া চ আবার দূরীকরণীয়ও, ন ভবতি—নহে], হে প্রেষ্ঠ! (হে প্রিয়তম !) অন্যেন এব (যিনি বুঝিয়াছেন জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক) প্রোক্তা (উপদিষ্ট) [এব বুদ্ধিঃ —জ্ঞানই] সুজ্ঞানায় (সম্যক্ আত্মজ্ঞানলাভের কারণ হইবে), [সে মতি কিরূপ ?] যাং (যে মতিকে) ত্বম্ (তুমি) আপঃ (লাভ করিয়াছ, এই মতি তর্কদ্বারা আনেয়ও নহে, অপনেয়ও নহে) বত (বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়) সত্যধৃতিঃ (নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও দৃঢ়সঙ্কল্প) অসি (আছ), হে নচিকেতঃ! ত্বাদৃক্ (তোমার মত আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে দৃঢ়মতি শিষ্য) প্রষ্টা (জিজ্ঞাসু) নঃ (আমাদিগের) ভূয়াৎ (সর্ব্বদা হউক) ॥৯॥

অনুবাদ—ওহে প্রিয়তম নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে মতি লাভ করিয়াছ, ইহা শুষ্কতর্ক দ্বারা পাওয়া যায় না এবং উহাকে তর্ক দ্বারা সরাইয়া দেওয়াও যায় না। যে তত্ত্ববিদ্ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানেন, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই সম্যক্ জ্ঞানের কারণ হইবে। আমি তোমার এই দৃঢ়সঙ্কল্পে বিস্মিত ও প্রসন্ন হইয়াছি যেহেতু আমি তোমাকে বহু প্রলোভন দিলেও তুমি সেই মতি হইতে বিচ্যুত হও নাই। তোমার মত তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর দেখি না, কারণ আমাকে এইরূপ প্রশ্ন আর কেহ করে নাই ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেবাহ—নৈষা তর্কেণ মতিরিতি। এষা আত্মবিষয়িণী মতিস্তর্কপ্রাপণীয়া নেত্যর্থঃ। অতস্তর্ককুশলেনাপি স্বয়ং জ্ঞাতুং ন শক্য ইত্যর্থঃ।

প্রোক্তান্যেনেতি। হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম! স্বস্মাদন্যেনৈব গুরুণোপদিষ্টা মতির্মোক্ষসাধনজ্ঞানায় ভবতি। কা পুনঃ সা মতিরিত্যত্রাহ—

যাং ত্বমাপ ইতি। যাং মতিং ত্বমাপঃ প্রাপ্তবানসি সিষাধয়িষিততয়া নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ। সত্যধৃতিরসি। সত্যাঽপ্রকম্প্যা ধৃতির্যস্য স তথোক্তঃ। বতেত্যনুকম্পায়াম্।

ত্বাদৃঙ্ন ইতি। ত্বাদৃশঃ শিষ্যোঽস্মাকং ভূয়াদিত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীমাত্মজ্ঞানোপায়ং বক্তুমারভতে, উপায়জ্ঞানং হি প্রত্যক্ষপ্রমাণেন লৌকিকদৃষ্টান্তেন তর্কেণ চ ভবতি। তত্র অতীন্দ্রিয়ে আত্মতত্ত্বে কুতঃ প্রত্যক্ষাবকাশঃ, নাপি লৌকিকদৃষ্টান্তোঽত্র সম্ভবতি তস্যালৌকিকত্বাৎ, অতঃ পারিশেষ্যাৎ তর্কেণ লভ্যা ইত্যত্রাহ—এষা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়িণী মতিঃ বুদ্ধিঃ তর্কেণ ন আপনেয়া আনেয়া অপনেয়া চ ইতি পদচ্ছেদঃ, তর্কলভ্যা ন, নাপিচ কথঞ্চিজ্জাতা সা বুদ্ধিঃ তর্কেণ ন দূরীকরণীয়া। কিন্তর্হি হে প্রেষ্ঠ! প্রিয়তম নচিকেতঃ! অন্যেনৈব জীব-ব্রহ্মভেদবাদিনা ব্রহ্মণোঽন্যোঽহমিতি তত্ত্বজ্ঞেন প্রোক্তা প্রকর্ষেণ উক্তা উপদিষ্টা মতিরেব সুজ্ঞানায় কল্পতে সম্যক্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানায় প্রভবতি সা তর্কাগম্যা কা মতিস্তত্রাহ—যাং মতিম্ ত্বমাপঃ সুকৃতিবলাৎ লব্ধবানসি, তথা সত্যধৃতিরসি শতেনাপি প্রলোভনৈরপরিহার্য্যধৈর্য্যঃ দৃঢ়সঙ্কল্পো ভবসি বত আশ্চর্য্যে। অথ হৃষ্টো যম আহ—ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যঃ সত্যসঙ্কল্পো দৃঢ়মতিশ্চ নঃ অস্মাকং প্রষ্টা জিজ্ঞাসাবান্ শিষ্যোভূয়াৎ ইত্যাশিষিলিঙ। অথবা ত্বাদৃক্ প্রষ্টা নো ভবতি ইত্যলভ্যলাভোক্তিঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান শুষ্ক তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সেই তত্ত্ববিৎ গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। তত্ত্ববিৎ বলিতে শুদ্ধভক্তকেই নির্ণয় করিতে হইবে কারণ তাঁহারাই শ্রীভগবানের স্বরূপ ও জীবের স্বরূপ যথাযথভাবে জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা জীবের সহিত শ্রীভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ দর্শন করেন। কখনও জীবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদ বা সাম্য-বিচার করেন না। জীব ও ব্রহ্মের কেবলাভেদবাদী কখনও তত্ত্ববিৎ নহেন।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

শুদ্ধতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির প্রয়োজন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রুতিতেও পাই,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)
"তদ্বিজ্ঞানার্থম্ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ"
(মুণ্ডক ১।২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অতএব হে প্রিয়তম নচিকেতঃ! তুমি আত্মস্বরূপ জানিবার জন্য যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা লাভ করিয়াছ, ইহা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। আমি তোমাকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিলেও তোমার বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। এইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য খুবই দুর্ল্লভ। তোমার ন্যায় এরূপ কেহ আমাকে কখনও নিগূঢ় তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করে নাই। আমি তোমার ব্যবহারে ও নিষ্ঠায় বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসুই যেন আমার নিকট আসে।

তর্কের পথ আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধভক্তের পথই অনুসরণীয়। যক্ষের প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরও বলিয়াছেন,—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"
(মহাভারত—বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়-পর্ব্বে ৩১৩ অঃ ১১৭)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৫৪-৫৫)

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই অক্ষজবিচারপরায়ণ তার্কিকগণের মোহজনয়িত্রী—একথা শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥"
(ভাঃ ৬।৪।৩১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২২।৪ শ্লোকও আলোচ্য ॥৯॥

শ্রুতিঃ—জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—অহম্ (আমি—যম) শেবধিঃ (নিধি অর্থাৎ ইহ-পর-লোকের ভোগৈশ্বর্য্য, যাহা কর্ম্মফলস্বরূপ, তাহা) অনিত্যং ইতি (অনিত্য বলিয়া) জানামি (জানি), হি (যেহেতু) তৎ ধ্রুবং (সেই শাশ্বত পরব্রহ্মকে) অধ্রুবৈঃ (অনিত্য পদার্থের দ্বারা বা অনিত্য সাধনের দ্বারা) ন প্রাপ্যতে হি (পাওয়া যায় না, ইহা নিশ্চিত অথবা ধ্রুব-জ্ঞানরহিত অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি-বিরহিত ব্যক্তিগণ সেই ব্রহ্মকে পায় না, ইহা স্থির) ততঃ (সুতরাং ইহা জানিয়াই) ময়া (আমি—যম) অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ (অনিত্য ইষ্টকাদি দ্বারা) নাচিকেতঃ (ইষ্টকাদি চয়ন পূর্ব্বক তাহাতে স্থিত নাচিকেতসংজ্ঞক) অগ্নিঃ (অগ্নিকে) চিতঃ (নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, ভগবদর্পণ-সহকারে আরাধনা করিয়াছি), [তাহার ফলে] নিত্যং (নিত্যবস্তু পরমাত্মাকে ও যমপদ) প্রাপ্তবান্ অস্মি (পাইয়াছি অথবা আমি জানি যে, অধ্রুব দ্বারা ধ্রুব পাওয়া যায় না, সেইজন্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত শুদ্ধ জ্ঞান-লাভের উদ্দেশে অনিত্য ইষ্টকাদি দ্রব্য দ্বারা নাচিকেত অগ্নির অন্তর্য্যামীকে নিষ্কামভাবে আরাধনা করিয়াছি এবং সেইজন্য এই নিত্যফলসাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥১০॥

অনুবাদ—ওহে নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মতত্ত্ব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা আমি জানি—কর্ম্মফলস্বরূপ রত্নের আকর অনিত্য, অথবা 'অ' অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও নিত্য সেই পুরুষই রত্ন, অধ্রুব অনিত্য দ্রব্য দ্বারা সেই শাশ্বত পরব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। অথবা অধ্রুব অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তিরহিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পায় না, এই কারণে আমি ইষ্টকাদি দ্বারা সর্ব্ব ফলকামনা ও আসক্তিরহিত হইয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ভগবদর্পণের উদ্দেশে নাচিকেতসংজ্ঞক অগ্নি চয়ন (আরাধনা) করিয়াছি এবং তাহার ফলে আমি নিত্য পরমাত্মাস্বরূপ এবং এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তুমি ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই একমাত্র অভিলাষ করিতেছ ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুনরপি তুষ্ট আহ। জানাম্যহমিতি। শেবধির্নিধিঃ। কুবেরাদ্যৈশ্বর্য্যমেবং জাতীয়কং কর্ম্মফললক্ষণমনিত্যমিতি জানামি। ন হ্যধ্রুবৈরিতি। ধ্রুবং তৎ আত্মতত্ত্বমধ্রুবৈরনিত্যফলসাধন-ভূতৈরনিত্যদ্রব্যসাধ্যৈর্ব্বা কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ।

ততো ময়েতি। এবং জ্ঞাতবতা ময়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনজ্ঞানোদ্দেশে-নানিত্যৈরিষ্টকাদিদ্রব্যৈর্নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতস্তস্মাদ্ধেতোর্নিত্যফলসাধনং জ্ঞানং প্রাপ্তবানস্মীত্যর্থঃ। অতো ব্রহ্মপ্রাপ্তের্জ্ঞানৈকসাধ্যত্বস্য ন বিরোধঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ত্বয়া পৃষ্টমাত্মতত্ত্বমহং জানামি ইত্যাহ যমঃ—শেবধিঃ নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণঃ অনিত্যম্ অস্থায়িবস্তু ইত্যহং জানামি যদ্বা অনিত্যম্ ইতি যোগবিভাগঃ—অকারবাচ্যং ব্রহ্ম চ তৎ নিত্যঞ্চেতি তৎ শেবধিঃ নিধিঃ নিধিসদৃশং পরমপুরুষার্থহেতুরিত্যহং জানামি অন্যো নিধিঃ ন নিত্য ইতি ভাবঃ। অতএব অধ্রুবৈঃ

অনিত্যৈর্নিধিভিঃ তদ্ ধ্রুবং পরব্রহ্ম ন প্রাপ্যতে ইতি হি নিশ্চয়ে, হি ইতি প্রথমোক্তং হেতৌ, হি যস্মাৎ কারণাৎ অধ্রুবৈঃ অনিত্যৈঃ ধ্রুবং ন প্রাপ্যতে যদ্বা অধ্রুবৈঃ ন বিদ্যতে ধ্রুবং ব্রহ্ম যেষাং তৈঃ শুদ্ধজ্ঞান-ভক্ত্যাদিরহিতৈঃ, যদ্বা ধ্রুবং তদ্ আত্মতত্ত্বং অধ্রুবৈঃ অনিত্যফলসাধনভূতৈঃ, অনিত্যদ্রব্যসাধ্যৈর্বা কর্ম্মভি র্ন প্রাপ্যতে, ততঃ তস্মাৎ এবং জ্ঞানাদ্ধেতোঃ ময়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনজ্ঞানোদ্দেশেন অনিত্যৈরিষ্টকাদিভির্নাচিকেতঃ তন্নামা অগ্নিঃ চিতঃ নিষ্কামভাবেন-ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা আরাধিতঃ, অতএব নিত্যং নিত্যফলসাধনংজ্ঞানং প্রাপ্তবানস্মি, ত্বমপি নচিকেতঃ! এবং কুরু ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে শ্রীযমমহারাজ বলিতেছেন যে, হে নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা আমি জানি। কিরূপ?

কর্ম্মফলরূপ নিধি অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য ফলসমুদয় অনিত্য। শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তু। তিনিই পরম নিধি বা পরম পুরুষার্থ। অনিত্য কর্ম্মচেষ্টা দ্বারা বা অনিত্য দ্রব্যাদি দ্বারা নিত্যবস্তু শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমি ইষ্টকাদি চয়নপূর্ব্বক যে অগ্নির আরাধনা করিয়াছি, উহা অনিত্য ভোগের জন্য করি নাই। কারণ আমি জানি যে, ইহলোকে ও পরলোকে যে ভোগাদি লাভ হয়, তাহা সকলই অনিত্য। সুতরাং আমি নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানে ফলার্পণ-সহকারে চিত অগ্নিরূপ অধিষ্ঠানে তদন্তর্য্যামী শ্রীহরিকেই আরাধনা করিয়াছি, তাহারই ফলে এই শ্রীহরি আমাকে তাঁহার অধিকৃত দাসরূপে এই যমের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেইহেতু পরমাত্মজ্ঞানের সঙ্গে এই অধিকারে থাকিয়া শ্রীভগবানের আদিষ্ট সেবায় নিযুক্ত আছি। তুমিও সৌভাগ্যক্রমে

ফলকামনা রহিত হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিবার পিপাসু হইয়াছ। সুতরাং তোমার পক্ষেও নিষ্কাম-ভগবদর্পিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। সর্ব্ববস্তুর অন্তর্য্যামী শ্রীহরি। অথবা শ্রীহরিই সর্ব্বময়। সুতরাং সর্ব্বত্র পরমাত্মসম্বন্ধ দর্শন পূর্ব্বক তদুদ্দেশ্যে কর্ম্মাচরণ করিলে তিনিই শুভ ফল অর্থাৎ তদীয় জ্ঞান ও তদীয় ভক্তি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণ-সেবার অধিকারী করিবেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানে মুক্তি কিন্তু ব্রহ্মে ভক্তিলাভ হইলে মুক্তি লাভের পর শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যপার্ষদ হইয়া তাঁহার নিত্যসেবাধিকার লাভ হয়।

শ্রীযমের বাক্যে পাই,—

"দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥"
(ভাঃ ৬।৩।২১)

শ্রীযমরাজ অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥"

শ্রীরুদ্রের বাক্যেও পাই,—

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥" (ভাঃ ৪।২৪।২৯)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥"
(ভাঃ ১১।২০।১০-১১)

নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ জ্ঞানজনক এবং জ্ঞান মোক্ষপ্রদ কিন্তু সাক্ষাৎ ভক্তিজনক নহে। কেননা, ভক্তি যাদৃচ্ছিকী। ভক্তিদেবী স্বতন্ত্রা ও নিরপেক্ষা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক দৈবাৎ যদি কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি ঐ ভক্তিদেবীকে লাভ করেন। কথিত শ্লোকে 'যদৃচ্ছা' পদটি তাহার প্রমাণ।

নানা দেবোপাসকগণেরও এই পৃথিবীতে ভাগবত-সঙ্গক্রমে যে শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হয়, তাহাতেই সকল কল্যাণ লাভ হয়।

অতএব কেবলা ভক্তিই হউক আর কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হউক, সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি লাভ হয় না। তবে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমৎ সাধুসঙ্গে শান্তরতিমাত্র আর শুদ্ধভক্ত সঙ্গে প্রেম লাভ হয়॥১০॥

শ্রুতিঃ—কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—হে নচিকেতঃ! কামস্য (কামনার) আপ্তিং (যেথানে পরিসমাপ্তি অর্থাৎ যাঁহাকে পাইলে আর অন্য কামনা থাকে না) জগতঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বস্তুর অর্থাৎ সমস্ত জগতের) প্রতিষ্ঠাং (যিনি আশ্রয় অর্থাৎ

সর্ব্বাত্মকত্ব-নিবন্ধন প্রতিষ্ঠা—পরাকাষ্ঠাস্বরূপ) ক্রতোঃ (ভগবদুপাসনার অথবা ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের) অনন্ত্যং (অনন্ত ফলদাতা) অভয়স্য (সর্ব্ববিধ ভয়-নিবৃত্তির) পারম্ (পরাকাষ্ঠা) স্তোমমহৎ (যিনি স্তবনীয় ও মহৎ অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদিগুণে মহান্ অথবা স্তোত্রসাধনভূত মন্ত্র হইতেও যিনি মহৎ) উরুগায়ং (যাবৎ বেদ কর্ত্তৃক, মহান্ ব্রহ্মাদিকর্ত্তৃক অথবা মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক গীয়মান) প্রতিষ্ঠাং (মুক্তের আশ্রয়—প্রশস্ত বৈষ্ণবপদ অথবা নিজের উত্তম গতি) দৃষ্ট্বা (বিচার করিয়া—জানিয়া অর্থাৎ উক্ত গুণবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণুকে জানিয়া) ধীরঃ [ত্বং] (বিবেকী তুমি) ধৃত্যা (ধৈর্য্য-বলে) অত্যস্রাক্ষীঃ (ক্ষুদ্রকামনা—প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছ) ॥১১॥

অনুবাদ—ওহে নচিকেতঃ ! যাঁহাকে পাইলে সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হয়, যিনি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের সহিত সমস্ত জগতের আশ্রয়, যজ্ঞ-কার্য্যের যিনি অনন্তফল স্বরূপ, অভয়ের পরাকাষ্ঠা, যিনি মন্ত্রদ্বারা স্তবনীয় ও মহৎ অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও অন্যান্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণে বিভূষিত, সেই উরুগায় শ্রীবিষ্ণুকে মুক্তির আশ্রয় এবং প্রশস্ত বৈষ্ণব পদ ও তাহাই নিজের উত্তম গতি—ইহা বিচার করিয়া বিবেক লাভ করিয়াছ এবং ধৈর্য্যবলে সংসার-ভোগজাত যাবৎ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি ধন্য ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—"ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা" ইতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তং নচিকেতসঃ শ্রবণাধিকারং বিবৃণোতি—

কামস্যাপ্তিমিতি। ক্রতোঃ কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠাং ফলভূতাং জগতঃ কামস্যাপ্তিং চতুর্ম্মুখস্থানপর্য্যন্তসর্ব্বলোকসংবন্ধিরূপাদি বিষয়াত্মককামপ্রাপ্তিঞ্চ দৃষ্ট্বা মোক্ষস্বরূপমাহ—আনন্ত্যমভয়স্য পারমিত্যাদিনা। অবিনাশিত্বম-

ত্যস্তনির্ভয়ত্বমপহতপাপ ্মত্বসত্যসংকল্পত্বাদিমহাগুণগণরূপস্তোমমুরুকীর্ত্তিং চ স্থৈর্য্যং চ মোক্ষগতং দৃষ্ট্বা লৌকিকান্ কামান্ প্রজ্ঞাশালী ত্বং ত্যক্তবানসীত্যর্থঃ। যদ্বা মোক্ষরূপপরমাত্মস্বরূপ এব সর্ব্বকামাবাপ্তিং তত্রৈব সকলজগদাধারত্বং ক্রতোরনন্তফলরূপতাং চেত্যেবং সর্ব্বং পরমাত্মবিষয়তয়া যোজনীয়ম্ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলমহমেব জানামি মৎপ্রসাদাত্ত্বমপি এতত্তত্ত্বং জানাসি ইতি ভাবেন প্রাগুক্তমনুবদতি—কামস্যাপ্তিং সর্ব্বেষাং কামানাং পরিসমাপ্তিভূতং তথাচ স্মৃতিঃ 'তদ্বৎ কামা যংপ্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামীতি'। জগতঃ সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ বিশ্বস্য প্রতিষ্ঠাম্ আশ্রয়ং, ক্রতোঃ উপাসনায়াঃ যজ্ঞস্য বা আনন্ত্যম্ অনন্তফলম্, অভয়স্য পারং পরাং কাষ্ঠাং স্তোমস্তত্যং চ মহদণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদ্যনেকগুণান্বিতম্ উরুগায়ম্ উরুভির্মহদ্ভির্গীয়মানং প্রশস্তমিত্যর্থঃ, বৈষ্ণবং পদং প্রতিষ্ঠামাত্মন উত্তমাং গতিঞ্চ দৃষ্ট্বা বিচার্য্য ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ ধীরঃ বিবেকী ত্বং সর্ব্বমেতৎ সংসারভোগজাতমত্যস্রাক্ষীঃ পরিত্যক্তবান্ অহোবতানুত্তমগুণোঽসি। 'অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্' ইতি পূর্ব্বোক্তদ্বয়স্য (১।১।১৪) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যমিত্যনেনানুবাদঃ। 'স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে' (১।১।১৩) ইত্যস্য অভয়স্য পারমিত্যনেনানুবাদঃ, 'ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বেত্যনেন (১।১।১৭) উক্তং 'স্তোমমহদুরুগায়মিত্যস্যানুবাদো জ্ঞাতব্যঃ। প্রাপ্তস্য পুনঃ কথনমনুবাদ ইতি তল্লক্ষণম্ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—মহতের কৃপায় যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযমরাজ বলিলেন যে, হে নচিকেতঃ! কেবল যে আমিই আত্মতত্ত্ব জানিয়াছি, তাহা নহে, আমার অনুগ্রহে তুমিও লাভ করিয়াছ। তুমি ধীর সুতরাং ধৈর্য্যের দ্বারা এবং ভগবৎ-কৃপাবলে

বিত্তাদি-প্রাপ্তিরূপ কাম আত্যন্তিকভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছ। কারণ তুমি ভাগ্যফলে মৎপ্রসাদে বুঝিতে পারিয়াছ যে, শ্রীবিষ্ণুই সমগ্র জগতের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তিনিই তদীয় উপাসনা বা তদীয় জ্ঞানের অক্ষয় ফলদাতা, তিনি সমগ্র ভয় দূরীভূত করিতে পারেন সুতরাং অভয়ের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ, তিনি একমাত্র স্তবনীয় এবং মহৎ; আবার ইহাও বলা যায় যে, যাবৎ স্তবের দ্বারা বা মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার কৃপাব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না, যাবৎ বেদ, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মুক্তিকামী পুরুষগণ সর্ব্বদা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি সমগ্র মুক্তপুরুষগণের একমাত্র আশ্রয় বা গতিস্বরূপ; শ্রীবিষ্ণুর এই সকল মহিমা ভগবৎপ্রসাদে তুমি জানিতে পারিয়াই আর ক্ষুদ্র কাম্য বস্তুর যাচ্ঞা কর নাই। তুমি মহাভাগ্যবান্।

একদিন যেমন বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রগণকে আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয়মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ নচিকেতাও আজ ভাগবতপ্রবর শ্রীযমের নিকট অন্যকামনা না করিয়া কেবলমাত্র আত্ম-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সৎসঙ্গের ইহাই মহিমা। মহতের দর্শনমাত্রেই যে এইরূপ কৃপা লাভ হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতে শ্রীনিমিরাজের বাক্যে পাই,—

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥"
(ভাঃ ১১।২।৩০)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫৪)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

পরম বৈষ্ণব শ্রীযমরাজের সাক্ষাৎ সঙ্গের ফলে তৎকৃপাতেই নচিকেতার বিষয়বাসনারূপ অনর্থের নাশ এবং শ্রীবিষ্ণুপদে মতি লাভ হইয়াছে। তাই তিনি একমাত্র পরমার্থ ব্যতীত অন্য ভোগ্য কোন বস্তুর কামনা করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিষ্কিঞ্চন ভক্তের আদর্শে পাই,—

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ ॥" (ভাঃ ১১।১৪।১৪)

অন্যত্র শ্রীবৃত্রের বাক্যে—ভাঃ-৬।১১।২৫ এবং শ্রীনাগপত্নীগণের বাক্যে—ভাঃ-১০।১৬।৩৭, ইহার অনুরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় ॥১১॥

শ্রুতিঃ—তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—দুর্দর্শং (যাঁহার দর্শন অতি প্রযত্নসাধ্য) গূঢ়ম্ (অনভিব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ যোগমায়ার দ্বারা আবৃতস্বরূপ) অনুপ্রবিষ্টং (সকল প্রাণিমধ্যে প্রেরকরূপে প্রবিষ্ট) গুহাহিতং (শরীর-মধ্যে

কোথায় তিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'গুহাহিত' অর্থাৎ হৃদয়-গুহা-মধ্যে স্থিত) [তাহার মধ্যে তাঁহার স্থিতির প্রমাণ কি ?] গহ্বরেষ্ঠম্ (অন্তর্য্যামী, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক অথবা সংসাররূপ গহনবনে অবস্থিত), পুরাণম্ (অনাদি, সনাতন, দেহাদির মত উৎপত্তি-বিনাশশীল নহেন) [কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইবে ?] অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন (শব্দাদি-বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত মনে যে পরমাত্ম-ধ্যান-যোগ, তাহাই অধ্যাত্মযোগ, তাহার দ্বারা যে অধিগম অর্থাৎ জীবের ভক্তিলক্ষণ উপায়ের দ্বারা অধিগত) তং দেবং (সেই পরমেশ্বরকে) মত্বা (জ্ঞাত হইয়া) ধীরঃ (শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি) হর্ষশোকৌ (বিষয়ের প্রাপ্তিতে আনন্দ ও তাহার বিনাশে শোক) জহাতি (পরিত্যাগ করে অর্থাৎ হর্ষ-শোকের অতীত হয় ॥১২॥

অনুবাদ—ওহে নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মতত্ত্বকে জানিতে চাহিয়াছ, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় দুঃখে বা কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, তিনি অতিশয় গূঢ় অর্থাৎ যোগমায়ার দ্বারা আবৃতস্বরূপ, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল প্রাণীর মধ্যেই প্রেরকরূপে অনুপ্রবিষ্ট, হৃদয়রূপ গুহামধ্যে তাঁহার অবস্থিতি এবং গহ্বরেষ্ঠ অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বহুবিধ অনর্থসঙ্কুল চিত্তাদিতে অন্তর্য্যামী প্রতীয়মান না হইলেও মুক্ত জীবে বিশেষরূপে অবস্থিত, পুরাতন—নিত্য-পুরুষ সেই পরমেশ্বরকে চৈতন্যময় ও লীলাময় জানিয়া যোগাধিগম দ্বারা অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত চিত্তে ভক্তিযোগের দ্বারা তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন এবং মুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তৃতীয়ং প্রশ্নং প্রতিবক্তি—তং দুর্দর্শমিত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন—"তং দুর্দর্শং"—"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ" ইত্যুক্তরীত্যা

দ্রষ্টুমশক্যং, গূঢ়ং তিরোধায়ককর্ম্মরূপাবিদ্যাতিরোহিতম্। সর্ব্বভূতানু-প্রবিষ্টম্। গুহাহিতং হৃদয়গুহাবর্ত্তিনম্। গহ্বরেষ্ঠমন্তর্য্যামিণম্। পুরাণম-নাদিম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন। বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংগৃহীতচেতস আত্মনি সমবধানমধ্যাত্মযোগঃ "যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞঃ" "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণঃ। তেন যোঽয়মধিগমো জীবা-ত্মজ্ঞানং তেন হেতুনা দেবং পরমাত্মানং মত্বেত্যর্থঃ। জীবাত্মজ্ঞানস্য পরমাত্মজ্ঞানহেতুত্বাদিতি ভাবঃ। হর্ষশোকৌ বিষয়লাভালাভপ্রযুক্তহর্ষ-শোকৌ জহাতীত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তৃতীয়ং প্রশ্নং প্রতিবক্তি তং দুর্দর্শমিত্যাদিনা। 'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ' ইত্যুক্তরীত্যা ভক্তিহীনেন দ্রষ্টুমশক্যং, গূঢ়ং তিরোধায়ককর্ম্মরূপাবিদ্যয়াতিরোহিতস্বরূপম্ যোগমায়য়া আবৃত-স্বরূপং বা, অনুপ্রবিষ্টং সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্টং 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবি-শদ্'ইতি শ্রুত্যেকবাক্যত্বাৎ। গুহাহিতং হৃদয়গুহাবর্ত্তিনং, গহ্বরেষ্ঠম্ —অন্তর্য্যামিণং, পুরাণং নিত্যমনাদিং ন তু দেহাদিবৎউৎপন্নং, অধ্যাত্মযোগাধিগমেন—বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতচেতস আত্মনি, যো ভক্তিযোগঃ সমবধানং ধ্যানযোগ ইত্যর্থঃ তেনাধিগমঃ পরমাত্মজ্ঞানং তেন দেবং দ্যোতমানং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা জীবাত্মজ্ঞানস্য পরমাত্মজ্ঞান-হেতুত্বাদিতিভাবঃ অথবা ধ্যানযোগস্য প্রাপকেণ ভক্তিলক্ষণেনোপায়েন জ্ঞাত্বা ধীরো বিবেকী হর্ষশোকৌ কামপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিভ্যাং যথাক্রমমানন্দং শোকঞ্চ জহাতি ত্যজতি, 'ত্যজতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যেকবাক্য-ত্বাৎ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ বলিতেছেন যে, হে নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়াছ, সেই তত্ত্ব অতিশয় দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় দুঃখেই অবগত হওয়া যায় সুতরাং অত্যন্ত প্রযত্নের দ্বারা

জানিতে হইবে ; কারণ তিনি গূঢ় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকলের নিকট অভিব্যক্ত নহেন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

(গীঃ ৭।২৫)

সেই পরমাত্মবস্তু সর্ব্ব জগতের অন্তর্য্যামী, সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়-গুহাতে অবস্থিত। মুক্তজীবের হৃদয়ে তিনি যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, বদ্ধজীবের হৃদয়স্থ হইলেও বদ্ধজীব তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। তিনি সনাতন পুরুষ, তাঁহাকে একমাত্র অধ্যাত্মযোগের দ্বারাই অধিগম করা যায় অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে তাঁহাকে নিত্য চিন্ময় ও লীলাময় জানিয়া তৎপ্রাপক ভক্তিযোগের দ্বারা অনুধাবন করিলে সেই পরম দেব, পরমেশ্বর পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারা যায়। যিনি ভাগ্যফলে মহতের কৃপাক্রমে ভজনপ্রভাবে তাঁহার দুর্গম তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনিই ধীর। ভগবদ্ প্রাপ্তির ফলে তিনি শোক ও মোহের অতীত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতাতেও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা-অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

(গীঃ ১১।৫২-৫৪)

ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—"শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি এখন আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা—সুদুর্দ্দর্শনীয়, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্য রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল, যে, সকলেই এই মানুষ রূপ দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপে দুর্দ্দর্শনীয় হইল? তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি, শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ-সম্বন্ধে দর্শকদিগের তিন প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎ-প্রতীতি, অবিদ্বৎ-প্রতীতি ও যৌক্তিক প্রতীতি। অবিদ্বৎ মূঢ় প্রতীতি দ্বারা মানবগণ আমার এই মায়িক অর্থাৎ জড়ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য প্রতীতিকে 'সত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাব জানিতে পারে না। যৌক্তিক বা দিব্য প্রতীতি দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে জড়ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য বলিয়া মনে করিয়া, হয় আমার বিশ্বব্যাপী বিরাট্ মূর্ত্তিকে, নতুবা বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাব-গত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'নিত্যতত্ত্ব' বলিয়া মনে করতঃ আমার এই মানুষাকারকে 'অর্চ্চনোপায়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা আমার এই মানুষ-রূপকে সাক্ষাৎ 'সচ্চিদানন্দধাম' বলিয়া চিচ্চক্ষুর্বিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; অতএব সাক্ষাদ্ দর্শন —দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিবই আমার শুদ্ধভক্ত; অতএব তাঁহারা এই রূপের দর্শন লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধসখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করতঃ নিত্যরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই;—

"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥"

(ভাঃ ১১।১২।৯)

আরও পাই,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা বাস করেন, ইহা শ্রীনারদের বাক্যেও পাই,—

"অপহৃতসকলৈষণামলাত্মন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়ম্ ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি॥"
(ভাঃ ৪।৩১।২০)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)॥১২॥

শ্রুতিঃ—এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ꣳ হি লব্ধ্বা
বিবৃতꣳ সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[যো] মর্ত্ত্যঃ (যে মনুষ্য) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) শ্রুত্বা (মহাপুরুষগণের নিকট শ্রবণ করিয়া) [সংপরিগৃহ্য—মননাদিপূর্ব্বক] ধর্ম্ম্যং (এইরূপ ধর্ম্মময়, জগতের ধারণকর্ত্তা) অণুম্ (সূক্ষ্ম ভগবৎ-স্বরূপকে) প্রবৃহ্য (শক্তিবর্গ অর্থাৎ জীবশক্তি ও মায়াশক্তি হইতে পৃথক্ করতঃ) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ বিচারপূর্ব্বক) [আস্তে—থাকে] স এতম্ (সেই বিবেকী এই

পরমেশ্বরকে) আপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) মোদতে হি (পরমানন্দ লাভ করেন) [অতএব এনং] মোদনীয়ং (এই পরমানন্দদায়ক ভগবান্‌কে) লব্ধ্বা [স্থিতং] (লাভ পূর্ব্বক স্থিত) নচিকেতসং (নচিকেতার প্রতি) সদ্ম (বৈকুণ্ঠদ্বার) বিবৃতং (উন্মুক্ত) [অহং] মন্যে (আমি স্থির মনে করিতেছি) ॥১৩॥

অনুবাদ—যে মানব মহৎপুরুষগণের শ্রীমুখে পরব্রহ্মতত্ত্ব শুনিয়া জগতের ধারণকর্ত্তা, দুর্জ্ঞেয় শ্রীভগবান্‌কে প্রকৃত্যাদি শক্তিবর্গ হইতে পৃথক্ বুঝিয়াছেন এবং ভক্তিযোগে মননাদি দ্বারা অধিগত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্যক্তিই পরমানন্দময় শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি—নচিকেতা যখন শ্রীভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়াছে তখন তাহার জন্য বৈকুণ্ঠদ্বার উন্মুক্ত ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্যেতি। এতদাত্মতত্ত্বং শ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মননাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যম্। কর্ম্মসাধ্যং শরীরাদি প্রবৃহ্য পৃথক্‌কৃত্য পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। অণুমেতমাপ্য। এতং স্বাত্মভূতং সূক্ষ্মতয়া চক্ষুরাদ্যগোচরং "অণীয়ান্‌অণুং হ্যপ্রতর্ক্যম্" ইতি নির্দ্দিষ্টং পরমাত্মানং দেশবিশেষে প্রাপ্য।

স বিদ্বান্মোদনীয়ং প্রীতিবিষয়মপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টং স্বস্বরূপং লব্ধ্বা মোদত আনন্দী ভবতীত্যর্থঃ। "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছাঃ ৮।৩।৪] 'স তত্র পর্যেতি জক্ষন্‌ক্রীড়ন্ রমমাণঃ' [ছাঃ ৮।১২।৩]. ইতি শ্রুত্যর্থোঽত্রানুসংধেয়ঃ।

এবং প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা নচিকেতসং মোক্ষার্হত্বেন স্তৌতি—বিবৃতং সদ্মেতি।

নচিকেতসং প্রতি ব্রহ্মরূপং সদ্ম ধাম বিবৃতদ্বারং প্রবেশার্হং মন্য-ইত্যর্থঃ। 'তস্যৈষ আত্মা বিশতি ব্রহ্মধাম' [মুঃ ৩।২।৪] ইতি শ্রুতেঃ। নমু 'ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা' ইতি শ্রুত্যৈকার্থ্যায়াধ্যাত্মযোগাধিগমেন মত্বেত্যত্রাপি পরমাত্মাত্মকজীব এব প্রতিপাদ্যতাম্। ততশ্চ তং দুর্দর্শ-মিতি পূর্বখণ্ডোঽপি জীবপর এবাস্তু। ততশ্চ "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ" ইতি পূর্বসংদর্ভোঽপি পরিশুদ্ধজীবস্বরূপপর এবাস্তু। ততশ্চ—

"আশ্চর্য্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাঽপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।"
(গীঃ ২।২৯]

ইতি পরিশুদ্ধাত্মবিষয়গীতাবচনৈকার্থ্যমপ্যুপপদ্যত ইতি চেন্ন। ব্রহ্মজজ্ঞমিতি মন্ত্রে ব্রহ্মজত্বরূপোপক্রমশ্রুতজীবলিঙ্গবলেন চরমশ্রুতদেব-শব্দস্য দেবাত্মকত্বরূপার্থপ্রাপণেঽপি তং দুর্দর্শমিতি মন্ত্রে তাদৃশজীব-লিঙ্গাভাবেন দেবমিত্যস্য দেবাত্মকমিত্যর্থাশ্রয়ণাযোগাৎ। এতদেবা-ভিপ্রেত্য ভগবতা ভাষ্যকৃতা 'গুহাং প্রবিষ্টৌ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।১১] ইতি সূত্রে "পরমাত্মনস্তাবত্তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টমিতি গুহাপ্রবেশো দৃশ্যত" ইত্যুক্তম্। তথৈবায়ং মন্ত্রঃ পরমাত্মপরতয়া ব্যাসার্যৈর্বিবৃতঃ। গহ্বরেষ্ঠমিতি পদেন তু পরমাত্মনো গহ্বরশব্দিতদুর্বিজ্ঞেয়পরিশুদ্ধাত্ম-স্বরূপশরীরকত্বমপ্যুক্তম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—ব্রহ্মজজ্ঞমিতি মন্ত্রে পর-মাত্মাত্মকপরিশুদ্ধজীবস্বরূপং প্রতিপাদ্যতে, তং দুর্দর্শমিতি মন্ত্রে তু জীব-শরীরকপরমাত্মস্বরূপং প্রতিপাদ্যত ইতি ন তয়োরৈকার্থ্যহানিঃ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতজ্‌জ্ঞানং কথং ভবতি? মহতামুপদেশে-নেত্যাহ—এতচ্ছ্রুত্বেতি—এতৎ আত্মতত্ত্বং শ্রুত্বা মহদ্ভ্যঃ সকাশাৎ আকর্ণ্য, ধর্ম্যং জগদ্ধারকম্, অণুং সূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ং ভগবন্তং প্রবৃহ্য

শক্তিবর্গাৎ পৃথক্কৃত্য সম্পরিগৃহ্য স্বাত্মভূতং পরমাত্মানং জীবাদ্ ভেদেন জ্ঞাত্বা, আস্তে স এনং মোদনীয়ং পরমানন্দদায়কং পরমাত্মানং 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' ইত্যেকবাক্যত্বাৎ, আপ্য—প্রাপ্য মোদতে আনন্দী ভবতি, হি নিশ্চয়ে, এনম্ ভগবন্তং লব্ধ্বা জ্ঞাত্বা স্থিতং জানন্তমিত্যর্থঃ, নচিকেতসং ত্বাং প্রতি সদ্ম বৈকুণ্ঠদ্বারং বিবৃতং প্রকটিতমুন্মুক্তং মন্যে জানামি ত্বং হি ব্রহ্মজ্ঞতয়া বিশেষতো সর্ব্বকাম-ত্যাগেন মোক্ষার্হোঽসীতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযমরাজ বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে মহতের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ হইতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয় এবং শ্রবণানন্তর ভক্তি-সহকারে মননাদি করতঃ ঐকান্তিকভাবে বিচার করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বজগতের ধারণকর্ত্তা, তিনি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি হইতে পৃথক বস্তু, তাঁহার তত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম, তিনি সকল জীবের আরাধ্য কিন্তু মুক্ত জীবগণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করেন; কারণ শ্রীভগবান্ পরমানন্দময় এবং যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারাও পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

নচিকেতার ভক্তি-দর্শনে যমরাজ বলিলেন যে, ইহা অবধারিত হইতেছে যে, নচিকেতার বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শীঘ্রই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবে।

মহতের শ্রীমুখ-বাক্য-শ্রবণের ফলেই যে শ্রীভগবান্ লাভ করা যায় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" (ভাঃ৩।২৫।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তির দ্বারাই জীবের মায়াবন্ধন দূর হইয়া থাকে। যেমন পাই,—"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।" (ভাঃ ১২।১৩।১৮)॥১৩॥

শ্রুতিঃ—অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—ধর্ম্মাৎ (শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মফল ও ধর্ম্মসাধন হইতে) অন্যত্র (পৃথক্‌ভূত অর্থাৎ যাঁহাকে ধর্ম্মানুষ্ঠান্ প্রভৃতি দ্বারা পাওয়া যায় না) অধর্ম্মাৎ (বিহিতের অকরণরূপ পাপ হইতে) অন্যত্র (অসম্পৃক্ত অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত) [তথা] অস্মাৎ (এই পরিদৃশ্যমান) কৃতাকৃতাৎ (কার্য্য-কারণ—এই উভয় হইতে) অন্যত্র (পৃথক্‌ভূত) ভূতাৎ চ (অতীত হইতেও) ভব্যাৎ চ (এবং ভাবী হইতেও) অন্যত্র (ভিন্ন অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিনকাল

দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) তৎ (সর্ব্বপ্রকারে লোকের অগোচর) যৎ (যে পরমেশ্বর বস্তু) পশ্যসি (আপনি জ্ঞাত হইয়াছেন) তদ্বদ (তাহাই আমাকে বলুন) ॥১৪॥

অনুবাদ—নচিকেতা যমের মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, হে মৃত্যুদেবতা! যদি আমি উপদেশার্হ হইয়া থাকি তবে আপনি যাহাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্‌ভূত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই বস্তু আমাকে বলুন ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ' 'এতচ্ছ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা' 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি' ইতি প্রদেশেষু ধর্ম্মফলবিলক্ষণতয়া ধ্যানসাধ্যতয়া প্রাপ্যতয়া চ নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্যস্য স্বরূপং চোক্তপ্রদেশেষ্বেব ধর্ম্মবিলক্ষণতয়া মত্বেতি প্রতিপন্নস্যোপায়স্য স্বরূপং চ 'ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি' ইত্যত্র ধীর ইতি প্রতিপন্নস্য প্রাপ্তুশ্চ স্বরূপং শোধয়িতুং পৃচ্ছত্যন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদিনা—

নন্থ ভাষ্যে দেবং মত্বেত্যুপাস্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্যভূতস্য দেবস্যাধ্যাত্মযোগাধিগমেনেতি বেদিতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ "মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" ইতি নির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মোপাসনস্য চ স্বরূপশোধনায় পুনঃ পপ্রচ্ছ। অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যুক্তেঃ। কথং তদ্বিরুদ্ধতয়া ধীর ইতি নির্দ্দিষ্টস্য প্রাপ্তুরিত্যুচ্যত ইতি চেন্নৈবং বোচঃ। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন" ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টমাত্মশব্দবাচ্যং প্রজাপতিবিদ্যাপ্রতিপন্নমুপাস্যং প্রাপ্যভূতং পরিশুদ্ধস্বরূপমেব। অতস্তস্যাপি প্রাপ্যনির্দ্দেশকত্বমেব। বস্তুগত্যা তস্য প্রাপ্তুরভিন্নত্বাৎ প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চেতি ভাষ্যং ন বিরোৎস্যতে। অত এব প্রথমং তাবৎপ্রাপ্তুঃ

প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপমাহ—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি", উত্তর-ভাষ্যমপ্যুপপদ্যতে। ন হি ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতিমন্ত্রপ্রতি-পাদ্যস্য বিপশ্চিচ্ছব্দিতপরিশুদ্ধস্বরূপস্য প্রাপ্তৃরূপতোপপত্তিঃ।

" 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ'।
'বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ'।"

"সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"

ইতি—মন্ত্রপ্রতিপাদ্যস্যৈব প্রাপ্তৃরূপত্বাৎ। তথৈব 'বিশেষণাচ্চ' [ব্রঃ স্থঃ ১।২।১২] ইতি সূত্রভাষ্যে প্রতিপাদিতত্বাৎ। অতঃ প্রাপ্য-প্রাপ্তৃকাধিকরণ্যনির্দেশপরে গুহামন্ত্রে ছায়াতপাবিত্যত্রাজ্ঞত্ববাচিনা ছায়াশব্দেন নির্দেশো দৃষ্টো ন তু বিপশ্চিচ্ছব্দেন। অতো যথোক্ত এবার্থঃ। অয়ং মন্ত্রো ব্যাসার্যৈ "ত্রয়াণাম্" ইতি সূত্রে বিবৃতঃ। ধর্ম্ম উপায়ঃ। ধর্ম্মাদন্যত্র প্রসিদ্ধোপায়বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। অধর্ম্মো ধর্ম্মেতর উপেয়ঃ। অধর্ম্মাদন্যত্র প্রসিদ্ধসাধ্যবিলক্ষণং ফলমিত্যর্থঃ। অস্মাদিতি বুদ্ধিস্থস্তৎসাধকো বিবক্ষিতঃ। স এবোপেতা স হি প্রসিদ্ধোপেতৃ-বিলক্ষণঃ সাধকাবস্থায়ামিতরফলবিরক্তত্বাৎফলদশায়ামাবির্ভূতগুণাষ্টক-বিশিষ্টস্বরূপত্বাচ্চ। কৃতাকৃতাদিতি ধর্ম্মাদীনাং বিশেষণং কৃতাকৃতাদ্ধ-র্ম্মাদের্বিলক্ষণম্। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ ধর্ম্মাদের্বিলক্ষণং যদিত্যর্থঃ। ইত্যেকাং ব্যাখ্যাং কৃত্বা তস্মিন্ পক্ষে তু কৃতাকৃতাদ্ ভূতাদ্ভব্যাচ্চ ধর্ম্মাদন্যত্র তাদৃশাদধর্ম্মাদন্যত্র তাদৃশাদস্মাচ্চান্যত্রেত্যন্যত্রশব্দত্রয়েণোপপত্তা-বন্যত্র ভূতাদ্ভব্যাচ্চেত্যন্যত্রশব্দবৈয়র্থ্যম্, উপায়স্য কালত্রয়পরিচ্ছিন্নতয়া তত্র কালত্রয়পরিচ্ছিন্নবৈলক্ষণ্যানন্বয়ং চ পর্যালোচ্য যদ্বেত্যাদিনাঽপরা ব্যাখ্যা কৃতেতি তদুচ্যতে। যদ্বা ধর্ম্মাদধর্ম্মাচ্চান্যত্রেত্যুপাসনপ্রশ্নঃ। পুণ্যপাপরূপ-সাধনবিলক্ষণত্বাদুপাসনস্য কৃতাকৃতাদ্ভূতাদ্ভব্যাচ্চান্যত্র কালাদিতি যদিতি কালাপরিচ্ছিন্নমুপেয়ং পৃষ্টম্। প্রশ্ন উপেতুরপি চেতনস্য নিত্যত্বাৎ-

প্রাপ্যান্তর্ভাবাচ্চ। তত এব তস্যাপি তত্ত্রৈব প্রশ্নস্তদন্তর্গতং চ প্রাপ্তুঃ স্বরূপমিতি বক্ষ্যতে। তত্র যত্তচ্ছব্দৌ ত্রিতয়পরাবিতি ভাবয়তি। ন চ তস্মিন্নপি পক্ষে প্রষ্টব্যদ্বয়পরত্বাশ্রয়ণমপি ক্লিষ্টমেবান্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি প্রক্রমস্থান্যত্রশব্দদ্বয়সামানাধিকরণ্যবৎ। অন্যত্রাস্মাৎকৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাদিত্যুপরিতনান্যত্রশব্দদ্বয়স্যাপি সামানাধিকরণ্যস্যৈব প্রতীতেঃ। যদি তত্র ধর্ম্মাধর্ম্মবিলক্ষণং যচ্চ কালত্রয়বিলক্ষণং যচ্চেতি চ শব্দদ্বয়মশ্রোষ্যত তদাঽন্যত্র শব্দযুগদ্বয়স্য স্বরসতঃ প্রতীতং সামানাধিকরণ্যং পর্যত্যক্ষ্যত। অতঃ প্রক্রমরীত্যনুসারিপ্রতীতসামানাধিকরণ্যভঙ্গে কারণাভাবাদন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিত্যয়মপ্যংশঃ প্রাপ্যব্রহ্মপর এবাস্তু। নন্থ 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া' [কঃ ১।২।২৩] ইত্যুপায়বিশেষপ্রতিবচনদর্শনেনোপায়বিশেষপ্রশ্নস্যাপ্যত্রৈবান্তর্ভাব্যতয়া চ শব্দাভাবেঽপ্যন্যত্রশব্দযুগদ্বয়স্য সামানাধিকরণ্যং ভঞ্জনীয়মিতি চেন্ন। প্রতিবচনেঽপি 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য' ইতি প্রীতিরূপাপন্নজ্ঞানৈকলভ্যত্বলক্ষণপ্রাপ্যধর্ম্মবিশেষোপদেশস্যৈব দর্শনেনোপায়প্রধানপ্রতিবচনাদর্শনাৎ। 'নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ' [কঃ ১।২।২৪] ইতি 'যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি' [কঃ ১।৩।৭] ইতি প্রতিবচনদর্শনাদন্যত্রধর্ম্মাদন্যত্রেতি প্রসিদ্ধোপায়বিরোধিপ্রশ্ন ইত্যপি কিং ন স্যাৎ। প্রাপ্যস্য প্রীতিরূপাপন্নজ্ঞানৈকোপায়ত্বকথনেনোপায়ে প্রীতিরূপাপন্নত্বরূপবিশেষঃ ফলিষ্যতীতি চেৎ ফলতু নাম। নৈতাবতোপায়স্য প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রধানবিষয়ত্বং বক্তব্যমিত্যস্তি কিং দেবদত্তভবনমিতি প্রশ্নস্য বা বহুচম্পকালংকৃতনিষ্কুটং দ্বারোপান্তলিখিতশঙ্খচক্রপদ্মকং দেবদত্তভবনমিতি তৎপ্রশ্নপ্রতিবচনস্য বা নিষ্কুটদ্বারোপান্তপ্রধানকত্বং কশ্চিদভ্যুপৈতি। অতোঽন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিত্যপ্যন্যত্রশব্দচতুষ্টয়সামানাধিকরণ্যলিপ্সয়া ধর্ম্মাধর্ম্মসাধ্যবিলক্ষণব্রহ্মবিষয় এবায়মিতি চেৎ। অত্রোচ্যতে—অসৌ

দেবদত্তাদুৎপন্নো ন ভবত্যপি তু যজ্ঞদত্তাদিতি বাক্যং শ্রুত্বা দেবদত্তাদন্যং যং পশ্যসি তং মে ব্রূহীতি প্রবৃত্তস্য প্রতিবচনস্য দেবদত্তান্যযজ্ঞদত্তপরত্বলক্ষণয়া দেবদত্তপুত্রান্যপ্রশ্নপরত্বস্যাপ্রতীতেঃ। তদ্বৎকর্ম্মসাধ্যং ন অপি তু জ্ঞানসাধ্যমিত্যুপদেশানন্তরপ্রবৃত্তস্য ধর্ম্মাদন্যত্রেতি প্রশ্নস্য ধর্ম্মবিলক্ষণজ্ঞানরূপোপায়পরত্বমেব যুক্তং ন তু ধর্ম্মশব্দলক্ষণয়া ধর্ম্মসাধ্যবিলক্ষণব্রহ্মপরত্বম্। তথাঽধর্ম্মাদন্যত্রেত্যত্রাপি সামানাধিকরণ্যেনোপায়পরত্বমেব নিশ্চিতম্। কালত্রয়পরিচ্ছিন্নবিলক্ষণবাচক উপরিতনান্যত্রশব্দদ্বয়ে কালত্রয়াপরিচ্ছিন্নোপায়পরামর্শাসংভবাৎসামানাধিকরণ্যভঙ্গেন প্রাপ্যপরত্বমেব যুক্তম্। নীলো দীর্ঘো হ্রস্বো রক্তঃ ইত্যুক্তে নীলদীর্ঘপদয়োরবিরোধাৎ সামানাধিকরণ্যং সিধ্যতি। রক্তহ্রস্বয়োশ্চ পরস্পরাবিরোধাৎ সামানাধিকরণ্যং সিধ্যতি। ন তু চতুর্ণাং চ শব্দাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যং দৃষ্টমপি তু পুরুষদ্বয়প্রশ্নপরত্বমেব। এবমিহাপি যচ্ছব্দান্বিতচ্শব্দদ্বয়াভাবেঽপি ন তৎসামানাধিকরণ্যমবগম্যতে। অস্তু বা ভবদুক্তরীত্যা সামানাধিকরণ্যম্। অথাপি প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়ামুপেয়প্রশ্নমুপেত্রন্তর্ভাবাদুপায়স্যাপ্যন্তর্ভূতত্বাৎ ‘ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ’ [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৬] ইতিসূত্রনির্দ্দিষ্টোপায়োপেয়োপেতৃপ্রশ্নপ্রতিবচনস্য সুঘটিততয়া ক্ষতেরভাবাৎ। ‘তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি’ [কঃ ১।২।১৫] ইতি পদশব্দিতপ্রাপ্যস্যৈব প্রতিবচনপ্রতিপাদ্যত্বস্য স্পষ্টং প্রতীতেরিত্যলং প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা। প্রকৃতমনুসরামঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অলং মৎপ্রশংসয়া তত্ত্বং ব্রূহীতি নচিকেতাঃ প্রাহ। যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নোসি ভগবন্ মাং প্রতি তর্হি যদাত্মতত্ত্বং ত্বং জানাসি তন্মহ্যং ব্রূহি। কীদৃশং তত্তত্ত্বং যদ্ধি ধর্ম্মাৎযজ্ঞাদিরূপাৎ অন্যত্র পৃথগ্ভূতম্ ধর্ম্মস্বরূপং ন, ন ধর্ম্মফলস্বরূপং ন বা ধর্ম্মোপায়ভূতমিত্যর্থঃ। তথা অন্যত্র অধর্ম্মাৎ বিহিতাকরণরূপাৎ পাপাৎ অন্যত্র পাপস্বরূপমপি

নেত্যর্থঃ। তর্হি কিং প্রপঞ্চস্বরূপং তদপি নেত্যাহ—কৃতাৎ কার্য্যাৎ, অকৃতাৎ কারণাৎ অন্যত্র পৃথগ্ভূতং। ন বা কালস্বরূপমিত্যাহ—ভূতাচ্চ অতীতাৎ কালাৎ চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ, ভব্যাচ্চ ভাবিনশ্চ চকারঃ সর্ব্বত্র সমুচ্চয়ে। কালত্রয়েণাপরিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ, অথচ লোকবিলক্ষণতয়া তৎ-প্রসিদ্ধং যদ্ বস্তু পশ্যসি জানাসি, তৎতত্ত্বং বদ ব্রূহি মহ্যমিতিশেষঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে নচিকেতা ধর্ম্মরাজ শ্রীযমকে বলিতেছেন, হে প্রভো! আর আমাকে প্রশংসা করিবেন না। যদি আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ প্রসন্ন হইয়াই থাকেন, তাহা হইলে আমার নিবেদন এই যে, আপনি যে বস্তুকে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, কার্য্য-কারণরূপা প্রকৃতির অতীত, এমন কি, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালেরও অতীত বলিয়া অবগত হইয়াছেন, সেই লোকবিলক্ষণরূপে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ বস্তুর তত্ত্ব কৃপা পূর্ব্বক বলুন। আমি আপনার ন্যায় মহতের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই তত্ত্বের অনুভব করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযমরাজের বাক্যেও পাই,—

"যং বৈ ন গোভির্মনসাঽসুভির্ব্বা হৃদা গিরা বাসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥"
(ভাঃ ৬।৩।১৬)

প্রজাপতি দক্ষের স্তবেও পাই,—

"যদ্যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং ধিয়াক্ষভির্বা মনসোত যস্য।
মাভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ ॥"
(ভাঃ ৬।৪।২৯) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাꣳসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদꣳ সঙ্গ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—সর্ব্বে বেদাঃ (সকল বেদ) যৎ পদং (যাঁহার স্বরূপ) আমনন্তি (মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন), চ (এবং) সর্ব্বাণি তপাংসি (সকল তপস্যা অর্থাৎ কর্ম্ম) যৎ (যাঁহার প্রীত্যর্থে) বদন্তি [বেদ] (বলিয়া থাকেন) যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁহার প্রীতি-কামনায়) [মহান্তঃ—মহাপুরুষগণ] ব্রহ্মচর্য্যং (ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব প্রভৃতি ব্রত) চরন্তি (আচরণ করিয়া থাকেন) তৎ পদং (সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমাত্ম-তত্ত্ব) তে (তোমাকে) সঙ্গ্রহেণ (সঙ্ক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি) [তৎ পদং—সেই পদ] ওম্ ইতি এতৎ (ওম্ শব্দের দ্বারা ইহা বাচ্য) অর্থাৎ ওঁকারকে সেই ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে ॥১৫॥

অনুবাদ—নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মস্বরূপ বলিবার উপক্রমে মৃত্যুদেবতা তাহাকে বলিলেন—সকল বেদশাস্ত্র যে জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মতত্ত্বকে ভূয়োভূয়ঃ মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন, সকল তপস্যা বা কর্ম্ম যাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য বিহিত, যাঁহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচারিগণ বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সেই প্রাপ্তব্য পরব্রহ্মস্বরূপ সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি। সেই পরতত্ত্ব ওম্ শব্দবাচ্য অতএব ওঁকারকেই ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং পৃষ্টো মৃত্যুঃ 'ন জায়তে ম্রিয়ত' ইত্যাদিনা বিস্তরেণ প্রতিপিপাদয়িষুরিদানীং শ্রোতুর্য়াদরাতিশয়সিদ্ধ্যর্থং প্রাপ্য-বৈভবং প্রকাশয়ন্ সংগ্রহোক্তিং প্রতিজানীতে—সর্ব্বে বেদা ইতি।

পদ্যতে গম্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা পদশব্দঃ প্রাপ্যস্বরূপবাচী। যৎ-স্বরূপং সর্ব্বে বেদাঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অনেনাস্যা উপনিষদঃ প্রজাপতিবিদ্যাবৎ পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপবিষয়ত্বৈবাস্তু। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' [কঃ ১।২।১৮] 'হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুম্' [কঃ ১।২।১৯] ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপপরত্বস্য সংপ্রতিপন্নত্বাৎ। 'অণোরণীয়ান্' ইতি মন্ত্রদ্বয়স্যাপি—

'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্' [গীঃ ২।১৭]

"নির্ব্ব্যাপারমনাখ্যেয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনূপমম্।" ইতি স্মৃতিবচনাভ্যাং সর্ব্বান্তঃপ্রবেশযোগ্যাতিসূক্ষ্মতয়া ব্যাপকতয়া চ প্রতিপাদিতে প্রত্যগাত্মন্যুপপন্নত্বাৎ। 'সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ' [গীঃ ১৩।১৫]।

ইতি গীতানুসারেণ, "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" [কঃ ১।২।২১] ইতি মন্ত্রস্যাপি তত্রৈব যুক্তত্বাৎ। 'গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ [গীঃ ১৩।১৬] ইত্যুপবৃংহণানুসারাৎ, 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ' [কঃ ১।২।২৫] ইতি মন্ত্রস্যাপি তত্র সংগতার্থত্বাৎ।

"দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।" "প্রসূতিনাশস্থিতিহেতুরীশ্বরস্তমেব নান্যৎপরমং চ যৎপদম্।" ইতি স্মৃত্যনুসারেণ 'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' [কঃ ১।৩।৯) ইতি মন্ত্রস্যাপি শুদ্ধাত্মস্বরূপে সংগতার্থত্বাৎ।

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্" ইতি স্মৃত্যনুসারেণ 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' [কঃ ১।৩।১১] ইতি মন্ত্রস্যাপি পরিশুদ্ধাত্মবিষয়ত্বসংভবাৎ।

'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্' ইতি স্মৃত্যনুসারেণ, 'এষু সর্ব্বেষু ভূতেষু' [কঃ ১।৩।১২] ইতি মন্ত্রস্যাপি বিশুদ্ধস্বরূপপরত্বো-

পপন্তেঃ 'পরাঞ্চি খানি' [কঃ ২।১।১] ইতি মন্ত্রে পরাগর্থনিন্দা-দ্বারেণ প্রত্যগর্থ স্যৈব প্রকরণপ্রতিপাদ্যত্বাবিষ্করণাৎ। 'তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্' [গীঃ ১৩।২৭] ইতি গীতানুসারেণ "ঈশানো ভূতভব্যস্য" [কঃ ২।১।৫] ইতি মন্ত্রস্যাপি তত্রৈব শুদ্ধাত্মস্বরূপে সংগতার্থত্বাৎ। ভেদপ্রসক্তিমতি প্রত্যগাত্মস্বরূপ এব 'নেহ নানা' [কঃ ২।১।১১] ইতি নিষেধস্যাপি সংগতার্থত্বাৎ।

'অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথাঽসৌ পরমেশ্বরঃ' ইতি স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞাপকস্য 'বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ' [কঃ ২।২।১০] ইতি মন্ত্রস্যাপি পরিশুদ্ধস্বরূপপরত্বসংভবাৎ। 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ' [গীঃ ১৩।১৩] ইতি গীতাভাষ্যে ব্রহ্মণা পরমসাম্যমাপন্নে শুদ্ধাত্মস্বরূপে সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদিকার্য্যকর্তৃত্বং সংভবতীত্যুপপাদিতত্বাৎ। 'একং বীজং বহুধা যঃ করোতি' [শ্বেঃ ৬।১২] ইতি মন্ত্রস্যাপি পরিশুদ্ধপরত্বেঽনুপপত্ত্যভাবাৎ 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি' [কঃ ২।২।১৫] ইতি মন্ত্রস্যাপি 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ' [গীঃ ১৫।৬] 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে' [গীঃ ১৩।১৭] ইতি গীতাবচনেন পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপপরত্বস্য যুক্তত্বাৎ।

'তস্মাচ্ছরীরাৎপ্রবৃহেদ্' ইত্যোপসংহারিকমন্ত্রস্য শুদ্ধাত্মপরত্ব এব স্বারস্যাৎ। কৃৎস্নায়া অপ্যুপনিষদঃ প্রজাপতিবাক্যবৎ প্রত্যগাত্মস্বরূপমাত্রপরত্বোপপত্তৌ প্রত্যগাত্মপরমাত্মস্বরূপপ্রাপ্যদ্বয়বস্তুক্লেশাশ্রয়ণং যথেতি শঙ্কা প্রত্যুক্তা। সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যস্যৈব তত্ত্বে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমীতি বক্তব্যে ত্বেতৎ প্রতিজ্ঞানাৎপরমাত্মস্বরূপপ্রতিপাদকবেদভাগপ্রতিপাদ্যস্য শুদ্ধস্বরূপেঽসংভবাচ্ছুদ্ধস্বরূপস্যাপ্যন্তর্য্যামিণঃ পরমাত্মস্বরূপস্য শুদ্ধরূপপ্রতিপাদকভাগেনাপি প্রতিপাদ্যত্বসংভবাদিতি দ্রষ্টব্যম্। তপাংসি সর্ব্বাণি চেতি।

তপাংসি তপঃ প্রধানা উপরিতনভাগা ইতি ব্যাসার্যৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুলবাস-স্ত্রীসঙ্গরাহিত্যাদি-লক্ষণং যদিচ্ছন্তোঽনুতিষ্ঠন্তি।

তত্তে পদমিতি। সংগৃহ্যতেঽনেনেতি সংগ্রহঃ শব্দঃ। প্রাপ্যবক্তব্য-ত্বপ্রতিজ্ঞাপদেঽস্মিন্মন্ত্রেঽর্থাৎপ্রণবপ্রশংসায়া লাভাৎ 'প্রণবং প্রশস্তেতি ভাষ্যস্য চ সর্ব্বে বেদা' ইত্যাদিপাদত্রয়োক্তব্রহ্মপ্রতিপাদকতয়া প্রশস্তে-ত্যর্থ ইতি শ্রুতপ্রকাশিকাবচনস্য নানুপপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্।

সংক্ষেপেণ তৎপ্রতিপাদকং কিমিত্যত আহ—

ওমিত্যেতদিতি। "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"। ইতি প্রণবস্য ব্রহ্মবাচকত্বাৎপ্রণবাবয়বয়োরকারমকারয়োঃ পরজীববাচিত-য়োপেয়োপেত্রোরপ্যুপদিষ্টত্বমস্তীতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পৃষ্টং পরব্রহ্মস্বরূপং বক্তুং তন্মহিমোক্তিপূর্ব্বকং প্রতিজানীতে সর্ব্বে বেদা ইত্যাদিনা। সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদম্—পদ্যতে প্রাপ্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং বস্তু অবিভাগেন অবিরোধেন চ আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি, সর্ব্বাণি তপাংসি কর্ম্মাণি অগ্নিষ্টোমাদীনি যৎ ব্রহ্মতত্ত্বমুদ্দিশ্য, সর্ব্বে বেদাঃ বদন্তি তৎপ্রাপ্ত্যর্থানি ভবন্তীতিভাবঃ এতেন পরব্রহ্মণো নিখিলবেদবেদ্যত্বং সূচ্যতে যত্তু 'যতো-বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহেতি' শ্রুতিব্যাকোপ ইতি তত্তু ঔপনিষদাতিরিক্তবাক্যৈস্তৈবাগোচরপরত্বাৎ, বিষয়াভিমুখস্য মনসোঽ-গ্রাহ্যত্বপরত্বাচ্চেতি। 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি' শ্রুত্যোপনিষদ্-বেদ্যত্বস্য প্রতিপাদনাচ্চ। ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতার জিজ্ঞাসিত পরতত্ত্ব—পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযমরাজ সর্ব্বপ্রথমে সেই পরতত্ত্বের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক

বলিতেছেন, হে নচিকেতঃ! সমগ্র বেদশাস্ত্র যে প্রাপ্তব্য স্বরূপকে মুখ্যরূপে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যাঁহারই প্রীতিবিধানেচ্ছায় বেদ সকল সর্ব্বপ্রকার তপস্যা ও অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান করিয়া থাকেন এবং যাঁহার প্রীতিসাধনোদ্দেশে ব্রহ্মচারিগণ গুরুগৃহে গুরু-সেবাপরায়ণ হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব আমি তোমাকে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। সেই পদ বা তত্ত্বকে 'ওম্' শব্দবাচ্য জানিবে। তিনি একাক্ষর ওঁকারস্বরূপ। বেদবেদ্য সেই প্রাপ্তব্য বস্তুর প্রাপ্তির উপায়—ওঁকার অর্থাৎ ভগবন্নাম।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" (গীঃ ৮।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্" (ভাঃ ২।১।১৭)

অর্থাৎ অকার, উকার, মকার—এই তিন অক্ষর গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে অভ্যাস করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

" 'প্রণব' সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিধান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮)

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'—ঈশ্বর-স্বরূপ। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভে) শ্রুতৌ—"ওঁমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎসন্দর্ভে)—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

(মাণ্ডুক্য শ্রুতি) "ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।"

"সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"
"ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।"

শ্রীগীতাতে আরও পাওয়া যায়,—

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"
(গীঃ ১৭।২৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"তত্র ওমিতি—সর্ব্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণো নাম ; জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধেঃ অতন্নিরসনেন চ প্রসিদ্ধেস্তদিতি চ ; "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ সদিতি চ, যস্মাৎ 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দবাচ্যেন ব্রহ্মণৈব ব্রাহ্মণা বেদাঃ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা কৃতাঃ, তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম উদাহৃত্য উচ্চার্য্য বর্ত্তমানানাং ব্রহ্মবাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে।"

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি।"

অচ্ছিদ্রবচনেও পাওয়া যায়,—

"অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
অস্তু তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকার্ষ্ণপ্রসাদতঃ।"

বৈগুণ্য-প্রশমন-মন্ত্রেও পাই,—

"ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতাবাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ।"

ওঁ এতৎ কর্ম্মসু যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তৎদোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ" ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—এতদক্ষরম্ এব (এই 'ওম্'রূপ অক্ষর—ইহাই) ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ) হি (ইহা প্রসিদ্ধই আছে) এতদ্ এব অক্ষরং (এই ওঙ্কারটীই) পরং (চিৎ-সবিশেষ লীলাময় পরব্রহ্মস্বরূপ) হি (ইহাও প্রসিদ্ধ), এতদ্এব হি অক্ষরং (এই প্রণবাত্মক অক্ষরটিকে) জ্ঞাত্বা (পরব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিয়া) যঃ (যে অধিকারী) যৎ (যে কোনও ইষ্টবস্তু) ইচ্ছতি (কামনা করিবে) তস্য (সেই উপাসকের) তৎ (সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে) ॥১৬॥

অনুবাদ—অতঃপর মৃত্যুদেবতা নচিকেতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ বলিবার উপক্রমে ওঙ্কার উপাসনার বিধান ও তাহার ফল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার প্রশংসা করিতেছেন—এই ত্রিমাত্র ওঙ্কার অক্ষরটিই প্রসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ, আবার ইহাই প্রসিদ্ধ চিৎ-সবিশেষ পরব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ। যিনি ওঙ্কারকে পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই তাঁহার সিদ্ধ হয় ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং বাক্যং প্রণবং দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং স্তৌতি—এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্মেতি। "ওমিত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনধ্যানালম্বনত্বাদিদমেবাক্ষরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাদ্ব্রহ্ম। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।

জপ্যেষু ধ্যেয়েষু চ শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। এতদ্ধ্যেবাক্ষরমিতি। এতদ-ক্ষরমুপাসমানোঽনেনোপাসনেনেদং ফলং মে ভূয়াদিতি যৎকাময়তে তস্য তদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ব্রহ্মস্বরূপং বিবক্ষুঃ তদুপাসনাং বিধায় তৎ ফলং প্রদর্শয়ন্ স্তুতিমাহ—এতদেবহি অক্ষরং প্রণবাত্মকং অবিনাশি ব্রহ্মৈব, এতদেবহি পরং অক্ষরং পরমাক্ষরনামকং। তথাচ প্রশ্নোপনিষদি সত্যকামং প্রতি পিপ্পলাদস্যোক্তিঃ 'এতদ্বৈ সত্যকাম! পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।...যঃ পুনরেতং-ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত...উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্।' অতএব শ্রুত্যাভণিতম্ এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তদিতি। হি শব্দৌ উভয়ত্র প্রসিদ্ধিদ্যোতকৌ। ওম্‌শব্দবাচ্যত্বম্ অপরব্রহ্মণঃ পরব্রহ্মণশ্চ। শ্রুত্যন্তরমাহ—'এতদ্বৈ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার' ইতি ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন যে, এই প্রণবাত্মক অক্ষরটি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেও নির্দ্দেশ করে আবার চিৎ-সবিশেষ লীলাময় পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শ্রুতি ইঁহাকে অপর ও পর ব্রহ্ম-শব্দেও অভিহিত করিয়াছেন। যিনি এই পরম অক্ষরাত্মক পরব্রহ্মস্বরূপকে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন।

বেদশাস্ত্রে নামের চিন্ময়ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্বাধিকত্ব বর্ণন করিয়াছেন।

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে, ওঁ তৎ সৎ।"

ওঁ পদং দেবস্য মনসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্। নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়স্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।

ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন্ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।" শ্রুতিঃ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর স্ব-কৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—

"অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপবোধই স্বরূপসিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। কৃষ্ণের চিদ্ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় গুণ, চিন্ময় লীলা প্রেমান্তর্গত প্রয়োজনবিশেষ। প্রশ্নোপনিষদে ভগবন্নাম-ভজন নির্ণীত হইয়াছে।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে। তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি। তেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রহ্মণো নাম সত্যং। প্রশ্নোপনিষৎ।" (৫।৭)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

"এই জগতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অক্ষরাত্মক হইলেও নামবলে অক্ষরাত্মক নামও অপ্রাকৃত কৃষ্ণাবতার-বিশেষ।"

পূর্ব্বশ্রুতির তত্ত্বকণায় উদাহৃত ভক্তিসন্দর্ভ ও ভগবৎ-সন্দর্ভ-ধৃত বাক্যও এখানে আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥" (ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

(শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'স্তবমালাবিভূষণ' ভাষ্য) "হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীক গ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনাজিহ্বা যস্য সঃ ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—এতদালম্বনꣳ শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—এতৎ (ইহা—এই ওঙ্কার অক্ষরই) শ্রেষ্ঠম্ (সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ) আলম্বনং (আশ্রয়) এতদালম্বনং (এই প্রণবকে আলম্বন করিয়া যে ধ্যানাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা) পরম্ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন)

[অতএব] এতৎ (এই ওঙ্কাররূপ) আলম্বনং (ধ্যেয় বা উপাস্যকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া অর্থাৎ উপাসনা করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ভগবল্লোকে) মহীয়তে (পূজিত হন) ॥১৭॥

অনুবাদ—এই প্রণবই উপাস্য বা ধ্যেয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলম্বন অর্থাৎ আশ্রয়। এই প্রণবকে আশ্রয় করিয়া যে ধ্যানাদি তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন হয়। ইহার উপাসনার ফলে—এই প্রণবোপাসক ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ভগবল্লোকে বৈকুণ্ঠধামে গিয়া পূজিত হন ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্। এতদোঙ্কাররূপমালম্বনং শ্রেষ্ঠং ধ্যানাদেরিতি শেষঃ। অতএব—

এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনকং ধ্যানাদি সর্ব্বোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধস্য স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রণবস্য ধ্যানাদেরালম্বনত্বং নির্দ্দিশতি—এতদিতি—এতৎ ওঙ্কাররূপং তত্ত্বং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্ আলম্বনম্ আশ্রয়ঃ এতদ্ধ্যানমেব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যবলম্বনানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ অতএব এতদালম্বনমিতি সমস্তং পদম্ এতদালম্বনকং ধ্যানাদি এতদ্‌বিষয়ীকৃত্য ধ্যানাদি পরম্ সর্ব্বোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। এতদুপাসনায়াঃ ফলমাহ—এতদালম্বনম্ আলম্বনভূতম্ এতৎ প্রণবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্য ব্রহ্মলোকে ভগবল্লোকে মহীয়তে পূজ্যতে মহিমান্বিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে প্রণবরূপ আলম্বন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। ওঁকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই ওঁকারের ধ্যানাদিরূপ উপাসনা ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরম সাধন। যাঁহারা এইরূপ উপাসনা করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা ইহার ফলে ভগবল্লোকে

মহিমান্বিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন। ভগবল্লোক-প্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তগণ সকল সাধকের পূজনীয় এবং শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকেন।

ওঁকার শ্রীভগবানের নাম। শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

(গীঃ ৮।১২-১৩)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ—'পরমাং গতিং' শব্দে 'মৎসালোক্যম্' ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্মাক্ষরং পরম্। মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥...আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ॥" প্রভৃতি (২।১।১৭-২১) শ্লোকসমূহ আলোচ্য॥১৭॥

অবতরণিকাভাষ্যম্—প্রথমং তাবৎজীবাত্মস্বরূপমাহ—ন জায়ত ইত্যাদিনা—

শ্রুতিঃ—ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—বিপশ্চিৎ (নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বা আত্মজ্ঞ ব্যক্তি) ন জায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন না অর্থাৎ আত্মা জন্মহীন) [ন] ম্রিয়তে বা (মৃত্যুও প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ দেহ-সম্বন্ধদ্বারা জন্ম এবং দেহবিয়োগদ্বারা মৃত্যু আত্মার নাই) [কারণ কি ?] অয়ম্ কুতশ্চিৎ ন (এই আত্মা কোন কারণান্তর হইতে হয় নাই) কঃ চিৎ (কোন কিছু বস্তু) ন বভুব (ইহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই) [কেন জন্মান না তাহার হেতু] অজঃ (স্বরূপতঃ জন্মরহিত) [ন ম্রিয়তে —মরেন না, ইহার কারণ] নিত্যঃ (নাশরহিত) [কুতশ্চিৎ ন অয়ম্—কোন কিছু হইতে এই জীবাত্মা উৎপন্ন হন নাই, ইহার কারণ] শাশ্বতঃ (চিরন্তন) [ন বভূব কশ্চিৎ—স্বরূপতঃ আত্মা জন্মান না, ইহার কারণ] পুরাণঃ (পূর্ব্বেও স্বরূপতঃ নূতনের মতই ছিলেন অথবা নিত্য হইয়া তিনি এই দেহরূপ পুরে গমন করেন [অতএব যদি বল, এই আত্মা মৃত্যুহীন কিরূপে ? শরীর নাশ হইলেই যেহেতু তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহার উত্তরে বলিতেছেন] শরীরে (এই দেহ) হন্যমানে অপি (বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (তিনি হত হন না) ॥১৮॥

অনুবাদ—বিষ্ণুলোক-গত মুক্তপুরুষের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, কারণ শ্রীভগবানের যেরূপ জন্মমৃত্যু নাই সেরূপ তাঁহার উপাসকেরও তাহা নাই, তদ্‌ভিন্ন স্বরূপতঃ আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, এবং সেই আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না,

এবং তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে নিত্যস্বরূপে প্রকটিত, সেইহেতু আত্মা স্বভাবতঃ অজ—জন্মরহিত, নিত্য—মৃত্যুহীন, শাশ্বত—অন্ত বিকারশূন্য, তিনি পুরাতন হইয়াও নবীনের মত থাকেন, শরীর নষ্ট হইলেও শরীরান্তর্গত তাঁহার বিনাশ হয় না ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রথমং তাবৎ—প্রত্যগাত্মস্বরূপমাহ—ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন—'ন জায়তে···শরীরে'। 'হন্তা···হন্যতে' ইদং চ প্রস্তুত্য ব্যাসার্যৈরিত্যমুক্তম্। ইদং মন্ত্রদ্বয়ং তাবদেক-বিষয়ম্। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' ইত্যেতদ্বিবরণরূপত্বাদ্-দ্বিতীয়মন্ত্রস্য। হন্তা চেদিতি মন্ত্রশ্চ জীববিষয় এব। লোকস্য পরমাত্মনি হন্তৃহন্তব্যভাবপ্রতিপত্ত্যভাবাৎ পরমাত্মা হি প্রত্যক্ষা-গোচরঃ কথং তস্মিন্বধ্যতাদিপ্রতিপত্তিঃ? অহমেনং হন্মি, অয়ং মাং হন্তুমাগচ্ছতীতি বধ্যঘাতুকভাবাভিমানো হি দেহিনাং জীববিষয় এব। নন্থ "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতীতি"বৎ—পরমাত্মনোঽপি হনন-প্রতিষেধ উপপদ্যতে। সত্যম্। তত্র দহরাকাশস্য দেহান্তঃস্থিত্যা শঙ্কিতবিকারনিষেধ উপপদ্যত ইহ তু লোকসিদ্ধা ভ্রান্তিরনূদ্য নিরস্যতে। ন হি পরমাত্মনি বধ্যঘাতুকভাবভ্রান্তিঃ কস্যাপ্যস্তি। অতো ন বাদ-নিষেধাবনুপপন্নৌ। ন জায়ত ইতি মন্ত্রশ্চ তেনৈকার্থঃ। অতো মন্ত্রদ্বয়মপি জীববিষয়কমেবেতি। অক্ষরার্থস্তু ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—বিপশ্চিত্ত্বার্হোঽয়মিদানীমপি জননমরণশূন্য ইত্যর্থঃ। নায়ং কুতশ্চিৎ—উৎপাদকশূন্যঃ। ন বভূব কশ্চিৎ—পূর্ব্বমপি মনুষ্যাদিরূপেণ জননশূন্যঃ। ন জায়ত ইত্যত্র হেতুমাহ—অজ ইতি। ন ম্রিয়ত ইত্যত্র হেতু-মাহ—নিত্য ইতি। ন কুতশ্চিদিত্যত্র হেতুমাহ—শাশ্বত ইতি। পূর্ব্বং ন বভূবেত্যত্র হেতুমাহ—পুরাণ ইতি। নন্থ কথমস্য নিত্যত্বং শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিনঃ শরীরবিনাশানুবিনাশিত্বাবশ্যম্ভাবাদিত্যাহ—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মলোকস্থঃ পুনঃ কথম্ভূত ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—জন্মাদিহীন ইতি বিপশ্চিৎ বিবিধানি সুখদুঃখানি ন পশ্যতি ন অনু ভবতীতি মুক্তাত্মা, ন জায়তে, ম্রিয়তে বা ইত্যত্রাপি নঞোঽন্বয়ঃ ন ম্রিয়তে দেহযোগরূপং জন্ম দেহবিয়োগরূপং মরণং ন লভতে, তত্রহেতুদ্বয়মাহ—নায়ং কুতশ্চিদিতি ন কশ্চিদ্বভূবেতি যতঃ তদানীমস্য উৎপাদকো নাস্তি, ন পূর্ব্বমপি মনুষ্যাদিরূপেণ উৎপত্তিমান্ আসীৎ কদাপি স্বরূপেণ ন বভূব ন নশ্যতীতি ভাবঃ। ন জায়ত ইত্যত্রহেতুমাহ—অজ ইতি জন্মরহিতঃ, ন ম্রিয়তে ইত্যত্র হেতুঃ নিত্যঃ বিনাশরহিতঃ, অত্র উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতোক্তিরন্যেষাং বিকারাণাং প্রতিষেধোপলক্ষণম্। ন কুতশ্চিদিত্যত্র হেতুমাহ—শাশ্বতঃ চিরন্তনঃ অপক্ষয়বর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। অতএব পুরাণঃ পুরাপি নব এব বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। নমু কথমস্য বিনাশাভাবঃ শরীরান্তর্বর্ত্তিনোঽস্য শরীর-বিনাশানুবিনাশিত্বাবশ্যম্ভাবাৎ ইত্যত আহ—ন হন্যতে ইতি, শরীরে হন্যমানেঽপি শস্ত্রাদিভির্বিনাশ্যমানেঽপি ন হন্যতে আত্মা ন বিনশ্যতি ছেদনাদ্যযোগ্যত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চ। অত্র কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে—'ন জায়তে ন ম্রিয়তে' ইতি ক্রিয়াদ্বয়স্য ভগবান্ ইতি কর্তৃপদমনুকৃষ্যতে ততশ্চ ভগবতো জন্মমৃত্যুহীনত্বাৎ তাদৃশ-ভগবদ্‌বিপশ্চিতোঽপি দেহ-যোগবিয়োগলক্ষণৌ জন্মমৃত্যু নস্তঃ। স্বরূপতোঽপি ,জন্মাদ্যভাবাচ্চ নোক্তরূপজন্মমৃতী আত্মনঃ স্বরূপেণ জননং সংসারিদশায়ামপি নাস্তি কিমুত মুক্তৌ ইত্যাহ—ন বভূব কশ্চিদিতি। নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ইতি ব্রহ্মসূত্রমত্রানুসন্ধেয়ম্ ।১৮।

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মলোকগত বিপশ্চিতের অর্থাৎ আত্মজ্ঞ মুক্তপুরুষের জন্ম ও মৃত্যু নাই, তাহার প্রথম কারণ শ্রীভগবানের জন্ম ও মৃত্যু নাই সুতরাং তাঁহার কৃপায় তল্লোকগত হইলে তাহাকেও তিনি

জন্ম-মৃত্যু-রহিত করেন। দ্বিতীয় কারণ—জীবাত্মা স্বরূপতঃ জন্ম-মৃত্যু-রহিত। আত্মা-শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বুঝায়। পরমাত্মা যে জন্ম ও মৃত্যুর অতীত, সে-বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে সকল জীবকে ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ কাল ও কর্ম্মের অধীন হইয়া প্রাকৃত দেহসম্বন্ধে জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করিতে হয়, সেই সকল জীবও ভগবদ্ভজনের ফলে ভগবৎকৃপায় ভগবল্লোকগত হইলে প্রাকৃত স্থূল ও লিঙ্গদেহরহিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু-অবস্থা অতিক্রম করে। সেই জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধেই বলিতেছেন যে, আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম ও মৃত্যু নাই, জীবাত্মার কোনকালে কাহা হইতে উৎপত্তি হয় না; পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশরূপে তাহার নিত্য প্রাকট্য। জীব মায়াবদ্ধ হইলেও তাহার স্বরূপ কিন্তু অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, এমন কি, তাহার শরীর বিনষ্ট হইতেছে দেখা গেলেও আত্মার কিন্তু বিনাশ হয় না। আত্মা-শব্দ শাস্ত্রে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন-অর্থে উল্লিখিত হয়। কোথায়ও আত্মা-শব্দে দেহ, কোথায়ও মন, কোথায়ও জীবের স্বরূপ, কোথায়ও বা ভগবৎস্বরূপকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং স্থান বুঝিযা শব্দের অর্থবোধ প্রয়োজন।

অনেক স্থূলদর্শী ব্যক্তি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় বপুর তত্ত্ব অবগত না হইয়া, ভগবদ্বপুকে প্রাকৃত মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে এবং সেই অবজ্ঞার ফলে তাহার যে কিরূপ গতি হয়, সে-বিষয় শ্রীগীতার "অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।… …মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ" ইত্যাদি (গীঃ ৯।১১-১২) শ্লোকদ্বয় আলোচনা করিলেই জানা যাইবে।

অনেক জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিও মনে করেন যে, শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। তিনি অব্যক্ত স্বরূপ হইয়াও

অবতার গ্রহণ-কালে মায়িক মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তিত্ব লাভ করেন। এইরূপ বিচার-গ্রহণকারী ব্যক্তি শাস্ত্রদর্শী হইলেও তিনি যে অবুদ্ধিমান্ তাহা শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, —"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।" (গীঃ ৭।২৪)

সুতরাং মুক্তজীবের সহিত শ্রীভগবানের সাম্য-বিচার চলে না। বদ্ধজীবকেও মুক্তপুরুষের সহিত সমান করা উচিত নহে।

নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব একদিকে যেমন জীববিষয়ক, সেইরূপ পরমাত্মবিষয়কও। নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জীব দেহ ছাড়িয়া গেলে, তাহার অস্তিত্ব থাকে কিনা? সেই প্রশ্নের উত্তরেই এস্থলে শ্রীযমরাজের বাক্যে পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ইত্যাদি, জীবাত্মার দেহ নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না। কিন্তু যতক্ষণ হরিবিমুখ জীব পরমাত্মা পরমেশ্বরের ভজন না করে, ততক্ষণ মায়াবদ্ধাবস্থায় তাহাকে স্থূল-সূক্ষ্মদেহাবৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালা পরিধান করিতে হয়। ইহার চিরতরে নিবৃত্তির জন্যই যে-তত্ত্বের আরাধনার প্রয়োজন, তাহাই সংক্ষেপতঃ 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্' শ্রুতি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তারপর ভগবদ্-ভজনের ফলে ভগবল্লোকগত মুক্তপুরুষের যে অবস্থা লাভ হয়, তাহা বর্ণন করিয়াই জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। যদি আমরা হরিভজন করি, তবেই আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিব। যাহা শ্রীভাগবত বলেন—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অনুরূপ শ্লোক শ্রীকৃষ্ণবাক্যে পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

(গীঃ ২।২০)

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আত্মার ষড়্‌বিকাররাহিত্যের কথা পাওয়া যায়,—"স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ"(বৃঃ ৪।৪।২৫)।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযমরাজের বাক্যেও পাই,—

"ভূতানি তৈস্তৈর্নিজযোনিকর্ম্মভির্ভবন্তি কালে ন ভবন্তি সর্ব্বশঃ।
ন তত্র হাত্মা প্রকৃতাবপি স্থিতস্তস্যা গুণৈরন্যতমো হি বধ্যতে॥
ইদং শরীরং পুরুষস্য মোহজং যথা পৃথগ্‌ ভৌতিকমীয়তে গৃহম্‌।
যথৌদকৈঃ পার্থিবতৈজসৈর্জনঃ কালেন জাতো বিকৃতো বিনশ্যতি॥"

(ভাঃ ৭।২।৪১-৪২)

শ্রীহিরণ্যকশিপুর বাক্যেও পাই,—

"নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ।
ধত্তেঽসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্॥"

(ভাঃ ৭।২।২২) ॥১৮॥

শ্রুতিঃ—হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুঁ হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ঁ হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—হন্তা (দেহে আত্মাভিমানসম্পন্ন হননকারী ব্যক্তি) চেৎ (যদি) হন্তুং (হনন করিতে) মন্যতে (মনে করে অর্থাৎ অন্যকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করে) [আর] হতঃ (যে ব্যক্তি হত হইয়াছে, হননের কর্ম্মকারক) চেৎ (যদি) হতম্ (নিজ আত্মাকে অন্য কর্ত্তৃক নিহত) মন্যতে (মনে করে) [তাহা হইলে] তৌ উভৌ (সেই হননকারী ও নিহত, এই উভয় ব্যক্তিই) ন বিজানীতঃ (আত্মতত্ত্ব ঠিক বুঝে না) [কারণ] অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হত্যা করে না) ন হন্যতে (এবং কাহা কর্ত্তৃক হতও হয় না অর্থাৎ হননের কর্ত্তা ও কর্ম্ম আত্মা হয় না) ॥১৯॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে তাদৃশ ব্যক্তি যদি মনে করে আমি ইহাকে হত্যা করিব এবং যে ব্যক্তি হত হয়, সেও যদি মনে করে আমাকে হত করিতেছে, তাহারা কেহই আত্মতত্ত্ব জানে না, উহাদের ঐরূপ প্রতীতি অর্থাৎ আমি ইহাকে হত্যা করিতেছি, আমি উহা কর্ত্তৃক নিহত হইতেছি—এই ধারণা ভ্রান্তিমাত্র, যেহেতু আত্মা কাহাকেও হত্যা করে না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হয় না। তাহার কারণ—আত্মা নিত্য ও জড়-ক্রিয়াহীন, অতএব এই প্রাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক সংসার আত্মজ্ঞান-রহিতের পক্ষে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ॥১৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেবোপপাদয়তি—হন্তা চেদিতি। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুম্। অহমেনং বধিষ্যামীতি দেহাত্মদৃষ্ট্যা মন্যতে চেদিত্যর্থঃ। হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। ছিন্নদেহাবয়বো দেহাত্মদৃষ্ট্যাত্মানং হতোঽহমিতি মন্যতে চেদিত্যর্থঃ। 'উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ'। আত্মস্বরূপমিতি শেষঃ। নায়ং হন্তি। আত্মানমিতি শেষঃ। ন হন্যতে। আত্মস্বরূপমিতি শেষঃ। ন চ বেদান্তবেদ্যপরিশুদ্ধাত্মস্বরূপে কথং হননাদিপ্রসক্তিতৎপূর্ব্বকনিষেধাবিতি বাচ্যম্। তস্যৈব ক্ষেত্রীভূততয়া তৎপ্রযুক্ততৎসংভবাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ইমৌ মন্ত্রৌ প্রস্তুত্য বিয়ৎপাদে চিন্তিতম্। তত্র হি 'বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্' [বৃঃ ২।৩।৩] ইতি বায্বন্তরিক্ষয়োর্নিত্যত্বশ্রবণেঽপি 'আত্মন-আকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ' [তৈঃ ২।১] ইতি তয়োরুৎপত্তিশ্রবণাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বস্য বস্তুনো ব্রহ্মবিকারত্বস্যাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাচ্চ যথোৎপত্তিরঙ্গীক্রিয়তে এবং জীবানাং নিত্যত্বশ্রবণেঽপি "তোয়েন জীবান্বিসসর্জ ভূম্যাম্" "প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত" ইতি জীবানামপি সৃষ্টিশ্রবণাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং চ জীবস্যাপি সৃষ্টিরভ্যুপগন্তব্যেতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ

তাভ্যঃ" [ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৭] ইতি সূত্রেণ সিদ্ধান্তিতম্। আত্মা নোৎপদ্যতে। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিজ্‌জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবিত্যুৎপত্তিনিষেধশ্রুতেঃ। তাভ্য এব শ্রুতিভ্যো নিত্যত্বাবগমাচ্চ। ন চোৎপত্তিশ্রুতেঃ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাবিরোধঃ শক্যঃ স্বরূপস্য নিত্যত্বেঽপি জ্ঞানসংকোচবিকাশলক্ষণান্যথাভাবরূপাবস্থান্তরাপত্তিসত্ত্বেনোৎপত্তিশ্রুতেঃ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াশ্চোপপত্তেঃ। উৎপত্তিনিষেধশ্রুতেশ্চ স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্ত্যভাবপরতয়াঽবিরোধাৎ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—চিদচিদীশ্বরাণাং ত্রয়াণামপ্যবস্থান্তরাপত্তিলক্ষণোৎপত্তিরূপো বিকারোঽস্ত্যেব। তথাঽপ্যচেতনানাং স্বরূপান্যথাভাবলক্ষণোৎপত্তিঃ। জীবানাং তু সা নাস্তি। অপি তু জ্ঞানসংকোচবিকাশলক্ষণস্বভাবান্যথাভাবরূপোৎপত্তিঃ। ঈশ্বরস্য তু তন্নিয়ন্তৃত্বাদ্যবস্থাসত্ত্বেঽপ্যুক্তলক্ষণানিষ্টবিকারদ্বয়াভাবান্নিত্যো নিত্যানামিতি পরমাত্মন ইতরবিলক্ষণনিত্যত্বোক্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্। বর্ণিতশ্চ সূত্রার্থঃ। নন্থ ন জায়তে ম্রিয়ত ইতি শ্রুতিপ্রতিষিদ্ধা জীবোৎপত্তিঃ, "বাসুদেবাৎ সংকর্ষণো নাম জীবো জায়ত" ইতি প্রতিপাদয়তঃ পঞ্চরাত্রস্য কথং প্রামাণ্যমিতি চেৎ, অস্যাঃ শঙ্কায়াস্তর্কপাদে নিরাকৃতত্বাৎ। তথা হি—বাসুদেবাৎ সংকর্ষণো নাম জীবো জায়ত ইতি জীবস্যোৎপত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে। সা চ জীবে ন সংভবতি। তথা "সংকর্ষণাৎপ্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনোঽজায়ত" ইতি কর্ত্তৃজীবাৎকরণস্য মনস উৎপত্তিঃ শ্রূয়মাণাঽপি ন সংভবতি। কর্ত্তৃজীবাৎকরণোৎপত্তেরেতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চেতি মনসো ব্রহ্মোৎপত্তিপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদিতি 'উৎপত্ত্যসংভবাৎ' 'ন চ কর্ত্তুঃ করণম্' [ব্রঃ সূঃ ২।২।৪২-৪৩] ইতি দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা 'বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ' 'বিপ্রতিষেধাচ্চ' [ব্রঃ সূঃ ২।২।৪৪-৪৫] ইতি দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং সিদ্ধান্তিতম্। বাশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং চ তদাদি চ বিজ্ঞানাদি। নন্থ চ 'ক্যস্তো ঘুঃ' ইত্যাদি-

শব্দস্য নিত্যপুংলিঙ্গত্বাৎ কথমেতদিতি চেৎ। নায়ং ঘুরপি তু, অদ ভক্ষণ ইত্যস্মাদাবশ্যকার্থে ণ্বিপ্রত্যয় আদীতি রূপং সিধ্যতি। তেন চ নিখিলজগৎসংহর্ত্তৃমুখেণ কারণত্বং প্রতিপাদ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। আদি-বিজ্ঞানং পরমাত্মেত্যর্থঃ। 'সংকর্ষণো নাম জীবোঽজায়ত' ইতি শ্রুতস্য জীবশব্দার্থস্য তদভিমানিপরমাত্মভাবে সতি শাস্ত্রপ্রামাণ্যপ্রতিষেধঃ সিধ্যতি। পরমাত্মনশ্চ জননং নাম স্বেচ্ছাধীনশরীরপরিগ্রহঃ। তস্মিন্নেব পাঞ্চরাত্রে 'স হ্যনাদিরনন্তশ্চেতি' জীবোৎপত্তের্বিশেষেণ প্রতিষিদ্ধতয়া তদ্বিরুদ্ধাভিধানাসংভবাৎ। 'সংকর্ষণো নাম জীবোঽজায়ত' ইত্যনেন জীবাভিমানিসংকর্ষণস্বেচ্ছাধীনশরীরপরিগ্রহরূপোৎপত্তিঃ প্রতিপাদ্যত ইতি ন পাঞ্চরাত্রাপ্রামাণ্যমিতি সূত্রার্থঃ। নমু সাংখ্যপাশুপতাদ্যধিক-রণবদিদমপ্যধিকরণং পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যপ্রতিষেধকং কিং ন স্যাদিতি চেৎ। বেদোপবৃংহণায় ভারতসংহিতাং কুর্ব্বতা বাদরায়ণেন—

"ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।
আমথ্য মতিমন্থানং দধ্নো ঘৃতমিবোদধৃতম্॥
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধীভ্যো যথাঽমৃতম্॥
ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্।
সাংখ্যযোগকৃতান্তেন পাঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্॥
ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।
ঋগ্‌যজুঃ সামভির্জুষ্টমথর্ব্বাঙ্গিরসৈস্তথা॥
ভবিষ্যতি প্রমাণং বৈ এতদেবানুশাসনম্।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ॥
অর্চ্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গতিঃ সংকর্ষণেন যঃ॥
অস্মাৎ প্রবক্ষ্যতে ধর্ম্মান্মনুঃ স্বায়ংভুবঃ স্বয়ম্।"

ইত্যাদিভির্ব্বচনৈর্ব্বহুষু স্থলেষু পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যং প্রতিষ্ঠাপিতবতা শারীরকশাস্ত্রে তৎপ্রামাণ্যং নিরাক্রিয়ত ইত্যস্যাসঙ্গতত্বাৎ। ন চৈবং—

"পরং তত্ত্বমিদং কৃৎস্নং সাংখ্যানাং বিদিতাত্মনাম্।
যদুক্তং যতিভির্মুখ্যৈঃ কপিলাদিভিরীশ্বরৈঃ॥
যস্মিন্ন বিভ্রমাঃ কেচিদ্দৃশ্যন্তে মনুজর্ষভ।
গুণাশ্চ যস্মিন্‌বহবো দোষহানিশ্চ কেবলা॥"

ইতি কাপিলমতস্য ভারতে ভ্রমাদিদোষাভাবপ্রতিপাদনাৎ।

"সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥"

ইতি সাংখ্যযোগপাশুপতাদীনামপি নারায়ণনিষ্ঠত্বপ্রতিপাদনাৎ।

"তমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।"

ইতি তত্তচ্ছাস্ত্রকর্ত্তৃণামপি নারায়ণপ্রতিপাদকত্বস্য প্রতিপাদনাৎ।

"সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

ইতি সর্ব্বেষামপ্যাত্মপ্রমাণত্বপ্রতিপাদনাচ্চ।

"সর্ব্বে প্রমাণং হি তথা যথৈতচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্।"

ইতি পাঞ্চরাত্রদৃষ্টান্তেনেতরশাস্ত্রাণামপি প্রামাণ্যপ্রতিপাদনাচ্চ।

তৎপাদে সাংখ্যপাশুপতাদ্যাগমানামপি প্রামাণ্যং ন নিরাক্রিয়ত ইতি চেৎ। সত্যম্। ভ্রমবিপ্রলিপ্সাদিরাহিত্যং শাস্ত্রকর্ত্তৃণাং পরমতাৎপর্য্যং চ নারায়ণ এবেতি চ সমানম্। তথাঽপ্যবহুশ্রুততয়া তদ্বক্তৃণাং হৃদয়মজানন্ত আপাতপ্রতিপন্নমেবার্থং তাত্ত্বিকং মন্যমানা যে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে তান্ প্রতি সাংখ্যাদ্যাগমানামাপাতপ্রতিপন্নার্থমাত্রপরত্বমন্বাকৃত্য

সূত্রকৃতা তন্নিরাসঃ কৃতঃ। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রং তু পরমতত্ত্বহিতপুরুষার্থা-ন ামেবাপাততোঽপি প্রতীতের্ব্বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদাগুপ্রতীতেশ্চ কৃৎস্নং প্রমাণমেবেতি নৈকদেশেঽপ্যপ্রামাণ্যশঙ্কাবকাশ ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমেব ব্যাসার্য্যৈরুক্তম্। প্রকৃতমনুসরামঃ ॥১৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্বেবং সতি হন্তৃ-হত-ব্যবহারঃ কথং স্যাৎ তত্রাহ—হন্তা চেদিত্যাদি, হন্তুং মন্ধাতোরিচ্ছার্থত্বাৎ তদ্‌যোগে তুমুন্ হননমিত্যর্থঃ, দেহাত্মাভিমানী জনঃ, চেৎ যদি, মন্যতে ইচ্ছতি, তথা হতোঽপি হনন-কর্ম্মভূতোঽপিজনঃ যদি আত্মানং হতম্ অন্যেন বিনাশিতং মন্যতে বুধ্যতে তর্হি তৌ উভৌ অপি মূঢ়ৌ, যতঃ অয়মাত্মা কঞ্চিৎ স্বয়ং ন হন্তি নাপি পরৈর্দ্বারা। হননস্য কর্ত্তৃত্বং প্রযোজকত্বঞ্চ তস্য নাস্তি, নাপিচ আত্মা হন্যতে হনন-কর্ম্ম ভবতি অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। অতোঽনাত্মজ্ঞ-বিষয় এব ধর্ম্মাধর্ম্মাদিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মবিদঃ শ্রুতি-প্রামাণ্যাৎ ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানেও শ্রীযমরাজ আত্মতত্ত্বের স্বরূপ-বিষয়ে বলিতেছেন,—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি মনে করেন না যে, আমি অন্য কাহা কর্ত্তৃক হত হইলাম বা আমি কাহাকেও বিনাশ করিলাম। আত্মজ্ঞানহীনের ভ্রান্তিবশতঃই মনে হয়, আমি কাহাকে বিনাশ করিতে পারি বা কেহ আমাকে বিনাশ করিতে পারে। আত্মা কখনও হত হন না বা কাহারও হননের কর্ত্তা হন না। কারণ জীবাত্মা নিত্য।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" (গীঃ ২।১৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে হননকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যিনি জীবাত্মাকে হত বলিয়া মনে করেন তাঁহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, যেহেতু জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না বা কাহারও দ্বারা হত হন না।

তবে যে শ্রুতি বলেন,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এ সম্বন্ধে শ্রীবলদেব ভাষ্যে পাই,—"এতেন মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদি বাক্যং দেহবিয়োগপরং ব্যাখ্যাতম্। ন চাত্রাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং,—দেহ বিয়োজনে তত্তস্য সত্ত্বাৎ" ॥১৯॥

শ্রুতিঃ—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃপ্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ ॥২০॥

অন্বয়ানুবাদ—অণোঃ (সূক্ষ্ম পরিমাণ পদার্থ হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) মহতঃ (মহাপরিমাণবিশিষ্ট আকাশাদি হইতেও) মহীয়ান্ (মহত্তর) আত্মা (পরমাত্মা পরমেশ্বর) অস্য (এই) জন্তোঃ (জীবের) গুহায়াং (হৃদয়-মধ্যে) নিহিতঃ (অন্তর্য্যামি-রূপে স্থিত আছেন) [যদি তাহাই হয়, তবে তিনি সকলের প্রত্যক্ষ-বিষয় কেন নহেন, তাহাই বলিতেছেন—'তমক্রতুরিত্যাদি'] অক্রতুঃ (ভগবদর্পিত-নিষ্কামকর্ম্মকর্ত্তা অথবা অকারবাচ্য বাসুদেবের উপাসনাকারী) ধাতুঃ (সর্ব্বাধার শ্রীহরির) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) আত্মনঃ (আত্মার—পরমাত্মার) তম্ মহিমানম্ (সেই মহত্ত্ব অর্থাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ট পরমেশ্বরকে) পশ্যতি (সাক্ষাৎকার

করে) সঃ (পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারী জীবাত্মা) বীতশোকো [ভবতি] (শোক-দুঃখাদি নির্মুক্ত হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে) ॥২০॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর সূক্ষ্ম পরিমাণ জীব হইতেও সূক্ষ্মতর, দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং মহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট আকাশাদি হইতেও মহত্তর, যেহেতু আকাশাদি পরমেশ্বর-সৃষ্ট অতএব ব্যাপ্য, কিন্তু তিনি কাহারও ব্যাপ্য নহেন, পরন্তু সর্ব্বব্যাপী। তিনি জীবের হৃদয়-মধ্যে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের উপাসনাশীল, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার মহত্ত্ব অর্থাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-অষ্টগুণবিশিষ্ট সেই পরমেশ্বরস্বরূপকে দর্শন করে ও শোকাদিময় সংসার-দুঃখ অতিক্রম করে ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং মন্ত্রদ্বয়েন প্রত্যগাত্মস্বরূপং বিশোধ্য তদাত্ম-ভূতপরমাত্মস্বরূপমাহ—অণোরণীয়ানিত্যাদিনা—

অণোঃ সর্ব্বাচেতনাপেক্ষয়া সূক্ষ্মাচ্চেতনাদণুতরস্ততোঽপি সূক্ষ্মস্তদন্তঃ প্রবেশযোগ্য ইত্যর্থঃ। মহত আকাশাদেরপি মহত্তরঃ স্বাব্যাপ্তবস্তুরহিত ইত্যর্থঃ।

অস্য জন্তো 'ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি' মন্ত্রদ্বয়নির্দ্দিষ্টস্য চেতনস্যাত্মা অন্তঃ প্রবিশ্য নিয়ন্তেত্যর্থঃ। অতশ্চ পূর্ব্বমন্ত্রদ্বয়নির্দ্দিষ্টাৎপ্রত্যগাত্মস্বরূপাদণো-রণীয়ানিতিমন্ত্রসংদর্ভপ্রতিপাদ্যোঽন্য এবেতি সিদ্ধম্। ন চাস্য জন্তোরি-ত্যস্য হৃদয়গুহাবাচিনা সংবন্ধসাপেক্ষেণ গুহায়ামিত্যনেনৈবান্বিতত্বেনা-ত্মেত্যনেন নান্বয় ইতি শংক্যম্। আত্মশব্দান্বিতস্যৈব কাকাক্ষিন্যায়ে-নোভয়ত্রান্বয়ে দোষাভাবাৎ। 'মূলতঃ শাখাং পরিবাস্যোপবেষং করোতি' ইত্যত্র শাখাং মূলত পরিবাস্য মূলত উপবেষং করোতীতি

পরিবাসনান্বিতস্যাপি মূলত ইত্যস্যোপবেষং করোতীত্যনেনাম্বয়স্যাপ্যঙ্গী-কৃতত্বাৎ, জীবহৃদয়গুহাবর্ত্তিত্বপ্রতিপাদনেঽপি জীবভেদসিদ্ধেশ্চ। ন হি জীবস্যৈব জীবগুহাবর্ত্তিত্বপ্রতিপাদনে প্রয়োজনমস্তি। নন্থ 'ন জায়তে' ইত্যুপন্যস্তস্যাত্মনো জায়মানবাচিজন্তুশব্দেন পরামর্শস্যানুপপন্নতয়াঽস্য জন্তোরিত্যস্য প্রত্যক্ষাদিসংনিধাপিতদেহপরতয়া এব বক্তব্যত্বেন তদ্-গুহাহিত আত্মা প্রাগুপন্যস্তো জীব এবাস্তু। ন চ কর্ত্তৃভোক্তৃত্বাদি-বিশিষ্টতয়া সদাঽহমিতি ভাসমানে জীবে "কস্তং মহামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইত্যুত্তরসংদর্ভং প্রতিপাদ্য দুর্বিজ্ঞানত্বং কথমন্বেতীতি বাচ্যম্। জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টতয়া সর্ব্বলোকবিদিতত্বেঽপি মুক্তপ্রাপ্যব্রহ্মরূপবিশিষ্টতয়া দুর্বিজ্ঞানত্বসংভবা-দিতি চেন্ন।

'প্রাণী তু চেতনো জন্মী জন্তুজন্যুশরীরিণঃ।' ইতি জন্তুশব্দস্য চেতনপর্যায়তয়া প্রকৃতজীববাচিত্বসংভবাৎ। অস্যেতি শব্দস্য চ পূর্ব্বসং-দর্ভোপস্থাপিতপ্রত্যগাত্মবিষয়ত্বসংভবে প্রত্যক্ষাদ্যুপস্থাপিতদেহবিষয়ত্বা-শ্রয়ণস্যাযুক্তত্বাৎ। অত্যন্তাণুত্বমহত্ত্বয়োঃ "এষ আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্-ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ ম আত্মা-ঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্‌পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্‌জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" [ছাঃ ৩।১৪।৩] ইত্যাদিষু পরমাত্মধর্ম্মতয়াঽণোরণীয়ানি-তিমন্ত্রপ্রতিপাদ্যস্য জীবত্বশঙ্কায়া অসংভবাৎ। নন্থ "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" [ব্রঃ সূঃ ১।১।১৬] ইতি সূত্রে 'সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি' বাক্যশ্রুত-বিপশ্চিত্ত্বস্য ব্রহ্মসাধারণলিঙ্গত্বস্য ভাষ্যে প্রতিপাদিতত্বাৎ 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদ্'ইতি মন্ত্রস্যাপি পররীত্যা পরমাত্মপরত্বমেবাস্তু। এবং সত্যন্যত্র ধর্ম্মাদিতিপ্রশ্নস্য প্রাপ্যদ্বয়পরত্বম্। প্রতিবচনস্য প্রাপ্য-দ্বয়পরত্বমাশ্রিত্য 'ন জায়ত' ইত্যাদিমন্ত্রদ্বয়স্য প্রাপ্যজীবস্বরূপপরত্বম্। অণোরণীয়ানিতি সংদর্ভস্য চ পরমাত্মপরত্বমিত্যাদিপরিকল্পনক্লেশোনা-

শ্রয়ণীয় ইতি চেন্ন। হননাদিপ্রতিষেধাত্মনুপপত্ত্যা বিপশ্চিচ্ছব্দে মুখ্যার্থ-ত্যাগস্যাবশ্যকত্বেন তন্মন্ত্রদ্বয়স্যাণোরণীয়ানিতি মন্ত্রসংদর্ভস্য চৈকবিষয়-ত্বাসংভবাৎ। শিষ্টমুত্তরত্র স্পষ্টয়িষ্যতে।

'তমক্রতুঃ পশ্যতি' ইতি—তং তাদৃশং পরমাত্মানমক্রতুঃ কাম্যকর্ম্মা-দিরহিতো ধাতুর্ধারকস্য পরমাত্মনঃ প্রসাদাদাত্মনো মহিমানং মহত্ত্ব-সংপাদকং স্বসার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণাবির্ভাবহেতুভূতং পরমাত্মানং যদা পশ্যতি তদা বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে [ব্রঃ সূঃ ১।৩।১] তু 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্' [শ্বেঃ ৪।৭] ইতি মন্ত্রখণ্ডং প্রস্তুত্য, 'অয়ং যদা স্বস্মাদন্যং সর্ব্বস্যেশং প্রীয়মাণমস্যেশ্বরস্য মহিমানং চ নিখিলজগ-ন্নিয়মনরূপং চ পশ্যতি তদা বীতশোকো ভবতি' ইতি ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতত্বাত্তদনুসারেণাপি পরমাত্মনো নিখিলজগন্নিয়মনরূপং মহিমানং চ যঃ পশ্যতি স বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ। ধাতুঃ প্রসাদাদ্বীতশোকো ভবতীতি বাহন্বয়ঃ।

'প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ।'

ইতি স্মৃতেরিতি দ্রষ্টব্যম্। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশমিতি পাঠে, অক্রতুং কর্ম্মকৃতোৎকর্ষাপকর্ষরহিত-মিত্যর্থঃ। ধাতুঃ ভগবতঃ ॥২০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং পূর্ব্বোক্তশ্রুতিদ্বয়েন প্রত্যগাত্মস্বরূপং বিশদীকৃত্য তদাত্মভূতপরমাত্মনঃ স্বরূপমাহ—অণোরণীয়ানিত্যাদিনা—অণোঃ ক্ষুদ্রতম সর্ব্বাপেক্ষয়া সূক্ষ্মাচ্চেতনাজ্জীবাদপীত্যর্থঃ অণীয়ান্ অণুতরঃ, ততোঽপি সূক্ষ্মঃ জীবাত্মপ্রেরকত্বাৎতদন্তঃপ্রবেশযোগ্যত্বাচ্চ ইত্যর্থঃ। তথা মহতঃ পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া মহাপরিমাণাৎ আকাশাদেঃ মহীয়ান্ মহত্তরঃ তদ্ব্যাপকত্বাৎ স্বস্য চাব্যাপ্যত্বাদিতিভাবঃ তথাচ শ্রুত্যন্তরম্ 'তস্মাদ্বা এত-

স্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূত' ইতি, পারমর্ষসূত্রঞ্চ 'প্রকরণাচ্চে'তি। সূত্রস্থ 'চ' শব্দেন 'অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য'ইতি স্মৃতিরপি সমুচ্চীয়তে। নম্বেবঞ্চেৎ কস্তত্র প্রত্যয়স্তত্রাহ—অস্য প্রসিদ্ধস্য জন্তোর্জীবস্য গুহায়াং হৃদি নিহিতঃ অন্তর্য্যামিরূপেণ স্থিতঃ—প্রেরক ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিবাক্যং 'যমেষ উন্নিনীষতি'ইত্যাদি। যম্ জীবমিত্যর্থঃ এষ ইতি পরমেশ্বর ইতি জীবেশ্বর-য়োর্ভেদাৎ জীবপ্রেরকত্বেনেশ্বরঃ স্বীকার্য্য ইতি ভাবঃ। নম্থ তস্য জীবগুহা-স্থিতৌ আত্মবৎ কথং সর্ব্বেষাং ন প্রত্যক্ষমিতিচেদাহ—তমক্রতুঃ পশ্যতি ইতি অক্রতুঃ কাম্যকর্ম্মাদিরহিতঃ, যদ্বা অকারো বিষ্ণুঃ স ক্রতুর্যস্য সঃ অকারবাচ্যবিষয়ক ক্রতুশব্দিত নিশ্চয়বান্ তং পরমাত্মানং পশ্যতি সাক্ষাৎ করোতি ন সর্ব্বঃ, কথং? ধাতুঃ সর্ব্বাধারকস্য পরমেশ্বরস্য হরেঃ প্রসাদাৎ যঃ আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য মহিমানং মহত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণাদি-কমিত্যর্থঃ তং পরমাত্মানং পশ্যতি স বীতশোকো ভবতি 'তরতি শোকমাত্মবিদ্' ইত্যেকবাক্যত্বাৎ ॥২০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিতে জীবাত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া এক্ষণে জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার সম্বন্ধে বলিতেছেন। এস্থলে জন্তু-শব্দে জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই অনাদিসিদ্ধ নিত্য জীবের হৃদয়-গুহাতে যিনি অবস্থান করেন, তিনি জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা। জীবের উপাস্য তত্ত্ব। এই পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর তত্ত্ব এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। জীব সেই পরমাত্মার নিষ্কাম উপা-সনা-ফলে তাঁহার কৃপায় সেই পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া শোকরহিত হন অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া জড়ের ভোক্তৃত্বাভিমান দূর করতঃ নিজদিগকে পরমেশ্বরের নিত্যদাস জানিয়া পরমেশ্বর-সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করেন, সেই নিষ্কাম ভগবৎ-সেবকগণ ভগবৎকৃপায় মুক্ত হন এবং ভগবদ্দর্শন লাভ করেন।

শ্রীমুণ্ডকেও পাই,—

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ"

(মুঃ ৩।১।২)

শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥" (ভাঃ ৩।২৯।২১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীঃ ১৮।৬১)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযমভাগবতের বাক্যেও পাই,—

"যং বৈ ন গোভির্মনসাঽসুভির্বা
হৃদা গিরা বাঽসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্॥" (ভাঃ ৬।৩।১৬)

শ্রীউদ্ধবের বাক্যেও পাই,—

"গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে॥"

(ভাঃ ১১।১৬।৪) ॥২০॥

শ্রুতিঃ—আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥২১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মা] আসীনঃ [অপি] (একত্র উপবিষ্ট থাকিলেও) দূরং (বহুদূরে) ব্রজতি (গমন করেন) শয়ানঃ (শয়িত

থাকিলেও) সর্ব্বতঃ (সকল স্থানে) যাতি (গমন করেন), তং (সেই) মদামদং (জীবের হর্ষ ও শোকরূপ কর্ম্মফলদাতা) দেবং (দ্যোতনশীল লীলাময় পুরুষকে) মদন্যঃ (আমি ভিন্ন অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনুগৃহীত মাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন) কঃ (কেই বা) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) অর্হতি (সমর্থ হইতে পারে ?) ॥২১॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াও বহুদূরে গমন করিতে পারেন কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন। এইরূপ তিনি শয়ন করিয়া থাকিলেও সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি জীবের সুখদুঃখের হেতু, সেই লীলাময় পরমেশ্বরকে তদনুগৃহীত মাদৃশ ব্যক্তিভিন্ন কে জানিবার যোগ্য হইবে ? অতএব পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহ একান্ত আবশ্যক ॥২১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ধাতুঃ প্রসাদশব্দিতভগবদনুগ্রহশূন্যস্য পরমাত্মতত্ত্বমত্যন্তালৌকিকত্বাদ্দুরধিগমমিতি দর্শয়তি—

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ ইতি। পরমাত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বেনেতরত্র বিরুদ্ধতয়া প্রতীয়মানা অপ্যাসীনদূরগন্তৃত্বাদিধর্ম্মা-জীবদ্বারা ভবন্তীতি ভাবঃ।

কস্তমিতি। হর্ষামর্ষরূপবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাস্তং তং পরমাত্মপ্রসাদানুগৃহীত-মাদৃশজনাদন্যঃ কো বা জ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥২১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ধাতুঃ প্রসাদশব্দিতভগবদনুগ্রহশূন্যেন পরমাত্মতত্ত্বমত্যন্তালৌকিকত্বাদ্ দুরধিগমমিতি দর্শয়তি—আসীন ইত্যাদিনা। অত্র শ্রুত্যন্তরম্—'অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'। এবং বিরুদ্ধধর্ম্মতত্ত্বং ভগবতি ন বিরুধ্যতে তথাচ স্মৃতিঃ 'ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈরিতি'। যস্ত্বাসীনস্তস্য-

দূরগমনম্ শয়ানস্য সর্ব্বত্রগমনঞ্চ সম্ভবতীতি সামর্থ্যাতিশয়াদিতি মন্তব্যম্। মদামদং মদয়তীত্যচ্ মদং হর্ষহেতুমুপাসকস্যেতি ভাবঃ তথা অমদং দুঃখহেতুম্ অজ্ঞস্য সংসারিণ ইতি ধ্যেয়ম্। ন চৈতেন তস্য নৈর্ঘৃণ্যবৈষম্যাপত্তিরিতি শক্যং জীবকর্ম্মণস্তত্র সহকারিত্বাদিতি ॥২১॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীযমরাজ শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, সে কারণ তাঁহাতে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি"। (ভাঃ ৪।৯।১৬)

আরও পাই,—

"তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে।"
(ভাঃ ৪।১৭।৩৩)

এতদ্ব্যতীত (ভাঃ ৬।৯।৩৬) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৭)

ঈশোপনিষদেও পাই,—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥" (৫)

শ্রীভগবান্ অধিকারিভেদে হর্ষ ও বিষাদের হেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্ব্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥" (ভাঃ ১০।১।৭)

শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।২৯) ॥২১॥

শ্রুতিঃ—অশরীরঁ শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২২॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মা] অশরীরং (প্রাকৃত শরীররহিত) [কিন্তু] অনবস্থেষু (নশ্বর) শরীরেষু (জীব-শরীর মধ্যে) অবস্থিতং (অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত) মহান্তং (মহান্—দেশতঃ, কালতঃ ও গুণতঃ অপরিচ্ছিন্ন) [যেহেতু] বিভুম্ (বিশ্বব্যাপক) [এবং বিধম্—এই প্রকার] আত্মানং (পরমাত্মাকে) মত্বা (নিজের প্রভু জ্ঞান করিলে আর) ধীরঃ (সেই বিবেকী ব্যক্তি) ন শোচতি (শোকভাগী হয় না অর্থাৎ মুক্ত হয়) ॥২২॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের স্বরূপ জানিলে শোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সেই স্বরূপ কি ? তাহা বলিতেছেন—তিনি প্রাকৃত শরীররহিত অতএব জড়ীয় প্রত্যক্ষের অগোচর, কিন্তু তিনি ষড়্‌বিধ বিকারযুক্ত অর্থাৎ নশ্বর—স্থিরতারহিত দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি প্রভৃতির দেহ-মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। তিনি দেশ, কাল ও গুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, যেহেতু বিভু—সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্ব সামর্থ্যযুক্ত, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে স্থিত, তাদৃশ পরমাত্মাকে নিজ প্রভু জানিতে পারিলে বিবেকী ব্যক্তি আর শোকভাগী অর্থাৎ সংসার যন্ত্রণায় অভিভূত হয় না অর্থাৎ মুক্ত হয়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ মুক্তিকামীর অবশ্য কর্ত্তব্য ॥২২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অশরীরমিতি। কর্ম্মকৃতশরীররহিতমনবস্থেষু অস্থিরেষু শরীরেষু নিত্যত্বেন তত্র স্থিতম্। মহান্তং প্রসিদ্ধবৈভবশালিনং বিভুং সর্ব্ব্যাপিনম্ আত্মানম্। অবশিষ্টং স্পষ্টম্। মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেশ্বরস্বরূপবর্ণনপূর্ব্বকং তদুপাসনায়াঃ ফলমাহ—অশরীরমিত্যাদিনা—অশরীরং প্রাকৃতশরীররহিতমিত্যর্থঃ স্বরূপানুবন্ধিদেহসম্বন্ধিত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ', উক্তঞ্চ ভাষ্যকৃতা স্বাত্মভূতদিব্যরূপশ্রবণাদিতি। ততশ্চ ন বিরোধ ইতি বোধ্যম্। কিন্তু শরীরেষু প্রাকৃতদেবমনুষ্যতির্য্যগাদি দেহেষু অবস্থিতম্ অন্তর্য্যামিতয়া ইন্দ্রিয়াদি-প্রেরকত্বেন স্থিতম্, কীদৃশেষু শরীরেষু? অনবস্থেষু—নৈকরূপেষু ষড়্‌বিকারযুক্তত্বাৎ, ঈশ্বরস্তু নির্ব্বিকার এব। তথাপি মহান্তম্—দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ পরিচ্ছেদশূন্যম্, যতো বিভুম্—ব্যাপকম্ এবংবিধম্ আত্মানং পরমাত্মানং, প্রভুং মত্বা—স্বরূপত উপলভ্য, ধীরঃ আত্মানাত্মবিবেকী জনঃ ন শোচতি—ন দুঃখমশ্নুতে মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥২২॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় ভগবন্মহিমা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার দাস্য লাভ করিতে পারিলে জীবের কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহাই এক্ষণে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ প্রাকৃত শরীররহিত বলিয়া প্রাকৃত লোকের গোচরীভূত হন না কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ নিত্যকাল স্বরূপানুবন্ধিরূপে আছেনই। তাঁহার ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষে তাঁহা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্" ॥ (গীঃ ৭।২৫)

শ্রীভগবান্ দেব-মনুষ্যাদি সকল জীব-দেহের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। দেহগুলি ষড়্বিকার যুক্ত হইলেও তিনি নির্ব্বিকার। কিন্তু যোগযুক্তাত্মা ব্যতীত অন্যে অনুভব করিতে পারেন না।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥"

(গীঃ ৬।২৯-৩০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"যিনি সর্ব্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাহারই হই, অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রমকরতঃ আমাদের মধ্যে 'আমি—তাহার', 'সে—আমার' এইরূপ একটি

সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাহাকে শুষ্ক নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না,—সে আমার দাস হয় বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারে না।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্॥" (ভাঃ ৩।২৮।৪২)

জীব যখন ভাগ্যক্রমে নিজ অন্তর্য্যামীকে চিনিতে পারে, অর্থাৎ নিজ নিত্যপ্রভুকে জানিয়া তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করে, তখনই সে মায়াবন্ধনরহিত হয়।

মুণ্ডক-উপনিষদেও পাই,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
(মুণ্ডক ৩।১।১-২)

অনুরূপ শ্লোক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও পাওয়া যায়, (শ্বেঃ ৪।৬-৭)।
ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির ইহাই শ্রেষ্ঠ, সুগম এবং সমীচীন উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৯।১৯) ॥২২॥

শ্রুতিঃ—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূঁ স্বাম্ ॥২৩॥

অন্বয়ানুবাদ—অয়ম্ (আমা কর্ত্তৃক বর্ণিত এই) আত্মা (পরমাত্মা) প্রবচনেন (সম্যক্ ব্যাখ্যা দ্বারা অথবা বহু বাক্যবিন্যাস দ্বারা বা মনন দ্বারা) ন লভ্যঃ (জ্ঞেয় নহেন) মেধয়া (প্রজ্ঞাবলে অথবা তর্ক-দ্বারাও) ন [লভ্যঃ] (প্রাপ্য নহেন) বহুনা (বহু প্রকার) শ্রুতেন (শাস্ত্র-অধ্যয়ন বা শ্রবণ দ্বারাও) ন [লভ্যঃ] (জ্ঞেয় নহেন) [তবে কিরূপে লভ্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন] এষঃ (এই পরমেশ্বর) যম্ এব (যাহাকেই) বৃণুতে (ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিতে চাহেন বা স্বীয়ত্বে বরণ করেন) তেন (সেই ভাগ্যবান্ কর্ত্তৃকই —সেই ভগবৎ-প্রিয়ব্যক্তি কর্ত্তৃকই) [সঃ] লভ্যঃ (সেই ভগবান্ লভ্য, দর্শনীয় হন) [কিরূপে ?] তস্য (শ্রীভগবানের অনুগ্রহপাত্র সেই ভাগ্যবানের পক্ষেই) এষঃ (এই পরমাত্মা পরমেশ্বর) স্বাম্ (স্বকীয়, নিজ) তনূং (মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ) বিবৃণুতে (প্রকট করেন, প্রদর্শন করান নতুবা অব্যক্তস্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কে প্রত্যক্ষ করিবে ?) ॥২৩॥

অনুবাদ—ঈদৃশ পরমাত্মদর্শনের উপায় দেখাইতেছেন। এই পরমাত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যারূপ—বাক্যবিন্যাস দ্বারা লভ্য নহেন, প্রজ্ঞা বা তর্ক দ্বারাও বোধ্য নহেন, বহু শাস্ত্রাভ্যাস বা বহুবার শ্রবণ দ্বারাও লভ্য নহেন, তবে তিনি ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া যাঁহাকে দয়া করেন তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। কিরূপে ? এই পরমাত্মা সেই উপাসকের নিকটই নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন। ভগবৎ-কৃপা

ব্যতীত সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না অতএব ভগবদনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহার উপাসনাই একমাত্র উপায় ॥২৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ঈদৃশাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়ং দর্শয়তি—নায়মাত্মেতি।

অত্র প্রবচনশব্দেন প্রবচনসাধনং মননং লক্ষ্যতে। উত্তরত্র ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেনেতি বক্ষ্যমাণধ্যানশ্রবণসমভিব্যাহারবলেন প্রবচনশব্দেন মননস্যৈব গ্রহীতুমুচিতত্বাৎ। অধ্যাপনরূপস্য প্রবচনস্য হেতুত্বাপ্রসক্তেশ্চ। তথৈব ব্যাসার্য্যৈর্বিবৃতত্বাচ্চ। প্রবচনং মননং, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

এষ পরমাত্মা যং সাধকং প্রার্থয়তে তেন লভ্যঃ। প্রার্থনীয়-পুংসা লভ্য ইত্যর্থঃ। তৎপ্রার্থনীয়ত্বং চ তৎপ্রিয়তমস্যৈব পুংসঃ। প্রিয়তমত্বং চ তৎপ্রীতিমত এব। ততশ্চ ভগবদ্বিষয়িণ্যুপাসকস্য প্রীতির্ভগবত উপাসকে প্রীতিমুৎপাদ্য তৎপ্রাপ্তিহেতুর্ভবতীত্যর্থঃ।

তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। তস্যোপাসকস্যৈষ আত্মা পরমাত্মা স্বরূপং প্রকাশয়তি। স্বাত্মানং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। বৃণুত ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥২৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নম্ন শ্রবণাদিভিরপ্যুপায়ৈস্তস্য লভ্যত্বাৎ কথং ধাতুঃ প্রসাদাত্তং পশ্যতীত্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—শ্রবণাদীনি ন তদ্দর্শনোপায়াঃ,—যতঃ অয়ং পরমাত্মা প্রবচনেন প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যানেন অধ্যয়নাদিনা মননাপরনাম্না ন লভ্যঃ, নম্বাত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রুতিব্যাক্যোপ ইতিচেন্ন শ্রবণাদীনাং পরোক্ষজ্ঞানোপায়ত্বাদিতি। অতএব তৎসাক্ষাৎকারঃ ন মেধয়া ন ধ্যানেন অথবা স্বকীয়প্রজ্ঞয়া, লভ্যঃ প্রাপ্যঃ, তস্য দুর্দ্দর্শত্ব-গূঢ়ত্বাদ্যুক্তেঃ, ন বহুনা শ্রুতেন—বহুপ্রকারেণ শ্রবণেন লভ্যঃ 'শ্রবণায়াপি

বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুরি'ত্যুক্তত্বাৎ। তর্হি ক উপায় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ভগবদ্দর্শনোপায়ং বিবৃণোতি, এষঃ পরমাত্মা, যম্ সাধকং বৃণুতে তদ্ভক্তিপরিতুষ্টঃ সন্ স্বকীয়ত্বেন স্বীকরোতি, তেন পুরুষেণ লভ্যঃ স দর্শনীয়ো ভবতি। কথম্? এষ পরমাত্মা তস্য সম্বন্ধে স্বাং নিজাং মূর্ত্তিং শ্রীবিগ্রহমিত্যর্থঃ, বিবৃণুতে প্রকটয়তি প্রদর্শয়তীতি যাবৎ। তথাচ পারমর্ষসূত্রম্—'অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গমিতি' (৩।২।২৭) অতঃ প্রত্যক্ত্বে ধ্যাতৃগোচরত্বে চ প্রমাণলাভাৎ, অনন্তেনাপরিচ্ছিন্নেন ভগবতা ভক্তিপ্রসন্নেন সতা স্বভক্তেষু স্ব-স্বরূপমভিব্যজ্যত ইতি গোবিন্দভাষ্যম্ ॥২৩॥

তত্ত্বকণা—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রবণাদি উপায়ের দ্বারা যখন শ্রীভগবানের জ্ঞান-লাভ সম্ভব, তখন তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়, ইহার উপপত্তি কোথায়? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীযমরাজ বলেন যে, এই পরমাত্মবস্তু বহু বাক্য-বিন্যাস, শাস্ত্রব্যাখ্যা, মেধাশক্তি বা ধ্যান দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু শ্রীভগবান্ যাহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যাহাকে বরণ করেন, তাহার নিকটই সেই পরমাত্মা নিজ তনু অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, ভগবৎকৃপা-ব্যতীত শ্রবণাদি উপায়ও তদ্দর্শনে সমর্থ নহে। সুতরাং ভক্তিমূলক আনুগত্য-ধর্ম্মই একমাত্র উপায়, তদ্দ্বারা সেইপরব্রহ্মের কৃপা লাভ হইলে তাঁহার নিত্য 'রূপ' দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা সে 'রূপ' দর্শনীয় হয় না। শরণাগত ব্যক্তিই ভগবৎকৃপা লাভের যোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
> সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।" (ভাঃ ২।৭।৪২)

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতেও বলিয়াছেন,—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥" (গীঃ ১১।৫৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥"
(ভাঃ ১১।১২।৯)

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায় ॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৩১)

অনুরূপ শ্রুতিমন্ত্র মুণ্ডকেও পাওয়া যায়,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন…তনুং স্বাম্ ॥" (মুঃ ৩।২।৩)

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"জীবের স্ব-স্বরূপ-ভ্রম এবং কৃষ্ণস্বরূপ-ভ্রম, ইহাই অনর্থ, তাঁহার প্রধান অনর্থ। সেই অনর্থ হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা এবং তৎক্রমে মায়িকচক্রে কর্ম্মমার্গে প্রবেশ। তন্নিবন্ধন সুখ-দুঃখময় সংসার। কর্ম্মমার্গের অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানমার্গের সংখ্যা-বিচার দ্বারা অতন্নিরসনরূপ জড়ীয় জ্ঞানজনিত যুক্তির বহির্ম্মুখ চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যখন শুদ্ধভক্তিযোগের আশ্রয় লওয়া যায়, তখনই জীবের সহজ সমাধির

দ্বারা শুদ্ধজ্ঞানালোকে সকল তত্ত্ব পরিষ্কৃত হয়। জড়সুখাদিতে তুচ্ছ জ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। শুদ্ধভক্তিতে যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন জীবের আত্মগত চেষ্টার উদয় হয়। তদ্দ্বারাই চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের কৃপা হয়। এই কৃপাবল ব্যতীত অনর্থ নাশ এবং আত্মোন্নতি হইবার অন্য উপায় নাই।" ॥২৩॥

শ্রুতিঃ—নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

অন্বয়ানুবাদ—দুশ্চরিতাৎ (দুষ্কার্য্য—পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রী-ধর্ষণ, চৌর্য্য, মিথ্যা প্রভৃতি দুরাচার হইতে) অবিরতঃ (অনিবৃত্ত-ব্যক্তি) প্রজ্ঞানেন এনং ন আপ্নুয়াৎ (কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিরূপ প্রজ্ঞান দ্বারা' এই পরমাত্মাকে এবং তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারে না কিন্তু দুষ্কর্ম্ম-নিবৃত্ত, ভক্তিমান্ ব্যক্তিই প্রাপ্ত হয়) ন অশান্তঃ (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও প্রাপ্ত হয় না অথবা ভগবন্নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিও শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না) ন অসমাহিতঃ (নানাবিধ বিষয়-ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিও তাঁহাকে পায় না) অপি বা (আবার) ন অশান্তমানসঃ (চিত্তসংযমহীন অথবা ভোগেও যাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই তাদৃশ ব্যক্তিও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না) [তবে কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? ভক্তিফলে ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত হইলে তৎসহিত প্রজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মার শুদ্ধভক্তিযুক্ত প্রকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তাঁহার দর্শন লাভ হইবে] ॥২৪॥

অনুবাদ—ভগবৎ-প্রসাদেই পরমাত্ম-দর্শন হয় সত্য কিন্তু ভগবদ্ভজন-প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্যাদিক্রমে ভগবৎ-কৃপায় তাহা সম্ভব; শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত

নহে, শ্রবণ, মনন, ধ্যানাদি সাধন করিয়াও ভগবন্নিষ্ঠাহীন, বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং বিষয়-লম্পট অর্থাৎ ভোগে অপরিতৃপ্ত, তাদৃশ ব্যক্তি প্রকৃত প্রজ্ঞান লাভও করে না এবং তাহার স্বকীয় প্রজ্ঞান-বলে পরমাত্মার অনুগ্রহও প্রাপ্ত হয় না ॥২৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মপ্রাপ্তিহেতুভূতোপাসনাঙ্গতয়া কাংশ্চিদ্ধর্মানুপদিশতি—নাবিরতো দুশ্চরিতাদিত্যাদি।

যস্ত পরদারপরদ্রব্যাপহারাদনিবৃত্তঃ। অনুপশান্তকামক্রোধবেগঃ, নানাবিধব্যাপারবিক্ষিপ্ততয়াঽনবহিতচিত্তঃ, অনিগৃহীতমনাশ্চৈনং পরমাত্মানং প্রজ্ঞানেন নাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। পুরুষার্থ স্যৈবানৃতবদননিষেধস্য দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে ক্রত্বঙ্গতয়া "নানৃতং বদেদিতি" নিষেধবৎপুরুষার্থস্যাপি দুশ্চরিতবিরত্যাদেরুপাসনাঙ্গতয়া বিধানমুপপদ্যতে। ততশ্চ যস্ত পুরুষার্থমপি দুশ্চরিতনিষেধমতিলঙ্ঘ্য পরমাত্মোপাসনমবিগুণং চিকীর্ষতি তস্য দুশ্চরিতনিষেধরূপাঙ্গবৈগুণ্যাদুপাসনাসাদ্গুণ্যং ন সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ ॥২৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নম্বাত্মদৃষ্টেস্তৎপ্রসাদৈকলভ্যত্বে কিং বৈরাগ্যাদিভিরিতিচেদ্ভক্তিমূলকপ্রজ্ঞানদ্বারা প্রসাদহেতুতয়া তেষামপ্যাবশ্যকত্বমিত্যভিপ্রায়েণাহ—নাবিরতোদুশ্চরিতাদিতাদিনা। দুশ্চরিতাৎ দুষ্টং নিন্দিতং শাস্ত্রলোক-বিগর্হিতং চরিতমাচরণম্ পরস্ব-পরদারহরণাদি তস্মাৎ অবিরতঃ অনিবৃত্তঃ তৎকার্য্যকারীত্যর্থঃ, ন এনমাপ্নুয়াদিতি পরেণান্বয়ঃ। তথা অশান্তঃ শ্রবণমননধ্যানৈরসম্পাদিতেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ যদ্বা ভগবন্নিষ্ঠারহিতঃ শ্রবণাদিভিরপি ন আপ্নুয়াৎ। অসমাহিতো ন, বিষয়ৈর্বিক্ষিপ্তচিত্ত, একাগ্রতারহিত ইতি যাবৎ। অশান্তমানসো ন বিষয়ভোগে অনিবৃ‍র্তচিত্তঃ অলংবুদ্ধিরহিতোঽপি জনঃ এনং পরমাত্মানং প্রসাদকত্বেন নাপ্নুয়াৎ, তর্হি কথং স লভ্যঃ, তত্রাহ—প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞানেন ভক্তিনিষ্ঠ

পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানেন আপ্নুয়াৎ 'যো ব্রহ্ম বেদ তেনৈব স লভ্য' ইত্যর্থঃ। অতো ভগবৎ-প্রসাদলাভার্থং দুষ্কর্ম্মত্যাগী, সংযমী, একাগ্রচিত্ত উপশান্ত-মানসশ্চ প্রজ্ঞানং ভক্তিনিষ্ঠ প্রকৃষ্ট জ্ঞানমাশ্রয়েদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

তত্ত্বকণা—কেহ যদি মনে করেন যে, ভগবৎ-কৃপাতেই যখন শ্রীভগবান্ লভ্য, তখন বৈরাগ্যাদি সাধনের আর কি প্রয়োজন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভের জন্যই তাহা আবশ্যক। কারণ কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মে রত থাকে, অর্থাৎ কখনও তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার যতই প্রজ্ঞান অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি থাকুক না কেন, যতই শাস্ত্রালোচনা করুক না কেন, শ্রীভগবান্‌কে বা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে সে কখনই সক্ষম হইবে না। শ্রবণ-মননাদি দ্বারাও যদি ভগবন্নিষ্ঠা লাভ না হয়, অধিকন্তু বিষয়-ভোগে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত থাকে, সেই অশান্তমনা অর্থাৎ বিষয়-লম্পট ব্যক্তি কখনই ভগবদ্বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-লাভ প্রয়োজন, সেইপ্রকার শ্রীভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলেও সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সদাচার পালনপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীহরিভজন করা আবশ্যক।

তবে যে কোথাও দেখা যায়, দুরাচারী ব্যক্তিও ভগবৎকৃপা-লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কিন্তু শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা, তাহার আদর্শ অত্যন্ত বিরল, যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় জগাই-মাধাই-উদ্ধার। তাহাতেও দেখা যায়,—শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে তাহারা পুনরায় কোন পাপাচরণ করে নাই।

অবশ্য মহাদুরাচারী ব্যক্তিও যদি শ্রীভগবানের শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥" (ভাঃ ৬।১৩।৮)

শ্রীপদ্মপুরাণেও পাই,—

"ব্রহ্মহা হেমহারী বা বালহা গোঘ্ন এব চ।
মুচ্যতে নামমাত্রেণ প্রসাদাৎ কেশবস্য তু॥"
(পাদ্মোত্তর ৫১ অঃ)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"
(গীঃ ৯।৩২)

জাতিগত এবং কর্ম্মগত পাপসমূহ শ্রীভগবানের আশ্রিত ভাগবত-স্বরূপ সদ্গুরুর চরণাশ্রয়মাত্রেই শুদ্ধিলাভ করে।

যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরশুক্ষ যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপাস্তদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ"॥
(ভাঃ ২।৪।১৮)

শ্রীনৃসিংহপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ যে মনুষ্য ভগবান্ শ্রীহরিতে একান্তভাবে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, যদি বাহ্যে তাঁহার অত্যন্ত দুরাচারও দেখা যায়, তথাপি

তিনি অন্তর্গত ভক্তি-প্রভাবে বিরাজমান থাকেন। যেমন পূর্ণচন্দ্র বাহ্যদেশে মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও কখনও তিমিরের নিকট পরাভূত হন না।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "অপিচেৎ সুদুরাচারো" (গীঃ ৯।৩০-৩১) শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

এস্থলে দুরাচারী ভক্ত নিন্দনীয় না হইলেও দুরাচারী জ্ঞানী কিন্তু নিন্দনীয়ই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্ত্বসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি॥" (ভাঃ ১১।১৮।৪০) ॥২৪॥

শ্রুতিঃ—যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥২৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥

অন্বয়ানুবাদ—যস্য (যাঁহার—যে পরমেশ্বরের) ব্রহ্ম চ (ব্রাহ্মণ জাতি) ক্ষত্রং চ (এবং ক্ষত্রিয় জাতি অর্থাৎ চরাচর বিশ্ব) উভে (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়) [এই দুইবর্ণ প্রধানভাবে জগৎ ধারণ করায় উভয়ের উল্লেখ ইহারাও] ওদনঃ (খাদ্য অর্থাৎ বিনাশ্য) ভবতঃ (হইয়া থাকে) মৃত্যুঃ (সর্ব্বসংহারক মৃত্যুদেবতা) যস্য (যে পরমাত্মার) উপসেচনম্ [ভবতি] (ব্যঞ্জন হয় অর্থাৎ ভোজনের সাহায্য করে যেহেতু মৃত্যু দ্বারাই জগতের ধ্বংস সাধিত হয় এজন্য মৃত্যুকে ব্যঞ্জন বলা হইল, যম নিজে পরমাত্মার খাদ্য হইলেও অপরের ভোজনের হেতু) সঃ (সেই বিশ্বসংহারকারী পরমাত্মা) যত্র (যে প্রকারে স্থিত অর্থাৎ

যাদৃশস্বরূপ) ইত্থা (স্বরূপকে এই প্রকারে অর্থাৎ যথাযথরূপে) কো-বেদ (কে জানিবে অর্থাৎ নচিকেতা, তুমি যে পরমেশ্বরের স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছ, সেইস্বরূপ কে জানে যে বর্ণনা করিবে ?) ॥২৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীর অন্বয়ানু-বাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণজাতি ও ক্ষত্রিয়জাতি পরস্পর সহায়ভাবে জগতের সেতু—ধর্ম্মকে ধরিয়া আছে কিন্তু তাহারাও উভয়েই যে পরমাত্মার খাদ্য অর্থাৎ বিনাশ্য হইয়া থাকে এবং যে মৃত্যুদেবতা সর্ব্বসংহার-কর্ত্তা, তিনিও যাঁহার বিনাশ্য হইয়াও ঐ খাদ্য-ভোজনের সহায় ব্যঞ্জনস্বরূপ, সেই পরমাত্মা যেখানে যে প্রকারে আছেন সেই-প্রকারে তাঁহাকে কে জানিবে ? অথবা যে প্রকারবিশিষ্ট তিনি, সেই-প্রকার ঈদৃশ ইনি, ইহা কে জানিবে ? অর্থাৎ সর্ব্বথা দুজ্ঞেঁয় স্বরূপ তিনি, তাঁহার বর্ণন আমি কিরূপে করিব—ইহাই তাৎপর্য্য ॥২৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্য ব্রহ্ম চেতি। ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ব্রহ্মক্ষত্রা-থ্যবর্ণদ্বয়োপলক্ষিতকৃৎস্নচরাচরাত্মকমিদং জগত্, যস্যৌদনো ভবতি। যস্য বিনাশ্যং ভবতীত্যর্থঃ। যস্য মৃত্যুঃ স্বয়মদ্যমানত্বে সত্যন্যস্যোদনহেতু-র্ভবতি। স নিখিলচরাচরসংহর্ত্তা পরমাত্মা যত্র যস্মিন্প্রকারে স্থিতো যৎপ্রকারবিশিষ্টস্তং প্রকারমিত্থমিতি কো বেদেত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মক্ষত্র-পদেন কৃৎস্নচরাচরগ্রহণে কিং বীজমিতি চেদুচ্যতে। ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চৌদন ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বর্ণয়োঃ কিংচিৎপ্রত্যোদনশব্দমুখ্যার্থত্বাসং-ভবাদোদনশব্দেন ভোজ্যত্বং বা ভোগ্যত্বং বা বিনাশ্যত্বং বা লক্ষণীয়ম্।

ন হি ব্রহ্মক্ষত্রমাত্রভোক্তাতন্মাত্রসংহর্ত্তা বা কশ্চিজ্জীবো বা পরমাত্মা বাঽস্তি। ন চান্তরাদিত্যবিদ্যায়াং "যে চামুষ্মাৎপরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্ট" ইতি সর্ব্বলোকেশ্বরে পরমাত্মন্যুপাসনার্থং লোকবিশেষেশিতৃত্ব-শ্রবণবৎ সর্ব্বসংহর্ত্তর্য্যপি পরমাত্মনি ব্রহ্মক্ষত্রসংহরণমুপাসনার্থমুপদিশ্যতা-মিতি বাচ্যম্। তদ্বদস্যোপাসনাপ্রকরণত্বাসংভবাৎ। অতো ব্রহ্মক্ষত্রগ্রহণস্য চরাচরমাত্রোপলক্ষণত্বং যুক্তম্। উক্তং চ সূত্রকৃতা—"অত্তা চরাচর-গ্রহণাৎ" [ব্রঃ সূঃ ১।২।৯] ইতি। নন্বেবমপ্যোদনশব্দেন কিমিতি বিনাশ্যত্বং লক্ষ্যতে গৌণত্বমপি শব্দস্য সাধারণগুণমপহায়াসাধারণ-গুণেনৈব নির্ব্বাহ্যম্। ন হ্য'গ্নির্মাণবক' ইত্যত্রাগ্নিশব্দেন পৈঙ্গল্যাদেরিব দ্রব্যত্বাদেরুপস্থিতিরস্তি। অত্র এব "প্রৈতুহো'তুশ্চমসঃ প্রব্রহ্মণঃ প্রোদ্গা-তৃণাং প্রষজমানস্যে"ত্যধ্বর্য্যুপ্রৈষ উদ্গাতৃশব্দস্য বহুবচনানুরোধেন বহুষু বৃত্তৌ বক্তব্যায়াং ষোড়শর্ত্বিক্সাধারণাকারং বিহায় বিশেষাকারেণো-দ্গাতৃগণমাত্রলক্ষণা পূর্ব্বতন্ত্রে বর্ণিতা, তদ্বদিহাপি ব্রহ্মক্ষত্রয়োরোদন-শব্দমুখ্যার্থত্বাসংভবেঽপি ভোজ্যত্বভোগ্যত্বরূপান্তরঙ্গাকারস্যৈব লক্ষণয়া-ঽপি গ্রহণং যুক্তম্। ন ত্বত্যন্তবহিরঙ্গস্য বিনাশ্যত্বাকারস্য যেন নিখিল-চরাচরসংহর্ত্তা পরমাত্মাঽত্র বাক্যে প্রতীয়েতেতি চেদুচ্যতে। যদ্যপি বিনাশ্যত্বং সাধারণাকারস্তথাঽপি মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমিতি বাক্যশেষানু-রোধাৎসাধারণোঽপি গৌণ্যা বৃত্ত্যা লক্ষয়িতুমুচিতঃ। ননু সেচনশব্দা-পেক্ষয়োদনশব্দস্য মুখ্যত্বাদোদনশব্দস্বারস্যানুরোধেন সাধারণাকাররূপ-ভোগ্যত্বে লক্ষিতে জঘন্যমুপসেচনপদমবাধকত্বাভিপ্রায়েণ কথঞ্চিন্নীয়-তাম্। অতশ্চ যো ব্রহ্মক্ষত্রভোক্তা যস্য চ মৃত্যুরবাধকঃ সোঽস্মিন্মন্ত্রে প্রতিপাদ্যতে। ভোক্তৃত্বং চ জীবস্যৈবেতি স এবাস্মিন্মন্ত্রে প্রতিপাদ্য-তামিতি চেদুচ্যতে। উপসেচনত্বেন রূপিতস্য মৃত্যোরোদনত্বরূপিতেন ব্রহ্মক্ষত্রশব্দিতেন দধ্যন্নবৎপ্রতীতসম্বন্ধস্য সর্ব্বাত্মনা বাধপ্রসঙ্গাৎ। ন হি যস্য ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ ভোগ্যং যস্য চ মৃত্যুরবাধক ইত্যুক্তের্ম্ম'ত্যো-

ব্রহ্মক্ষত্রস্য চ সম্বন্ধঃ প্রতীয়তে। অত উপসেচনশব্দস্যৌদনশব্দা-পেক্ষয়া জঘন্যত্বেঽপ্যবাধকস্বরূপসাধারণগুণং বিহায় স্বয়মদ্যমানত্বে সত্য-ন্যাদনহেতুত্বরূপাসাধারণাকার এব গ্রাহ্যঃ। ততশ্চৈকবাক্যান্তর্গতচরম-শ্রুতোপসেচনপদানুসারেণৌদনশব্দেনাপি বিনাশ্যত্বমেব লক্ষণীয়ম্। স্ব-বুদ্ধ্যপস্থাপনীয়বিশেষাকাররূপগুণগ্রহণাদপ্যেকবাক্যতাপন্নপদান্তরোপস্থা-পিতগুণগ্রহণস্যৈব বুদ্ধিলাঘবেনৈকবাক্যতাসামর্থ্যানুরোধেন চ ন্যায্যত্বা-দিত্যস্যার্থস্যাত্রাধিকরণে নির্ণীতত্বাদিত্যলং পল্লবিতেন ॥২৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়বল্ল্যাং
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতোঽপি ভগবৎস্বরূপস্য দুর্বিজ্ঞেয়ত্বমিত্যাহ—যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চেত্যাদিনা। যস্য পরমাত্মনঃ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণজাতিঃ ক্ষত্রঞ্চ ক্ষত্রিয়জাতিশ্চ, চদ্বয়েনেতরেতর সমুচ্চয়ো বোধ্যতে এতদুপলক্ষণম্ চরাচর-বিশ্বস্য পরং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োঃ প্রাধান্যেন জগদ্ধারকত্বাদুক্তিঃ, প্রাধান্যেন-ব্যপদেশা ভবন্তীতিন্যায়াৎ। উভে ব্রহ্মক্ষত্রে উভে এব ওদনঃ খাদ্যং ভবতঃ অর্থাৎ বিনাশ্যে ভবতঃ, তথাচ 'অত্তা চরাচরাণামিতি' ব্রহ্মসূত্রম্। তর্হি মৃত্যুনা কিং ক্রিয়তে তত্রাহ—মৃত্যুর্যস্যেতি যস্য পরমাত্মনঃ মৃত্যুঃ মারকঃ মৃত্যুদেবতা, উপসেচনং স্বয়ম্ অদ্যমানোঽপি অন্নাদনসাধনম্ উপসেচনম্—উপস্কারঃ ব্যঞ্জনমিতিযাবৎ অদনসহায়ভূত ইত্যর্থঃ। এতাদৃশস্য পরমাত্মনঃ ইত্থা ইত্থং এবংপ্রকারবিশিষ্টঃ সঃ পরমাত্মা যত্র যস্মিন্প্রকারে স্থানে বা তিষ্ঠতি তৎ কো বেদ জানীয়াৎ ন কোঽ-পীত্যর্থঃ অতো ময়াপি তত্তত্ত্বম্ কথং বর্ণনীয়মিতি নচিকেতসং প্রতি যমভাগবতস্য দৈন্যোক্তিঃ ॥২৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়বল্ল্যাং
'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান যে অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাহাই বলিতেছেন। এই সংসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ উভয় প্রধানতঃ ধর্ম্মের ধারক হইয়া জগৎ রক্ষা করেন। চ-শব্দের দ্বারা চরাচর সকল বিশ্ববাসীকেই বুঝাইতেছেন। ইহারা সকলে শ্রীভগবানের খাদ্যস্বরূপ অর্থাৎ ইহারা সকলে বিনাশশীল, এমন কি, মৃত্যুদেবতা যে যম, যিনি সকলের মৃত্যু অর্থাৎ সংহার সাধন করেন, তিনিও যে শ্রীভগবানের খাদ্যের সহায়ক ব্যঞ্জনস্বরূপ, তিনিও যাঁহার হস্তে সংহার প্রাপ্ত হন, সেই সর্ব্বসংহারক মহাবলশালী শ্রীভগবান্ যে-স্থানে বা যে-স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহা কেহই জানিতে সমর্থ নহে। অর্থাৎ হে নচিকেতা! তুমি যে ভগবৎস্বরূপের বিষয় জানিতে চাহিতেছ, তাহা শ্রীভগবৎকৃপা-ব্যতিরেকে আমিও বলিতে সমর্থ হইব না, আর তুমিও বুঝিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গুরু-শিষ্য উভয়কে মিলিতভাবে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে আমি তোমাকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারি, আর তুমিও সঠিক গ্রহণে সমর্থ হও। অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বোক্ত শান্তি-সূক্তের কথা মনে রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীযমরাজ পরমভাগবত, শ্রীভগবানের কৃপাতে তিনি ভগবত্তত্ত্ব সুষ্ঠু-ভাবেই জানেন, তথাপি ইহা তাঁহার বৈষ্ণবোচিত স্বভাবসুলভ দৈন্য। পূর্ব্বোক্ত "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" মন্ত্রটিও এস্থলে স্মরণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযমরাজের বাক্যে পাই,—

"পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্ যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা-
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ॥" (ভাঃ ৬।৩।১২)

অর্থাৎ শ্রীযমরাজ কহিলেন,—(হে দূতগণ !) তোমরা যে আমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর, কিন্তু তাহা নহে। আমা হইতে, তথা ইন্দ্র, চন্দ্রপ্রমুখ লোকপালগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ একজন অখিলচরাচরের অধীশ্বর আছেন। তাঁহারই অংশভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় এই বিশ্ব তাঁহাতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। রজ্জুনিবদ্ধ-নাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় লোকসকল—তাঁহারই বশবর্ত্তী।

ভগবত্তত্ত্ববেত্তা অতীব দুর্ল্লভ।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥" (গীঃ ৭।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥" (ভাঃ ৬।১৪।৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ) ॥২৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

কঠোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়া বল্লী

শ্রুতিঃ—ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—ঋতং (অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন সত্যস্বরূপ কর্ম্মফল) পিবন্তৌ (একজন ভোগকারী জীব, অপরটি ভোগের প্রযোজক পরমাত্মা, ইনি অভোক্তা থাকিয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন, ইঁহারা উভয়ে) সুকৃতস্য (শুভ কর্ম্মের) লোকে (ফলস্বরূপ শরীর-মধ্যে) গুহাং (হৃদয়-গুহাতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবেশ করিয়া স্থিত) [তত্রাপি] পরমে (শ্রেষ্ঠ) পরার্দ্ধে (হৃদয়াকাশে) [প্রবিষ্টৌ], [তৌ চ—তাঁহারা আবার] ছায়াতপৌ [ইব] (ছায়া ও রৌদ্রের মত পরস্পর বিলক্ষণ-স্বভাব ও বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী, যেহেতু একজন কর্ম্মফলের ভোক্তা, অপরটি অভোক্তা এবং একজন সর্ব্ববিদ্, অন্যটি অজ্ঞ—এইরূপে তাঁহাদিগকে) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন) যে চ (আর যে সকল) পঞ্চাগ্নয়ঃ (দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, স্ত্রী, পুরুষরূপ পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠ অর্থাৎ গৃহস্থগণ) ত্রিণাচিকেতাঃ (তিনবার নাচিকেত-সংজ্ঞক অগ্নির আরাধনাকারী কর্ম্মিগণও) [বদন্তি—বলিয়া থাকেন] ॥১॥

অনুবাদ—অবশ্যম্ভাবী অতএব সত্যস্বরূপ কর্ম্মফল-ভোগকারী জীব ভোক্তৃরূপে এবং পরমেশ্বর ভোগপ্রযোজকত্বরূপে অর্থাৎ জীবকে সেই কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। ইহাঁরা পুণ্য-রচিত দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়গুহাতে অবস্থিত বা ব্রহ্মের অধিষ্ঠানক্ষেত্র মুখ্যপ্রাণ অবলম্বন করিয়া ছায়া ও আতপের মত বর্ত্তমান। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ও পঞ্চাগ্নিসাধক গৃহস্থগণ অর্থাৎ যাঁহারা গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চাগ্নির উপাসক এবং তিনবার করিয়া নাচিকেত অগ্নির সাধক কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগকে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পরস্পর বিলক্ষণস্বভাবসম্পন্ন বলিয়া থাকেন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—"ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইত্যস্য দুর্জ্ঞানত্বেঽ-প্রেথমাস্ত ইত্যস্যার্থস্য দুর্বোধত্বেন ন বয়ং তদুপাসনে শক্তা ইতি মন্য-মানং প্রত্যুপাস্যোপাসকয়োরেকগুহানুপ্রবেশেন পরমাত্মনঃ সুপাস্যত্বাদ্বয়-মপ্যুপাসিতুং শক্তা ইতি দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং দর্শয়তি—ঋতং পিবন্তাবি-ত্যাদিনা—

সত্যপদবাচ্যাবশ্যংভাবিকর্ম্মফলমনুভবন্তৌ সুকৃতসাধ্যে লোকে অস্মি-ন্নেব লোকে বর্ত্তমানৌ হৃদয়কুহরং প্রবিষ্টৌ তত্রাপি পরমাকাশে পরার্দ্ধ্যে পরার্দ্ধং সংখ্যায়া উত্তরাবধিস্তদর্হতীতি পরার্দ্ধ্যমুৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তাদৃশে হার্দাকাশে বর্ত্তমানৌ।

ছায়াতপশব্দাভ্যাং জ্ঞাজ্ঞৌ লভ্যেতে। অজ্ঞশব্দেন জীবনির্দেশস্ত চায়মভিপ্রায়ঃ। উপাস্যোপাসকয়োরেকগুহাবর্ত্তিত্বে তয়োরেব প্রাপ্য-প্রাপ্তৃতয়া বক্তব্যতয়া প্রাপ্যস্য চ তৎপ্রাপ্তিসাধনরথত্বেন রূপিতে শরীরেঽবস্থানং ন যুক্তম্। ন হি রথেন প্রাপ্তব্যার্থো রথস্থো ভবতীতি শঙ্কা ন কার্য্যা। প্রাপ্যস্য পরমাত্মনস্তত্রাবস্থিতত্বেঽপি জীবস্য 'পরাভি-ধ্যানাত্তু তিরোহিতম্' [ব্রঃ সূঃ ৩।২।৫] ইত্যুক্তরীত্যা পরমাত্মসং-

কল্পমূলকর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিততয়া তদনুভবলক্ষণতৎপ্রাপ্তেরভাবেন প্রাপ্তৃ-প্রাপ্যয়োর্জীবপরয়ো রথত্বরূপিতশরীরান্তর্বর্ত্ত্যেকগুহাবর্ত্তিত্বকথনে নানু-পপত্তিরিতি।

পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ। পঞ্চাগ্নিশুশ্রূষাপরিশুদ্ধান্তঃকরণা-স্ত্রিণাচিকেতাঃ। উক্তোঽর্থঃ। এবংভূতা ব্রহ্মবিদো বদন্তীত্যর্থঃ। কেবলপঞ্চাগ্নিত্রিণাচিকেতানামীদৃশপরমাত্মপ্রতিপাদনাসামর্থ্যাদ্ব্রহ্মবিদা-মেব পঞ্চাগ্নিত্বত্রিণাচিকেতত্বে বিশেষণে। অস্য মন্ত্রস্য জীবপরমাত্মপরত্বং সূত্রিতম্—'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।১১] ইতি। নন্থ কর্ম্মফলভোগশূন্যে পরমাত্মনি ঋতং পিবন্তাবিতি নির্দ্দিষ্টকর্ম্মফলভো-ক্তৃত্বাসংভবাৎ সুকৃতসাধ্যলোকবর্ত্তিত্বগুহাবচ্ছিন্নত্বয়োঃ সর্ব্বগতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যসংভবাৎ। ছায়াতপনির্দ্দিষ্টাপ্রকাশত্বপ্রকাশত্বয়োরপি জীবপরমাত্ম-পরত্বেঽসংভবাৎ। বুদ্ধিজীবপরত্বে তু তস্য সর্ব্বস্যাপ্যুপপত্তেঃ। কর্ম্ম-ফলভোগকরণে কর্ত্তৃত্বোপচারেণ পিবন্তাবিতি নির্দ্দেশস্যাপ্যুপপত্তেঃ। বুদ্ধিজীবপরত্বমেবাস্য মন্ত্রস্য যুজ্যত ইতি চেৎ। এবমেব হি 'গুহাং প্রবিষ্টাবিতি' সূত্রে আশঙ্ক্য সংখ্যাশ্রবণে সত্যেকস্মিন্সং-প্রতিপন্নে দ্বিতীয়াকাঙ্ক্ষায়াং প্রতিপন্নজাতিমুপজীব্য ব্যক্তিবিশেষ-পরিগ্রহে বুদ্ধিলাঘবাদ্বিজাতীয়পরিগ্রহে জাতিব্যক্তিবুদ্ধিদ্বয়াপেক্ষয়া গৌরবাৎসংপ্রতিপন্নজাতীয়পরিগ্রহো যুক্তঃ। লোকেঽপ্যস্য গোর্দ্বিতী-য়োঽন্বেষ্টব্য ইত্যাদিষু তথা দর্শনাৎ। তথা চ ঋতপানলিঙ্গাবগত-জীবস্য দ্বিতীয়শ্চেতনত্বেন তৎসজাতীয়ঃ পরমাত্মৈব গ্রাহ্যঃ। পরমাত্মনঃ প্রযোজককর্ত্তৃতয়া পিবন্তাবিতি নির্দ্দেশস্যাপি সংভবাৎ, অন্তঃকরণে স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বপ্রযোজককর্ত্তৃত্বয়োরভাবেন পিবন্তাবিতি নির্দ্দেশস্য সর্ব্বথা-ঽপ্যসংভবাৎ, সর্ব্বগতে ব্রহ্মণি সুকৃতসাধ্যলোকবর্ত্তিত্বস্যাপি সংভবাৎ। অস্মিন্নেব প্রকরণে 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠমিতি' পরমাত্মনো গুহাপ্রবেশ--শ্রবণেন গুহাং প্রবিষ্টাবিত্যস্যাপ্যুপপত্তেঃ। ছায়াতপশব্দাভ্যাং কিং-

চিৎসর্বজ্ঞয়োঃ প্রতিপাদনসংভবাজ্জীবপরমাত্মপর্যবসায়িমন্ত্র ইতি সমর্থিতত্বান্ন ত্বদুক্তশঙ্‌কাবকাশঃ। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" [মুঃ ৩।১।১] ইতি স ত্বমিতি পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণানুসারেণ 'দ্বা সুপর্ণেতি' মন্ত্রস্য বুদ্ধিজীবপরত্বাৎ। 'ইয়দামননাৎ' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩৪] ইত্যধিকরণে 'ঋতং পিবন্তাবিতি' মন্ত্রস্য 'দ্বা সুপর্ণেতি' মন্ত্রৈকার্থস্য প্রতিপাদিতত্বাদয়মপি মন্ত্রো বুদ্ধিজীবপর ইত্যস্যাঃ শঙ্কায়াঃ সূত্রকৃতৈব নিরাকৃতত্বান্নাস্মাভিঃ সংনহ্যতে। কিংচ জীবে গুহাপ্রবেশস্য বুদ্ধ্যুপাধিকতয়া স্বতঃ প্রবেশবত্যা বুদ্ধ্যা সহ জীবস্য গুহাং প্রবিষ্টাবিতি গুহাপ্রবেশবর্ণনং ন সংগচ্ছতে। উপষ্টম্ভকাধীনগুরুত্বশালিনি সুবর্ণে গুরু সুবর্ণমিতি ব্যবহারসংভবেঽপ্যুপষ্টম্ভকসুবর্ণে গুরুণী ইতি ব্যবহারস্যাদর্শনাৎ। অতএব পরপক্ষে সূত্রানুসারেণাস্য মন্ত্রস্য জীবপরমাত্মপরতয়া কৃতং যোজনান্তরমপ্যনুপপন্নম্। 'অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য' [ছাঃ ৬।৩।২] ইতি শ্রুত্যনুসারেণ পরমাত্মনো জীবভাবেনানুপ্রবেশেঽপি পরমাত্মরূপেণানুপ্রবেশাভাবাজ্জীবপরমাত্মানৌ গুহাং প্রবিষ্টাবিতি নির্দেশানুপপত্তেঃ। জীবভাবেন ব্রহ্মণঃ সংসারমভিপ্রেত্য ব্রহ্ম সংসরতীতি ব্যবহারসত্ত্বেঽপি জীবব্রহ্মণী সংসরত ইতি ব্যবহারাসংভবাৎ। 'জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি'। [নৃঃ তাঃ উঃ ৯]

"কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ"।

ইতি বচনানুসারেণ পরিগৃহীতেঽবিদ্যায়া বা অন্তঃকরণস্য বা জীবোপাধিকত্বমিতি পক্ষদ্বয়েঽপি নাবিদ্যান্তঃকরণয়োঃ প্রতিবিম্বোপাধিত্বং যুজ্যতে। স্বচ্ছদ্রব্যপ্রতিহতপরাবৃত্তনায়নরশ্মিগৃহ্যমাণস্যৈব প্রতিবিম্বশব্দার্থতয়া অচাক্ষুষস্য চৈতন্যস্য প্রতিবিম্বত্বাসংভবেনাবিদ্যাপ্রতিবিম্বোঽন্তঃকরণপ্রতিবিম্বো বা জীব ইত্যাশ্রয়ণাযোগাদবিদ্যাবচ্ছিন্নোঽন্তঃকরণাবচ্ছিন্নো বা জীব ইতি পক্ষদ্বয়মেব পরিশিষ্যতে। তত্র চ হৃদয়গুহায়ামবিদ্যান্তঃ-

করণাভ্যামবচ্ছিন্নত্বেনানবচ্ছিন্নপরমাত্মনো গুহাপ্রবেশবর্ণনশ্রুতের্বাহস্ত-র্য্যামিব্রাহ্মণস্য বা নাঙ্গস্যমিত্যলমতিচর্চয়া। প্রকৃতমনুসরামঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অধ্যাত্মযোগাধিগমেনেতি ভগবতোধ্যানমুক্তম্। স কুত্র ধ্যেয় ইত্যতোঽধিষ্ঠানমাহ—ঋতং পিবন্তাবিতি। ঋতং সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং, পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ, নমু 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো-অভিচাকশীতি' ইতি শ্রুত্যা (মুণ্ডক ৩৷১৷১) বিরোধঃ পরমাত্মনঃ কর্ম্মফলভোক্তৃত্বাভাবাদিতি চেন্ন ছত্রিন্যায়েন পাতৃত্বসম্বন্ধাৎ প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবেন বা দ্বয়োঃ পানে কর্ত্তৃত্বমিতি গোবিন্দভাষ্যাৎ পিবন্তা-বিত্যুচ্যতে। অস্য মন্ত্রস্য জীবব্রহ্মপরত্বং সূত্রিতং ব্রহ্মসূত্রকারেণ তথাহি 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' ইতি গুহাং গতাবাত্মানাবেব জীবেশরূপৌ ন তু বুদ্ধিজীবৌ প্রাণজীবৌ বা। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—তথাহি যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতিভি-র্ব্যজায়তেতি জীবস্য "তং দুর্দ্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠমিতি পরমেশ্বরস্য চ গুহাপ্রবেশবীক্ষণাদিতি ভাষ্যকারঃ। অত্র ছায়াতপাবি-ত্যজ্ঞত্ববিজ্ঞত্বাভ্যাং, তং দুর্দর্শমিতি পূর্ব্ব গ্রন্থে মন্তৃত্বমন্তব্যত্বাভ্যামেতাবেব বিশেষিতৌ এবং পরত্র বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি প্রাপ্তৃত্ব-প্রাপ্যত্বাভ্যাং তৌ বিশেষয়িষ্যেতে ইত্যপি বিশেষণাচ্চেতি সূত্রে ভাষ্যকারবচনমনুসন্ধেয়-মিতি। হৃদয়গুহাবস্থবায়ৌ ধ্যেয়ঃ স পরমাত্মেতি ভাবঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে যম নচিকেতাকে ভগবদ্ধ্যানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রের বিষয় বলিতেছেন। শুভকর্ম্মনির্ম্মিত-শরীরে—হৃদয়-গুহাতে পরম শ্রেষ্ঠস্থানে মুখ্যপ্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর বিভূতিবিশেষ জীবাত্মা এবং তদন্তর্য্যামী পরমাত্মা অবস্থিত। তন্মধ্যে জীবাত্মা

অণুচৈতন্য, ভগবদ্বিমুখতা বশতঃ স্বকীয় কর্ম্মফলের ভোক্তা হন আর বিভুচৈতন্য পরমাত্মা সেই জীব-হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান। স্বয়ং সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন।

এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ এবং মুণ্ডক ৩।১।১ শ্রুতিতে যে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মে পাই,—সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥"
(ভাঃ ১১।১১।৬)

একই দেহরূপ বৃক্ষে এই উভয় আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করিলেও ছায়া ও আতপের ন্যায় বিলক্ষণস্বভাববিশিষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ।
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে॥" (ভাঃ ৮।৫।২৭)

এস্থলে উভয় আত্মার সুকৃতলভ্য দেহে হৃদয়গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলভোগের কথা পাওয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলেন। ইঁহার

মীমাংসা "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" বেদান্তসূত্রে (১।২।১১) পাওয়া যায়।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, জীবাত্মার সহিত দ্বিতীয় সহচর আত্মাটি কে? উহা বুদ্ধি বা প্রাণ হইবে; কারণ জীবের ভোগের উপকরণরূপে বুদ্ধি বা প্রাণকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার কর্ম্মফল ভোগের বিষয় শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে দ্বিতীয় সহচর বলা যায় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ নিরসনকল্পেই সূত্রকার বলিতেছেন যে, গুহাপ্রবিষ্ট দুইটিই আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সুতরাং জীবাত্মার সহচর বুদ্ধি বা প্রাণ নহে। আর পরমেশ্বরেরই হৃদয়গুহায় প্রবেশের কথা শ্রুতিতেই পাওয়া যায় এবং পুরাণেও প্রসিদ্ধ।

কঠশ্রুতিতেই বর্ণিত হইয়াছে,—"যা প্রাণেন সংভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত এতদ্বৈতৎ।" (কঠ ২।১।৭) এবং "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" (কঠ ১।২।১২)। শ্রীগীতাতে পাওয়া যায়,—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য" (গীঃ ৭।২৫)।

পূর্ব্বপক্ষীয় সংশয়-নিরসনকল্পে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন,—ইহা প্রযোজ্য ও প্রযোজকরূপে এবং ছত্রিন্যায়ের বিচারে কথিত হইয়াছে। "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" বলিলে তাহার মধ্যে অছত্রবান্‌কেও বুঝায়। সেইরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মফলের ভোক্তা না হইলেও পানকর্ত্তা লক্ষণাদ্বারা বোধিত হইল অথবা ঈশ্বর প্রযোজক ও জীব প্রযোজ্য এইরূপেও পানকর্তৃত্ব সঙ্গত হইয়াছে।

পঞ্চাগ্নি বলিতে—দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী ; অথবা গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য ও আবসথ্য অগ্নি বুঝায়। গৃহস্থগণ এই পঞ্চাগ্নির উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞরূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞ ॥১॥

শ্রুতিঃ—যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতঁ শকেমহি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—ঈজানানাং (যজ্ঞকারীদিগের) যঃ সেতুঃ (যিনি সংসার-পারে লইয়া যাইবার সেতুস্বরূপ) [তং] নাচিকেতং [বয়ং] শকেমহি (সেই নাচিকেত অগ্নির স্বরূপ জানিতে ও চয়ন করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি) [এবং] পারং (সংসার সাগরের পরপার) তিতীর্ষতাং (উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের আশ্রয় স্বরূপ) যৎ (যে) অভয়ং (ভয়রহিত) অক্ষরং (স্বরূপচ্যুতিহীন) পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) [তাঁহাকেও তৎকৃপায় জানিতে সমর্থ হইব এবং নচিকেতাকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইব] ॥২॥

অনুবাদ—যজ্ঞকারিগণের যাহা সেতু অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ এবং সংসারসমুদ্রতরণাভিলাষীদিগের অভয়পদ, পরপারস্বরূপ যে অক্ষর পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে যাহা কিছু পূর্ব্বসাধন তাহা ভগবৎকৃপায় অনুষ্ঠান করিতে এবং নচিকেতাকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইব ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যঃ সেতুরিতি। যজনাং য আধারভূতঃ। কর্ম্ম-ফলপ্রদ ইত্যর্থঃ। ঈজানানামিতি কানজন্তঃ শব্দঃ।

অক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্। যন্নির্বিকারং পরং ব্রহ্ম। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারম্। সংসারসাগরং তিতীর্ষতাং নির্ভয়ং দৃঢ়ং তীরম্।

নাচিকেতং শকেমহি। নাচিকেতাগ্নিপ্রাপ্যমুপাসিতুং শক্তাঃ স্মেত্যর্থঃ। শকের্ব্যত্যয়েন শপ্‌। নাচিকেতং শকেমহীত্যস্য মন্ত্রখণ্ডস্য তথৈব ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। অন্যে তুরূপাস্যত্ববুদ্ধ্যা ন ভেতব্যমিতি ভাবঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারো ধ্যানস্য শ্রেষ্ঠমন্তরঙ্গং সাধনম্। তং বিবক্ষুর্ভগবন্তং স্তবন্ প্রতিজানীতে—যঃ সেতুরিত্যাদিনা। যঃ পরমেশ্বরঃ, ঈজানানাম্ বিষ্ণুযাগিনাম্, যজ্‌ধাতোঃ-শানচ্‌প্রত্যয়ান্ত ঈজান শব্দঃ। সেতুঃ সেতুরিব সেতুঃ পরপারনেতা, যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম অক্ষরং নির্ব্বিকারং পরব্রহ্মস্বরূপম্ তিতীর্ষতাং সংসারসাগরং তর্ত্তুমিচ্ছতাম্ অভয়ং দৃঢ়ং শাশ্বতং পারং তীরং নাচিকেতম্ নাচিকেতাগ্নিপ্রাপ্যম্ উপাসিতুং শকেমহি শক্তাঃ স্ম ইত্যর্থঃ। শক্‌ধাতোর্ব্যত্যয়েন লঙ্‌শপ্‌, অড়ভাবশ্চ ছান্দসঃ। শকেমসি ইতি পাঠান্তরং শক্নুম ইতি তদর্থঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—এই শ্রুতিমন্ত্রে শ্রীযমরাজ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিবার এবং ধ্যান করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহাররূপ সাধনের কথা বলিবার ইচ্ছায় শ্রীভগবানের স্তব পূর্ব্বক শক্তি লাভের প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—হে পরমাত্মন্! আপনি আমাকে সেই শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমি যজ্ঞাদি-কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনাতে ফল সমর্পণ করতঃ আপনার প্রসন্নতা-বিধানক্রমে লব্ধ কৃপায় ভবদীয় স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারি এবং আপনার ধ্যানাশ্রয়ে আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারি এবং অপরকেও সেই প্রাপ্তির সহজ সরল উপায় শিক্ষা দিতে সমর্থ হই। আপনার কৃপা ব্যতীত কেহ আপনাকে জানিতে বা প্রাপ্ত হইতে পারে না বা কাহাকেও এ-বিষয়ের উপদেশ করিতে সমর্থ হয় না।

যজ্ঞকারিগণের যিনি সেতুস্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মফল-দাতা, সংসারসমুদ্র-উত্তরণাভিলাষিগণের যিনি অভয়প্রদ, পরপারস্বরূপ, অক্ষর, পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম; তাঁহাকে যাহাতে জানিতে ও প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই এবং নচিকেতাকে উপদেশ করিতে পারি, তদ্-বিষয়ে শ্রীভগবান্ আমাকে কৃপা করুন, ইহাই যমরাজের বলিবার অভিপ্রায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।২৮) ॥২॥

শ্রুতিঃ—আত্মানঁ রথিনং বিদ্ধি শরীরঁ রথমেব চ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—হে নচিকেতঃ! আত্মানং (শরীরের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে) রথিনং (রথারূঢ় ব্যক্তি) বিদ্ধি (জানিও), তু (কিন্তু) শরীরং (শরীরকে) রথম্ এব (রথ বলিয়াই জানিবে, ইহা রথী নহে—ইহাই 'এব' শব্দের অর্থ) তু বুদ্ধিং (কিন্তু অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে) সারথিং (রথের পরিচালক সারথি) বিদ্ধি (জানিবে),

মনঃ (মনকে) প্রগ্রহম্ এব চ [বিদ্ধি] (অশ্বপ্রেরক রজ্জুই মনে করিবে) ॥৩॥

অনুবাদ—সংসারের অতীত বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ ভগবদ্ধাম পাইতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, রথরূপণদ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন, যথা,—জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত রথী, শরীর রথ, অর্থাৎ রথের মত, শরীরকে যেদিকে চালাইবে সেইদিকে সে চলিবে, তাহাকে চালাইয়া থাকে বুদ্ধিরূপ সারথি, মন—ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গতিবিধায়ক রজ্জু। অতএব জীবাত্মার প্রেরণায় শরীরকে বুদ্ধি-সাহায্যে বিষ্ণূপাসনায় নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মানং রথিনং বিদ্ধীত্যাদিনা সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতীত্যন্তেন সংসারাধ্বপারভূতবৈষ্ণবপরমপদপ্রাপ্তৌ পরিকরমুপদিশন্প্রাপ্তৃস্বরূপমুপদিশতি—আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি।

শরীরাধিষ্ঠাতারং রথিনং বিদ্ধি। শরীরমেব চ রথং বিদ্ধীত্যর্থঃ।

বুদ্ধিশব্দিতাধ্যবসায়াধীনত্বাদ্দেহপ্রবৃত্তেস্তস্যাঃ সারথিত্বমিতি ভাবঃ। প্রগ্রহো রশনা ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ আত্মানং রথিনং বিদ্ধীত্যাদিনা সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতীত্যন্তেন বিবক্ষিতং সংসারপারভূতবৈষ্ণবপদপ্রাপ্তৌ সাধনমুপদিশন্ প্রাপ্তৃস্বরূপমুপদিশতি। ইহ জীবত্বেন কেচিৎ শরীরং কেচিন্মনঃ কেচিচ্চ বুদ্ধিং মন্যন্তে তদেতৎ সর্ব্বং ভ্রান্তিরূপম্, আত্মনোহি, এতদ্বিলক্ষণত্বাৎ তদেতদ্রথদৃষ্টান্তেন বিশদয়তি শ্রুতিঃ—যোহি শরীরাদ্যধিষ্ঠাতা স এব জীবাত্মা যথা রথী স্বনির্দ্দেশেন সারথিনা রথং চালয়তি, তথা শরীরংহি রথস্বরূপম্, আত্মন আধারত্বাৎ, মনস্তু সারথিরিব সঙ্কল্পবিকল্পময়মিন্দ্রিয়াশ্বপরিচালকত্বাৎ। বুদ্ধিস্তু অধ্যবসায়াত্মিকা,

তদধীনত্বাদ্দেহপ্রবৃত্তেস্তস্যাঃ সারথিত্বমিতি কার্য্যভেদাৎ পৃথগুপন্যাসঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—রথিন ইচ্ছয়া হি রথঃ সারথিনা প্রবর্ত্ত্যতে, অতো বন্ধন-কারণেভ্যঃ সাংসারিকভাবেভ্যো রথং মনঃপ্রগ্রহেণ পরাবর্ত্ত্য পরমেশ্বরং বিষ্ণুং প্রতি যোজয়েদিতিভাবঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখতা বশতঃ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া নানাযোনি ভ্রমণকরতঃ সুখ-দুঃখ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। যতদিন জীব পরম সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের সেবায় উন্মুখ না হয়, ততদিন তাহার সংসার-নিবৃত্তি হয় না। দয়াময় শ্রীভগবান্ জীবের এই দুর্দ্দশা-মোচনকল্পে মানবশরীররূপ এক সুন্দর সর্ব্বসাধন-সম্পন্ন রথ প্রদান করিয়াছেন। জীব এই শরীররূপ রথের রথী, বুদ্ধি সারথিস্বরূপ এবং মন অশ্ববন্ধন-রজ্জু অর্থাৎ বল্গা অথবা লাগাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭)

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

এইরূপ সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যদি ভাগ্যক্রমে সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় নিজের স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে জানিতে পারে যে, শ্রীভগবানের পদাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য পন্থা নাই। সেই আত্মজ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত শ্রুতি এস্থলে রথরূপ রূপকের দ্বারা বুঝাইতেছেন।

আত্মজ্ঞান-ব্যতিরেকে জীবের উদ্ধারের উপায় নাই ; ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"লব্ধ্বেহ মানুষীং যোনিং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবাম্।
আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন ক্বচিৎ ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥"
(ভাঃ ৬৷১৬৷৫৮) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াꣳস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—মনীষিণঃ (বিবেকিগণ—পণ্ডিতগণ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে) হয়ান্ (অশ্বরূপে) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), তেষু (সেই অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়ের) বিষয়ান্ (শব্দাদি-ভোগ্য-বিষয়কে) গোচরান্ (সঞ্চরণ-স্থান) [আহুঃ—বলেন], আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং (শরীর, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে) ভোক্তা (ভোক্তা—অর্থাৎ ভোগকর্ত্তা) ইতি আহুঃ (ইহা বলিয়া থাকেন) ॥৪॥

অনুবাদ—বিবেকিগণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে অশ্বরূপে কল্পনা করেন, শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়গুলিকে সেই ইন্দ্রিয়াশ্বের সঞ্চরণ-দেশ বলিয়া থাকেন এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ তেম্বিন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন নিরূপিতেষু গোচরা-ন্মার্গাঞ্ছব্দাদিবিষয়ান্ বিদ্ধীত্যর্থঃ।

রথসারথিহয়প্রগ্রহত্বেন নিরূপিতানাং শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনামভাবে রথিত্বেন রূপিতস্যোদাসীনস্যাত্মনো গমনরূপলৌকিকবৈদিকক্রিয়াকর্ত্তৃত্বমেব নাস্তীত্যেতৎ সুপ্রসিদ্ধত্বেন দর্শয়তি—

আত্মেন্দ্রিয়েতি। আত্মশব্দো দেহপরঃ। মনঃ শব্দস্তু তৎকার্য্যবুদ্ধেরপ্যুপলক্ষকঃ। পূর্ব্বমন্ত্রে বুদ্ধেরপি সারথিত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। ভোক্তা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিমানিত্যর্থঃ। ন হি কেবলস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বাঽস্তীতি ভাবঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ জীব-শরীরাদিকং রথ্যাদিত্বেন রূপয়তি ইন্দ্রিয়াণীত্যাদিনা—ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ান্ অশ্বান্ তৎকার্য্যকারিত্বাৎ অশ্বা যথা রথারূঢ়ং গন্তব্যস্থানং নয়ন্তি তথা ইন্দ্রিয়াণি ভোগ্যবিষয়ান্ প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ। তেষু তেষামিত্যর্থঃ ধর্ম্মব্যত্যয়দর্শনাৎ। হয়রূপেন্দ্রিয়াণাং গোচরান্ মার্গান্ লক্ষ্যানিতিযাবৎ, বিষয়ান্ গ্রাহ্যান্ শব্দাদীন্ বিদ্ধি জানীহি। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিভিঃ সহিতং সংযুক্তং মনঃশব্দস্য বুদ্ধেরপ্যুপলক্ষকত্বং পূর্ব্বমন্ত্রে বুদ্ধেঃ সারথিত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। আত্মানমিতিশেষঃ ভোক্তা ইত্যাহুঃ মনীষিণঃ বিবেকিনঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বিবেকিগণ শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়সমূহকে রথবাহী অশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য শব্দাদিবিষয়সমূহকে অশ্বসঞ্চালনের দেশ বলিয়া থাকেন এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃরূপে নির্দ্দেশ করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবকে সংসার-উত্তরণের নিমিত্ত সর্ব্বসাধনসম্পন্ন এই মানব-শরীররূপ রথ প্রদান করিয়াছেন ও সেই রথের বাহক ইন্দ্রিয়রূপ বলবান্ অশ্বগণ এবং মনোরূপ লাগামের সাহায্যে বুদ্ধিরূপ সারথি দ্বারা রথের স্বামী রথী—

জীবকে সর্ব্বত্র বিচরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীব যদি ভগবৎ-কৃপায় বুদ্ধিরূপী সারথির প্রেরণায় শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধামাদির নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি বিষয়রূপ প্রশস্ত ও সহজ মার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক চলিতে থাকে, তাহা হইলে অনায়াসেই শ্রীভগবানের ধামে গমন করিতে পারে।

আর যদি জীব ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ নিরন্তর ভোগের আশায় বিষয়াভিমুখী হইয়া বুদ্ধির প্রেরণানুযায়ী মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রাকৃত রূপরসাদি বিষয়-ভোগে রত হয়, তাহা হইলে জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া সর্ব্বদা সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে। ইহাতে জীবের আত্মকল্যাণ লাভের পথ রুদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্য্যমাণং মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু।
ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে ॥"

(ভাঃ ৮।৫।২৮)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥"

(গীঃ ৩।৪০)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত টীকার মর্ম্মে পাই,—

"শব্দাদিগ্রাহক শ্রোত্রাদি, বচনাদিজনক বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, কাম—প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিরূপ, ইন্দ্রিয়বর্গ—মহাদুর্গসংবেষ্টিত রাজধানী-স্বরূপ এবং বিষয়সমূহ—সেই রাজার রাজ্য বা জনপদ স্বরূপ।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষ্যেও পাই,—

"বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীব দেহ ধারণপূর্ব্বক 'দেহী' নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠান দ্বারা জৈব-জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে। বিশুদ্ধ অহঙ্কারস্বরূপ অণুচৈতন্য জীবকে, কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব যে অবিদ্যা, তাহা প্রথমে প্রাকৃত-অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধিই অধিষ্ঠানরূপে কার্য্য করে। পরে প্রাকৃত-অহঙ্কার পরিপক্ক হইয়া মনোরূপী দ্বিতীয় অধিষ্ঠান প্রদান করে। মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করিয়া কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। (জীবের সম্বন্ধে) স্বতন্ত্র-ইচ্ছাবশতঃ আমার সাম্মুখ্যকে 'বিদ্যা' বলিয়া উক্ত করা এবং স্বতন্ত্র-ইচ্ছাবশতঃ আমার প্রতি বৈমুখ্যকে 'অবিদ্যা' বলা যায়" ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ তু (যে ব্যক্তি কিন্তু) অযুক্তেন (অসংযত, অনিগৃহীত) মনসা (মনোবিশিষ্ট হইয়া) সদা অবিজ্ঞানবান্ ভবতি (বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত হন) তস্য (তাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলি) সারথেঃ (অসাবধান সারথির) দুষ্টাশ্বাঃ ইব (অদম্য অশ্বের মত) অবশ্যানি [ভবন্তি] (অবাধ্য—নিবারণের অযোগ্য হয়। বুদ্ধি বিবেকহীন হইলে এবং মন অসংযত হইলে ইন্দ্রিয়গণকে দমন করা দুঃসাধ্য হয়) ॥৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বশ্রুতিতে বুদ্ধিকে (বিজ্ঞানকে) সারথিরূপে ও মনকে অশ্বচালন-রজ্জুরূপে বলা হইয়াছে কিন্তু সেই বুদ্ধি ও মন সমীচীন হইলে অশ্বরূপে রূপিত ইন্দ্রিয়বর্গ বশ্য হয়, অন্যথা নহে; যেমন

সারথি উৎকৃষ্ট ও নিপুণ না হইলে দুষ্ট অশ্ব কদাচ বাধ্য হয় না, সেইরূপ বুদ্ধির বিবেকাভাব ও মনের অসংযম হইলে ইন্দ্রিয়দমন অসম্ভব ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ রথিত্বাদিরূপণস্যোপযোগমাহ—যস্ত্ববিজ্ঞান-বানিত্যাদিনা। যস্তু যো রথী অযুক্তেন অসংযতেন মনসা সহ সদা নিয়তম্ অবিজ্ঞানবান্ ভবতি বিবেকহীন-বুদ্ধিযুক্তো ভবতি বিজ্ঞান-শব্দেন বুদ্ধের্ব্যাখ্যাতত্বাৎ নঞর্থস্য চ অপ্রাশস্ত্যরূপত্বাৎ তাদৃশ বিজ্ঞানবান্ রথী-এব বোদ্ধব্যঃ ন ত্বসারথিরিতি মতুপোবৈয়র্থ্যাৎ—সারথেরিতিপৃথঙ্-নির্দ্দেশাচ্চ। তস্য রথিনঃ ইন্দ্রিয়াণি অবশ্যানি অসংযম্যানি ভবন্তি যথা সারথেঃ অনিপুণস্য সারথেঃ দুষ্টাশ্বাঃ ন কদাচিদ্ বশ্যা ভবন্তি উন্মার্গ-গামিন এব ভবন্তি এবমসংযতমনসোঽবিবেকিবুদ্ধিমতোঽপিজনস্য ইন্দ্রিয়নিরোধোঽসম্ভবী অত ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারে মনঃসংযমঃ, বুদ্ধে-র্বিবেকশ্চাবশ্যকাবিতি ভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার কাহার পক্ষে সম্ভব এবং কাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহা রথিত্বাদি উক্তির উপযোগ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'যস্ত্বিতি' যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসমাহিতমনা ও বিবেকহীন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ সারথি লাগামের সাহায্যে অশ্বকে পরিচালনা করিতে পারিলে রথকে ইচ্ছামত স্থানে পৌছাইতে পারে। কিন্তু মনোরূপী লাগামকে যদি সারথি অর্থাৎ বুদ্ধি সংযত করিয়া নিজবশে রাখিতে না পারে তাহা হইলে অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ আপাতরমণীয় বিষয়াভিমুখী হইয়া সংসাররূপ ভোগপথে চলিবেই। যদিও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রবণই থাকে কিন্তু মনের সাহায্য না পাইলে তাহারা কার্য্যে সক্ষম হয় না। সেইজন্য বুদ্ধিরূপী সারথি যদি বিবেকযুক্ত হয়, স্বামীর আজ্ঞাকারী এবং লক্ষ্য স্থানে সর্ব্বদা

স্থির থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত পথের জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ বিবেকবান্ হইয়া সংযত মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে আত্মকল্যাণরূপ হরিভজনের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বুদ্ধির বিবেকবতী হওয়া এবং মনকে সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য ভক্ত-ভগবানের কৃপা-ব্যতীত জীবের সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয় না। মনও বশীভূত হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের 'যমাদিভির্যোগপথৈঃ' শ্লোক আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৫)

এস্থলে কুবুদ্ধি বলিতে—কৃষ্ণসেবা-পরা বুদ্ধি ব্যতীত নশ্বর জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-পরা অসতী বুদ্ধিকে বুঝায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥"
(ভাঃ ১১।২৯।২২)॥৫॥

**শ্রুতিঃ—যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা (সহ)।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—যঃ তু (কিন্তু যিনি) সদা (সর্ব্বদা) যুক্তেন (সংযত) মনসা (মনের সহিত) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন) ভবতি (হয়েন) তস্য (তাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (সারথির) সদশ্বাঃ ইব (সুসংযত অশ্বের ন্যায়) বশ্যানি [ভবন্তি] (বশীভূত হয়)॥৬॥

অনুবাদ—কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিরূপ-সারথিসম্পন্ন হন এবং নিগৃহীতমনা হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির আজ্ঞাধীন অশ্বগণের ন্যায় বশীভূত হয় অর্থাৎ ইচ্ছামত সৎপথে পরিচালনের যোগ্য হয়; লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়—সমীচীন সারথি ও সমীচীন প্রগ্রহ থাকিলে তাহার অশ্ব বশীভূত হয়। অতএব সারথিস্থানীয় বুদ্ধি ও প্রগ্রহস্থানীয় মন উপযুক্ত হইলে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি বাধ্য হয়, তদ্‌ব্যতিরেকে নহে ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শরীরাদে রথত্বাদিরূপণস্য প্রয়োজনমাহ—যস্ত্ববিজ্ঞানবানিত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন।

লোকে হি সমীচীনসারথি-প্রগ্রহবতোঽশ্বা বশীকৃতা ভবন্তি। এবং সারথি-প্রগ্রহত্বেন রূপিতয়োর্বিজ্ঞানমনসোঃ সামীচীন্যেঽশ্বত্বেন রূপিতানীন্দ্রিয়াণি বশ্যানি ভবন্তি নান্যথেত্যর্থঃ ॥৫-৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতদ্বৈপরীত্যে ফলমাহ—যস্তু বিজ্ঞানবানিত্যাদিনা। যস্তু পক্ষান্তরে, যোজনঃ সদা নিরন্তরং যুক্তেন সমাহিতেন নিগৃহীতেনেত্যর্থঃ, মনসা যুক্তঃ বিজ্ঞানবান্ সারথিস্থানীয়সারাসার-বিবেকিবুদ্ধিমান্ ভবতি তস্যেন্দ্রিয়াণি সারথেঃ উৎকৃষ্টপরিচালকস্য সদশ্বা ইব শিক্ষিতা অশ্বা ইব বশ্যানি আজ্ঞাধীনানি যথেষ্টপ্রদেশে প্রেরণযোগ্যানীতি যাবৎ ভবন্তি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—যে জীব নিজের বুদ্ধিকে হরিভজনময় বিবেকসম্পন্ন করিতে পারে, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি সেই লক্ষ্যস্থান ধ্যানপূর্ব্বক নিরন্তর নিপুণতার সহিত ইন্দ্রিয়গণকে তৎপথে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত মনকে সংযত করিতে পারে, তাহার মনও সর্ব্বদা লক্ষ্যস্থানে স্থির থাকে এবং উহার ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধীন হইয়া ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ের

সেবায় সংলগ্ন থাকে। নতুবা নিরন্তর বাহ্য-বিষয়-চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত পুরুষের মন বিষয়াকৃষ্ট-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবিবেকীর বুদ্ধিস্থ চেতনাকে তাহার অজ্ঞাতসারে হরণ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ।
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ॥"
(ভাঃ ৪।২২।৩০) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ তু (কিন্তু যিনি) অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকযুক্তবুদ্ধিরূপ সারথিহীন) অমনস্কঃ (অসংযত চিত্ত বা প্রমত্ত) সদা অশুচিঃ (সর্ব্বদা বিষয়-লাম্পট্যনিবন্ধন অথবা রাগদ্বেষাভিভবহেতু মলিনান্তঃকরণ) ভবতি (হইতেছেন) সঃ (সেই ব্যক্তি) তৎপদং (সর্ব্ববেদবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না) [অধিকন্তু] সংসারং (জন্মমৃত্যু-প্রবাহ) অধিগচ্ছতি চ (পাইয়া থাকে) ॥৭॥

অনুবাদ—অতঃপর সংযমাভাবে দোষ দেখাইতেছেন—যে রথী বিবেকবিশিষ্টবুদ্ধিরূপ সারথিহীন এবং প্রমত্ত বা অসংযতমনাঃ, সর্ব্বদা রাগদ্বেষাদি মলিনতায় লিপ্ত অর্থাৎ অশুচি, সেই ব্যক্তি সমস্ত বেদবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, অধিকন্তু কেবল সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিবেকাভাবে ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহারাভাবে চ দোষং তদ্ভাবেচ সুফলং মন্ত্রদ্বয়েনাহ—যস্ত্ববিবেকেত্যাদিনা তত্র প্রথমং সংযমা-

ভাবদোষমাহ—যঃ রথী তু পুনঃ, অবিজ্ঞানবান্ বিবেকাখ্য-বুদ্ধিরূপ-সারথিহীনঃ, তথা অমনস্কঃ অসমাহিতমনাঃ অসংযতচিত্তো বা, সদা সর্ব্বদা অশুচিঃ রাগদ্বেষরূপ মললিপ্তঃ ভবতি তস্য ইষ্টাপ্রাপ্ত্যনিষ্টপ্রাপ্তী আহ—সঃ তাদৃশঃ পুমান্ তৎপদং 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' ইত্যাদিলক্ষণং পরব্রহ্মস্বরূপং ন আপ্নোতি ন লভতে লব্ধুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ পরন্তু সংসারং জন্ম-মরণধারামধিগচ্ছতি চ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—ইন্দ্রিয়ের বশীকরণরূপ প্রত্যাহার হইলে অথবা না হইলে কি বিশেষ ? তাহা জানাইবার জন্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার ও তদভাবের ফল মন্ত্রদ্বয়ে বলিতেছেন। যে ব্যক্তি বিবেকাখ্যবুদ্ধিরূপ সারথি-বিহীন, তাহার মন অবশীকৃত ও বিষয়লাম্পট্যহেতু অশুচি। সে কখনও ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। পরন্তু পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালারূপ সংসারই প্রাপ্ত হয়।

যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা বিবেকরহিত অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য, তাহার মন বশীভূত হয় না, আবার মন যাহার নিগৃহীত হয় না, তাহার মন বিষয়বাসনাযুক্ত হইয়া দূষিত থাকে এবং তদধীন ইন্দ্রিয়গণও নিরন্তর দুরাচারে প্রবৃত্ত থাকে। সর্ব্ববেদবেদ্য শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভের যোগ্য মানবদেহ ধারণ করিয়াও সে ব্যক্তি সেই পরমপদ লাভে অসমর্থ হয় বরং নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের ফলে অনবরত এই সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে জন্মলাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্ব্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্ যেনাবিশতি মুখ্যতাম্ ॥"

(ভাঃ ৪।২২।৩৩)

অর্থাৎ কেবল ধনাদি ভোগ্যবিষয় ও তদনুকূল কামনার চিন্তায় জীবের পরমার্থের ব্যাঘাত ঘটে; এবং শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার বিলুপ্ত হইয়া জীব ক্রমশঃ অতি নিকৃষ্ট স্থাবরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।৭।

শ্রুতিঃ—যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[আবার] যঃ তু (যে রথী) বিজ্ঞানবান্ (বিবেক-সম্পন্নবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত) সমনস্কঃ (বশীকৃত-চিত্ত) সদা শুচিঃ (সর্ব্বদা পবিত্র—রাগদ্বেষহীন) ভবতি (হইয়া থাকেন) স তু (তিনি কিন্তু) তৎপদম্ (সেই পরমপদ) আপ্নোতি (লাভ করেন) যস্মাৎ (যে প্রাপ্ত-ব্রহ্মপদ হইতে) [ভ্রষ্টঃ সন্—ভ্রষ্ট হইয়া] ভূয়ঃ (পুনরায়) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ।৮।

অনুবাদ—যাঁহার বুদ্ধি হেয়োপাদেয়-বিষয়ক বিবেকযুক্ত, যিনি সংযতমনাঃ—অপ্রমত্ত এবং সর্ব্বদা পবিত্র—বিষয়-চিন্তারহিত হন, তিনিই সেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, যাঁহা হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হয়ত্বেন রূপিতানামিন্দ্রিয়াণাং বশীকরণতদভা-বয়োঃ প্রয়োজনং দর্শয়তি মন্ত্রদ্বয়েন—

যস্ত্ববিজ্ঞানবানিত্যাদিনা। অমনস্কোঽনিগৃহীতমনাঃ, অত এবাশুচিঃ সর্ব্বদা বিপরীতচিন্তাপ্রবণত্বাদিত্যর্থঃ। ন কেবলং জিগমিষিতপ্রাপ্ত্য-ভাবমাত্রং প্রত্যুত গহনং সংসারকান্তারমেব প্রাপয়তীত্যর্থঃ ।৭-৮।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারে বিবেকিবুদ্ধিযোগে চ গুণমাহ—যস্ত্বিত্যাদিনা—যঃ তু যঃ পুনঃ রথী বিজ্ঞানবান্ বিবেকসম্পন্ন-বুদ্ধিরূপসারথিযুক্তঃ, ন কেবলং সৎসারথিযোগ এব তৎপদ-প্রাপ্তিঃ কিন্তু সমনস্কঃ— বশীকৃতমনাঃ, স্বমনসোঽপি সংযম আবশ্যকঃ, অন্যথা পতন সম্ভবাৎ, তথা সদা শুচিঃ—বিষয়ভোগালম্পটঃ, বিষয়ভোগোৎসুক্যে রাগদ্বেষাদিমলযোগাৎ শুচিত্বহানেঃ, ভবতি সঃ তাদৃশঃ পুমান্ তৎপদং ব্রহ্মাখ্যং পদম্ আপ্নোতি—কীদৃশং পদমিত্যাহ—যস্মাৎ লব্ধাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্, ভূয়ঃ পুনরপি ন জায়তে ন জন্ম গৃহ্ণাতি পুনর্জন্মনিবৃত্তিরেব ব্রহ্মপদপ্রাপ্তেঃ ফলমিতিভাবঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার ও বিবেকবতী বুদ্ধির ফল বলিতেছেন,—কিন্তু যিনি বিবেকাখ্য-বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত, যাঁহার মন বশীভূত ও সর্ব্বদা শুচি অর্থাৎ পবিত্র ভগবৎ-চিন্তাপরায়ণ, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর এই সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ভগবদ্-ভজনের ফলে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলে, তথা হইতে আর পতন হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাই,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥" (গীঃ ৮।১৬)

আরও পাই,—

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" (গীঃ ৮।২১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি" ইত্যাদি (ভাঃ ৩।২৫।৩৮) শ্লোকও আলোচ্য ॥৮॥

শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[সেই গন্তব্য পদ কি ? এবং কে সেই পদ পাইবার অধিকারী, তাহাই বলিতেছেন,—]যস্তু নরঃ (যে কেহ মনুষ্য) বিজ্ঞান-সারথিঃ (বিবেকবতী বুদ্ধিকে সারথি করিয়াছে) মনঃ প্রগ্রহবান্ (যাঁহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের সংযম-রশ্মি—মন বশীভূত আছে অর্থাৎ যিনি সমাহিত-চিত্ত) সঃ (সেই ব্যক্তি) অধ্বনঃ (সংসার পথের) পারং (পরতীর) [লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হইয়া] বিষ্ণোঃ (পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের) তৎ পরমম্ পদম্ (সেই পরম পদ অর্থাৎ স্বরূপ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৯॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত-বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ও মনোরূপ ইন্দ্রিয়াশ্বচালক-রজ্জুকে বশে ধারণ করিয়া আছেন, সেই সমাহিতমনা শুচি পুরুষ সংসারের পরপারে গিয়া অধিগন্তব্য শ্রীবাসুদেবের সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কিং তৎপদমিত্যাকাঙ্‌ক্ষায়াং তৎপদং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—

বিজ্ঞানসারথিরিতি। সমীচীনবিজ্ঞানমনঃশালী সংসারাধ্বপারভূতং পরমাত্মস্বরূপং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং প্রত্যাহারাভাবভাবয়োরনর্থপ্রাপ্তীষ্টপ্রাপ্তী নিরূপ্য প্রত্যাহাররূপং সাধনং ফলোক্ত্যা দর্শয়তি—বিজ্ঞানেতি—যঃ তু যঃ পুনঃ নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ বিবেকবতী বুদ্ধিঃ সারথির্যস্য সঃ বিবেকবতী বুদ্ধি-র্বিজ্ঞানপদেন গৃহ্যতে। মনঃপ্রগ্রহবান্ মন এব প্রগ্রহঃ সোঽস্ত্যস্য ইতি তথা বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ শুচিরপি উপলক্ষিতঃ, এতাদৃশো ভবতি সঃ অধ্বনঃ

সংসারপদব্যাঃ পারম্ অন্তং বিমুক্তিমিতি যাবৎ তৎ প্রসিদ্ধং বিষ্ণোঃ বাসুদেবস্য পরমং সর্ব্বাতিশায়িপদং ধাম স্বরূপং বা অভ্যেতি প্রাপ্নোতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—এই কঠবল্লীতে তৃতীয় মন্ত্র হইতে নবম মন্ত্র পর্য্যন্ত সাতটি মন্ত্রে রথরূপকের দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের কৃপায় জীবাত্মার এই দুর্ল্লভ মনুষ্য শরীর লাভ হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রের সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন যে,—"নরতনু ভজনের মূল", যদি মনুষ্য জন্ম পাইয়াও জীব হরিভজন না করে, তাহা হইলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হইয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইতে হইবে। যে মহান্ কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত জীবের দুর্ল্লভ মনুষ্য শরীর লাভ হইয়াছে, তাহা যদি অনিত্য আপাতরমণীয় বিষয়ভোগজনিত সুখেই অতিবাহিত করা হয়, তাহা হইলে সে আত্ম-ঘাতী। সুতরাং যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে কালযাপন করিতে পারিলেই মনুষ্য-জীবন সার্থক হইবে অর্থাৎ ভব-সংসার পার হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক নিত্য পার্ষদ হইয়া নিত্যসেবা প্রাপ্তি ঘটিবে।

তজ্জন্য শ্রুতিমাতা বলিতেছেন যে, "হে জীব, তুমি বিবেক-বতী বুদ্ধি লাভ কর এবং মনকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের বন্ধন রজ্জু করিয়া, নিজের বশে রাখ, তাহা হইলে সংসারের পারভূত সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"

হরিভজনে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনই বিবেকবতী বুদ্ধির পরিচয়। ভক্তিবিবেকের দ্বারা বুদ্ধি পরিচালিত

হইলেই মনকে বশীভূত করা যায় এবং মনোরূপ প্রগ্রহের সাহায্যে ইন্দ্রিয়রূপ বলবান্ অশ্বগুলিকেও বশে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীহরিসেবায় নিয়োজিত করা সম্ভব।

একমাত্র ভক্তি দ্বারাই যে শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্॥" (ভাঃ ১১।১৪।২১)।

বিষয়-চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হয়, পরন্তু যিনি অনুক্ষণ শ্রীভগবানের চিন্তা করেন, তাহার চিত্ত শ্রীভগবানেই নিমগ্ন হয়। যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥" (ভাঃ ১১।১৪।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! আমার প্রতি বুদ্ধি সমাহিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে মনকে সংযত করিবে, ইহাই যোগের সার বলিয়া জানিবে।

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৩।৬০) ॥৯॥

**শ্রুতিঃ—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে বশীকরণীয় পূর্ব্বোক্ত শরীরাদির মধ্যে তারতম্যানুসারে প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—] হি (নিশ্চয়ই) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ হইতে) অর্থাঃ (শব্দাদি বিষয়) পরাঃ

(বলবান্ বলিয়া শ্রেষ্ঠ) অর্থেভ্যঃ চ (আবার সেই বিষয়সমূহ হইতে) মনঃ (প্রগ্রহরূপী মন) পরম্ (শ্রেষ্ঠ যেহেতু ইন্দ্রিয়ের নিরোধক) মনসঃ তু (মন হইতে আবার) বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) পরা (মনের চালক হিসাবে শ্রেষ্ঠা) বুদ্ধেঃ (সেই সারথিরূপিণী বুদ্ধি হইতে) আত্মা (রথিরূপে বর্ণিত জীবাত্মা) পরঃ (প্রধান) [স চ] মহান্ (কারণ সেই আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বামী) ॥১০॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ধ্যানের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন,—ভগবানের সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধনই তাঁহার ধ্যান করণীয়, সেইজন্য বিষয়াদির তারতম্য-নির্দ্ধারণ এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে প্রধান, যেহেতু ইন্দ্রিয় বিষয়ের অধীন। মন সেই বিষয় হইতে প্রধান যেহেতু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ মন দ্বারাই হইয়া থাকে। আবার সেই মন হইতে বুদ্ধির প্রাধান্য, কারণ মন —সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক, কিন্তু বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, তাহার দ্বারা ভোগ্য বস্তুর নিশ্চয় হইলে ভোগ হয়—এইজন্য। জীবাত্মা সেই বুদ্ধি হইতেও প্রধান যেহেতু ঐ আত্মা মহান্ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের স্বামী ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবদ্ধ্যানঞ্চ তারতম্যচরমত্বেন কার্য্যমিত্যভিপ্রায়েণ অর্থাদীনাং তারতম্যমাহ—ইন্দ্রিয়েভ্য ইত্যাদিনা—তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চক্ষুরাদিভ্যঃ অর্থাঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা বিষয়া নিশ্চয়েন পরাঃ প্রধানভূতাঃ লোকে উপেয়স্যৈব উপায়াৎ প্রাধান্যং সুব্যক্তমিতি বিষয়াণাং ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ প্রাধান্যম্। অর্থেভ্যশ্চ বিষয়েভ্যঃ পুনঃ মনঃ পরং জ্ঞানব্যাপারস্য বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষস্য মনোমূলকত্বাদিতি ভাবঃ। সংশয়াত্মকাৎ মনসস্তু বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা পরা শ্রেয়সী বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাদিত। তস্যা অপি বুদ্ধেঃ আত্মা রথিত্বেন রূপিত আত্মা জীবঃ কর্ত্তৃত্বেন বুদ্ধ্যাদীনাং চালকত্বেনেতি যাবৎ পরঃ, যতঃ স মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাস্বমীতি মহত্তমঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—তারতম্য-বিচারে ভগবদ্ধ্যান চরমবোধে কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়ে বিষয়াদির তারতম্য বলিতেছেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বলবান্, কারণ বিষয়সমূহই ইন্দ্রিয়-বর্গকে আকর্ষণ করে। বিষয়সমূহ হইতে আবার মন শ্রেষ্ঠ যেহেতু বিষয় ও ইন্দ্রিয়ব্যবহারের মূল মন অতএব মন শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক বলিয়া মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা; যেহেতু নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বই ভোগের কারণ; আবার তদপেক্ষা অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষা ভোক্তা জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বামী।

এই মন্ত্রে 'পর' শব্দের প্রয়োগ বলবান্ অর্থেই হইয়াছে। বিষয় সমূহ এত বলবান্ যে সাধকের ইন্দ্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেইজন্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে দূরে রাখা সাধকের দরকার। মন আবার আরও বলবান্ সুতরাং মনের যদি বিষয়ের প্রতি আসক্তি দূর করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় বা বিষয় সাধকের কিছুই করিতে পারে না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রবল, এজন্য বিবেকের দ্বারা বুদ্ধিকে শোধন পূর্ব্বক সেই বিবেকবতী বুদ্ধির দ্বারা মনকে রাগদ্বেষরহিত করিয়া বশীভূত করা সাধকের প্রয়োজন। **কিন্তু বুদ্ধি** হইতে ভোক্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বলবান্ সুতরাং জীবের এই ভোক্তৃত্বাভিমান দূরীভূত করা সাধকের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু জীব যতক্ষণ স্বীয় ভগবদ্দাস্যময় স্বরূপ অনুভব করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার বিষয়ের প্রতি ভোগবুদ্ধি দূরীভূত হইবে না।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥" (গীঃ ৩।৪২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা।"

(ভাঃ ১১।২৬।২২)

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"বিষয়ী যোষিৎ বা ভোগ্যপদার্থে সর্ব্বক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে ব্যস্ত। তৎস্থলে নিত্যপদার্থের সেবনোপলব্ধি ঘটিলেই এই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয় হৃদ্দেশ অধিকার করে না। ভগবৎ-সেবার অনুকূল-বিষয়ে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইলে ভোগ বা ত্যাগের বিপরীত দিক্ বদ্ধজীবকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের—"জিহ্বৈকতোঽচ্যুত" (ভাঃ ৭।৯।৪০) শ্লোকও আলোচ্য ॥১০॥

শ্রুতিঃ—মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—মহতঃ (জীবাত্মা হইতে) অব্যক্তম্ (শ্রীভগবানের মায়াশক্তি) পরম্ (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বলবতী), অব্যক্তাৎ (সেই মায়াশক্তি হইতে) পুরুষঃ (পরমেশ্বর বিষ্ণু) পরঃ (প্রধান)। পুরুষাৎ (বিষ্ণু হইতে) কিঞ্চিৎ (কোন বস্তু) পরং (শ্রেষ্ঠ) ন [অস্তি] (নাই), সা (সেই পুরুষই) কাষ্ঠা (চরমসীমা, দেবতা-তারতম্যের বিশ্রান্তি-ভূমি) সা (সেই বিষ্ণুই) পরা গতিঃ (পরম পুরুষার্থ) ॥১১॥

অনুবাদ—জীবাত্মা হইতে অব্যক্তরূপিণী দৈবী মায়াশক্তি জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া বলিয়া শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ বলবতী। সেই মায়া পুরুষাধিষ্ঠিতা হইয়া প্রকৃতিরূপে জগৎ-সৃজনকারিণী। পরব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত-

রূপা প্রকৃতির উৎপত্তি-নিবন্ধন অব্যক্ত হইতেও পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। অতএব তারতম্য-বিচারে পরমেশ্বরই চরম সীমা এবং তিনিই জীবের পরমপুরুষার্থ যেহেতু সেই পরম পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বশীকার্য্যত্বায় রথাদিরূপিতেষু শরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্য্যতায়াং প্রধানানি তান্যুচ্যন্তে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যাদিমন্ত্রদ্বয়েন। অস্য মন্ত্রদ্বয়স্যার্থো ভগবতা ভাষ্যকৃতা আনুমানিকাধিকরণে [ব্রঃ সূঃ ১।৪।১] উক্তঃ। ইত্থং হি তত্র ভাষ্যম্—"তেষু রথাদিরূপিতশরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্য্যতায়াং প্রধানানি তান্যুচ্যন্ত ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা ইত্যাদিনা। তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো গোচরত্বেন রূপিতা বিষয়া বশীকার্য্যত্বে পরাঃ। বশ্যেন্দ্রিয়স্যাপি বিষয়সংনিধাবিন্দ্রিয়াণাং দুর্নিগ্রহত্বাৎ। তেভ্যোঽপি পরং প্রগ্রহরূপিতং মনঃ। মনসি বিষয়প্রবণে বিষয়াসংনিধানস্যাপ্যকিংচিৎকরত্বাৎ। তস্মাদপি সারথিত্বরূপিতা বুদ্ধিঃ পরা। তস্যা অপি রথিত্বেন রূপিত আত্মা কর্ত্তৃত্বেন প্রাধান্যাৎ পরঃ। সর্বস্যাত্মেচ্ছায়ত্তত্বাৎ। আত্মৈব মহানিতি চ বিশেষ্যতে। তস্মাদপি রথরূপিতং শরীরং পরম্। তদায়ত্তত্বাজ্জীবস্য সকলপুরুষার্থসাধনপ্রবৃত্তীনাম্। তস্মাদপি পরঃ সর্বান্তরাত্মভূতোঽন্তর্য্যাম্যধ্বনঃ পারভূতঃ পরমপুরুষো-যথোক্তস্যাত্মপর্য্যন্তস্য তৎসংকল্পায়ত্তপ্রবৃত্তিত্বাৎ। স খল্বন্তর্য্যামিতয়োপাসকস্যাপি প্রযোজকঃ। 'পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ' [ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১] ইতি হি জীবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিতি বক্ষ্যতে। বশীকার্য্যোপাসননির্ব্বৃত্ত্যুপায়কাষ্ঠাভূতঃ পরমপ্রাপ্যশ্চ স এব। তদিদমুচ্যতে—

'পুরুষান্ন পরং কিংচিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' ইতি। তথা চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণে 'য আত্মনি তিষ্ঠন্' [বৃঃ মাধ্ব ৩।৭।৩০] ইত্যাদিভিঃ

সর্বং সাক্ষাৎকুর্বন্ সর্বং নিয়ময়তীত্যুক্ত্বা 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা'ইতি নিয়ন্ত্রন্তরং নিষিধ্যতে। ভগবদ্গীতাস্থ চ—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥"
(১৮।১৪) ইতি।

দৈবমত্র পুরুষোত্তম এব।

'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।' [১৫।১৫] ইতি বচনাৎ।

তস্য চ বশীকরণং তচ্ছরণাগতিরেব। যথাহ—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" (১৮।৬১)
"তমেব শরণং গচ্ছ …।" (১৮।৬২) ইতি।

তদেবমাত্মানং রথিনং বিদ্ধীত্যাদিনা রথ্যাদিরূপকবিন্যস্তা ইন্দ্রিয়াদয় ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যত্র স্বশব্দৈরেব প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, ন রথরূপিতং শরীরমিতি পরিশেষাত্তদব্যক্তশব্দেনোচ্যত ইতি ভাষিতম্ ॥১০-১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মহতঃ জীবাত্মনঃ অব্যক্তং মায়াশক্তিরূপং প্রধানং পরম্ তস্য সর্ব্বজগদ্বীজভূতত্বাৎ। অব্যক্তাৎ তাদৃশাৎ প্রধানাৎ প্রকৃতিশক্তিকাৎ পুরুষঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ পরঃ তস্য প্রধানকারণত্বাৎ প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বাচ্চ, ব্যক্তঞ্চৈতদ্ 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্' ইতিব্রহ্মসূত্রে। তথা 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' ইত্যত্রাপি। কিঞ্চ তমঃশক্তিকাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রধানোৎপত্তিকথনাদিত্যর্থ ইতি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাৎ। কাষ্ঠাতারতম্যবিভাগে পুরুষ এব চরমঃ। এতচ্চ—পরাত্তু তচ্ছ তেরিতি সূত্রে

নির্ণীতম্। সা পুরুষঃ, পুরুষাৎ কিঞ্চিৎ তত্ত্বং পরং শ্রেষ্ঠং নাস্তি অতো-বিষ্ণুঃ পরা কাষ্ঠা।

পরা গতিঃ পরমপুরুষার্থঃ 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা-বিদ্যতেঽয়নায়' ইতি শ্রুত্যন্তরোপপাদিতত্বাদিতিভাবঃ। সেতি বিশেষ্যা-পেক্ষয়া স্ত্রীত্বম্ বিধেয়বিশেষণত্বাদ্‌বিধেয়স্য প্রাধান্যাৎ॥১১॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে আবার জীব হইতে অব্যক্তকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অব্যক্ত-শব্দ শ্রীভগবানের মায়াশক্তি ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীগীতাতে এই মায়াকে জীবের পক্ষে দুস্তরা বলা হইয়াছে। যথা—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" (গীঃ ৭।১৪)। জীব মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াই শ্রীভগবানের দর্শনে বঞ্চিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০প)

এই মায়াই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে জবনিকাস্বরূপ। সেই কারণেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর জীব-হৃদয়ে এবং জগতের সর্ব্বত্র অবস্থান করিলেও জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

শ্রীগীতায় জীবকে পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন (গীঃ ৭।৫) আবার শ্রীভাগবত বলেন—'পরোঽপি মনুতেঽনর্থং' (ভাঃ ১।৭।৫) কিন্তু মায়া এত বলবতী যে, জীব নিজশক্তিতে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইলে শ্রীভগবানের দয়ায়ই জীব মায়ার হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে। শ্রীগীতাতেও পাই,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। (গীঃ ৭।১৪)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

সাংখ্যমতাবলম্বিগণ 'অব্যক্ত' বলিতে যে "প্রধানতত্ত্ব" বুঝেন, তাহা কিন্তু এস্থলের 'অব্যক্ত'-শব্দের তাৎপর্য্য নহে। কারণ সাংখ্যমতে 'প্রধান'কে 'স্বতন্ত্র তত্ত্ব' বলা হইয়াছে। তাহা কিন্তু 'আত্মা' হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নহে। আর যে বলেন,—জীবের ভোগ ও মোক্ষ—দুই প্রয়োজনের সিদ্ধিদাতা অব্যক্ত, তাহা কিন্তু শ্রীগীতা বা উপনিষৎ কখনও স্বীকার করেন নাই যে, সাংখ্যের প্রকৃতি জীবকে মুক্তি দিতে পারে। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮) "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" (গীঃ ৭।১৪) ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতির সিদ্ধান্ত।

অতএব এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় যে,—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর জীবাত্মার অধিকার। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক বলবান্ তত্ত্ব 'অব্যক্ত', ইহাকে মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলে নিজে পরা প্রকৃতি হইয়াও এই মায়ার বশীভূত হইয়া অবস্থান করে। এই মায়াকে অতিক্রম করিবার শক্তি জীবের নাই কিন্তু এই মায়াশক্তি হইতেও বলবান্ তাহার স্বামী পরমপুরুষ পরমেশ্বর। জ্ঞান, বল, ক্রিয়াদি যাবতীয় শক্তির অন্তিম বা পরম আধার সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিলেই শ্রীভগবান্ জীবকে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক নিজ পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করেন। ইহাতে জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব। আর এই ভগবত্তত্ত্বই সর্ব্বোপরি। যাহা শ্রীগীতাতে পাই,—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (গীঃ ৭।৭)।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (ব্রঃ ৫।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ-প্রধান॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ পঃ)

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাই,—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) এবং ছান্দোগ্যেও পাই,—"একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১)। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্" (শ্বেঃ ৩।১০)।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আরও পাওয়া যায়,—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেঃ ৬।৮)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ" (ভাঃ ৫।৩।১৬)

শ্রীগীতায়ও শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ"। (গীঃ ১১।৪৩)

অতএব পরাৎপর তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত জীবের কল্যাণের দ্বিতীয় পন্থা নাই। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। যাহা সকল শ্রুতি-স্মৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন॥১১॥

শ্রুতিঃ—এষ সর্ব্বেষু ভুতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[যদি এইরূপই পরমেশ্বর হন তবে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] এষঃ আত্মা (এই আত্মা) সর্ব্বেষু (সকল) ভূতেষু (প্রাণীর মধ্যে) গূঢ়ো আত্মা (অন্তর্হিত স্বরূপ) [অতএব] ন প্রকাশতে (প্রকাশ পান না)। [যদি তাহাই হয়, তবে অনুসন্ধানের প্রয়াস কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'দৃশ্যতে তু' ইত্যাদি 'তু' শব্দের অর্থ ভগবৎ-প্রসাদরূপ হেতু।] সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (সূক্ষ্মতত্ত্ব-দর্শন-শক্তিতে যাঁহারা সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্তৃক) অগ্র্যয়া (একাগ্রতাযুক্ত) সূক্ষ্ময়া (শ্রবণাদি-জনিত ভগবৎ-প্রসাদলব্ধ সূক্ষ্মদর্শনশক্তিসম্পন্ন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) ॥১২॥

অনুবাদ—এই পরমাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে গূঢ়রূপে অবস্থান করায় সকলের নিকট প্রকট নহেন, কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিগণ শ্রবণ-মননাদিরূপ ভগবদ্-বিষয়ক ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা সংস্কৃত বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন অতএব তাঁহার দর্শনের জন্য একাগ্রতা ও ভগবৎপ্রসাদ লাভের জন্য উপাসনাই কর্ত্তব্য ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এষ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতি।

সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মতয়া বর্ত্তমানোঽসৌ গুণত্রয়মায়াতিরোহিতত্বেনাজিতবাহ্যান্তঃকরণানাং ন যথাবৎপ্রকাশতে। অগ্র্যয়ৈকাগ্র্যযুক্তয়া বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপাররহিতয়া সূক্ষ্মার্থবিবেচনশক্ত্যা সূক্ষ্মদর্শনশীলৈর্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ এবংবিধঃ কশ্চিদস্তি চেৎ কুতো নোপলভ্যত ইত্যত আহ এষ ইত্যাদি—সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু, গূঢ়াত্মা যোগমায়য়া সংবৃতস্বরূপঃ, যদ্বা 'গূঢ়োত্মা'ইতি পাঠে ছান্দস আকারলোপঃ তদর্থশ্চ অন্তর্হিতস্বরূপঃ সন্ এষ পরমেশ্বরো ন প্রকাশতে ন দৃশ্যো ভবতি। কিং সর্ব্বেষামদৃশ্যস্তথা চেৎ কিং দর্শনপ্রয়াসেনেত্যত আহ—নহি নহি স কৈশ্চিৎ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ, তু-শব্দো ভগবৎপ্রসাদরূপহেতুদ্যোতকঃ, অগ্র্যয়া একাগ্রয়া, বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপাররহিতয়া সূক্ষ্ময়া শ্রবণাদিজনিতয়া ভগবৎ-প্রসাদলব্ধ-সধ্রীচীনয়া বুদ্ধ্যা দৃশ্যতে প্রত্যক্ষীক্রিয়তে অতো ন নৈরাশ্যম্, সাধনসিদ্ধৌ যত্নঃ করণীয় ইতি ভাবঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ সকলের অন্তর্য্যামী এবং সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজমান কিন্তু জীবসমূহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কারণ জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যে মহামায়ারূপ জবনিকা ব্যবধান থাকে। যতক্ষণ শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই মায়ারূপ জবনিকার ব্যবধান দূরীভূত না করেন এবং যোগমায়ার আশ্রয় প্রদান না করেন, ততক্ষণ জীব ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হয় না। সেইজন্য জীবের কর্ত্তব্য শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপ ভজন আশ্রয় করা। ভজনে একাগ্রতা-লাভ করিতে পারিলে শ্রীভগবৎকৃপা লাভ হয়, সেই কৃপার ফলে সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শনোপযোগী বুদ্ধির প্রকাশ হয়। তখন সেই ভগবৎ-কৃপালব্ধ সূক্ষ্ম-তত্ত্বদর্শী ভক্তগণ একাগ্র-সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥" (গীঃ ৭।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে॥
ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।২২-২৩) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—যচ্ছেদ্‌বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী ব্যক্তি) বাক্ (বাক্যকে অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই কয়টি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকেও) মনসি (মনে) যচ্ছেৎ (নিয়ত করিবে অর্থাৎ মনের অধীন করিয়া রাখিবে) তৎ [মনঃ] (সেই মনকে) জ্ঞানে (জ্ঞানস্বরূপ—প্রকাশস্বরূপ) আত্মনি (বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (বুদ্ধির অধীন করিবে) জ্ঞানম্ (বুদ্ধিকে) মহতি আত্মনি (কর্ত্তা জীবাত্মায়) নিযচ্ছেৎ (অধীন চিন্তা করিবে) তৎ (সেই কর্ত্তৃভূত আত্মাকে) শান্তে (শান্তস্বরূপ) আত্মনি (পরমাত্মায়) যচ্ছেৎ (নিয়মিত করিবে, পরমাত্মার বশীভূত করিবে) [এইপ্রকার রথী বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য] ॥১৩॥

অনুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তমত্বরূপে ধ্যান এবং ইন্দ্রিয়াদি হইতে অর্থ প্রভৃতির উত্তমত্বরূপে বিচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের বশীকরণ প্রকার বলিতেছেন,—বিবেকী ব্যক্তি বাক্ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন চিন্তা করিবে, মনকে জ্ঞানসাধন বুদ্ধির অধীন কল্পনা করিবে, সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মার অনুগতরূপে

ধ্যান করিবে এবং জীবাত্মাকে নির্ব্বিকার পরমাত্মার বশ্য চিন্তা করিবে ।১৩।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্যাহ্যাভ্যন্তরকরণব্যাপাররাহিত্যপ্রকারম্ 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' ইতি নির্দ্দিষ্টজীবস্বরূপজ্ঞানপ্রকারং দর্শয়তি—যচ্ছেদ্বাঙ্মনসীত্যাদিনা। ইমং মন্ত্রং প্রস্তুত্যেত্থং হি ভাষ্যকৃতা হয়াদিরূপিতানামিন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণপ্রকারোঽয়মুচ্যতে—

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ। বাক্‌পূর্ব্বকাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনসি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ। বাক্-শব্দে দ্বিতীয়ায়াঃ সুপাং সুলুগিত্যাদিনা লুক্। মনসী ইতি সপ্তম্যাং ছান্দসো দীর্ঘঃ।

তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। তন্মনো বুদ্ধৌ নিযচ্ছেৎ। জ্ঞানশব্দেনাত্র পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিরভিধীয়তে। জ্ঞান আত্মনীতি ব্যধিকরণে সপ্তম্যৌ। আত্মনি বর্ত্তমানে জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ। বুদ্ধিং কর্ত্তরি মহত্যাত্মনি নিযচ্ছেৎ।

তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ইতি তং কর্ত্তারং পরস্মিন্‌ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তর্য্যামিণি নিযচ্ছেৎ। ব্যত্যয়েন তদিতি নপুংসকলিঙ্গতা। এবং ভূতেন রথিনা বৈষ্ণবং পদং গন্তব্যমিত্যর্থ ইতি ভাষিতম্। বিবৃতং চ শ্রুতপ্রকাশিকায়াম্। বাচো মনসি নিয়মনং মনোঽননুগুণপ্রবৃত্তিবৈমুখ্যাপাদনম্। মনসো বুদ্ধৌ নিয়মনং ব্যবসায়ানুগুণপ্রবৃত্তিতাপাদনম্। বুদ্ধিশ্চার্থেষু হেয়তাধ্যবসায়রূপা। তস্যা বুদ্ধেরাত্মনি নিয়মনং নাম স এবোপাদেয়তয়া সাক্ষাৎকার্য্য ইত্যেতদর্থবিষয়ত্বাপাদনম্। শান্তে স্বতঊর্ম্মিষট্‌কপ্রতিভটে শান্ত আত্মনি মহত আত্মনো জীবস্য নিয়মনং নাম তচ্ছেষতাপ্রতিপত্তিরিতি। আত্মশব্দস্য পুংলিঙ্গত্বাৎ পুংলিঙ্গতচ্ছব্দেন

নির্দ্দেষ্টব্যে ছান্দসত্বাল্লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। নন্থ ভাষ্যে জ্ঞান আত্মনীতি ব্যধিকরণে সপ্তম্যৌ। আত্মনি বর্ত্তমানে জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থ ইত্যুক্তিরযুক্তা। অব্যাবর্ত্তকত্বাদাত্মনি বর্ত্তমান ইতি বিশেষণস্যাত্মন্যবর্ত্তমানজ্ঞানস্যৈবা-ভাবাৎ। ন চ তত্মচ্ছেজ্ জ্ঞান ইত্যেতাবত্যুক্ত আত্মস্বরূপজ্ঞানভ্রান্তিঃ স্যাৎ। অতো জ্ঞান আত্মনীত্যুক্তমিতি বক্তুং শক্যম্। তথা সতি তস্যা এব ভ্রান্তেঃ সামানাধিকরণ্যযোজনয়া দৃঢ়ীকরণপ্রসঙ্গাৎ। ন হ্যাত্মনীত্যনেনাত্মভ্রান্তির্ব্যুদস্যতে। ন চাত্মনি বর্ত্তমান ইতি ভাষ্যস্যাত্মনি বিষয়বিষয়িভাবলক্ষণসংবন্ধেন বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। আত্মবিষয়কজ্ঞান ইতি যাবৎ। অতো ব্যাবর্ত্তকতয়া ন বৈয়র্থ্যদোষ ইতি বাচ্যম্। তথা সতি জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেদিত্যস্য বৈয়র্থ্যাপাতাৎ। তদর্থস্যাপি তেনৈব সিদ্ধেরিতি চেদুচ্যতে। অয়মভিপ্রায়ো ভাষ্যকারস্য তত্মচ্ছেজ্-জ্ঞান আত্মনীত্যত্রাত্মনীতি বিষয়সপ্তমী। তচ্চাত্মবিষয়কং জ্ঞান-মাত্মোপাদেয়স্তদতিরিক্তা অর্থা হেয়া ইত্যেবংরূপম্। তচ্চার্থেষু হেয়তাধ্যবসায়রূপা বুদ্ধিরিতি শ্রুতপ্রকাশিকায়াং ব্যক্তম্। অস্য চাত্মানাত্মবিষয়কা হেয়াহেয়তাধ্যবসায়রূপস্য জ্ঞানস্য মহত্যাত্মনি নিয়মনং নাম স এবোপাদেয়তয়া সাক্ষাৎকার্য্য ইত্যেতদর্থবিষয়ত্বা-পাদনমিতি তত্রৈব শ্রুতপ্রকাশিকায়ামুক্তত্বাৎ। বাক্যদ্বয়স্যাপি সপ্রয়োজনতয়া তদুক্তবৈয়র্থ্যশঙ্কানবকাশ ইতি ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—হয়াদিরূপিতানামিন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণপ্রকা-রোঽয়মুচ্যতে—যচ্ছেদিত্যাদিনা পূর্ব্বত্র ভগবতঃ সর্ব্বোত্তমত্বেন ধ্যানং-কার্য্যমিত্যভিপ্রেত্য তারতম্যমুক্তম্। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্বে-ষাম্ উত্তরোত্তরনিয়তত্বঞ্চকার্য্যম্। নিয়মনং হি নাম তদধীনত্বচিন্তনম্। তৎপ্রকারো যথা প্রাজ্ঞো বিবেকী বাক্ বাচম্ সুপাংসুলুক্ ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া বিভক্তের্লোপশ্ছান্দসঃ। বাক্পদেন কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানেন্দ্রিয়া-ণাঞ্চোপলক্ষণম্। মনসি যচ্ছেৎ নিযচ্ছেৎ তন্নিয়তং কুর্য্যাৎ। মনসী

ইত্যত্র ছান্দসো দীর্ঘঃ। তৎ মনঃ জ্ঞানে বুদ্ধৌ প্রকাশস্বরূপে জ্ঞানকরণে ইতি বা আত্মনি বুদ্ধৌ 'আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্মবর্ত্ম চ' ইত্যমরঃ। তথা 'আত্মা পুংসি স্বভাবেচ প্রযত্নমনসোরপি। ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীর ব্রহ্মণোরপীতিচ' মেদিনী। জ্ঞায়তে অনেন ইতি করণে জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। জ্ঞানং বুদ্ধিং মহতি কর্ত্তৃত্বাৎ প্রধানে আত্মনি জীবাত্মনি যচ্ছেৎ, তৎ তং কর্ত্তারমাত্মানং ব্যত্যয়েন নপুংসকলিঙ্গতা। শান্তে সুখরূপে সর্ব্ববিকাররহিতে আত্মনি পরমাত্মনি সর্ব্বান্তর্য্যামিনি যচ্ছেৎ। প্রাজ্ঞ ইতি কর্ত্তৃপদং সর্ব্বত্রানু-যঙ্ক্তে ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তমত্বরূপে ধ্যানের এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর বিষয়গুলির উত্তমত্বরূপে বিচারের কর্ত্তব্যতা বুঝাইতে গিয়া তারতম্য বর্ণিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্বের ও উত্তরোত্তরের নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

বিবেকী পুরুষ শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত কি প্রকার সাধন করিবেন, তাহার জিজ্ঞাসায় বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্ আদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়কে মনে এবং মনকে প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় এবং জীবাত্মাকে সর্ব্ববিকাররহিত সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মায় নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে ॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২৬-২৮) ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে সাধবঃ—হে সাধু পুরুষগণ! যূয়ম্—তোমরা] উত্তিষ্ঠত (আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও, নানাবিধ বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হও) জাগ্রত [জাগৃত] (—আলস্য ত্যাগ কর, অজ্ঞাননিদ্রা ক্ষয় কর) বরান্ (শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণকে) প্রাপ্য (আশ্রয় করিয়া) নিবোধত (ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ কর) [যতঃ—যেহেতু] [তৎ—সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান] নিশিতা (শাণিত—তীক্ষ্ণ) [অতএব] দুরত্যয়া (অনতিক্রমণীয়) ক্ষুরস্য (ক্ষুরের) ধারা (অগ্রস্বরূপ, ইহাতে বিচরণকারী পুরুষের অল্পমাত্র অসাবধানতায় ক্ষুরধারার উপর বিচরণকারীর মত ঈষন্মাত্র অনবধান হইলেই অধঃপতন-রূপ নাশ হয়, অতএব ইহাতে স্থিত হওয়া বড়ই কঠিন ; অথবা অর্থান্তর,—এই সংসার শাণিত ক্ষুরধারার মত অনতিক্রমণীয় ; ভগবদ্-জ্ঞানব্যতিরেকে তাহা পার হওয়া যায় না) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) তৎ (সংসার-নিবর্ত্তক আত্মতত্ত্বজ্ঞানকে) দুর্গং (দুর্গম) পথঃ (পথ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন) [অতএব বিবিধ বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও, মোহ নিদ্রা ত্যাগ কর] ॥১৪॥

অনুবাদ—অতঃপর বেদপুরুষ সাধুগণকে হিতোপদেশ দিতেছেন—হে সজ্জনগণ, হে মুক্তিকামিগণ! তোমরা উঠ, নানাবিধ বিষয়চিন্তা

ছাড়িয়া আত্মজ্ঞান-লাভে নিরত হও। অজ্ঞান-নিদ্রায় আর অভিভূত থাকিও না, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের উপসন্ন হইয়া ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ কর। এই সংসার শাণিত ক্ষুরধারার মত দুরতিক্রমণীয়, সেই সংসার-নিবর্ত্তক আত্মজ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিযুক্ত বৈরাগ্য প্রভৃতি অঙ্গসমন্বিত শ্রবণ, মনন-ধ্যানাদি মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব উহা অতি ক্লেশে প্রাপ্য এবং অর্চ্চিরাদি পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, এজন্য তিনি দুস্প্রাপ্য, সুতরাং সাবধানে মহতের আশ্রয় লাভার্থ যত্ন করা আবশ্যক ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং বশীকরণপ্রকারমুপদিশ্যাধিকারিপুরুষানভিমুখী করোতি—উত্তিষ্ঠত জাগ্রতেতি। আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবতাজ্ঞাননিদ্রায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। বরান্‌শ্রেষ্ঠানাচার্য্যানুপসংগম্যাত্মতত্ত্বং নিবোধত। যদ্বোপাসিতাদ্ভগবতো ব্রহ্মবিদ্ভ্যো বা দেবতাপারমার্থ্যং চ যথাবদ্বেৎস্যতে ভবানিত্যেবংরূপান্বরান্‌প্রাপ্য জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং নিবোধত। নোদাসিতব্যমিতি ভাবঃ।

ক্ষুরস্যেতি। জ্ঞানিনস্তদাত্মতত্ত্বং দুর্গমং পন্থানং বর্ণয়ন্তি তৎ কস্য হেতোঃ। যত আত্মতত্ত্বং ক্ষুরস্যায়ুধবিশেষস্য ধারাঽগ্রং নিশিতা তীক্ষ্ণা দুরত্যয়াঽনতিক্রমণীয়া। তীক্ষ্ণক্ষুরাগ্রে সংচরতঃ পুংসো যথা কিয়ত্যপ্যনবধান আত্মনাশো ভবতি, এবমিহাত্মস্বরূপাবগতিদশায়াং স্বল্পেঽপ্যনবধানাপরাধ আত্মনাশো ভবতীতি ভাবঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতাবতাগ্রন্থেন যম-নচিকেতসোঃ সংবাদমনূদ্য বেদপুরুষঃ স্বয়ং সাধূনাং হিতমুপদিশতি—হে সাধবঃ! সজ্জনা যূয়ম্ উত্তিষ্ঠত নানাবিধবিষয়চিন্তায়া নিবৃত্তা ভবত, জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত, নন্বাত্মতত্ত্বজ্ঞানং কথংস্যাদিত্যত আহ—বরান্ মহদ্ভ্যো বরান্ অথবা শ্রেষ্ঠানাচার্য্যান্ প্রাপ্য উপেত্য নিবোধত ভগবন্তং জানীত। বুধ

অবগমনে ইতি ভৌবাদিকস্য পরস্মৈপদিনো বুধধাতোরূপম্। জাগ্রতেতি পদম্ আদাদিকস্য জাগৃধাতোঃশব্ বিকরণস্থ ছান্দসেন লোপাভাবেন, গুণাভাবেন চ লোটিরূপম্। অথাত্মতত্ত্বং কথং ন সুজ্ঞেয়ং যেনাচার্য্যাশ্রয়ঃ-কার্য্য ইতি তত্রাহ—ক্ষুরস্য ধারেতি দৃষ্টান্তেন আত্মজ্ঞানস্য দুর্গমত্বং বোধয়তি নিশিতা শাণোল্লিখিতা ক্ষুরস্য কেশনিকৃন্তনস্যায়ুধবিশেষস্য ধারা অগ্রং যথা দুরত্যয়া দুরতিক্রমণীয়া অতিতীক্ষ্ণত্বাৎ এবং তৎ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানং পথঃ পন্থানং দুর্গমং অতিশয়যত্নেন গম্যং কবয়ো জ্ঞানিনো বদন্তি বর্ণয়ন্তি অতঃ সর্ব্বথৈব ক্ষুরধারায়াং সঞ্চরণবৎ অপ্রমাদেন বর্ত্তিতব্যম্ অন্যথা অধঃপতনরূপ আত্মবিনাশঃ স্যাৎ। কেচিত্ত্বেবং ব্যাচক্ষতে সংসৃতিরিতি শেষঃ ক্ষুরস্য ধারেব নিশিতা অতিতীক্ষ্ণা বহুশো দুঃখকারিণী। অতএব দুরত্যয়া ভগবদ্বোধাদন্যেন অত্যেতুমশক্যা। অস্তু-নাম সংসৃতির্ভগবদ্বোধনিবর্ত্ত্যা ভগবজ্জ্ঞানার্থমুত্থানাদিকং কুতস্তত্রাহ—তৎসংসৃতিনিবর্ত্তকং আত্মজ্ঞানপথঃ শ্রবণ-মননিদিধ্যাসনরূপায়া ভক্ত্যা-বৈরাগ্যাদ্যঙ্গসহিতায়া মার্গাৎ হেতোঃ দুর্গমং অতি ক্লেশেন জ্ঞেয়ম্ তথা অর্চ্চিরাদিরূপাদত্যায়াসসম্পাদ্যাৎ মার্গাৎ দুর্গম্ অতিযত্নেন গম্যং প্রাপ্য-ঞ্চেতি কবয়ো বদন্তি। ন চ তজ্জ্ঞান-প্রাপ্তী-সুলভোপায়সাধ্যে, নাপিচ তজ্জ্ঞান-প্রাপ্তী বিনা নিঃশেষবন্ধনিবৃত্তিরিত্যত উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধতেত্যুক্তিঃ সঙ্গতা ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—যম ও নচিকেতা-সংবাদে এ-যাবৎ ভগবৎস্বরূপ বর্ণন, ভগবৎপ্রাপ্তির মহত্ত্ব এবং তাহার সাধনরূপ নানাবিধ উপদেশ প্রদানানন্তর বেদপুরুষ স্বয়ং এক্ষণে সাধুগণকে হিতোপদেশ দিতেছেন। হে সাধুগণ! জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণের পর ভগবদনুগ্রহে যখন সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, তখন আর মায়ামোহিত হইয়া থাকা বিবেকী মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। হে মানব! শীঘ্র আলস্য পরিত্যাগ কর এবং নানাবিধ বিষয়চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক মহদ্ব্যক্তিগণের

সমীপে গমন কর, তাঁহাদের উপদেশ দ্বারা নিজের কল্যাণের পথ ও পরমাত্মার তত্ত্বরহস্য অবগত হও। পরমাত্মার তত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম ও নিগূঢ়। পরমাত্মার কৃপা ও মহাপুরুষের সহায়তা ব্যতিরেকে ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞানলাভ ও তাঁহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে। সেই দুর্গমপথে চলিতে গেলে সর্ব্বদা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আশ্রয়ে থাকা উচিত। ক্ষুরের ধার যেরূপ সুতীক্ষ্ণ, একটু অসাবধান হইলেই বিপদ্ অনিবার্য্য। সেইরূপ শ্রীহরির ভজন-পথেও সাধকের সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের উপদেশমত সর্ব্বক্ষণ না চলিলেই অসাবধানতায় যে কোন মুহূর্ত্তে অপরাধফলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

এতদ্ব্যতীত ক্ষুরের ধারের ন্যায় এই সংসৃতিও অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহুদুঃখদায়িনী, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। দিব্যসূরিগণ সেই সংসার-নিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতি যত্নে প্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে থাকিয়া সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার-তরণের আর উপায় নাই।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

> "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
> উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
> শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"
>
> (ভাঃ ১১।৩।২১)

এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডক ১।২।১২ এবং ছান্দোগ্য ৬।১৪।২ মন্ত্রও আলোচ্য ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[কেন ব্রহ্ম দুরধিগম্য, তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু শ্রোত্রাদির অবিষয়] [তদ্—সেই ব্রহ্ম] অশব্দম্ (ইহা এতাদৃশ এইরূপ শব্দের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাকৃত শব্দের অগোচর) অস্পর্শম্ (প্রাকৃত স্পর্শগুণহীন এজন্য ত্বগিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) অরূপম্ (প্রাকৃত রূপহীন অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর) [অতএব] অব্যয়ম্ (অবিনাশী) তথা অরসম্ (প্রাকৃত রসনেন্দ্রিয়ের অবিষয়) নিত্যম্ (উৎপত্তি-বিনাশরহিত) অগন্ধবৎ চ (এবং প্রাকৃত গন্ধহীন. এজন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাপ্য) [তবে তাঁহার জ্ঞান কি উপায়ে হইবে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন] অনাদি অনন্তম্ (আদিহীন, অন্তরহিত) মহতঃ (মহত্তত্ত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ হইতে বা জীবাত্মা হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ) ধ্রুবম্ (সর্ব্বদাই সত্যস্বরূপ) তং (সেই তারতম্যের অন্তস্থিত পরমাত্মাকে) নিচায্য (নিশ্চয় করিয়া) মৃত্যুমুখাৎ (সংসার-বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (জীব মুক্ত হয়) ; [পরমাত্মা প্রাকৃত শব্দাদির অগোচর হইলেও তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের কৃপায় লব্ধ চিন্ময় ভগবন্নামাদির শ্রবণ, মনন, ধ্যান বৃত্তিদ্বারা তিনি প্রসন্ন হইয়া শরণাগতকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ববিষয়ক অধোক্ষজ জ্ঞানপ্রদান করতঃ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, ইহাই ভাবার্থ] ।১৫।

অনুবাদ—সেই জ্ঞেয় পরমাত্মার দুর্ব্বোধ্যতা কেন ? তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন—যেহেতু তিনি প্রাকৃত শব্দের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, অস্পর্শ অর্থাৎ প্রাকৃত ত্বগিন্দ্রিয়ের অগোচর, অরূপ—প্রাকৃত রূপবর্জ্জিত অতএব

চক্ষুর অবিষয়, নির্ব্বিকার, সেইপ্রকার প্রাকৃত রসগুণহীন এজন্য রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং প্রাকৃত গন্ধহীন একারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয় নহেন, তিনি নিত্য, তবে তাঁহার জ্ঞান কোন্ উপায়ে হইবে ? তাহাই বলিতেছেন—সেই আদ্যন্তহীন মহত্তত্ত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ হইতে বা সর্ব্ব জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, চির শাশ্বত, ধ্রুব পরমাত্মাকে তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয় করিয়া চিন্ময়-ভগবন্নামাদির শ্রবণাদি দ্বারা জীব মৃত্যু-মুখ হইতে মুক্ত হইবে ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উপসংহরতি—অশব্দমস্পর্শমিতি।

অত্র নিত্যমিত্যেতদশব্দমিত্যাদৌ প্রত্যেকং সংবধ্যতে। অশব্দত্বাদিবশাদেব কালবদব্যয়ম্। অথবাঽপচয়শূন্যমিত্যর্থঃ।

মহত ইত্যনেনাত্মনি মহতি নিযচ্ছেদিতি পূর্ব্বমন্ত্রনির্দ্দিষ্টো জীবো-গৃহ্যতে। ধ্রুবং স্থিরং নিচায্য দৃষ্ট্বা দর্শনসমানাকারোপাসনেন বিষয়ী-কৃত্যেত্যর্থঃ। মৃত্যুমুখাদিতি ভীষণাৎ সংসারাদিত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেত্যুচ্যতে। যতস্তদ্ব্রহ্ম অশব্দম্ ইত্থমিতি প্রাকৃতশব্দেনানির্দ্দেশ্যম্, অস্পর্শম্ শব্দাগ্রাহ্যমপি বস্তু স্পর্শগুণসত্ত্বে গ্রাহ্যং ভবতি তদপি ন, অস্পর্শম্ প্রাকৃত স্পর্শগুণহীনম্ অতএব ত্বগিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্, এবম্ অরূপম্ অভৌতিকত্বাৎ প্রাকৃত-রূপহীনম্ অতশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়স্যাগোচরম্, অতএব অব্যয়ম্ নির্ব্বিকারম্, যদ্ধি শব্দাদিমৎ তদ্ব্যেতি ইদন্তু প্রাকৃত-শব্দাদ্যভাবাৎ অব্যয়ম্। তথা পৃথিব্যাদিবৎ ন রসবিশেষং অরসম্ প্রাকৃত-রসগুণবর্জ্জিতঞ্চ অতো-রসনেন্দ্রিয়া-গ্রাহ্যম্, অগন্ধবচ্চ—প্রাকৃত গন্ধগুণহীনঞ্চ অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয়াবিষয়ঃ, এবঞ্চেৎ তজ্জ্ঞানং কেন প্রকারেণ ভবতীত্যত আহ—অনাদি উৎপত্তি-রহিতম্। অনন্তং নাশরহিতঞ্চ, মহতঃ মহত্তত্ত্বাভিমানিনো হিরণ্যগর্ভাৎ

পরমতীতম্ ধ্রুবম্ শশ্বদেকপ্রকারং তম্ প্রাগুক্তং তারতম্যান্তগতং পুরুষং তত্ত্ববিদাচার্য্যসকাশাৎ নিচায্য বিবিচ্য শ্রবণাদিভির্নিশ্চিত্য মৃত্যুমুখাৎ সংসৃতিবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ মুক্তো ভবতি। অয়ংভাবঃ—প্রাকৃত শব্দাদ্যবেদ্যোঽপি ভগবান্ সদাচার্য্য-সহায়লব্ধ-শ্রবণ-মনন-ধ্যানাবৃত্ত্যা জীবে প্রসন্নঃ সন্ তস্মৈ অধোক্ষজং স্বরূপং দত্ত্বা মোচয়তি। তদাহ ব্রহ্মসূত্রম্—'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' ইতি। অত্র মহতঃ পরাদব্যক্তাৎ পরমিতি বক্তব্যোঽপি তদভিমানিন্যাঃ শ্রিয়াঃ পরত্বং সিদ্ধম্ তেন মহৎ-পরত্বলিঙ্গাৎ অব্যক্তমেব নিচায্য বাক্যেন কথ্যত ইতি প্রত্যুক্তম্ তথাহ সূত্রে 'বদতীতিচেন্ন প্রাজ্ঞো হি'ইতি ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ এত দুর্গম কেন? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে পরমাত্মার স্বরূপ-বর্ণন এবং তাঁহার জ্ঞানলাভের ফল বলিতেছেন। এই মন্ত্রে পরমাত্মার প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধরহিতত্বের কথা বর্ণনপূর্ব্বক তিনি যে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন, তাহাই স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন। সেই পরমাত্মা নিত্য, অনাদি এবং অসীম ও অনন্ত বস্তু। জীবাত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ বা অতীত। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রানুসারে উপযুক্ত আচার্য্যের সন্নিধানে পরতত্ত্বের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারই কৃপায় পুনঃপুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি বৃত্তি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে প্রসন্ন করতঃ শ্রীভগবদনুগ্রহে তাঁহার অধোক্ষজ স্বরূপের অনুভূতি লাভের ফলে জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তিনি লভ্য নহেন, এইজন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ তত্ত্ব বলিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রের 'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাদিতি' (বেঃ সূঃ ৩।২।২৫) সূত্রে জানা যায় যে, শ্রীভগবানের ধ্যান-নির্ম্মিত অর্চ্চনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস হইতে তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীগীতার "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে—"প্রত্যক্ষাবগমম্—অবগম্যত ইত্যবগমো বিষয়ঃ, স যস্মিন্ প্রত্যক্ষেঽস্তি,—শ্রবণাদিকেঽভ্যস্যমানে তস্মিংস্তদ্বিষয়ঃ পুরুষোত্তমোঽহমাবির্ভবামি; এবমাহ সূত্রকারঃ— "প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ইতি।"

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২) অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

বেদান্তসূত্রে আরও পাওয়া যায়,—"বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ" (বেঃ সূঃ ১।৪।৫)। শ্রীগোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্যে পাই যে,—কঠোপনিষদে বর্ণিত—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং.............. নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।" (কঠ ১।৩।১৫), এই শ্রুতির অর্থ—সেই ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি ইহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে শব্দ-স্পর্শাদি গুণরহিত বলা হইয়াছে, সুতরাং কঠোপনিষদের এই বাক্যে সাংখ্যের প্রকৃতিকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, এই যদি বলা হয়, তদুত্তরে এই সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ এই প্রকরণে প্রাজ্ঞ— পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের এই বাক্যের পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ" (কঠ ১।৩।১১) আরও বলা হইয়াছে,—"এষ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।" (কঠ ১।৩।১২)। সুতরাং বর্ত্তমান প্রকরণে পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। এই পরমাত্মাকে জানিয়াই মুক্ত হওয়া যায়, প্রকৃতিকে জানিয়া নহে। দ্বিতীয়তঃ

শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি;" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাকে জানিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এইরূপই ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। কুত্রাপি প্রকৃতিকে জানিলে মুক্ত হওয়া যায়, এইরূপ একটি বাক্যও নাই, এমন কি, সাংখ্যশাস্ত্রেও বলিয়াছে "গুণপুরুষান্যতাপ্রত্যয়াৎ" অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ ভেদজ্ঞানের দ্বারাই জীব মুক্ত হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতি জানিলে মোক্ষ হয়, একথা সাংখ্যবাদীরাও বলেন না।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীব্রহ্ম-সূত্রের তদীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মা টীকায় লিখিয়াছেন,—"অশব্দমস্পর্শমিত্যাদিনা প্রাকৃতগন্ধাদি-প্রতিষেধাদপ্রাকৃতাসাধারণগন্ধাদিসম্পন্ন ইতি যাবৎ"।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে॥" (ভাঃ ৮।৩।৯)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

আরও পাই,—

"অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪) ॥১৫॥

**শ্রুতিঃ—নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপে শ্রুতি যম-নচিকেতার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সাধুদিগের শিক্ষার জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবচন ও শ্রবণের ফল প্রকাশ দ্বারা উপসংহার করিতেছেন] মেধাবী (পণ্ডিত ব্যক্তি) মৃত্যুপ্রোক্তং (যমবর্ণিত) [কিন্তু] সনাতনম্ (চিরন্তন) নাচিকেতম্ (নচিকেতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রবৃত্ত) উপাখ্যানং (সংবাদ) উক্ত্বা (ব্যাখ্যা করিয়া) শ্রুত্বা চ (এবং শ্রবণ করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মের লোকে) মহীয়তে (পূজিত হন) ॥১৬॥

অনুবাদ—অতঃপর যম-নচিকেতার উপাখ্যানের ফল বর্ণনপূর্ব্বক বেদপুরুষ উপসংহার করিতেছেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যম-মুখে বর্ণিত এই নচিকেতার সম্বন্ধে প্রাপ্ত এই সনাতন উপাখ্যান সজ্জনগণের নিকট বিবৃত করিলে ও আচার্য্যমুখে শ্রবণ করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উপসংহরতি—নাচিকেতমিতি।

নচিকেতসা প্রাপ্তং নাচিকেতম্। মৃত্যুপ্রোক্তং মৃত্যোঃ প্রবক্তৃত্বমেব ন স্বতন্ত্রবক্তৃত্বম্। অত এব সনাতনং, অপৌরুষেয়ত্বাৎ প্রবাহরূপেণ নিত্যমিত্যর্থঃ। উক্ত্বা…মহীয়তে। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং বেদপুরুষঃ যম-নচিকেতঃ-সংবাদমনূদ্য সাধূনুপদিশ্যচ এতদ্বিদ্যাপ্রবচনশ্রবণয়োঃ ফলং বর্ণয়ন্নুপসংহরতি নাচিকেতমিত্যাদিনা—মেধাবী প্রাজ্ঞো জনঃ মৃত্যুপ্রোক্তং যমেন বর্ণিতং তথাপি সনাতনম্ বৈদিকত্বাৎ চিরপ্রবৃত্তং নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তংঅপি

সলোপশ্ছান্দসঃ, উপাখ্যানং সংবাদং উক্ত্বা বর্ণয়িত্বা শ্রুত্বাচ আচার্য্যেভ্যো। জ্ঞাত্বাচ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে প্রতিষ্ঠিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে বেদপুরুষ যম ও নচিকেতার সংবাদ বর্ণনের দ্বারা সাধুদিগকে উপদেশ প্রদান করতঃ এই বিদ্যার প্রবচন ও শ্রবণের ফল বর্ণন পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন যে, যে বিবেকী মানব যম-নচিকেতার এই সনাতন উপাখ্যান বর্ণন ও শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে পূজিত হন।

যমরাজ পরমভাগবত, তিনি ভগবত্তত্ত্ববেত্তা দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যান পরম্পরাগত অতএব সনাতন এবং বৈদিকত্বহেতু ইহা অপৌরুষেয় ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—য ইদং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥১৭॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যিনি) প্রযতঃ (সংযতচিত্ত হইয়া) পরমং (নিরতিশয়) গুহ্যম্ (দুর্জ্ঞেয় রহস্য) ইদং (এই উপাখ্যানটি) ব্রহ্ম-সংসদি (ব্রহ্মবিদ্‌দিগের সভায়) শ্রাদ্ধকালে বা (কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধের সময়) শ্রাবয়েৎ (শ্রবণ করান) তৎ (সেই শ্রবণ-ক্রিয়া) আনন্ত্যায় (অনন্ত ফলদানে) কল্পতে (সমর্থ হয়) ॥১৭॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর অন্বয়ানু-বাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—অতঃপর এই গ্রন্থ-পাঠে ও ব্যাখ্যায় ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে কোন লোক শুচি হইয়া উৎকৃষ্ট ও গূঢ়ার্থ-সম্পন্ন এই উপাখ্যান বা গ্রন্থ বেদজ্ঞগণের সভায় অথবা পিতৃশ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান অর্থাৎ পাঠ করেন, তাঁহার সেই শ্রবণ-করানরূপ-কর্ম্ম অনন্ত-ফলের কারণ হয় ॥১৭॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত। ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—য ইদমিতি। ব্রহ্মসংসদি ব্রাহ্মণসমাজে। প্রযতঃ শুদ্ধঃ ॥১৭॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়বল্ল্যাং
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যঃ কশ্চিৎ প্রযতঃ শুদ্ধচেতা ইদং যম-নাচিকেতসম্ উপাখ্যানম্ ইমমিতি পাঠে গ্রন্থম্ ইত্যর্থঃ কীদৃশমুপাখ্যানম্ পরমং গুহ্যম্ প্রকৃষ্টং গোপ্যং গূঢ়ার্থকং বা ব্রহ্মসংসদি ব্রাহ্মণানাং বেদজ্ঞানাং সংসদি সভায়াং শ্রাবয়েৎ গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ বোধয়েৎ শ্রাদ্ধকালে বা পিতৃশ্রাদ্ধসময়ে বা ভুঞ্জানান্ ব্রাহ্মণান্ শ্রাবয়েৎ তস্য তৎ শ্রাবণং শ্রাদ্ধং বা আনন্ত্যায় অনন্তফলায় কল্পতে সম্পদ্যতে। দ্বিরুক্তির্গ্রন্থ-সমাপ্তিদ্যোতিকা ॥১৭॥

ইতি—কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়বল্ল্যাং
'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর এই অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে গ্রন্থব্যাখ্যার ফল নিরূপণ করিতেছেন। যিনি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সাবধানতা-সহকারে

এই পরম গুহ্য বা রহস্যময় প্রসঙ্গে তাৎপর্য্য বিচারপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রেমিক শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সভায় ব্যাখ্যা করেন অথবা শ্রাদ্ধ-কালে পাঠ করেন তাঁহার সেই কর্ম্ম অনন্তফলদায়ক হয়। দ্বিরুক্তির তাৎপর্য্য—এই সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা এবং অধ্যায়-সমাপ্তির দ্যোতনার্থ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৩৭)

অর্থাৎ মৈত্রেয় বলিলেন,—হে বিদুর! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মুনিবর কপিলের অভিমত এই গুহ্য আত্মযোগতত্ত্ব শ্রবণ ও পাঠ করেন, তাঁহার বুদ্ধি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হয় এবং তিনি অন্তে শ্রীভগবৎপদারবিন্দ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥"
(গীঃ ১৮।৬৮)

অর্থাৎ যিনি পরম গুহ্য এই গীতাবাক্য আমার ভক্তগণের নিকটে বলিবেন, তিনি পরা ভক্তি-লাভ পূর্ব্বক সংশয়-রহিত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফলে ভক্তি-লাভ হয়, এবং তৎপরে ভগবৎপাদপদ্ম-লাভ হইয়া থাকে। অবান্তর ফল-লাভ শুদ্ধভক্তের বাঞ্ছনীয় নহে ॥১৭॥

ইতি—কঠোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর
'তত্ত্বকণা-নাম্নী' অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী

শ্রুতিঃ—পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মা যে দুর্জ্ঞেয়, তাহার কারণ বলিতেছেন;—] স্বয়ম্ভূঃ (পরমেশ্বর) পরাঞ্চি খানি (বদ্ধ জীবের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়-গুলিকে) ব্যতৃণৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন) তস্মাৎ (সে কারণ) পরাঙ্ (অনাত্মভূত বাহ্য শব্দাদি বিষয়কেই) পশ্যতি (জীব দেখে, উপলব্ধি করে) অন্তরাত্মন্ (অন্তরাত্মাকে) ন পশ্যতি (জীব দেখে না) [লোকস্থিতি এইরূপ হইলেও কোন কোন বিবেকী পুরুষ প্রত্যগাত্মদর্শীও হয়, ইহাই বলিতেছেন—], কশ্চিদ্ধীরঃ (কোনও বিবেকী ব্যক্তি) অমৃতত্বম্ (মুক্তি) ইচ্ছন্ (কামনা করিয়া) আবৃত্তচক্ষুঃ (চক্ষুঃ প্রভৃতি বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মানম্ (নিজের হৃদয়মধ্যে স্থিত ভগবান্‌কে) ঐক্ষৎ (দর্শন করেন) ॥১॥

অনুবাদ—স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবান্ স্ববিমুখ জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়া-ভিমুখ হইবার যোগ্যরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এইজন্য জীব বাহ্য

বিষয়ই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। কোন বিবেকী ব্যক্তি মুক্তি বা পরমপদ ইচ্ছা করিয়া সেই জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যাহার করে এবং অন্তরস্থিত শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করে ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইতি প্রোৎসাহনেঽপ্যাত্মস্বরূপবিমুখান্ পশ্যন্ শোচতি—পরাঞ্চীতি খানীন্দ্রিয়াণি পরাঞ্চি পরানঞ্চন্তীতি পরাঞ্চি পরপ্রকাশকানি, ন স্বাত্মপ্রকাশকানি। তত্র হেতুং বদন্ শোচতি—ব্যতৃণৎ স্বয়ংভূঃ। স্বতন্ত্র ঈশ্বর ইমানি খানি হিংসিতবান্। "তৃহ [তৃদ] হিংসায়াম্" ইতি ধাতুঃ। যদ্বা ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ পরার্থপ্রকাশকানীন্দ্রিয়াণি সৃষ্টবানিত্যর্থঃ।

তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্। পরাঙ্‌ পরাচ ইতি যাবৎ। পরাগ্‌রূপাননাত্মভূতান্ পশ্যন্ত্যপলভতে। অন্তরাত্মানং নেত্যর্থঃ। যদ্বা পরাঙ্‌পরাঙ্‌মুখানি ভূত্বা বিষয়ানেব পশ্যন্তীত্যর্থঃ। পরাঙ্‌পশ্যতীতি পাঠে লোকাভিপ্রায়মেকবচনম্।

ঈদৃশেঽপি লোকস্বভাবে নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃ প্রবৃত্ত ইব কশ্চিৎপুরুষো ধীরেয়ঃ প্রত্যগাত্মপ্রবণোঽপ্যস্তীত্যাহ—

ঐক্ষৎ প্রত্যঞ্চমাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। ছান্দসং পরস্মৈপদম্। অত এব বর্ত্তমানার্থে লঙ্‌পপত্তিশ্চ।

চক্ষুঃশব্দ ইন্দ্রিয়মাত্রপরঃ স্বস্ববিষয়ব্যাবৃত্তেন্দ্রিয়ো মুমুক্ষুরিত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বম্ 'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা'ত্যনেন ব্রহ্মনিষ্ঠায়া বুদ্ধেস্তদ্দর্শনোপায়ত্বমুক্তম্ অথ কস্তাবদগ্র্যায়া বুদ্ধেঃ প্রতিবন্ধঃ, যেন তদভাবাৎ পরমাত্মা ন দৃশ্যতে ইত্যদর্শনকারণ-প্রদর্শনার্থা বল্লীয়মারভ্যতে—বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকারণে তৎপ্রতীকারায় যত্নঃ কর্ত্তুং শক্যতে নান্যথেতি। স্বয়ম্ভুঃ

স্বতন্ত্রোভগবান্ হিরণ্যগর্ভোবা খানি তদুপলক্ষিতানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি পরাঞ্চি পরান্ শব্দাদীন্ বিষয়ানঞ্চন্তি গচ্ছন্তি পরাঙ্মুখানীত্যর্থঃ ব্যতৃণৎ —হিংসিতবান্ কেচিৎ মন্যন্তে। তস্মাদ্ধেতোঃ পরাঙ্ পরাচঃ ইতি বিষয়পরম্ অথবা জীববিশেষণম্ তাদৃশো জীবঃ, পরাচো বাহ্যান্ বিষয়ানেব পশ্যতি, অন্তরাত্মন্ অন্তরাত্মানং প্রত্যঞ্চং ন পশ্যতি সুপাংসুলু-গিত্যাদিনা বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ। এবং স্বভাবেঽপি লোকস্য নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব কশ্চিদ্ ধীরো বিবেকী অমৃতত্বং মুক্তিমিচ্ছন্ আবৃত্ত-চক্ষুঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ প্রত্যগাত্মানং স্বান্তঃস্থং ভগবন্তম্ ঐক্ষৎ ঈক্ষতের্ব্যত্যয়েন লটোলঙ্পরস্মৈপদঞ্চ ছান্দসম্। ব্যতৃণৎ তৃহ্ হিংসায়াং ক্র্যাদিত্বাৎ লট্ ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব বল্লীতে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বর্ত্তমান কিন্তু সকলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। কোন কোন বিবেকী পুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন। এস্থলে একটি প্রশ্ন হয় যে, যদি শ্রীভগবান্ সকলের অন্তরে বিরাজ-মান, তাহা হইলে সকলে কেন দেখিতে পান না? কেহ কেহই বা কেন দেখিতে পান? তদুত্তরে শ্রুতি এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে, স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবান্ অথবা তৎপুত্র ব্রহ্মা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়াভিমুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে-কারণ জীবসমূহ মায়াধীন হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই বাহ্যবিষয়সমূহই গ্রহণ করে এবং তদ্ভোগে লিপ্ত হয়। জীবের ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাহারা নিজ অন্তর-স্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না।

শ্রীভগবানের কৃপায় অথবা সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় কোন কোন ভাগ্যবান্ মনুষ্য বিবেকবান্ হইয়া বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে

প্রত্যাহার পূর্ব্বক শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হইলে অন্তরস্থ পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৩৪) ॥১॥

শ্রুতিঃ—পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—বালাঃ (মূর্খ—অবিবেকিগণ) পরাচঃ (বাহ্য) কামান্ (স্রক্‌চন্দন-বনিতাদি ভোগ্যবস্তু সমুদয়) অনুযন্তি (অনুসরণ করিয়া থাকে), তে (তাহারা—ঐ অবিবেকিগণ) বিততস্য (বিস্তীর্ণ) মৃত্যোঃ (সংসারের) পাশম্ (বন্ধন) যন্তি (প্রাপ্ত হয়), অথ (পক্ষান্তরে) ধীরাঃ (ধীমান্ ব্যক্তিগণ) ধ্রুবম্ (শাশ্বত—অবিনাশী) অমৃতত্বম্ (মুক্তিপদকে) বিদিত্বা (জানিয়া, মুক্তির সন্ধান পাইয়া) ইহ (এই সংসার মণ্ডলে) অধ্রুবেষু (অস্থায়ী স্রক্‌চন্দনাদি বস্তুর মধ্যে কোন বস্তুই) ন প্রার্থয়ন্তে (কামনা করে না)। ইহার দ্বারা ফলতঃ নচিকেতার প্রশংসাই করা হইল ॥২॥

অনুবাদ—মুমুক্ষুব্যক্তি কোনরূপে বিষয়প্রমত্ত হইবেন না; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন,—অবিবেকিগণ বাহ্য-বিষয় স্রক্‌চন্দন-বনিতাদি ভোগ্যবস্তুর অনুসরণ করে, তাহার ফলে তাহারা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্মাদির বন্ধন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি-ক্লেশ ভোগ করে কিন্তু বিবেকী ব্যক্তিগণ অমৃতত্বকেই শাশ্বত পদ জানিয়া নশ্বর বিত্তাদি-বিষয় কামনা করেন না অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হন না ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরাচ ইতি। বালাঃ অল্পপ্রজ্ঞাঃ বাহ্যান্ কাম্যমানান্বিষয়ানেবাবগচ্ছন্তি। তে বিস্তীর্ণস্য সংসারস্য বন্ধনং যান্তীত্যর্থঃ। যদ্বা বিততস্য সর্ব্বত্রাপ্রতিহতাজ্ঞস্য মৃত্যোর্যমস্য পাশং যান্তীত্যর্থঃ।

অথ ধীরা ইতি। অথশব্দঃ প্রকৃতবিষয়ার্থান্তরপরিগ্রহে। ধীমন্তঃ প্রত্যগাত্মন্যেব ধ্রুবমমৃতত্বং বিদিত্বেহ সংসারমণ্ডলেঽধ্রুবেষু পদার্থেষু কমপি ন প্রার্থয়ন্তে। প্রত্যক্তত্ত্বজ্ঞস্য সর্ব্বং জিহাসিতব্যমিতি ভাবঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব্বজীবগতাহংতাস্পদত্বেন মুখ্যাহমর্থত্বাৎপ্রত্যক্ত্বমস্তীতি দ্রষ্টব্যম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মুমুক্ষুঃ সর্ব্বথা বিষয়প্রমাদী ন স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—পরাচ ইতি বালা অবিবেকিনঃ পরাচঃ বাহ্যান্ কামান্ কাম্যমানান্ স্রকচন্দনবনিতাদীন্ অনুযন্তি অনুসরন্তি লব্ধুং চেষ্টন্তে ইতি যাবৎ, তস্মাদ্ধেতোঃ তে বাহ্যবিষয়ানুরাগিণোঽবিবেকিনঃ বিততস্য-সর্ব্বত্রাপ্রতিহতাজ্ঞস্য সর্ব্বতোব্যাপ্তস্য মৃত্যোঃ কৃতান্তস্য অবিদ্যাকামকর্ম্মাদের্বা পাশং বন্ধনং তৎকৃত-জন্মমরণাদিক্লেশং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। অথ প্রাকৃতবিষয়াদর্থান্তর-পরিগ্রহে ধীরা ধীমন্তঃ বিবেকিনঃ অমৃতত্বং মোক্ষং ধ্রুবং দেবাত্মমৃতত্বং হ্যধ্রুবম্ ইদন্তু প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানং স্থিরং 'ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ানিতি শ্রুতেঃ, কূটস্থমিতিযাবৎ বিদিত্বা জ্ঞাত্বা অধ্রুবেষু

অনিত্যেষু স্রক্‌চন্দনবিত্তাদিষু মধ্যে কিমপি ইহ অনর্থপ্রায়ে সংসারে ন প্রার্থয়ন্তে পুত্রবিত্তলোকৈষণাভ্যো বিরতা ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—যে কৃষ্ণবিমুখ জীব আপাততঃ রমণীয় বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম অতিবাহিত করে, সে বাস্তবিকই মূর্খ। সর্ব্বত্র বিস্তৃত মৃত্যুপাশে অর্থাৎ সংসারে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া সেই ব্যক্তি জন্মজন্ম নানাযোনি ভ্রমণ করতঃ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

কিন্তু যে ব্যক্তি ভাগ্যফলে সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় বিবেক লাভ করতঃ বুঝিতে পারে যে, স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ভোগ অনিত্য ও অতিশয় তুচ্ছ; বিষয়ভোগ সকল যোনিতে লাভ হইতে পারে, মনুষ্য জীবনের সার্থকতা বিষয়ভোগে হয় না। সুতরাং মানবজীবনে অমৃতস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার পাদপদ্ম-লাভই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। এইরূপ ভাগ্যবান্ বিবেকী পুরুষ আর বিনাশশীল বিত্তাদি বিষয়-ভোগ আকাঙ্ক্ষা করেন না পরন্তু পরমেশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন হন।

ইহা দ্বারা নচিকেতার স্তুতি করা হইল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্য-জীবনে বৈরাগ্যাশ্রয়ে শ্রীহরিভজনকারী ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্ আর অনিত্য বিষয়ভোগে রত ব্যক্তিই মূর্খ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া যাহারা হরিভজন করে না, তাহারা আত্মঘাতী।

> "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
> পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

(ভাঃ ১১।২০।১৭) ॥২॥

শ্রুতিঃ—যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাꣳশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[জীবের প্রাপ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর পরম পদই জীবের প্রাপ্য। এক্ষণে তাহা বিবৃত করিতেছেন,—] যেন এতেন এব (যে পরমেশ্বরের প্রেরণায় বহির্ম্মুখ জীব) রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ সমূহ) মৈথুনান্ চ (এবং স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গজাত সুখ) বিজানাতি (বিশেষভাবে জানে অর্থাৎ অনুভব করিয়া থাকে) [তাহা হইলে সেই বদ্ধজীবের] অত্র (এই জগতে) কিম্ [অজ্ঞাত] (কোন্ বস্তু) পরিশিষ্যতে [মুক্তিকালে] (তাঁহার অপ্রকাশ্য থাকে?) এতৎ বৈ (এই পরমাত্মাই) তৎ (নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বিষ্ণুপদ) ॥৩॥

অনুবাদ—নচিকেতার জিজ্ঞাসিত-তত্ত্ব বর্ণনাভিপ্রায়ে যম বলিতেছেন—বদ্ধজীব অন্তর্য্যামিরূপে যে পরমেশ্বর বাসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মৈথুনাদি মিলনসুখ অনুভব করে, ইনিই কি মুক্তিকালে জীবের প্রেরক হইয়া অবশিষ্ট থাকেন? যম বলিলেন—হাঁ, মুক্তজীবের প্রেরক অর্থাৎ স্বধামে লইয়া যাইবার উপায় ইনিই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যেনেতি। মৈথুনান্মিথুননিমিত্তকসুখবিশেষানিত্যর্থঃ। এতেনৈব······পরিশিষ্যতে। নিঃশেষং যেনৈব সাধনেন জানাতীত্যর্থঃ। 'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' [বৃঃ ৪।৪।১৬] ইতি রূপাদিপ্রকাশকানামিন্দ্রিয়াণাং তদনুগৃহীতানামেব কার্য্যজনকত্বাদিতি ভাবঃ। কিমত্র পরিশিষ্যতে। কিং তদপ্রকাশ্যমিতি ভাবঃ। এতদ্বৈতৎ।

পূর্ব্বং প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টং বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। এতদ্বৈ, এতদেবৈত-ন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যাত্মস্বরূপমেবেত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পরমেশ্বরতত্ত্বং রূপাদিপ্রকাশকানামিন্দ্রিয়াণাং তদনুগৃহীতানামেব কার্য্যজনকত্বমিত্যভিপ্রায়েণোচ্যতে। রূপমিত্যনেন চক্ষুরিন্দ্রিয়ানুগ্রাহকত্বং, রসমিতিরসনেন্দ্রিয়স্য, গন্ধমিতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য, শব্দানিতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্য, স্পর্শানিতি ত্বগিন্দ্রিয়স্য বিষয়গ্রহণসামর্থ্যং যদনুগ্রহাৎ জায়তে তদেব ব্রহ্ম, তৎ পূর্ব্বং প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টং বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ এতদ্বৈ এতদেব এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যাত্মস্বরূপমেব। বৈ নিশ্চয়ার্থে নিপাতঃ। তদেতৎ জীব-প্রেরকং ব্রহ্ম অত্র মোক্ষে, পরি-শিষ্যতে মুক্তজীব-প্রেরকত্বেন আস্তে কিমিতি নচিকেতসঃ প্রশ্নঃ, এত-দ্বৈ তৎ এতদ্‌গুণকং সৎপরিশিষ্যতে। ইত্যুত্তরম্ যমস্য। অথবা 'যেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইতি শ্রুত্যা পরমাত্মনি বিজ্ঞাতে কিং জ্ঞেয়ত্বেনাবশিষ্যতে ন কিমপি, স পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ স এব বিষ্ণুঃ পরমং পদম্ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা প্রকারান্তরে স্বীয় স্তুতি মনে করিয়া 'হে প্রভো! আমার প্রশংসার প্রয়োজন নাই। আমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বর বর্ণন করুন' এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—যে পরব্রহ্ম—পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বদ্ধজীবগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুনাদি সুখ সম্যক্‌রূপে অবগত হয়, সেই জীব-প্রেরক অন্তর্য্যামী পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই কি মোক্ষে জ্ঞেয়রূপে পরিশেষ থাকেন? অথবা তিনিই কি মুক্ত জীবের প্রেরক? যমরাজ উত্তর করিলেন,—হে নচিকেতঃ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই সত্য অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মই মুক্ত জীবের প্রেরক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব—বিষ্ণুর পরম পদ ইনিই।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥" (ভাঃ ৩।৯।১৫)

আরও পাই,—

"যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যৎ
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥" (ভাঃ ৫।২৫।১১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥"
(গীঃ ৮।৫) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—এই তত্ত্ব অতিদুর্ব্বিজ্ঞেয়, এজন্য পুনঃপুনঃ ইহা বিবৃত করিতেছেন—[জীব] যেন (যাঁহার দ্বারা) স্বপ্নান্তং (স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য বস্তু) জাগরিতান্তং চ (এবং জাগ্রদ্দশায় বিজ্ঞেয় বস্তু) উভৌ (এই দুইটি) অনুপশ্যতি (দর্শন করিয়া থাকে) [তং] মহান্তং (সেই সকল দশায় অনুস্যূত অতএব মহৎ) বিভুম্ (সর্ব্বব্যাপক) আত্মানং (পরমাত্মাকে) মত্বা (জানিয়া অর্থাৎ উপাসনা করিয়া) ধীরঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন

শোচতি (শোকাতীত হন অর্থাৎ এই পরমাত্মতত্ত্বের উপাসনায় মুক্তি লাভ করেন) ॥৪॥

অনুবাদ—জীব যাঁহার দ্বারা স্বপ্নকালীন দৃশ্য ও জাগ্রৎকালীন দৃশ্য অনুভব করে সেই মহান্ বিভু পরমাত্মাকে জানিয়া অর্থাৎ উপাসনা করিয়া বিবেকী ব্যক্তি আর শোকগ্রস্ত হন না ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বপ্নান্তমিতি। সকলং স্বাপ্নপ্রপঞ্চং জাগ্রৎপ্রপঞ্চং চ মনআদীন্দ্রিয়ভাবমাপন্নেন যেন পরমাত্মনা লোকঃ পশ্যতীত্যর্থঃ। মহান্তমিত্যত্র তমিতি শেষঃ। উক্তোঽর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্বু শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতএব আত্মা প্রসিদ্ধঃ কিমিন্দ্রিয়াদ্যতিরিক্তাত্ম-পরমাত্মস্বীকারেণ তদাহ—স্বপ্নান্তং স্বপ্নস্য নিদ্রায়া অন্তম্ অবসানং উপচারাৎ সুষুপ্তিং, জাগরিতান্তং জাগরাৎ পরং স্বপ্নকালীন-দৃশ্যং যেন পরমাত্মনা জীবোঽনুপশ্যতি নহি তত্র জীবস্য ইন্দ্রিয়াণাং শরীরস্য বা সম্বন্ধঃ, তথাচ ভাষ্যকারঃ সুষুপ্তৌ প্রাণগ্রস্তেষু ইন্দ্রিয়েষু তত্র দর্শনাদিবিনিবৃত্তেষ্বিতি অতোনিদ্রাসুষুপ্ত্যোর্যস্য প্রেরণয়া জীবস্য অনুভবিতৃত্বং স এব পরমাত্মা, স চ ন কেবলং মহান্, সঃ বিভুরপি অতএব সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বাসু দশাসু চ তস্য প্রেরণা সঙ্গচ্ছতে। এবং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা উপাস্য ধীরো বিবেকী জনঃ, ন শোচতি ন সংসারদুঃখভাগ্ ভবতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুক্তিতে নিয়ামক ব্রহ্মস্বরূপের বিষয় বিস্তারিতভাবে বলুন, তখন যমরাজ বলিলেন,—যাঁহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব স্বপ্ন-মধ্যে যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ দেখিয়া থাকেন ও সুষুপ্তিকালে সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ বিভুকে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা জানিয়া অর্থাৎ

উপাসনা করিয়া আর কোন বিষয়ে শোক প্রাপ্ত হন না। যে পরমাত্মার কৃপায় জীবাত্মা পরমাত্মার বিজ্ঞানশক্তির এক অংশ প্রাপ্ত হয়, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; সদা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারিলে ধীর পুরুষ আর কখনও কোন প্রকারে শোক প্রাপ্ত হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ॥"
(ভাঃ ৭।৭।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও পাওয়া যায়,—

"জাগৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৩।২৭) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে অধিকারী ব্যক্তি) ইমম্—ইদং (এই) মধ্বদং (কর্ম্মফলভোগী) জীবম্ (প্রাণাদির ধারক) আত্মানম্ (জীবাত্মাকে জানে) [এবং] অন্তিকাৎ (নিজ সমীপে) ভূতভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের) ঈশানম্ (নিয়ামক—প্রেরক পরমাত্মা আছেন, ইহা) বেদ (জানে) [সঃ—সেই ব্যক্তি] ততঃ (সেই বিজ্ঞান বশতঃ) ন বিজুগুপ্সতে (নিজেকে রক্ষা করিতে নিজে চাহে না যেহেতু সে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছে)। [তাৎপর্য্য—এই ভগবান্ই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র

তাহার রক্ষকরূপে আছেন, এই বিশ্বাসে সে আর আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করে না] ॥৫॥

অনুবাদ—যে কোন ব্যক্তি এই কর্ম্মফল-ভোক্তা ও প্রাণ প্রভৃতির ধারক জীবাত্মাকে জানে এবং স্বসমীপে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের নিয়ামক পরমাত্মাকে অবস্থিত জানে অর্থাৎ পরমাত্মা তাহার নিকটেই আছেন, তিনি অতীতাদি কালত্রয়ের অধীশ্বর এইরূপ জ্ঞান করে, তাহার এই জ্ঞানের প্রভাবে আর তাহার নিজরক্ষার ইচ্ছা করিতে হয় না, কারণ সে অভয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা দুষ্কৃতকারীকেও নিন্দা করে না কারণ ঈশ্বরের প্রেরণায় সে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্ম-তত্ত্ব ইহাই ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—য ইদং মধ্বদমিতি। ইদমিতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। ইমং মধ্বদমৃতং 'পিবন্তাবিতি' নির্দ্দিষ্টং কর্ম্মফলভোক্তারং জীবাত্মানং 'গুহাং প্রবিষ্টাবি'ত্যুক্তরীত্যা তস্যান্তিকে কালত্রয়বর্ত্তিচিদচিদীশ্বরং চ যো বেদ তং দুষ্কৃতকারিণমপি ন নিন্দেদিত্যর্থঃ। গুপ্তিজ্‌কিদ্ভ্যঃ সন্নিত্যত্র জুগুপ্সাশব্দো নিন্দার্থক উক্তঃ। 'জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানাম'ইতি তত ইতি পঞ্চমী। এতদ্বৈ তদিতি পূর্ব্ববৎ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কিঞ্চ ইত্থমাত্মজ্ঞানং পরমেশ্বরবিজ্ঞানঞ্চ কর্ত্তব্যমিত্যত আহ—য ইদমিত্যাদি। যঃ অধিকারী ইদং ইমমিতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। মধ্বদং মধু সুখময়ং কর্ম্মফলম্ অত্তি ভুঙ্‌ক্তে ইতি মধ্বদঃ কর্ম্মফল-ভোক্তা 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে' ইত্যুক্তেঃ, জীবম্—প্রাণাদীনাং জীবনাধায়কমিতি যাবৎ আত্মানম্ তথা অন্তিকাৎ স্বসমীপে স্থিতং ভূতভব্যস্য অতীতস্য ভাবিনশ্চ পদার্থস্য দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাব-

শ্ছান্দসঃ, ঈশানম্—নিয়ন্তারং পরমেশ্বরং বেদ জানাতি নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ, স ততঃ তদ্বিজ্ঞানাদ্ধেতোঃ ন বিজিগুপ্সতে আত্মানং গোপায়িতুং রক্ষিতুং নেচ্ছতি, অত্রগুপুরক্ষণে ইচ্ছায়াং সন্ কেচিত্তু নিন্দার্থে স্বার্থিকঃ সন্নিতি বদন্তি তদর্থশ্চ দুষ্কৃতকারিণমপি ন নিন্দতি ঈশ্বরপ্রেরণয়া কর্ম্মফলভোক্তৃত্বেনায়ং দুষ্কৃতকারীতি বুদ্ধা ন নিন্দতীতি ভাবঃ। এতদ্বৈ তৎ—এতদেবাত্মতত্ত্বং জ্ঞেয়মিতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—যে অধিকারী ব্যক্তি জীবাত্মাকে কর্ম্মফলের ভোক্তা জানেন এবং সেই জীবসমীপে তাহার নিয়ামকরূপে স্থিত অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালের নিয়ামক বা প্রেরক বলিয়া জানেন, তিনি নিজের রক্ষকরূপে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়ায় নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন না। অর্থাৎ শ্রীভগবানই যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার রক্ষকরূপে আছেন, তখন আত্মরক্ষার্থ কোন প্রচেষ্টা থাকে না। অথবা ঈশ্বর-প্রেরণায় দুষ্কৃতকারীকে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে বলিয়া নিন্দাও করে না।

হে নচিকেতঃ! তোমার জিজ্ঞাসিত-তত্ত্ব ইহাই জানিবে।

শ্রীভগবানই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীযমরাজের বাক্যে পাই,—

"অহো বয়ং ধন্যতমা যদত্র
ত্যক্তাঃ পিতৃভ্যাং ন বিচিন্তয়ামঃ।
অভক্ষ্যমাণা অবলা বৃকাদিভিঃ
স রক্ষিতা রক্ষতি যো হি গর্ভে॥
য ইচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ো-
য এব রক্ষত্যবলুম্পতে চ যঃ।

তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতু-
শ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ ।
পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং
গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি ।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতো বনে
গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥"

(ভাঃ ৭।২।৩৮-৪০)

শ্রীভগবান্ বলিমহারাজকে বলিয়াছেন,—

"রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥"

(ভাঃ ৮।২২।৩৫) ॥৫॥

**শ্রুতিঃ—যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে ভগবান্) পূর্ব্বং (পূর্ব্বে) তপসঃ (তপস্যা হইতে) জাতং (উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে) অদ্ভ্যঃ (জলেরও অর্থাৎ অপ্ নামক ভূতগণেরও) পূর্ব্বং (পূর্ব্বে) অজায়ত (আবির্ভূত করিলেন), যঃ (যিনি—ভগবান্) গুহাং (জীবের হৃদয়-গুহায়) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তিষ্ঠন্তং (অবস্থানকারী আত্মাকে) ভূতেভিঃ [সহ] (ভূতবর্গের সহিত) ব্যপশ্যত (বিশেষভাবে দর্শন করেন, ইনিই সেই তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ জানিও) ॥৬॥

অনুবাদ—ভগবান্ পূর্ব্বে তপস্যা হইতে অর্থাৎ সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে অপ্ নামক ভূতগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রকট করিয়াছেন এবং

যিনি জীবের হৃদয়-গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থিত আত্মাকে সৃষ্ট পঞ্চভূতের সহিত বিশেষরূপে অবলোকন করিতেছেন, ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ জানিবে ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমিতি।

"অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ॥
তস্মিঞ্জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥"

ইতি স্মৃত্যুক্তরীত্যাঽদ্ভ্য উপাদানেভ্যো ব্যষ্টিসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং যোঽজায়ত তং তপসঃ সংকল্পমাত্রাদেব পূর্ব্বং জাতম্। "যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাৎ" "বিশ্বাধিকো রুদ্রো মহর্ষিঃ" [শ্বেঃ ৩।৪] "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" [শ্বেঃ ৪।১২] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা প্রথমং জাতং গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং হৃদয়গুহাং প্রবিশ্য বর্ত্তমানং ভূতেভির্ভূতৈর্দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিভিরুপেতং চতুর্ম্মুখময়ং সকলজগৎস্রষ্টা স্যাদিতি কটাক্ষৈর্ণৈক্ষতেত্যর্থঃ।

এতদ্বৈ তৎ উক্তোঽর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনর্ভগবতো মহিমোক্তিপূর্ব্বকং স্বরূপমাহ য ইতি যঃ খলু চতুর্ম্মুখঃ ব্রহ্মা অদ্ভ্যঃ অপাং উৎপত্তেঃ, পূর্ব্বং অজায়ত তপসঃ পরব্রহ্মণঃ সঙ্কল্পাৎ জাতং 'তপসোঽধ্যজায়ত' ইত্যেকবাক্যত্বাৎ তথা গুহাং জীবস্য হৃদয়-গুহাং প্রবিশ্য ভূতেভিঃ পঞ্চভূতৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি'শ্রুতেঃ পরমাত্ম-রূপেণ জীব-হৃদয়ে বর্ত্তমানং স ব্যপশ্যত—বিপশ্যতি ছান্দসম্লটোলঙ্ আত্মনেপদঞ্চ। এতদ্বৈ তৎ ইদমেব পরমাত্মস্বরূপং বোদ্ধব্যম্ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ পুনরায় শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্মের স্বরূপ বিভিন্ন মন্ত্রে বলিতেছেন। যিনি কারণবারির উৎপত্তির পূর্ব্বে আবির্ভূত সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্য্যামী মহৎস্রষ্টৃরূপে প্রথমপুরুষ; দ্বিতীয় পুরুষরূপে গর্ভোদকশায়ী সমষ্ট্যন্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা এবং তিনিই তৃতীয় পুরুষ জীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মরূপে জীবের হৃদয়-গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত অবস্থিত, তাঁহাকে যিনি বিশেষভাবে দেখেন, তিনি তোমার জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করেন, জানিবে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (গীঃ ১৮।৬১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ১০।৪২, ৯।১০ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংস॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।"
(ভাঃ ২।২।৮)

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"
(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ৫ম অঙ্কধৃত সাত্বতবচন)॥৬॥

শ্রুতিঃ—যা প্রাণেন সংভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভুতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—যা (যে) দেবতাময়ী (সর্ব্বদেবতোত্তমা অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধীন ভোগপ্রাপ্ত), অদিতিঃ (অদনকারিণী অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ভোগকারিণী জীবরূপা তনু) প্রাণেন (মুখ্য-প্রাণের সহিত) সংভবতি (জাত হন, পাঠান্তরে সংবিশতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আছেন) [এবং] যা (যে ভগবানের তনু) গুহাং (জীব-হৃদয়-মধ্যে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তিষ্ঠন্তীং (স্থিত নিজ তনুকে) [তথা] ভূতেভিঃ [সহ] (পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগণের সহিত অথবা প্রাণিগণের (সহিত) ব্যজায়ত (উৎপাদন করিয়াছেন), ইনিই সেই পরমাত্ম-স্বরূপ ॥৭॥

অনুবাদ—পুনশ্চ ভগবৎস্বরূপের বর্ণন করিতেছেন—শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে কর্ম্মফলভোক্ত্রী যে অদিতি-নাম্নী তনু মুখ্য-প্রাণের সহিত জীবরূপে বর্ত্তমান, এবং যে ভগবত্তনু জীবের হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থিত নিজতনুকে মৎস্যকূর্ম্মাদি নানারূপে প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন এবং প্রাণিগণকে নানাশরীরযোগে নানাপ্রকারে উৎপাদন করিয়াছেন, ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মস্বরূপ ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যা প্রাণেনেতি। অয়ং চ মন্ত্রো 'গুহাং প্রবিষ্টৌ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।১১] ইতি সূত্রে ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতঃ। ইত্থং হি ভাষ্যকৃতা "কর্ম্মফলান্যত্তীত্যদিতির্জীব উচ্যতে। প্রাণেন সংভবতি প্রাণেন সহ বর্ত্ততে। দেবতাময়ীন্দ্রিয়াধীনভোগা। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী হৃদয়পুণ্ডরীককুহরবর্ত্তিনী। ভূতেভির্ব্যজায়ত পৃথিব্যাদিভি-র্ভূতৈঃ হিতাস দেবাদিরূপেণ বিবিধা জায়তে"ইতি ভাষিতম্।

এতদ্বৈ তৎ। তত্তদাত্মকমিত্যর্থঃ। অত্রৈব প্রকরণে "ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা" [কাঃ ১।১৭।] ইত্যত্র দেবমিত্যস্য পরমাত্মাত্মকমিতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ, "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যেতদুপবৃংহণগীতাবচনেঽপি মাং মদাত্মকমিতি ভাষ্যকৃতৈব ব্যাখ্যাতত্বাৎ, অপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণবাচিশব্দস্য বিশেষ্য ইবাপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষ্যবাচিশব্দস্যাপি বিশেষণে নিরূঢ়ত্বাত্তদাত্মকমিত্যর্থো যুক্ত ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনরপি ভগবৎস্বরূপমাহ—যা প্রাণেনেতি। যা দেবতাময়ী ইন্দ্রিয়াধীনভোগা অদিতিঃ অত্তি কর্ম্মফলমিতি কর্ম্মফলভোক্ত্রী জীবরূপা তনুঃ প্রাণেন মুখ্যপ্রাণবায়ুনা সহ, সংবিশতি পাঞ্চভৌতিকশরীর-মধ্যে প্রবিশতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, যা চ পরমেশ্বররূপা তনুঃ গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং স্বকীয়ামেব তনুং ভূতেভিঃ ভূতৈঃ প্রাণিভিঃ সহ ব্যজায়ত বিবিধতয়া জনয়ামাস মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপেণ স্বাত্মানং প্রাদুর্ভাবয়ামাস প্রাণিনশ্চ দেহবিশেষযোগেন নানাবিধান্ উৎপাদয়ামাসেত্যর্থঃ, এতদ্বৈ তৎ ত্বয়া পৃষ্টং যৎ তৎ ভগবৎস্বরূপম্ এতৎ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই ভগবৎস্বরূপের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। অদিতি-নাম্নী সর্ব্বদেবোত্তমা কর্ম্মফল-ভোক্ত্রী যে জীবরূপা ভগবত্তনু মুখ্যপ্রাণের সহিত অবস্থান করিতেছেন—অর্থাৎ সর্ব্বজগদ্ভক্ষণ-হেতু অদিতিনাম্নী দেবতাময়ী সর্ব্বদেবোত্তমা তনু (এস্থলে প্রাধান্যার্থে ময়ট্) এবং যে ভগবত্তনু জীবের হৃদয়গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় তনুকে প্রাণিগণের সহিত নানারূপে উৎপাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ মৎস্যাদি নানারূপে স্বকীয় স্বরূপকে আবির্ভূত করেন এবং প্রাণিগণকে দেহযোগে বিবিধরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত বস্তু জানিবে। এস্থলে ইহা তদাত্মকার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন—জননীরূপে সর্ব্বদেবতার সৃজনকারিণী বলিয়া অদিতি অথবা শব্দাদি সমস্ত ভোগসমুদয়ের অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করেন বলিয়া যাহার নাম অদিতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মের বাক্যেও পাই,—

"তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥" (ভাঃ ১।৯।৪২) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—গর্ভিণীভিঃ (গর্ভবতী রমণীগণ কর্ত্তৃক) সুভৃতঃ (অতিযত্নে সুপথ্য ভোজনাদি দ্বারা পরিপোষিত) গর্ভঃ ইব (উদরস্থিত সন্তানের মত) হবিষ্মদ্ভিঃ (হবনশীল ঋত্বিক্ ও ধ্যানধারণাবিশিষ্ট যোগী) মনুষ্যেভিঃ (মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সুভৃত অর্থাৎ সুচিত ও সুধ্যাত) [এইরূপ] জাগৃবদ্ভিঃ (সর্ব্বদা জাগরণশীল অর্থাৎ অপ্রমত্তভাবে ভগবজ্ জ্ঞানপরায়ণ ভক্তগণ কর্ত্তৃক) দিবে দিবে (প্রতিদিন) ঈড্যঃ (স্তুতির বিষয়ীভূত ও ধ্যাত) [ভবতি—হইয়া থাকেন] [সঃ—সেই] অরণ্যোঃ (দুই অরণীকাষ্ঠের মধ্যে অর্থাৎ অরণীকাষ্ঠসদৃশ গুরু-শিষ্য দুইয়ের মধ্যে) জাতবেদাঃ (অগ্নি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হরি) নিহিতঃ (স্থিত আছেন) এতদ্বৈ তৎ (এতাদৃশ অগ্নিনামা সেই পরমেশ্বর—শ্রীবিষ্ণু) ॥৮॥

অনুবাদ—গর্ভিণী রমণীগণ যেরূপ সুপথ্য-ভোজনাদি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে পোষণ করেন, সেইরূপ যাজ্ঞিকগণ ও ভক্ত যোগিগণ কর্ত্তৃক যিনি দুইটি অরণিকাষ্ঠ মধ্যে সুষ্ঠুভাবে চিত অথবা গুরু-শিষ্য-মধ্যে ধ্যেয়রূপে ধ্যাত, তিনি সেই অগ্নিরূপী শ্রীবিষ্ণু। যাঁহাকে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ভগবজ্জ্ঞানপরায়ণ ভক্তগণ এবং ঘৃতাদি উপকরণ-সমন্বিত যজ্ঞকারিগণ আরাধনা করিয়া থাকেন, ইনিই সেই পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু জানিবে ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা ইতি। অরণ্যোরধরোত্তরারণ্যোঃ স্থিতোঽগ্নিঃ।

গর্ভিণীভিঃ পানভোজনাদিনা সুভৃতো গর্ভ ইব নিহিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। উদিত্যবধারণে।

দিবে দিবে অহন্যহনি জাগৃবদ্ভিঃ জাগরণশীলৈরপ্রমত্তৈঃ স্তুত্যঃ। হবিষ্মদ্ভিঃ আজ্যাদিহবিঃ-প্রদানপ্রবৃত্তৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ স্তুত্যোঽগ্নিঃ। অগ্রংনেতাঽরণ্যোর্নিহিত ইতি যোজনা। এতদ্বৈ তৎ এতদগ্নিস্বরূপং তৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকমিত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনশ্চ শ্রুতিঃ পরমাত্মস্বরূপম্ অগ্নিরূপেণ বিবৃণোতি অরণ্যোরিতি। অরণ্যোঃ অগ্নিপ্রকাশকয়োরুত্তরাধরকাষ্ঠয়োঃ অথবা ঋগতৌ ইতি গত্যর্থকাৎ ঋধাতোঃ কর্ম্মণি অপি অরেতি শব্দঃ সিধ্যতি তং গম্যং হরিং নয়তঃ বোধবিষয়ীকুরুতো যৌ গুরু-শিষ্যাবিত্যর্থঃ তয়োর্মধ্যে যো জাতবেদাঃ অগ্নিঃ ইত্যধিযজ্ঞপক্ষে, জাতং সর্ব্বং বেত্তি ইতি শ্রীহরিঃ নিহিতঃ স্থিতঃ, তথা গর্ভিণীভিঃ গর্ভবতীভির্নারীভিঃ সুভৃতঃ যত্নেন সুপথ্যভোজনাদিনা পরিপোষিতঃ গর্ভঃ গর্ভস্থো ভ্রূণ ইব সুভৃতঃ সুচিতঃ, অধ্যাত্মপক্ষে সুচিন্তিতঃ। তথা জাগৃবদ্ভিঃ সর্ব্বদা জাগরণশীলৈঃ ভগবজ্‌জ্ঞানবিশিষ্টৈঃ অপ্রমত্তৈঃ, 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী' ইতি স্মৃতেঃ। হবিষ্মদ্ভিঃ আজ্যাদিবিশিষ্টৈঃ অথচ শমদমাদি-

সাধনবিশিষ্টৈঃ, মনুষ্যেভিঃ যাজ্ঞিকৈঃ পুরুষৈঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুভিশ্চ দিবে দিবে প্রতিদিনম্ দিব্ শব্দাৎ সপ্তমীস্থানে শে সুপাং সুলুগিতি সূত্রেণ সিদ্ধম্ দিব্-শব্দস্য দিনবাচকত্বং নৈরুক্তম্। ঈড্যঃ স্তুত্যঃ ঈড়স্তুতৌ ণ্যাতিরূপম্ ধ্যাতশ্চ। অগ্নিঃ—লৌকিকোবহ্নিরিতি অধিযজ্ঞে। অগতি নয়তি ভক্তান্ স্বপদমিতি পদম্ অগ্ ধাতোর্নিপ্রত্যয়েন সিদ্ধং শ্রীহরিবাচকম্ সঃ অগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ এতদগ্নিস্বরূপমেব তদিতি শ্রীহরিস্বরূপং বৈ প্রসিদ্ধম্ নিশ্চিতং বা ॥ ৮ ॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় অগ্নিরূপী পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। গর্ভবতী নারীর দ্বারা ভক্ষিত অন্ন-পানাদি হইতে পরিপুষ্ট হইয়া গর্ভস্থ শিশু যেরূপ গর্ভের মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং প্রসব-কালীন ক্লেশরূপ মন্থনের দ্বারা সময়মত শিশু প্রকট হয়, সেই প্রকার অধর ও উত্তর অরণি অর্থাৎ উপর ও নীচের কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে অগ্নি দেবতা লুক্কায়িত থাকে এবং উহার উপাসক প্রমাদ-রহিত হইয়া একাগ্রতা, শ্রদ্ধা, তথা প্রীতির সহিত স্তুতি পূর্ব্বক অরণি-মন্থনের দ্বারা অগ্নিকে প্রকট করিয়া থাকে এবং তৎপরে আজ্যাদি বিবিধ হবনসামগ্রী দ্বারা অগ্নিকে আরাধনা করিয়া থাকে। সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গুরু-শিষ্যের মধ্যে নিহিত হইয়া থাকেন। সৎশিষ্যের সৎগুরুর সেবাফলে প্রকট হন। সেইরূপ অগ্নিনামা শ্রীহরি যজ্ঞসাধনসম্পন্ন ভগবজ্জ্ঞানী মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন স্তুত হইয়া আরাধিত হন। এই অগ্নিরূপী শ্রীহরিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মতত্ত্ব।

অগ্নি-শব্দে এস্থলে শ্রীহরিকে বুঝাইতেছে; কারণ "অগতি নয়তি ভক্তান্ স্বপদমিতি" অর্থাৎ শ্রীহরি ভক্তগণকে স্বীয়পদে আনয়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি। ইহা লৌকিক অগ্নি নহে। এইজন্য শ্রীহরিকে অগ্নিস্বরূপ বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় যে, অগ্নিদেবতাও শ্রীবিষ্ণুর ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতেছেন,—

> "যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা-
> হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
> তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ
> স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্॥" (ভাঃ ৪।৭।৪১) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে-ঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[পুনরায় সেই বিষ্ণুস্বরূপ মহিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছেন,—] সূর্য্যঃ (সূর্য্যদেব) যতঃ (যে প্রাণরূপী পরব্রহ্ম হইতে) উদেতি (প্রত্যহ উদিত হন) চ (আর) যত্র (যে প্রাণরূপী পরমেশ্বরে) অস্তং চ গচ্ছতি (অস্তমিত হন) সর্ব্বে দেবাঃ (সকল অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞ-বিষয়ক এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ) তম্ (সেই প্রাণ-ব্রহ্মকে) অর্পিতাঃ (আশ্রয় করিয়া স্থিত) কশ্চন (কেহই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের মধ্যে কেহই) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) ন উ অত্যেতি (কখনই অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না) এতৎ বৈ তৎ (ইনি সেই সর্ব্বাধিষ্ঠানের অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মা) ॥৯॥

অনুবাদ—নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্মের মহিমা আরও শুন। সূর্য্যদেব প্রত্যহ যে প্রাণরূপী পরব্রহ্ম হইতে উদিত হন অর্থাৎ যাঁহার প্রাণশক্তিতে জ্যোতিষ্মান্ হন এবং যাঁহাতে তিরোহিত হন। সেই প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ

এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে অধিষ্ঠিত আছে কিন্তু তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কেহই স্থিতিমান্ হইতে পারে না। ইনিই তোমার সেই জিজ্ঞাসিত পরমেশ্বর স্বরূপ ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতদগ্নিস্বরূপং তৎ পূর্ব্বোক্তব্রহ্মাত্মকমিত্যর্থঃ। যতশ্চোদেতীতি। যস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ সূর্য্য উদেতি যত্র চ লয়মেতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাঃ। দেবাঃ সর্ব্বে তস্মিন্নাত্মনি প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ। তদু নাত্যেতি কশ্চন। তৎ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম কোঽপি নাতিক্রামতি।। ছায়াবদন্তর্য্যামিণো দুর্লঙ্ঘত্বাদিতি ভাবঃ। এতদ্বৈ তৎ। উক্তোঽর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যঃ খলু মুখ্যপ্রাণো নাম, যং প্রাণমাশ্রিত্য সূর্য্যঃ প্রকাশশীলো ভবতি যস্মিংশ্চ প্রত্যহমস্তং গচ্ছতি, চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গণা যদধিষ্ঠানেন প্রকাশশীলা বাগাদয়শ্চ যৎপ্রেরণয়া প্রবর্ত্তন্তে, যং খলু অতিক্রম্য কোঽপি ন বর্ত্ততে স পরমেশ্বরঃ প্রাণস্বরূপঃ, তথাচ বেদান্তসূত্রম্—অতএব প্রাণঃ। ভাষ্যঞ্চ প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। তথৈব শ্রুত্যন্তরম্ ‘অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে··· ইদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিরি’তি’। জ্যোতিরত্র ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যম্। তদেতৎ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম, এতদ্বৈ তৎ। তদু নাত্যেতি নাতীত্য তদাত্মকতাং তদনন্যত্বং গচ্ছতি ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ ইত্যুক্তেঃ। সূর্য্যস্য উৎপত্তিবিনাশাবপি শ্রুতৌ বর্ণিতৌ যথা ‘চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়তে’তি। ‘সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি’তি চ, উৎপত্তিপ্রমাণাৎ নাশোঽপি আপেক্ষলভ্য ইতি। সূত্রঞ্চ—‘অত্তা চরাচরগ্রহণাদিতি’ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বরূপের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব বলিতেছেন।

যে পরমেশ্বর হইতে সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত হন এবং অস্তকালে যাঁহাতে অস্তমিত হন, যাঁহার মহিমা হইতে সূর্য্যদেবের উদয়-অস্ত-লীলা নিয়মপূর্ব্বক চলিতেছে, এমন কি, সর্ব্বদেবগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত; গুণ দ্বারা বা স্বরূপের দ্বারা কেহ যাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ সেই সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বময়, সকলের আদি, অন্ত, আশ্রয়স্থল পরমেশ্বরের মহিমা ও ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তমই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব।

শ্রীগীতায় পাই,—

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ" (গীঃ ১০।২১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি—তন্নামা সূর্য্যো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্ ;
যৎস্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥"

(ভাঃ ১০।৮৫।৭)

স্মৃতিতেও পাই,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্" ॥৯॥

শ্রুতিঃ—যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—যৎ এব (যে পরব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং মৎস্যাদি রূপ অবতার) ইহ (এই লোকে অবস্থিত) তৎ (তাহাই) অমুত্র

(বৈকুণ্ঠলোকেও বিরাজমান), [আবার] যৎ (যে পরব্রহ্ম) অমুত্র (পরলোকে বৈকুণ্ঠাদিতে) তৎ (তাহাই) ইহ (এই জীব-মধ্যে) অনু (অনুস্যূত হইয়া আছেন অর্থাৎ জীবমধ্যে হৃদয়-গুহায় অবস্থিত পরমেশ্বরকে পরলোকে বিরাজমান পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ জানিও না) [অথবা মতান্তরে ইহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার যথা,—] ইহ (এই জগতে) যদেব (যে অবতার সমূহ আছেন) তদেব (সেই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারই) অমুত্র (বৈকুণ্ঠাদি লোকে মূলরূপে বর্ত্তমান) আবার যৎ (যে মূলরূপ) অমুত্র (বৈকুণ্ঠাদিলোকে আছেন) তদেব (তাহাই) অনু (আশ্রয় করিয়া অবতার-সমূহ বর্ত্তমান অর্থাৎ অবতারে ও মূলস্বরূপে কোনও প্রভেদ নাই জানিবে) [ইহার অন্যথা জ্ঞানে অনর্থ বলিতেছেন] যঃ (যে ভেদজ্ঞান-কারী ব্যক্তি) ইহ (এই মূলরূপ ও অবতারে) নানা ইব (নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ, ইব শব্দের অর্থ তুল্য অর্থাৎ ভেদতুল্য) পশ্যতি (দেখে, জ্ঞান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) মৃত্যোঃ (সংসার হইতে অথবা যম হইতে) মৃত্যুং (আবার মৃত্যু অথবা তমঃ—অবিদ্যা) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর তমোগ্রস্ত হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে পরমাত্মতত্ত্ব, তাহাই বৈকুণ্ঠাদিলোকেও স্থিত অথবা এই জগতে যে অবতারসমূহ বিরাজমান, তাহাই বৈকুণ্ঠাদিলোকে মূলস্বরূপে বিরাজমান এবং পরলোকে যিনি পরমাত্মা পরব্রহ্ম, তিনিই ইহলোকে অবস্থিত আছেন অথবা বৈকুণ্ঠাদিলোকে যে মূলস্বরূপ বিদ্যমান অবতারগুলি সেই স্বরূপেই এখানে অবস্থিত। যে ব্যক্তি মূলরূপ হইতে অবতারসমূহকে ভিন্নভাবে দর্শন করে অথবা যে ব্যক্তি ভগবানের মূলস্বরূপে ও তাঁহার অবতারে নানাত্ববোধ অর্থাৎ ভেদজ্ঞান করে, সে মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করে অথবা মৃত্যুদেবতার নিকট হইতে মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নমু, পরমাত্মনঃ সর্ব্বাত্মত্বং ন সংভবতি। অহমিত্যহন্তাশ্রয়ত্বেনানুসংধীয়মানো হ্যাত্মা স চাহমিহৈবাস্মীতি দেশান্তরব্যাবৃত্ততয়াঽনুসংধীয়তে তস্য কথং সর্ব্বদেশকালবর্ত্তিসর্ব্বপদার্থাত্মভূতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদম্বিহ।

যদেব পরমাত্মতত্ত্বম্ ইহ অত্র লোকেঽহমিত্যনুসংধীয়মানতয়াত্মভূতং তদেব লোকান্তরস্থানামপ্যাত্মভূতমিত্যর্থঃ। ততশ্চাত্মভেদো নাস্তীত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ। কিং পরমাত্মতত্ত্ববিদামহমিহৈবেতি প্রতীতিঃ সর্ব্বদেশকালবর্ত্তিপদার্থাত্মকত্ববাধকতয়োপন্যস্যত উত তদ্রহিতানাম্। নাদ্যঃ। তেষামহমিহৈবেত্যাদিপ্রতীতেরেবাভাবাৎ। প্রত্যুত "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি সর্ব্ববস্তুবর্ত্তিতয়ৈবানুভবাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। অতত্ত্ববিদামহংপ্রতীতের্জীবমাত্রবিষয়ত্বেন তত্র দেশান্তরব্যাবৃত্তত্বপ্রতীতেস্তদানীমপ্রতীতপরমাত্মনি সর্ব্বদেশবর্ত্তিপদার্থাত্মত্ববিরোধিত্বাভাবাদিতি।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ইহ পরমাত্মনি ভেদমিব যঃ পশ্যতি স তু সংসারাৎপরংসংসারং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বৈকুণ্ঠ-ভূমণ্ডলবর্ত্তিনোরাত্মনোস্তত্ত্বতো ভেদো নাস্তি নাপি অবতারাণাম্ মৎস্যাদীনাং মূলরূপাদ্ ভেদ ইত্যাহ—যদেবেতি। ইহলোকে শ্রীবিগ্রহরূপেণ যদেব আত্মতত্ত্বম্ অবতাররূপং প্রতীয়তে, তদেব তত্ত্বম্ অমুত্র পরব্রহ্মণি স্বরূপে অথবা তদেব অবতাররূপম্ অমুত্র বৈকুণ্ঠাদিলোকেষু মূলরূপতয়াস্তে তয়োঃ কশ্চিদপি ভেদো নাস্তি। নমু কথং সংসারিধর্ম্মণাম্ অবতারাণাং মূলরূপত্বম্, তত্রাহ—যদিত্যাদি অমুত্র অমুষ্মিন্নাত্মনি অথবা বৈকুণ্ঠে যৎ মূলরূপং পরমাত্মতত্ত্বং বা অস্তি তদ্ মূলরূপং পরমাত্মতত্ত্বং বা অমু লক্ষ্যীকৃত্য, ইহ শ্রীবিগ্রহাদিষু স্থিতম্ অবতাররূপম্ বর্ত্ততে। নহি স্বরূপতোঽণুমাত্রতো ভেদঃ। ইহস্থানামপি রূপাণাং স্থানভেদেঽপি ন ভেদ ইত্যপি বোধ্যম্।

তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্ 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং হি সর্ব্বত্রেতি'। (৩।২।১১) তথাচ ভাষ্যম্ 'স্থানভেদেঽপি স্থানি বিশেষ্যং ন ভিদ্যত' ইতি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে কথিত জীবের হৃদয়গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক যিনি অবস্থান করেন এবং মৎস্যাদি অবতাররূপে ও ব্রহ্মাদি ভূতগণের প্রেরকরূপে যিনি অবস্থিত, ইঁহার সহিত মূলরূপের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিতে অবস্থিত স্বরূপের কোন ভেদ নাই। তাহাই মহিমান্তরের দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন।

এই বিগ্রহাদিস্বরূপে যে সকল অবতার লীলা করিতেছেন এবং বৈকুণ্ঠাদিলোকে যে মূলরূপ অবস্থিত, এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠাদিলোকে যিনি মূলস্বরূপে আছেন, তিনিই এই শ্রীবিগ্রহরূপে অবস্থিত, স্বরূপতঃ উভয়ের কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের মূল স্বরূপের সহিত লীলাবতারে গৃহীত স্বরূপের ভেদ দর্শন করে, সে ব্যক্তি যমের নিকট হইতে মৃত্যু লাভ করে অর্থাৎ সংসার-যাতনা জন্মজন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানে দেহদেহি-বিভাগ নাই। শাস্ত্রে পাই,—"দেহ-দেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥" (গীঃ ৯।১১)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত সমান।
'নাম', বিগ্রহ', 'স্বরূপ',—তিন একরূপ।

তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দস্বরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ((ভাঃ ৭।১০।৪৮);
"সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১৫।৭৫);
"যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ" (ভাঃ ৯।২৩।২০);
"যদয়ং নৃলিঙ্গ-গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ" (ভাঃ ১০।৪৪।১৩);
"দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ"
(ভাঃ ১০।৪৮।২২)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—

"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (বেঃ সূঃ ৩।২।১১)

অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপ স্থানভেদেও উভয়স্বরূপ নহে অর্থাৎ স্থান-ভেদেও স্থানী—বিশেষ্য এক হওয়ায় বিভিন্ন হয় না। শ্রীবলদেব প্রভুর গোবিন্দভাষ্যেও পাই,—যেহেতু একই ভগবানের স্বরূপ স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে এককালে সকল স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এক হইয়াও তিনি বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রুতিও তাহাই বলেন,—"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১।৭৬)

শ্রীলঘুভাগবতামৃতেও পাই,—

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥"

যাহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের কি গতি হয়? সে-সম্বন্ধেও শ্রীগীতাতে পাই,—

"মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥" (গীঃ ৯।১২)

বৃহদ্বৈষ্ণবেও কথিত আছে,—

"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌত-স্মার্ত্ত বিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।" ॥১০॥

**শ্রুতিঃ—মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥১১॥**

অন্বয়ানুবাদ—ইদম্ (মূলস্বরূপ ও অবতারের এই অভেদজ্ঞান) মনসা এব (সদ্গুরুর কৃপায় সংস্কৃত বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রবণ-অন্তঃকরণ দ্বারাই) আপ্তব্যম্ (পাইতে হইবে, অথবা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংস্কৃত অন্তঃকরণ দ্বারাই বোধ্য হইবে) [কি বুঝিতে হইবে? তাহা বলিতেছেন,—] ইহ (এই মূলরূপে ও অবতারে) কিঞ্চন (স্বাবয়ব, গুণ, কর্ম্মাদি কিছুই), নানা (ভেদ) ন অস্তি (নাই); যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই অবতারগত গুণকর্ম্মাদিতে) নানা ইব (মূলস্বরূপ হইতে প্রভেদ) পশ্যতি (দেখে) সঃ (সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি) মৃত্যোঃ (মৃত্যুদেবতা হইতে অবিদ্যাবশতঃ) মৃত্যুং (মরণ পুনঃসংসার) গচ্ছতি

(প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। [পূর্ব্ব শ্রুতিতে অবতার ও মূলস্বরূপের স্বরূপগত ভেদাভাব দেখাইয়াছেন, এই শ্রুতিতে গুণ-কর্ম্ম-অবয়ব-বিষয়েও ভেদাভাব দেখাইতেছেন] ॥১১॥

অনুবাদ—মূলরূপ ও অবতারগত গুণকর্ম্মাদির কোন ভেদ নাই, ইহা গুরুসেবা ও শাস্ত্রোপদেশ-সংস্কৃত বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রবণ অন্তঃকরণ দ্বারা জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি এই মূলরূপে ও অবতারে গুণ-কর্ম্মাদি দ্বারা ভেদ দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হয় ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নম্বস্মাকং সর্ব্বাত্মভূতং পরমাত্মতত্ত্বং কুতো-লভ্যত ইত্যত্রাহ—

মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি। ইদমাত্মস্বরূপং বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্যমিত্যর্থঃ।

উক্তমেবার্থং দৃঢ়ীকরণায়াভ্যস্যতি—

'নেহ নানাস্তি' ইত্যাদি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ মূলরূপাদবতারাণাং স্বাবয়বগুণকর্ম্মভি-র্ভেদো নাস্তীতি বক্তুং শ্রুতিরুপক্রমতে তত্র ভেদাভাবজ্ঞানং কথং স্যাদিতি প্রথমম্ উপায়ং দর্শয়তি। ইদং রূপাদিষু ভেদাদিকং নেত্যেতৎ প্রমেয়ং মনসৈব মননসমর্থেন গুরূপসত্তিসংস্কৃতান্তঃকরণেনৈব, আপ্তব্যম্ বোদ্ধব্যম্, কিন্তৎ প্রমেয়ং? তত্রাহ—নেহেতি ইহ মূলরূপে অবতাররূপেষু বা কিঞ্চন কিমপি গুণ-কর্ম্মাদিকং নানা পৃথগ্ভূতং নাস্তি তথাচ সূত্রং 'উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবদিতি' নয়ে প্রতিষেধাচ্চেতি—অস্যাভিপ্রায়ঃ—যথা অহেঃ কুণ্ডলং ততো নাতিরিচ্যতে তথা বিগ্রহাদা-ত্মনঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিকমিতি ইহ ব্রহ্মণি যো নানেব পশ্যতি স্বরূপস্য

গুণগণস্য ভেদমেব জানাতি স মৃত্যোরনন্তরং জন্ম-মরণপ্রবাহং বিন্দতি ন কদাচিদপি বিমুচ্যতে ইত্যর্থ ইতি ভাষ্যকারঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—ভগবৎস্বরূপের অর্থাৎ মূলরূপের সহিত অবতারের কোন ভেদ নাই; ইহা বর্ণন করিবার পর বর্ত্তমান মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন যে, স্বাবয়ব ও গুণ-কর্ম্মদ্বারাও ভেদ নাই।

মূলরূপে ও অবতারে গুণকর্ম্মাদির যে ভেদ নাই, তাহা শুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারাই জানিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা ভিন্নরূপে দেখে, সে ব্যক্তি যমের নিকট হইতে মরণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার-যাতনা বা যম-যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

বেদান্তসূত্রেও পাওয়া যায়,—

"উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" (বেঃ সূঃ ৩।২।২৮), এই সূত্রে শ্রীভগবানের স্বরূপ যে তাঁহার গুণের সহিত অভিন্ন, তাহাই প্রতি-পাদিত হইতেছে। যেমন অহিকুণ্ডল শব্দটি ধর্ম্মিবোধক অথচ ধর্ম্ম-বোধক অর্থাৎ কুণ্ডল সর্প স্বরূপ হইলেও কুণ্ডলকে যেমন সর্পীয় বিশেষণ-বিশেষিতরূপে মনে করা হয়, সেই প্রকার।

শ্রীভগবানের স্বরূপ যে তাঁহার গুণাদি হইতে অভিন্ন, ইহা সদ্-গুরুর কৃপায় শাস্ত্রের উপদেশক্রমে শুদ্ধান্তঃকরণে বুঝিতে পারা যায়।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

> "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
> আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
> যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
> তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥" (ভাঃ ৩।৯।১১) ॥১১॥

অবতরণিকা—পূর্ব্বে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই জীবদেহে হৃদয়-গুহা-মধ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে নিয়ামক ঈশ্বরের স্বরূপ ও নিয়ম্য জীবস্বরূপের ভেদ দেখান হইয়াছে, এক্ষণে গুহাস্থিত ঈশ্বরের উপাসনার জন্য তাঁহার পরিমাণ শ্রুতি দেখাইতেছেন।

শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্‌সতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) পুরুষঃ (অন্তর্য্যামী পুরুষ) আত্মনি (জীবদেহে) মধ্যে (হৃদয়-মধ্যে) তিষ্ঠতি (বিরাজ করিতেছেন) [তিনি জীবাত্মা নহেন, যেহেতু তিনি] ভূতভব্যস্য (অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয়ের) ঈশানঃ (নিয়ামক) ততঃ (হৃদয়স্থিত তাঁহার জ্ঞান হইলে জীব) ন বিজুগুপ্‌সতে (আপনাকে রক্ষা করিতে প্রযত্নবান্ হয় না)। এতদ্ বৈ (এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ-তত্ত্বই) তদ্ (তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মতত্ত্ব) ॥১২॥

অনুবাদ—জীবের হৃদয়দেশ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, তথায় অবস্থিত পরমাত্মাকেও সেজন্য অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হয়। সেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পরমাত্মা জীব-শরীরে হৃদয়দেশে বিরাজ করিতেছেন, তিনি অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালেরও নিয়ামক, এই জ্ঞান হইলে উপাসক আত্মরক্ষার জন্য প্রযত্ন করেন না অথবা কাহাকেও নিন্দা করেন না। হে নচিকেতঃ! তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মতত্ত্ব ইহাই জানিও ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অঙ্‌গুষ্ঠমাত্র ইতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য। কাল-ত্রয়বর্ত্তিনিখিলচেতনাচেতনেশ্বরঃ পুরুষ মধ্যআত্মনি উপাসকশরীরে-হঙ্‌গুষ্ঠ পরিমাণঃ সন্নাস্তে। ন ততো বিজুগুপ্সতে।

ততো ভূতভব্যেশ্বরত্বাদেব বাৎসল্যাতিশয়াদ্দেহগতানপি দোষান্‌-ভোগ্যতয়া পশ্যতীত্যর্থঃ। নন্থ 'প্রাণাধিপঃ সংচরতি স্বকর্ম্মভিঃ' [শ্বেঃ ৫।৭] 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ' [শ্বেঃ ৫।৮]।

অঙ্‌গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ। ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেন প্রতিপাদিতস্য জীবস্যৈবাস্মিন্মন্ত্রে প্রতিপাদনং কিং ন স্যাৎ। ন চ ন তস্য ভূতভব্যেশানত্বাদীতি বাচ্যম্। প্রথমশ্রুতজীবলি-ঙ্গানুরোধেন চরমশ্রুতভূতভব্যেশানত্বস্যাপেক্ষিকতয়া যোজয়িতুং শক্যত্বা-দিতি চেন্ন। 'শব্দাদেব প্রমিতঃ' [ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৪] ইত্যধিকরণ-এবমেব পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধনাঙ্গুষ্ঠপরিমাণস্য পরমাত্মন্যপি সংভবাৎ। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠং চ সমাশ্রিতঃ' [১৬।৩] ইতি তৈত্তিরীয়কে। 'অঙ্‌গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ' [৩।১৩] ইতি শ্বেতাশ্বতরে চাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বস্য পরমাত্মন্যপি শ্রবণাৎ। অসংকুচিতভূতভব্যেশিতৃত্বস্যানন্যথাসিদ্ধব্রহ্মলিঙ্গত্বাদয়ং মন্ত্রঃ পরমাত্মপর এবেতি সিদ্ধান্তিতত্বাৎ। যত্তত্র কৈশ্চিদুচ্যতে—অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং জীবলিঙ্গমেব। অথাপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতীতি পূর্ব্বার্ধেন জীবমনূদ্য 'ঈশানো ভূতভব্যস্য' ইত্যনেন পরমাত্মভাবো-বিধীয়ত ইতি। তদসমঞ্জসম্। তথা হি সতি পরমাত্মন্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বসং-ভাবনাপ্রদর্শকস্য 'হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৫] ইতি সূত্রস্যাসংগতিপ্রসঙ্গাৎ। নন্থ নাস্মিন্মন্ত্রে জীবানুবাদেন ব্রহ্মভাবো-বিধীয়তে। আরাগ্রমাত্রতয়া প্রতিপন্নস্য জীবস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বে প্রমাণা-ভাবাদিতি। তটস্থশঙ্কাপরিহারার্থং জীবস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বসাধনায় প্রবৃত্তমিদং সূত্রমিতি চেৎ। তথাশ্রয়ণস্য ক্লিষ্টত্বাৎ। নন্থ 'ঈশ্বরঃ শর্ব ঈশান' ইতি নিঘণ্টুপাঠেনেশানশব্দস্য দেবতাবিশেষে রূঢ়ত্বাৎ 'শব্দাদেব প্রমিত' ইতি সূত্রে 'ঈশানো ভূতভব্যস্য' ইতি শব্দাদেব ন তু ভূতভব্যস্য সর্ব্বস্যেশিতৃত্বং কর্ম্মবশ্যজীবস্যোপপদ্যত ইতি ভাষ্যং ব্যাকুর্ব্বদ্ভির্ব্ব্যাসার্য্যৈরীশানশব্দস্যৈব

শর্ব্বশব্দেন বিবক্ষিতত্বাৎ নাত্র লিঙ্গান্নির্ণয়ঃ কিংত্বীশ্বরবাচিশব্দাদে-বেত্যেবকারাভিপ্রায় ইতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ ঈশানশব্দস্য শ্রুতিত্বাভ্যুপ-গমাৎ, তথৈব চেশানশব্দশ্রুত্যা জীবব্যাবৃত্তিবদেব নারায়ণস্যাপি ব্যাব-র্ত্তিতত্বেন রুদ্রপরত্বমেব স্যাদিতি চেন্ন। যোগরূঢ়িমতঃ পদস্য সংনিধাব-বয়বার্থবিশেষকপদান্তরসংনিধানে রূঢ্যনুন্মেষস্য—

"পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্ধ্বমুখৈর্ময়ূখৈঃ।"

ইত্যাদিষু দর্শনাৎ। তত্র হি সরোরুহপদাবয়বার্থসরোবিশেষকাগ্র-পদোপাদানেন সরোরুহপদরূঢ়িভঙ্গস্য দর্শনাৎ। ইতরথা পদ্মানীতি পদানু-পাদানত্বাপত্তিঃ। অত ঈশানশব্দস্য ন শ্রুতিত্বম্। এতৎস্বরসাদেব ব্যাসার্যৈরপি যথাশ্রুতভাষ্যানুগুণ্যেন যদ্বেতি পক্ষান্তরস্যাশ্রিতত্বাদিত্যল-মতিচর্চয়া। প্রকৃতমনুসরামঃ। এতদ্বৈ তৎ। উক্তোঽর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—'গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে'ইত্যনেন জীবেশ্ব-রয়োঃ গুহাবস্থানং পূর্ব্বমুক্তম্, তত্রেশ্বরস্য উপাসনার্থং তৎস্বরূপমাহ—অঙ্গু-ষ্ঠেতি—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ, হৃদয়স্য তত্তজ্জীবাঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তত্র স্থিতোঽপি তৎপরিমাণক ইত্যুপচারাৎ। নন্থ বিভোস্তস্য কথং তন্মা-ত্রত্বমিতি উচ্যতে আত্মনি জীবশরীরে তত্রাপি মধ্যে হৃদয়মধ্যে তিষ্ঠতি 'স্থানস্থানিনোরভেদোপচারাদ্' অথবা 'হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্ব' ইতি পরমর্ষিণা অঙ্গুষ্ঠমাত্রে হৃদি স্মর্য্যমাণত্বাদ্বিভোরপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বোপদেশাৎ তৎসঙ্গচ্ছতে। পুরুষো জীব ইতি ভ্রমনিরাসায় তদ্ব্যাবর্ত্তকবিশেষণমাহ 'ঈশানোভূতভব্যস্য'ইতি—ভূতস্য অতীতস্য ভব্যস্য ভাবিনশ্চ বস্তুনঃ বর্ত্তমানস্যাপ্যুপলক্ষণমেতদ্। ঈশানো নিয়ন্তা প্রেরকঃ, নহি জীবস্তা-দৃশো ভবিতুমর্হতি অসর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। তাদৃশঃ পুরুষ উপাস্য ইতি। এবং সতি ততঃ হৃদয়স্থস্য তস্য প্রেরকত্ব-জ্ঞানাদেব তদুপাসকঃ ন বিজুগুপ্সতে

আত্মানং গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মরক্ষকস্য বর্ত্তমানত্বাৎ। এতদ্ পরমাত্ম-তত্ত্বং তদ্ ত্বয়া পৃষ্টং বস্তু জানীহীতিশেষঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—জীবের হৃদয়গুহায় পরমেশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই নিয়ামক পর-মেশ্বরের উপাসনা নিয়ম্য জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া সেই স্বরূপের পরিমাণ শ্রুতি নিরূপণ করিতেছেন।

যদিও সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমানভাবে পরিপূর্ণ-রূপে অবস্থিত, তথাপি জীবের হৃদয়ে উহার অবস্থিতির বিশেষস্থান জানা যায়। পরমেশ্বর প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট নহেন। কিন্তু স্থিতি-অনুসারে তাঁহাকে আকারসম্পন্ন বলা হয়। যেরূপ হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন, সেই হৃদয়ানুরূপ তিনি আকার ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করেন। মানবের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ এবং মানবের শরীর শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির যোগ্য অধিকারী জানা যায়, অতএব মনুষ্যের হৃদয়ে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপলব্ধিস্থান বিচার করা হয়। এইজন্য মনুষ্যের হৃদয়ের পরিমাণ-অনুসারে পরমেশ্বরেরও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলা হয়। "স্থানৈক্যেন গোষ্ঠে গাব একীভূতাঃ"—যেমন বলা হয়, সেইরূপ তন্মাত্র-পরিমাণ অভিব্যক্তির দ্বারা সেইরূপ বলা হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—

"হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" (বেঃ সূঃ ১।৩।২৫) হৃদয়ের পরিমাণ ধরিয়াই পরমেশ্বরের সেই পরিমাণোক্তি। অথবা উপাসকের হৃদয়ে অচিন্ত্য মহিমান্বিত শ্রীহরির অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণে প্রকাশ। এই হিসাবে পরমেশ্বরের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্বোক্তি। যদি বল, করিতুরগাদি প্রাণিভেদে হৃদয়ের পরিমাণও তো অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নহে, তাহা বিভিন্ন;

তাহার সমাধান করিতেছেন—"মনুষ্যাধিকারত্বাৎ"—মনুষ্যকে অধিকার করিয়া শাস্ত্রের এই উক্তি। মনুষ্যমাত্রের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃদয় বলিয়া ঐ পুরুষের অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্ব বলা হইয়াছে।

যদিও শাস্ত্র অবিশেষে অর্থাৎ সাধারণভাবেই প্রবৃত্ত, তথাপি উপাসনার সামর্থ্যাদির বিচার পূর্ব্বক মনুষ্যই উপাসকের যোগ্য।

এই শ্রুতিমন্ত্রে পরমেশ্বর যে জীব হইতে ভিন্ন তাহাও 'ঈশানো' 'ভূতভব্যস্য' শব্দদ্বয়ে বর্ণন করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" (শ্বেঃ ৪।৬) শ্রুতি আলোচ্য।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও অনুরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

(শ্বেঃ ৩।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্ (ভাঃ ১।১২।৮)
"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" (ভাঃ ২।২।৮)

গজেন্দ্রের স্তবেও পাই,—

"মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়।"

(ভাঃ ৮।৩।১৮)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (গীঃ ১৫।১৫) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[তিনি] অধূমকঃ [—অধূমকং] (ধূমহীন) জ্যোতিঃ ইব (জ্যোতির মত প্রকাশক) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ) পুরুষঃ (পরমাত্মা) [যিনি] ভূতভব্যস্য (অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ের অর্থাৎ কালত্রয়বর্ত্তী কার্য্যে) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) [কেন না] সঃ এব (তিনিই) অদ্য (আজ আছেন) উ (অথবা) সঃ শ্বঃ (কালও বর্ত্তমান থাকিবেন অর্থাৎ তিনি ত্রিকালবর্ত্তী, এই কথা দ্বারা বৌদ্ধদের 'ক্ষণভঙ্গ-বাদ ও নাস্তীতি—পরলোকে আত্মার নাস্তিত্ববাদ' খণ্ডিত হইল। এতদ্ বৈ তৎ (ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পরমাত্মতত্ত্ব) ॥১৩॥

অনুবাদ—ধূমহীন জ্যোতিঃ সদৃশ প্রকাশক সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের নিয়ামক তিনিই বর্ত্তমান কালে আছেন ও ভবিষ্যৎ কালে থাকিবেন। অতএব যুক্তিবিরুদ্ধ বৌদ্ধদের সর্ব্বক্ষণিকত্ববাদ এবং পরলোকগামী আত্মা নাই,—এই বাদও ইহার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইল ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ইতি। শুষ্কেন্ধনানলবৎপ্রকাশমান ইত্যর্থঃ। স এবাদ্য স উ শ্বঃ। অদ্যতন-পদার্থজাতং শ্বস্তনপদার্থজাতং কালত্রয়বর্ত্তিপদার্থজাতমপি তদাত্মক-মিত্যর্থঃ। এতদ্বৈ তৎ। পূর্ব্ববৎ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তমর্থং পুনরপি গুণান্তরেণ দ্রঢ়য়তি—অঙ্গুষ্ঠেতি অধূমকঃ অধূমকম্ ইতি ভাব্যং জ্যোতিষো তস্য বিশেষণত্বাৎ। ধূমহীনং জ্যোতিরিব অথবা স্বভাবেন আবরণহীনং সূর্য্যাদিতেজ ইব

প্রকাশকঃ ইন্দ্রিয়াদীনাং চৈতন্যসম্পাদকঃ, অতীতভাবিনোর্নিয়ামকঃ যঃ পুরুষঃ পরমাত্মা স এব অদ্য বর্ত্ততে শ্বোঽপি ভাবিনি পরদিনে স উ স এব, অবধারণার্থকঃ নিপাতোঽয়ম্ উ শব্দঃ, বর্ত্তিষ্যতে ত্রিকাল-বর্ত্তী নহি আত্মভিন্নং কিমপি ত্রিকালবর্ত্তি। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ পরলোকে আত্মনো নাস্তিত্ববাদো বা নিরস্তঃ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুণান্তরের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ নির্ধূম জ্যোতিঃসদৃশ এবং ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ামক। তিনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে আছেন অর্থাৎ অনাদি নিত্য। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মতত্ত্ব।

মনুষ্যের হৃদয়গুহায় অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা, স্বতন্ত্র, শাসক। তিনি জ্যোতির্ম্ময়। সূর্য্য বা অগ্নির তুল্য উষ্ণ-প্রকাশক নহেন; পরন্তু দিব্য, নির্ম্মল এবং শান্ত-প্রকাশস্বরূপ। লৌকিক জ্যোতিতে ধূম্ররূপ দোষ থাকে, কিন্তু ইনি সেই ধূম্ররূপ দোষরহিত অর্থাৎ সর্ব্বথা বিশুদ্ধ। হে নচিকেতা! এই পরিবর্ত্তনরহিত অবিনাশী, একরস, নিত্য, অক্ষয় পরমেশ্বরই পরব্রহ্ম, যাঁহার বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (গীঃ ১৮।৬১)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী, চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥"
(শ্বেঃ ৬।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবস্তবেও পাই,—

"যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণ-শ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥
একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি॥"

(ভাঃ ৪।৯।৬-৭) ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—যথা (যেমন) দুর্গে (উর্দ্ধদেশে—পর্ব্বতশিখরে) বৃষ্টং (বর্ষিত) উদকং (জল) পর্ব্বতেষু (পর্ব্বতের নানাস্থলে) বিধাবতি (ধাবিত হয় কিন্তু ঐ জল একই, উর্দ্ধদেশে বৃষ্ট জল হইতে বিভিন্ন নহে) এবং (এইপ্রকার) ধর্ম্মান্ (মূল পুরুষের সচ্চিদানন্দময়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ) পৃথক্ (বিভিন্ন অর্থাৎ অবতারসমূহে প্রত্যেকে পৃথক্‌ভূত) পশ্যন্ (দর্শনকারী বা জ্ঞানকারী ব্যক্তি) অনু (ভেদ দর্শনের ফলে) তান্ এব (সেই সেই শরীর) বিধাবতি (পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাৎপর্য্য এই—সকল জীবের মধ্যেই ভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব, সচ্চিদানন্দময়ত্ব প্রভৃতি পরমাত্ম-ধর্ম্মসমূহ একই ভাবে বিরাজ করিতেছে, অথবা মূল স্বরূপ ও অবতার ভিন্ন নহে, উভয়ের একই ধর্ম্ম, ইহা ভিন্নভাবে দর্শন করিলে সংসারবিমুক্ত হওয়া যায় না ; পুনশ্চ সেই সেই শরীর প্রাপ্ত হইতে হয়) ॥১৪॥

অনুবাদ—মৎস্যকূর্ম্মাদি ভগবদবতারগুলিতে ভগবদ্ধর্ম্ম, নিত্যৈশ্বর্য্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব, কারুণ্য প্রভৃতি অভিন্নভাবেই বিরাজমান, অথবা দেব-মনুষ্যাদি সকলের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্য্যামিপুরুষ অভিন্ন, যেমন পর্ব্বত-মস্তকে পতিত জল সমস্ত পর্ব্বত-গাত্রে ছড়াইয়া পড়ে, ঐ মূল জলের সহিত অধোদেশে বিকীর্ণ জলের কোনও ভেদ নাই, সেইরূপ সমস্ত অবতারে ভগবদ্ধর্ম্ম অভিন্নভাবে স্থিত এবং অন্তর্য্যামী সর্ব্বত্র অভিন্ন; ইহাতে ভেদজ্ঞানকারীর পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ সংসারযাতনা ভোগ করিতে হয় ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যথোদকমিতি। পর্ব্বতমূর্দ্ধ্নি বৃষ্টং প্রত্যন্তপর্ব্বতেষু নানাভূততয়া পতিত্বা পতিত্বা ধাবতি।

এবং পরমাত্মগতদেবান্তর্য্যামিত্বমনুষ্যান্তর্য্যামিত্বাদিধর্ম্মান্‌পৃথগধিকরণ-নিষ্ঠান্ পশ্যন্ পর্ব্বতনির্ঝরপাতমনুকৃত্য সংসারকুহরে পততীত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বং ভগবতোঽবতারাণাং পরমাত্মনো জীবা-ন্তর্য্যামিনঃ বা ভেদবুদ্ধেরনর্থং বর্ণয়িত্বা ইদানীং মূলধর্ম্মাণাং অবতার-ধর্ম্মাণাঞ্চ ভেদং নিরস্যতি ভেদদর্শনেনানর্থং প্রকটয়তি যথোদক-মিত্যাদিনা। দুর্গে দুর্গমস্থানে পর্ব্বতশিখরে বৃষ্টং মেঘান্নির্ম্মুক্তম্ উদকং জলং যথা পর্ব্বতেষু পর্ব্বতস্য অধঃ প্রদেশেষু বিধাবতি—প্রসরতি এবংধর্ম্মান্ ইত্যেকপদং ভগবদ্ধর্ম্মবতোঽবতারান্ পরমাত্মরূপান্ বা পৃথক্ জীবেষু পৃথগ্ভূতান্ প্রতিশরীরং ভিন্নান্ পশ্যন্ জনঃ তানেব যত্র যত্র ভেদবুদ্ধি স্তানেব অনু লক্ষ্যীকৃত্য বিধাবতি প্রসরতি তত্তচ্ছরীর-ভেদমেব প্রতিপদ্যতে। অয়মর্থঃ যদি মৎস্যাদ্যবতারেষু ভগবদ্ধর্ম্মাণাম-ভাবং পশ্যন্ মৎস্যাদিসত্তামেব চিন্তয়তি এবং জীবেষু পরমাত্মভেদং পশ্যতি তর্হি তাদৃশ ভেদজ্ঞানকারী জনঃ তত্তচ্ছরীরমেব প্রাপ্নোতি ইতি। অতো ভগবতোভেদবুদ্ধিঃ পরিত্যাজ্যা ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রে 'নানেতি' অর্থাৎ নানা-শব্দবাচ্য ভেদের পর 'ইব' শব্দবাচ্য তদ্বিরুদ্ধ অভেদের প্রতীতিবশতঃ অভেদ-দর্শীরই অনর্থ উক্ত হইলে আর ভেদদর্শীর তাহা অনুক্ত হইলে ধর্ম্মসমূহের ভেদই হউক, এইরূপ ভেদজ্ঞানকারীর অনর্থের বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। 'যথেতি' মন্ত্রে—পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগে বর্ষিত জল যেরূপ অধোভাগে বিবিধরূপে ধাবিত হয়, এইরূপ বিষ্ণুর ধর্ম্মসমূহ; পৃথক্ অথবা আশ্রয় হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্নভাবে যদি কেহ দর্শন করে অর্থাৎ জ্ঞান করে, তাহা হইলে সেই ভেদদৃষ্ট্যনুসারে তাহার অর্থাৎ ভেদদর্শনকারীর বিবিধ জন্ম লাভ হয়।

যে প্রকার বর্ষার জল পর্ব্বতের উপরে ও নীচে এক হইয়াও বিভিন্ন বর্ণ, আকার এবং গন্ধ ধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বতের চারিধারে বিস্তৃত হয়, সেই প্রকার একই পরমাত্মা হইতে প্রবৃত্ত বিভিন্ন স্বভাবের দেব, অসুর ও মনুষ্যাদিকে যে ব্যক্তি পৃথক্ মনে করে এবং পৃথক্ মনে করিয়া উহার সেবা করে, তাহাকে উহা জলের মত ছড়াইয়া বিভিন্ন দেব-অসুরাদি লোকে এবং নানাপ্রকার যোনিতে ভ্রমণ করায়। ইহার ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ হয় না।

শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মকত্ব-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥"

(ভাঃ ২।৫।১৪)

আরও পাই,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

(ভাঃ ২।৯।৩২)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতায় পাই,—"অহং ক্রতুরহং…অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥" (গীঃ ৯।১৬-১৯) এবং "বুদ্ধির্জ্ঞানসংমোহঃ… ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥" (গীঃ ১০।৪-৫) শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বলেন,—"এবমাদয়ো ভাবা ভূতানাং দেবযানবাদীনাং মত্তো মৎসঙ্কল্পাদেব ভবন্তীত্যহমেব তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ।" শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"মত্ত ইতি—এতে মন্মায়াতো ভবন্তোঽপি শক্তিশক্তিমতোরৈক্যাৎ মত্ত এব।"

অতএব সর্ব্বত্র অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ জানিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল সুনিশ্চিত ॥১৪॥

আবতরণিকা—এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ঈশ্বর জীবের নিয়ামক কিরূপে হইবেন ? মুক্তিলাভের পর জীব-ব্রহ্মের তো ঐক্য হইয়া যায় ; ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে ; মুক্ত জীব ও পরমাত্মা বস্তুতঃ এক নহে, অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন,—

শ্রুতিঃ—যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লী সমাপ্তা ॥

অন্বয়ানুবাদ—যথা (যেমন) শুদ্ধে (নির্ম্মল স্বচ্ছজলে) আসিক্তং (নিক্ষিপ্ত) শুদ্ধং (নির্ম্মল) উদকং (জল) তাদৃগ্ এব ভবতি (সেই পূর্ব্ব-জলের মতই হয়, একই জল বলিয়া প্রতীয়মান হয়) এবং (এইপ্রকার) বিজানতঃ (তত্ত্ববিদ্) মুনেঃ (মননশীল ব্যক্তির) আত্মা (জীবচৈতন্য) ভবতি (পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া

থাকে অর্থাৎ মুক্ত জীব ভগবৎসদৃশই হয়, কিন্তু একত্ব প্রাপ্ত হয় না) গৌতম (ওহে গোতমবংশজাত নচিকেতা!) ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমবল্লীর অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরোপাসনার ফল এক্ষণে বলিতেছেন, ওহে গৌতম নচিকেতা! যেমন স্বচ্ছ জলে নির্ম্মল জল নিক্ষিপ্ত হইলে অর্থাৎ শুদ্ধ-জলে শুদ্ধ-জল যোজনা করিলে ঐ জল-আধার জলের সদৃশই হয়, কোনরূপ বিসদৃশ মনে হয় না, এইরূপ ঈশ্বর-বিষয়ক মননশীল, অর্থাৎ তাঁহার ধ্যানকারী ব্যক্তির আত্মাও পরমেশ্বরের কৃপায় অবিদ্যারূপ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মল বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল পরমেশ্বরের সাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহাকেই সারূপ্যরূপ মুক্তি বলা হয় ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমবল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বত্রৈকাত্মকত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—যথোদকমিতি। যথা শুদ্ধজলে শুদ্ধজলং যোজিতং তৎসদৃশমেব ভবতি ন কথংচিদ্বি-সদৃশমেবমিত্থং বিজানতো মননশীলস্যাত্মাঽপি পরমাত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধঃ সন্বিশুদ্ধেন পরমাত্মনা সমানো ভবতীত্যর্থঃ। গৌতমেতি প্রাপ্যবৈভবং সূচয়ন্সহর্ষং সংবোধয়তি ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমবল্ল্যাং শ্রীরঙ্গরামানুজমুনীন্দ্রকৃত প্রকাশিকা সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং ব্রহ্মবিদো মুক্তস্য ব্রহ্মৈকত্বপ্রাপ্তিভ্রমং দৃষ্টান্তেন নিরস্যতি। যথা শুদ্ধে মলহীনে উদকে স্বচ্ছ ইতি যাবৎ, শুদ্ধম্ —প্রসন্নং বিধ্বস্তোপাধিকং নিবৃত্তাবিদ্যম্ স্বরূপম্ ইতি জীবপক্ষে।

আসিক্তং নিক্ষিপ্তং সৎ তাদৃগেব তৎসদৃশমেব ভবতি আধারজলবৎ প্রতীয়তে নত্বেকং বৃদ্ধিদর্শনাৎ, নহি সদৃশং বস্তু একং ভবতি সাদৃশ্যস্য ভেদঘটিতত্বাদতঃ শ্রুতেৰ্জীব-ব্রহ্ম-ভেদ এব অভিপ্রেত ইতি ধ্যেয়ম্। বিজানতঃ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞস্য ব্রহ্মবিদো বা, মুনেঃ ঈশ্বরমননপরায়ণস্য আত্মা বা 'অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ'ইতি শ্রুতেঃ আত্মা স্বস্বরূপম্ এবং ভবতি ভগবৎসদৃশ এব ভবতি নত্বৈক্যং ভজতে। অতো জীব-ব্রহ্মণোঃ নিয়ম্য-নিয়ামকভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমবল্ল্যাং
'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ঈশ্বর কিপ্রকারে জীবের নিয়ামক হইবেন? কারণ মুক্তজীবের ঈশ্বরে অনুপ্রবেশের ফলে তাঁহার সহিত তো একত্ব লাভ হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত এক হন না। 'যথোদকমিতি' যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে স্থাপিত হইলে উহা নির্ম্মল জলসদৃশই দৃষ্ট হয়, কিন্তু এক হয় না কারণ তাহা হইলে বৃদ্ধি দেখা যাইবে না। সেইরূপ তত্ত্ববিদ্ মুনির আত্মা মুক্তাবস্থায় ভগবৎসদৃশই হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হয় না। অতএব পরমাত্মা জীবের নিয়ামক—এই উক্তি যুক্তিযুক্তই।

পরমাত্মা পরব্রহ্ম সর্ব্বময় সুতরাং তাঁহার মননশীল মুনি তাঁহার কৃপায় যখন সংসার হইতে মুক্ত হয়, তখন তাঁহার আত্মা অর্থাৎ সেই মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া 'তাদাত্ম্য (সাধর্ম্ম্য) ভাব' প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" (গীঃ ১৪।২)

অর্থাৎ এই জ্ঞানকে আশ্রয়পূর্ব্বক মুনিগণ আমার সারূপ্য-লক্ষণা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না বা প্রলয়কালেও মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেন না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞান-সামান্যতঃ 'সগুণ,' 'নির্গুণ'-জ্ঞানকেই 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়, সেই নির্গুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধর্ম্ম রূপশূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড় জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্ম্মের দ্বারা বস্তু সকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ 'বিশেষ-ধর্ম্ম' আছে। সেই 'বিশেষ'-দ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; উহাকে 'আমার নির্গুণ সাধর্ম্ম্য' বলে। নির্গুণ-জ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রমকরতঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টি-সময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না।"

মুণ্ডক শ্রুতিতে পাই,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং…নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"

(মুণ্ডক ৩।১।৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥" (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে "তন্মহিমানমবাপ"—কথায় 'মহিমা'-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীবীররাঘব বলেন,—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব। শ্রীধর বলেন,—'জীবন্মুক্তি'; শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,—'বৈকুণ্ঠ'। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১।২৭ শ্লোকে 'তাদাত্ম্য'—শব্দে শ্রীবীররাঘব বলিয়াছেন,—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্ম-বিশিষ্টতা; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—'তদ্রূপসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ; শ্রীজীব বলেন,—তৎসাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমতা; শ্রীশুকদেব বলেন,—বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিয়া, তিনি শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য'-শব্দের তাৎপর্য্য। 'সাধর্ম্ম্য'-শব্দে শ্রীভগবানের সহিত জীবের একীভূততা অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয়প্রাপ্তি বুঝায় না।

বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে "অপি স্মর্য্যতে" (বেঃ সূঃ ১।৩।২২) সূত্রের ভাষ্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগীতার "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্যলক্ষণঃ স স্মর্য্যতে তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ।" শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীগীতার এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমবল্লীর
'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়া বল্লী

অবতরণিকা—পূর্ব্ববল্লীতে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান জীবের মুক্তির কারণ, কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তি শরীরকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া শরীর-ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখে অভিভূত হয় এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হয়, অতএব পরমাত্মাকে জীবাত্মা ও শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বোধ করিতে হইবে, যেহেতু তাহাতেই জীবের মুক্তি হয়, শরীর ও আত্মা কোনরূপেই এক নহে; ইহাই শ্রুতি দেখাইতেছেন।

শ্রুতিঃ—পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—অজস্য (জন্মাদি ষড়্‌বিকার রহিত), অবক্রচেতসঃ (অকুটিল, আদিত্যবৎ প্রকাশমান, নিত্য অর্থাৎ একরূপে স্থিত বিজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের এই) একাদশদ্বারম্ (এগারটি ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার সমন্বিত) পুরম্ (মানবশরীররূপ পুরী, তাৎপর্য্য—পুরস্বামীর একাদশ দ্বারযুক্ত পুর যেমন তাহা হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ জন্মাদি ষড়্‌বিকার-রহিত, নিত্য প্রকাশশীল পরমাত্মার একাদশ-ইন্দ্রিয় সমন্বিত মানব-শরীর

তাঁহা হইতে বিভিন্ন, ইহা) অনুষ্ঠায় (বিবেকী মানব ইহা ভগবদধীন নিশ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা ভগবদ্ধ্যানাদি সাধনকরতঃ) ন শোচতি (আর কোন বিষয়ে শোক অনুভব করে না) এবং বিমুক্তশ্চ (এবং দেহাভিমান-শূন্য হইয়া জীবন্মুক্ত হওয়ার পর প্রারব্ধাবসানে নিঃশেষরূপে) বিমুচ্যতে (বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া অথবা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হয় অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি লাভ করে) ॥১॥

অনুবাদ—পরমাত্মা জন্মাদি ষড়্‌বিকাররহিত ও সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনশীল, নিত্য, প্রকাশময়, তাঁহার অধীন এই একাদশ-ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসমন্বিত মানবদেহরূপ পুরী, ইহা বিবেক দ্বারা নিশ্চয় করিয়া তাঁহার ভজন করিলে জীব আর সংসারদুঃখ ভোগ করে না এবং অবিদ্যা ক্ষয় হওয়ায় সে এই শরীরে অহঙ্কারাদি রহিত হইয়া জীবন্মুক্তির পরে ভোগ দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্ম ও সঞ্চীয়মান কর্ম্ম ক্ষয়ান্তে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করিয়া বিমুক্তি লাভ করে। হে নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব ইহাই জানিবে ॥ ১ ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুরমিতি। জননাদিবিক্রিয়ারহিতস্য ঋজুবুদ্ধে-র্বিবেকিন আত্মন একাদশেন্দ্রিয়লক্ষণবহির্নির্গমদ্বারোপেতং শরীরাখ্যং পুরং ভবতি। পুরস্বামিনো যথা পুরং বিবিক্তং ভবতি তথা শরীর-মপি স্বাত্মনো বিবিচ্য জ্ঞাতং ভবতি। অবিবেকিনস্তু দেহ আত্মৈব ভবতীতি ভাবঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি। বিবিচ্য জানন্দেহানুবন্ধিভি-র্দুঃখৈঃ কামাদিভিশ্চ বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। জীবদ্দশায়ামাধ্যাত্মিকাদিদুঃখরাগদ্বেষাদিবিমুক্ত এব সন্ ‘ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথসংপদ্যতে’ [ব্রঃ সূঃ ৪।২।১৯] ইতি ন্যায়েন প্রারব্ধকর্ম্মাব-সানেঽর্চিরাদিনা বিরজাং প্রাপ্য প্রকৃতিসংবন্ধবিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।

এতদ্বৈ তৎ। এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যমুক্তস্বরূপমপি পরমাত্মাত্মক-মেবেত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দেহাদেঃ ভগবদধীনত্বং জ্ঞাত্বা মমতাং জহ্যাদিতি ভাবেন তত্ত্যাগিনঃ সৌখ্যমাহ, পুরমিত্যাদিনা, দেহস্য যে ধর্ম্মাঃ জন্মাদি-ষড়্‌বিকারাঃ প্রতিক্ষণং পৃথক্ প্রকৃতিমত্ত্বাৎকৌটিল্যম্ অপ্রকাশ-স্বভাবশ্চ তে ন পরমাত্মনঃ, পরমাত্মা তু জন্মাদিরহিতঃ, একরসঃ, আদিত্যবৎ প্রকাশশীলশ্চেতনাত্মা, তথাভূতস্যাত্মনোঽধীনশরীরং যথা পুরস্বামিনঃ পুরম্, তচ্চ একাদশদ্বারসমন্বিতম্, জীবশরীরমপি শীর্ষণ্যৈঃ সপ্তভিঃ নাভ্যা পায়ূপস্থাভ্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ চৈকেনেত্যেকাদশভির্দ্বারৈ-রুপেতম্ অবক্রচেতসঃ অবক্রমকুটিলমাদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিত-মেকরূপং চেতো বিজ্ঞানমস্যেতি নিত্যপ্রকাশরূপস্য অজস্য জন্মরহিতস্য ভগবতঃ সম্বন্ধিনং তদধীনং অনুষ্ঠায় ভগবদধীনতয়া নিশ্চিত্য তদ্দ্বারা ভজনবান্ ন শোচতি ন দুঃখভাগ ভবতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ইত্যেক-বাক্যত্বাৎ। বিমুক্তশ্চ দেহাভিমানশূন্যতয়া জীবন্মুক্তোঽপি প্রারব্ধকর্ম্ম-সঙ্কীয়মানকর্ম্মণী ভোগেন ক্ষপয়িত্বা তৎসম্বন্ধমুক্তো ভবতি স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহত্যাগী ভবতি ইত্যর্থঃ তথাচ ব্রহ্মসূত্রম্ 'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে' প্রাপ্তব্য পার্ষদশরীরাদিতরে স্থূল-সূক্ষ্মশরীরে ক্ষপয়িত্বা বিহায়াথ ভোগেন সম্পদ্যতে ইতি তদর্থঃ (গোবিন্দভাষ্যম্) ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব বল্লীতে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা সর্ব্ব শরীরে হৃদয়গুহায় সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া সকলের নিয়ামক। এক্ষণে শ্রুতি সেই বিষয় আরও স্পষ্টভাবে বলিতেছেন। যাঁহারা দেহাদিকে ভগবদধীন জ্ঞান করিতে পারেন এবং শ্রীভগবান্‌কেই সর্ব্বশরীরের স্বামী জানিতে পারিয়া শ্রীভগবানের ভজন করেন তাঁহাদের সংসারে আর কুত্রাপি ভোগমূলক মমতা থাকে না। ভোগাসক্তিত্যাগী ব্যক্তিগণ

একাদশদ্বার-সমন্বিত দেহকে ভগবৎ-সম্বন্ধী অর্থাৎ ভগবদধীনরূপে নিশ্চয় করিয়া দেহের দ্বারা হরিভজন করিয়া কোন বিষয়ে শোক করেন না। তাঁহারা দেহাভিমানশূন্যত্ব-হেতু দেহকৃত-ক্লেশাদি-অনুভব-রহিত অতএব বিমুক্ত হইয়াও প্রারব্ধাবসানেই নিঃশেষরূপে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পরমাত্ম-তত্ত্বকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং মুক্তিপ্রদ জানিবে।

মনুষ্যশরীর একাদশদ্বার-সমন্বিত। ইহাতে দুইটি চক্ষুঃ, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকার ছিদ্র, এক মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি, পায়ু ও উপস্থ আছে। ইহা সর্ব্বব্যাপী, অবিনাশী, জন্মরহিত, নিত্য, নির্ব্বিকার, একরস বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের নগরী। পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে সদা পরিপূর্ণ থাকিলেও রাজধানীরূপ মনুষ্যশরীরে হৃদয়-প্রাসাদে রাজার ন্যায় বিশেষরূপে বিরাজিত থাকেন। এইরূপ রহস্য বিবেচনা করতঃ এই দেহে অবস্থান পূর্ব্বক যে মনুষ্য শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সাধন করে, এই নগরীর মহান্ স্বামী পরমেশ্বরের সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহার কখনও কোন বিষয়ে শোক হয় না। শোকের কারণভূত সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ হওয়ায় জীবন্মুক্ত হয়। পরে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহমুক্তি অর্থাৎ পার্ষদগতি লাভ করে। তখন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ-করতঃ আর পুনরাবর্ত্তন করে না।

হে নচিকেতা! এই সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মই তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই;—

"এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতঃ সন্ নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতুপরমশ্চ যত্র॥"

(ভাঃ ২।২।৬) ॥১॥

শ্রুতিঃ—হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষস-
দ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[সেই পরমাত্মা কেবল জীবদেহে নহে, সমস্ত দেহরূপ পুরেই বাস করেন, তিনি] শুচিষৎ (পরমধামে স্থিত) হংসঃ (স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পুরুষোত্তম) বসুঃ (সর্ব্বলোকস্থিতির কারণ) অন্তরিক্ষসদ্ (অন্তরীক্ষে অবস্থিত) হোতা (তিনি হোমসাধন অগ্নি তথা হোতা) বেদিষৎ (যজ্ঞবেদীতে যিনি পূজনীয়রূপে বিরাজমান) অতিথিঃ [সন্] (সোমরূপে অথবা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে) দুরোণসৎ (যজ্ঞপাত্রে থাকেন অথবা গৃহে আসিয়া থাকেন) নৃষৎ (সমস্ত মনুষ্য মধ্যে যিনি বর্ত্তমান) বরসৎ (দেবতাদিগের মধ্যে যিনি অবস্থিত) ঋতসৎ (সত্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত), ব্যোমসৎ (আকাশে যিনি বর্ত্তমান) অব্জাঃ (জলে শঙ্খ-মৎস্যাদিরূপে জাত প্রাণিসমূহে অবস্থিত) গোজাঃ (পৃথিবীতে উৎপন্ন ব্রীহি-শস্যাদিতে অবস্থিত) ঋতজাঃ (যজ্ঞাঙ্গরূপে জাত পদার্থমধ্যে স্থিত) অদ্রিজাঃ (পর্ব্বতগুলি হইতে জাত নদ্যাদি-মধ্যে অবস্থিত) [এইরূপ সর্ব্বাত্মা হইয়াও] ঋতং (বেদপ্রতিপাদ্য সত্য স্বরূপ) বৃহৎ (সর্ব্বকারণকারণ মহান্ সর্ব্বব্যাপী) এতদ্বৈ তৎ (ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব) ॥২॥

অনুবাদ—পরমাত্মার সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি-সম্বন্ধ; ইহাই এই শ্রুতির বক্তব্য—এইরূপে তাঁহাকে জানিলে আর সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তিনি আকাশে দেদীপ্যমান সূর্য্যরূপে অথবা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রতিভাত অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তিনি সর্ব্বলোকের ধারক বায়ুরূপে অবস্থিত, তিনি অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইতেছেন, তিনি

অগ্নিস্বরূপে বেদীতে আহুতি গ্রহণ করেন, সোম হইয়া তিনি কলসে আছেন অথবা তিনি ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে আসেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে পূজ্যরূপে উপাস্য, সত্যে প্রতিষ্ঠিত বা যজ্ঞে যিনি যজ্ঞদেবতা, পরমব্যোমে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রকৃতির নিয়ামকরূপে স্থিত। জলজাত সমস্ত বস্তু, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ব্রীহিযবাদি শস্য, যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যসমূহ, পর্ব্বতজাত নদ্যাদি সমস্তের মধ্যেই তিনি অবস্থিত। তিনি সর্ব্বাত্মা হইয়াও বেদপ্রতিপাদ্য সত্যস্বরূপ, তিনি সর্ব্বকারণকারণ, মহান্। এইরূপে তাঁহাকে জানিবে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুনরপ্যস্য সর্ব্বাত্মতামেব দ্রঢ়য়তি—হংসঃ শুচিষদিতি। হংসঃ সূর্য্যঃ। শুচৌ গ্রীষ্মর্ত্তৌ সীদতি বর্ত্তত ইতি শুচিষত্তেজস্বীতি যাবৎ। বাসয়তীতি বসুর্ব্বায়ুঃ। অন্তরিক্ষসৎ, অন্তরিক্ষগতো বায়ুঃ।

হোতা বেদিষৎ বেদ্যন্তর্বর্ত্তমান ঋত্বিগ্‌বিশেষোঽগ্নির্ব্বা অতিথির্দ্দ্রোণষৎ দুরোণং গৃহং গৃহাগতোঽতিথিঃ।

নৃষৎ নৃষ্বাত্মতয়া বর্ত্তমানং, বরসৎ বরেষু দেবেষু চ তথা বর্ত্তমানং, ঋতে সত্যলোকে সীদতীতি ঋতসৎ, ব্যোমসৎ ব্যোম্নি পরমপদে বর্ত্তমানং চ প্রত্যক্ত্বম্।

অব্জা জলজাঃ। গোজা ভূজাঃ। ঋতজা যজ্ঞোৎপন্নাঃ কর্ম্মফলভূতাশ্চ স (স্ব) র্গাদয় ইতি যাবৎ। যদ্বা চিরকালস্থায়িতয়া ঋতশব্দিতাকাশজা ইত্যর্থঃ। অদ্রিজাঃ পর্ব্বতজাঃ। এতৎসর্ব্বং বৃহদৃতমপরিচ্ছিন্নসত্যরূপব্রহ্মাত্মকমিত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলং দেহরূপপুরাধিবাসী স পরমাত্মা কিন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বাকার-মধ্যে বর্ত্ততে ইতি বিবৃণোতি হংস ইত্যাদিনা—হংসঃ পরমাত্মা সূর্য্যরূপশ্চ হন্তি গচ্ছতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীতি হন্ ধাতোঃ হাক্ ধাতোর্ব্বা ড্রপ্রত্যয়ে টিলোপে হম্ ইতি পৃথক্ পদম্ এবং সঃ সার-পদস্যাস্ত্যলোপে রকারস্য বিসর্গে হ্রস্বে চ সঃ ব্যাপকো বা দোষহীনো বা অসৌ সাররূপশ্চ ইত্যসমস্ত পদদ্বয়ম্। কীদৃশঃ হংসঃ? শুচিষৎ শুচৌ দিবি বিশুদ্ধান্তর্হৃদয়ে বা সীদতি বসতি দেদীপ্যতে প্রকাশতে বা, বসুঃ—বাসয়তি সর্ব্বং সর্ব্বস্য ধারকঃ যদ্বা বং বরং সু সুখং যস্য তাদৃশঃ, কীদৃশঃ? অন্তরিক্ষসৎ অন্তরিক্ষে দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালে সীদতি প্রবহতি পরমেশ্বরপক্ষে অন্তরিক্ষে হৃদাকাশে তিষ্ঠতীতি। হোতা—অগ্নিঃ যজমানরূপশ্চ যোহি বেদিষৎ বেদ্যাং যজ্ঞবেদ্যাং পৃথিব্যাং বা বৈশ্বানররূপেণ সীদতি বর্ত্ততে পরমাত্মপক্ষে হোতা জুহোতি—শব্দাদি বিষয়ানত্তি অনুভবতি ইতি, বেদিষৎ ইন্দ্রিয়াদিস্থঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতিথিঃ—সোমঃ সন্ অথবা পরমাত্মপক্ষে অতি অতিশয়িতং থমন্নং যস্যেতি মত্বর্থীয় ই প্রত্যয়ঃ। লৌকিকাতিরিক্ত সুখময় ইত্যর্থঃ, কীদৃশঃ? দুরোণ-সৎ—দুরোণে দ্রোণ কলসে সীদতি যদ্বা অতিথিঃ ব্রাহ্মণরূপেণ দুরোণে গৃহে উপস্থিত ইত্যর্থঃ। নৃষৎ—নৃষু মনুষ্যেষু সীদতি অন্তর্য্যামিরূপেণ, বরসৎ—বরেষু শ্রেষ্ঠেষু দেবেষু সীদতি অস্তীত্যর্থঃ, ঋতসৎ—ঋতে সত্যে যজ্ঞে বেদে বা সীদতি প্রতিতিষ্ঠতি সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতমিতিশ্রুতেঃ, ব্যোমসৎ—ব্যোম্নি পরমে ব্যোম্নি স্থিতঃ অথবা ব্যোতম্ (বিশেষণ আসমন্তাৎ উত্তম্অস্যাং জগদিতি ব্যোম প্রকৃতিঃ তস্যাং নিয়ামকতয়া স্থিতঃ, অব্জাঃ অপ্ সু জায়তে মকরাদি তেষ্বাস্তে অজশব্দোপপদাৎ আস্তেঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ে অব্জা ইতি ভবতি। এবমগ্রেঽপি গোজাঃ গবি পৃথিব্যাং গোশব্দস্য পৃথিবীবাচকত্বং যথা অমরঃ "স্বর্গেষুপশুবাগ্-বজ্রদিঙ্নেত্র-ঘৃণিভূ জলে" ইতি। ব্রীহিযবাদিমধ্যেঽপি আস্তে। ঋতজাঃ—ঋতে যজ্ঞে

যজ্ঞাঙ্গরূপেণ জায়তে 'ত্বমেব হব্যং হোতা চ ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ' ইতি কালিদাসঃ। অদ্রিজাঃ—অদ্রিভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যো নদ্যাদিরূপেণ জাতাস্থ আস্ত ইতি। অতএব সর্ব্বাত্মকত্বাৎ ঋতম্—অবিতথস্বভাবঃ যদ্বা মুখ্যতো বেদপ্রতিপাদ্যম্ তথা বৃহৎ—মহান্ পূর্ণগুণত্বাদ্ বা সর্ব্ব-কারণত্বাদ্বা। সর্ব্বথা এক এব পরমাত্মা সর্ব্বত্র স্থিত ইতি ভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—শ্রীহরির মহিমান্তর শ্রুতি বর্ণন করিতেছেন—যিনি দোষহীন ও সারস্বরূপ, বায়ুস্থ, বরসুখাশ্রয়, অন্তরীক্ষগ, সর্ব্বেন্দ্রিয়স্থ, যজ্ঞবেদিস্থ, অতিথিস্বরূপ, সোমরস পাত্রস্থ, মনুষ্য মধ্যে অবস্থিত, ব্রহ্মাদি দেবগণে অবস্থিত, বেদস্থ, প্রকৃতিস্থ, জলোৎপন্ন দ্রব্যস্থ, ক্ষিতিজাত দ্রব্যস্থ, জ্ঞানস্থ, অদ্রিজাতদ্রব্যস্থ, সত্যস্বরূপ বা বেদপ্রতিপাদ্য এবং বৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্বকারণকারণ, হে নচিকেতা! তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব জানিবে।

এই মন্ত্রে পাওয়া যায়,—যিনি প্রাকৃত গুণাতীত, দিব্য, বিশুদ্ধ, পরমধামে অবস্থিত, স্বয়ংপ্রকাশ, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম, তিনিই অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন। তিনিই বসু নামে পরিচিত। তিনিই গৃহস্থের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। তিনিই যজ্ঞের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, আবার অগ্নিতে আহুতিপ্রদাতা হোতা, তিনিই সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে ও দেবগণের মধ্যেও অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তিনি প্রকৃতি-মধ্যে, ব্যোমে অবস্থিত, আবার পরমব্যোমে তিনিই অবস্থিত, তিনি সর্ব্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনি জলজাত শঙ্খাদির মধ্যে অবস্থিত, পৃথিবীজাত সর্ব্ববস্তুর মধ্যে তিনি অবস্থিত। পর্ব্বত হইতে জাত নদ্যাদির মধ্যেও তিনি অবস্থিত। তিনি সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামি-স্বরূপে অবস্থিত, তিনিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পরম সত্য তত্ত্ব।

হে নচিকেতা! তুমি যাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তিনিই এই পরমাত্মতত্ত্ব জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ॥
স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্মহ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥"

(১০।২৩।৪৭-৪৮)॥২॥

**শ্রুতিঃ—ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—[যঃ—যে পরমাত্মা] প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) ঊর্দ্ধম্ (হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধভাগে) উন্নয়তি (ঊর্দ্ধগতিমান্ করিয়া প্রেরণ করিতেছেন) [তথা] অপানং (সেইরূপ অপানবায়ুকে) প্রত্যক্ (অধোদেশে) অস্যতি (নিক্ষেপ করেন) [তং—সেই] মধ্যে (হৃদয়-পুণ্ডরীকাকাশে) আসীনং (অবস্থিত) বামনং (হৃদয় পুণ্ডরীক-পরিমাণত্বহেতু হ্রস্বপরিমাণ অথবা ভজনীয় আত্মাকে) বিশ্বে (সকল) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা) উপাসতে (নানাবিধ উপহার দিয়া সেবা করিয়া থাকে) [ইহাতে যৎ প্রযুক্ত এবং যন্নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার তিনি যে প্রাণবায়ু হইতে পৃথক্, ইহা প্রতিপাদিত হইল]॥৩॥

অনুবাদ—সেই পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানের উপায় বর্ণন করিতেছেন,—যিনি জীবের হৃদয়াকাশে থাকিয়া প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধগতি করিতেছেন আবার অপানবায়ুকে অধোভাগে লইতেছেন, হৃদয়-মধ্যে আসীন বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ

দেবতা ও প্রাণাদি রূপাদি ও বিজ্ঞান উপহার দিয়া সেবা করিয়া থাকে, যেমন রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লোকে নানাবিধ উপহার দেয়। সেই সর্ব্বপ্রেরক শ্রীহরিই তোমার জিজ্ঞাস্য পরমাত্মতত্ত্ব ।৩।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উর্দ্ধং প্রাণমিতি। সর্ব্বেষাং হৃদয়গতঃ পরমাত্মা প্রাণবায়ুমূর্ধ্বমুখমুন্নয়তি। অপানবায়ুমধোমুখং ক্ষিপতি। মধ্যে হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্য আসীনং বামনং বননীয়ং ভজনীয়ম্। অথবা হৃদয়-পুণ্ডরীকপরিমিততয়া হ্রস্বপরিমাণমিত্যর্থঃ। তং বিশ্বেদেবাঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপ্যুপাসত ইত্যর্থঃ ।৩।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বম্ 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতী'তি জীবশঙ্কা 'ঈশানোভূতভব্যস্যে'ত্যনেন নিরস্তা ইদানীং হৃদয়মধ্যে স্থিতস্য প্রাণাপাণপ্রেরকত্বলিঙ্গেন প্রাগুক্তেশানো মুখ্যপ্রাণ-ইত্যপি শঙ্কাং নিরস্যতি নিরবকাশবামনশ্রুত্যা ইত্যাহ—'উর্দ্ধং প্রাণ-ম্'ইত্যাদিনা—অত্র যত্তচ্ছব্দৌ অধ্যাহার্য্যৌ। যঃ পরমাত্মা, প্রাণম্ প্রাণবায়ুম্ উর্দ্ধম্ হৃদয়াদুপরিভাগম্ উন্নয়তি উর্দ্ধগতিমত্তয়া প্রেরয়তি তথা অপানম্ অপানবায়ুম্ প্রত্যক্ অধঃপ্রদেশে অস্যতি ক্ষিপতি স্থাপয়-তীত্যর্থঃ, মধ্যে শরীরস্য মধ্যে হৃদয়-পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধা-বভিব্যক্তং বিজ্ঞানপ্রকাশকং বামনং ভজনীয়ম্ অথবা হৃদয়পুণ্ডরীক-পরিমিততয়া হ্রস্বাকারম্ তং পরমাত্মানং বিশ্বে দেবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ অথবা চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা উপাসতে রূপাদি-বিজ্ঞানমুপহরন্তো রাজান-মিব প্রজাঃ সেবন্তে তাদর্থ্যেন ব্যাপৃতাঃ সন্তীত্যর্থঃ। এতেন মুখ্য-প্রাণস্যাত্মত্বং নিরস্তম্ তথাচ পরমর্ষিসূত্রম্ 'শব্দাদেব প্রমিত' ইতি তথাচ ভাষ্যকারঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতো বিষ্ণুরেব ঈশানো ভূতভব্যস্যেতি শ্রুতেঃ। নচেদৃগৈশ্বর্য্যং কর্ম্মাধীনস্য জীবস্য সম্ভবতি ।৩।

তত্ত্বকণা—শ্রুতিতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যে জীব নহে, ইহা নিরঙ্কুশ-ভূতভব্যসর্ব্বপ্রেরকত্বরূপ ভগবল্লিঙ্গের দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অধুনা অঙ্গুষ্ঠমাত্ররূপে হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মার ব্যাপারবিশেষ বলিবার অভিপ্রায়েই নিরবকাশবামনশ্রুত্যাদির দ্বারাও সেই জীব-বিচার নিরাস করিতেছেন। "উর্দ্ধমিতি" অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বাদি দ্বারা পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, সেই পরমাত্মাই প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধদিকে এবং অপান-বায়ুকে অধোদিকে চালনা করিয়া থাকেন। হৃদয়-মধ্যে আসীন সেই বামনকে দেবগণও উপাসনা করিয়া থাকেন।

এতদ্দ্বারা প্রাণাপানপ্রেরকত্বলিঙ্গের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঈশানকে যদি মুখ্যপ্রাণ বলা হয়, তাহাও নিরবকাশবামনশ্রুত্যাদির দ্বারা নিরাস করিতেছেন। সর্ব্বপ্রেরক শ্রীহরিতে একশতের মধ্যে পঞ্চাশ যেমন থাকে, সেই ন্যায়ানুসারে প্রাণাপানপ্রেরকত্বও থাকা সম্ভব। বেদান্ত-সূত্রেও পাওয়া যায়,—

"শব্দাদেব প্রমিতঃ" ইতি (বেঃ সূঃ ১।৩।২৪)

অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই; জীব নহে, কারণ শ্রুতিতে পাওয়া যায়, তিনি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বস্তুর নিয়ন্তা বা নিয়ামক। কর্ম্মাধীন জীবের এই নিয়ন্তৃত্ব-শক্তি থাকিতে পারে না।

দেবগণের শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশে উপহার প্রদানের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

আরও পাই,—

"ভগবান্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্।"

(ভাঃ ২।৯।২৪) ।৩।

অবতরণিকা—যখন মৃত্যুদেবতা উক্ত ভগবদ্গুণ বর্ণন করিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন তখন নচিকেতা জীব হইতে পৃথক্ পরমেশ্বরের সত্তা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—

**শ্রুতিঃ—অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—শরীরস্থস্য (শরীর-মধ্যে স্থিত) অস্য দেহিনঃ (এই দেহধারী জীবাত্মা যখন) বিস্রংসমানস্য (স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য (সূক্ষ্মদেহও যখন ত্যাগ করে তখন) অত্র (এই মুক্তির নিয়ামক বিষয়ে) কিম্ পরিশিষ্যতে (কি আর অবশিষ্ট থাকে ?) [এই প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুদেবতা বলিলেন] এতদ্বৈ তৎ (তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পরমাত্মতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকেন) ।৪।

অনুবাদ—এইজন্যও দেহাদি ও জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা বিভিন্ন ; দেখ, যখন এই শরীর-মধ্যস্থিত জীবাত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহও ত্যাগ করে তখন সেই মুক্ত জীবের মধ্যে কি আর অবশিষ্ট থাকে ? যিনি মুক্ত আত্মার পরিচালক হইবেন ? নচিকেতার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুদেবতা বলিলেন, এই পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, তিনি সেই মুক্ত আত্মার পরিচালক ।৪।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং পরমাত্মানমুপাসীনস্য "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" [ছাঃ ৬।১৪।২] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা শরীরপাত-এবান্তরায়ো ন কিংচিৎকর্ত্তব্যং পরিশিষ্যত ইত্যাহ—

অস্য বিস্রংসমানস্যেতি। অস্যোপাসকস্য দেহিনঃ শরীরস্থস্য শরীর-প্রতিষ্ঠিতস্য দৃঢ়শরীরস্যেতি যাবৎ। এবংভূতস্য বা বিস্রংসমানস্য শিথি-লীভবদ্গাত্রস্য বা দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য ম্রিয়মাণস্য বা কিমত্র পরিশিষ্যতে। কৃতকৃত্যত্বাৎ কর্ত্তব্যং কিমপি নাবশিষ্যতে ইতি ভাবঃ। এতদ্বৈ তৎ। পূর্ব্ববৎ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতোঽপি পরমাত্মনঃ প্রাণাদিব্যতিরিক্তত্বং শ্রুত্যা প্রতিপাদ্যতে। অস্য শরীরস্থস্য শরীরাভিমানিনঃ দেহিনঃ প্রাণিনোজীবস্য বিস্রংসমানস্য ভ্রংশমানস্য বিমুচ্যমানস্য দেহসম্বন্ধরহিতস্য সতঃ অত্র দেহে প্রাণাদিলোপে কিম্ অবশিষ্যতে ন কিমপি পরিশিষ্যতে অর্থাৎ যস্য আত্মনো দেহাদপগমে সর্ব্বমিদং প্রাণাদিকং বিনষ্টং ভবতি। অতঃ সিদ্ধোঽন্যঃ পরমাত্মা, প্রাণাদীনাম্ আত্মান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা স্থিতিঃ কার্য্যঞ্চেতি ভাবঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ যখন একপ্রকার কিঞ্চিৎ ভগবদ্গুণ বর্ণন পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন তখন নচিকেতা পুনরায় সেই ভগবদ্গুণ শ্রবণের নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন। হে প্রভো! আপনি যে বলিলেন শরীরস্থ জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কে পরিত্যাগ করে এবং বিমুক্ত হয়, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই মুক্ত জীবের নিয়ামক (পরিচালক) কে? তদুত্তরে যমরাজ বলিলেন, তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পরমাত্মতত্ত্বই নিয়ামক থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা-
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥" (ভাঃ ২।২।১৮) ॥৪॥

অবতরণিকা—কেহ কেহ প্রাণবায়ুকে ও অপানবায়ুকে জীবনধারণের হেতু মনে করিয়া মুখ্যপ্রাণকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাহারই অপগমে এই শরীর বিধ্বস্ত হয় এবং আরও মনে করে যে, শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন যথা 'প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্বেতি। আমিই (আত্মা) বিজ্ঞানঘন প্রাণ, তাহাই আয়ুঃ তাহাই অমৃত ব্রহ্ম'—এই মত খণ্ডনার্থ শ্রুতি বলিতেছেন—

শ্রুতিঃ—ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[ইহ] কশ্চন মর্ত্ত্যঃ (এই জগতে কোন দেহধারী মরণধর্ম্মা জীব) প্রাণেন (প্রাণবায়ু দ্বারা) ন জীবতি (জীবিত থাকে না) ন অপানেন (অপানবায়ু দ্বারাও নহে) [ন জীবতি—জীবন ধারণ করে না], তু (কিন্তু) ইতরেণ (প্রাণ ও অপান ভিন্ন অন্য কোন এক তত্ত্ব আছেন, তাঁহারই দ্বারা) জীবন্তি (বাঁচিয়া থাকে, প্রাণধারণ করিয়া থাকে) [সেই প্রাণাদিধারক তত্ত্বটি কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] যস্মিন্ (যে পরমাত্মাতে) এতৌ (মুখ্যপ্রাণ ও অপান বায়ু) উপাশ্রিতৌ (অধীন হইয়া আছে, তিনিই পরম ব্রহ্ম) ॥ ৫॥

অনুবাদ—কোন জীবই প্রাণ বা অপানবায়ু দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু অন্য দ্বারা জীবিত থাকে অর্থাৎ প্রাণ ও অপান

যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাঁহার দ্বারাই প্রেরিত হইয়া প্রয়োজন নির্ব্বাহ করে, প্রাণাপানবায়ু যাঁহার অধীন তিনিই পরমাত্মা। ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্য সর্ব্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বরূপং মহিমানমাহ—ন প্রাণেনেতি। কেনেতরেণ জীবন্তীত্যত্রাহ—যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ। যদধীনং প্রাণাপানয়োরপি জীবনং তদধীনমেব সর্ব্বেষাং জীবনমিতি ভাবঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ প্রাণাপানয়োরপগমাদেব শরীরং বিধ্বস্তং ভবতি, ন চ প্রাণাদিবিলক্ষণঃ কশ্চিদাত্মা নাম অস্তি, প্রাণাপানাভ্যামেবেহ মর্ত্ত্যো জীবতীতিচেন্ন ন হি প্রাণেন অপানেন বা কশ্চিজ্জীবতি, কুতঃ, এষাং হি পদার্থানাং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থত্বং, সংহতানামবস্থানং কেনচিদপ্রযুক্তং ন দৃষ্টম্ অত ইতরেণ তদ্বিলক্ষণেন কেনচিত্তত্ত্বেন দেহিনঃ প্রাণান্ ধারয়ন্তি প্রাণাদয়ো হি সংহতকারিত্বাৎ পরার্থা ন ধারকাঃ, ধারকস্তু কশ্চিদস্তি, স কঃ ? যস্মিন্ পরমাত্মনি, এতৌ প্রাণাপানৌ, উপাশ্রিতৌ অধীনতয়া স্থিতৌ, ভগবৎপ্রেরিতাভ্যামেতাভ্যাং মর্ত্ত্যো জীবতি ন স্বতন্ত্রাভ্যামিতি ভাবঃ। এতদ্বৈ তৎ ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ সর্ব্বজীব-জীবনদ-মুখ্যপ্রাণপ্রেরকত্বগুণযুক্তং তৎপরমাত্মতত্ত্বং বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্বজীবের জীবনের হেতু এবং মুখ্য বায়ুরও প্রেরকত্ব-গুণবিশিষ্ট সেই অবশিষ্যমানতত্ত্ব—পরমাত্মা। জীব কখনও কেবল মুখ্য-প্রাণস্বরূপ প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু অন্য দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রাণ ও

অপানের দ্বারা মনুষ্য জীবিত থাকে, সেই ভগবান্‌ই এইরূপ অর্থাৎ সর্ব্বজীবের জীবনদাতা ও মুখ্যপ্রাণের প্রেরক জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধ্যাদিষিহ নিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ॥
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৭।১৪-১৬) ॥৫॥

অবতরণিকা—পূর্ব্বে নচিকেতা যে জীবের পরলোকাস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল এক্ষণে তাহার উত্তর মৃত্যুদেবতা দিতেছেন—

শ্রুতিঃ—হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—গৌতম (হে নচিকেতা!) [ইদানীং—অতঃপর] হন্ত (আমার স্বগত আশ্চর্য্যময়) গুহ্যং (গোপনীয় দুরবগাহ) সনাতনম্ (শাশ্বত) ইদং (এই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ—পরমেশ্বরতত্ত্ব) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (পুনরায় বিশেষরূপে বলিতেছি) চ (এবং) আত্মা (জীব) মরণং প্রাপ্য (মৃত্যু লাভ করিয়া অথবা মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া) যথা ভবতি (যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা মুমুক্ষু তোমাকে বলিতেছি) ॥৬॥

অনুবাদ—ওহে গৌতম নচিকেতা! তুমি পরমেশ্বরতত্ত্ব দুরবগাহ মনে করিয়া নিরাশ হইও না, আমি সে তত্ত্ব জানি, তাহা অতি

আশ্চর্য্যময় হইলেও তুমি উপদেশের উপযুক্ত পাত্র এজন্য তোমাকেই কেবল সেই এই শাশ্বত, অতিগুহ্য পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছি, আর তুমি যে পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ অর্থাৎ জীব মৃত্যু লাভ করিয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? তাহাও বিবৃত করিতেছি ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হন্ত ত ইদমিতি। গুহ্যমতিরহস্যং সনাতনং ব্রহ্ম তে পুনরপি প্রবক্ষ্যামি। হন্তেতি স্বগতমাশ্চর্য্যে।

হে গৌতম! আত্মা মরণং মোক্ষং প্রাপ্য যথা যৎপ্রকারবিশিষ্টো-ভবতি তথা পুনরপি মুমুক্ষবে রাগাদ্যনুপহতায়োপদেশযোগ্যায় তুভ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ আত্মনো দুর্জ্ঞেয়ত্বং জ্ঞাত্বা নিরাশং নচিকেতসমাশ্বাসয়ন্নাহ যমঃ হন্তেত্যাদিনা হে গৌতম! হে গোতম-বংশজাত! এতেন তস্য অধিকারিত্বং সূচিতম্, হন্ত! মম স্বগতম্ আশ্চর্য্যময়ং গুহ্যম্ অতি গোপনীয়ং রহস্যং স্বভাবতো দুরবগাহং, সনাতনং শাশ্বতং ইদম্ ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং, পরমাত্মতত্ত্বং তে তুভ্যং ন তু যস্মৈ কস্মৈচিৎ তব তু প্রেষ্ঠত্বাৎ মমোপদেশার্হতা, প্রবক্ষ্যামি অতঃপরমেব উপদিশামি, যশ্চ ত্বয়া জীবস্য পরলোকাস্তিত্বে প্রশ্নঃ কৃতঃ তমপ্যুপদিশামি ইত্যাহ মরণং প্রাপ্য মৃত্যোঃ পরং আত্মা জীবঃ—যথা ভবতি যাদৃগবস্থো-ভবতি এতেন লোকস্য পরলোকাস্তিত্ব-সন্দেহো নিরসিষ্যত ইতি ভাবঃ, তদপি প্রবক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—শ্রীযমরাজ এইবার নচিকেতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, হে গোতমবংশীয় নচিকেতা! পরমাত্মতত্ত্ব অতিশয় গুহ্য ও দুরবগাহ হইলেও আমি তোমাকে বলিব, কারণ তুমি সেই

তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপযুক্ত অধিকারী। এই বাক্যে ইহাই জানাইতেছেন যে, উপযুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিই যেরূপ গুরুপদের যোগ্য অর্থাৎ শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া শিষ্যের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান বিস্তার করিতে সমর্থ; সেইরূপ শিষ্যও যদি সরল, শ্রদ্ধালু এবং গুরুপদে নিষ্কপট ভক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অধিকারী অর্থাৎ যোগ্য পাত্র হয়।

শ্রীযমরাজ আরও বলিলেন, হে নচিকেতা! তুমি যে পূর্ব্বে জীবের পরলোকে অস্তিত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহাও এক্ষণে উত্তর প্রদানমুখে তোমাকে দেহধারী জীবের মৃত্যুর পর অথবা মুক্তি লাভের পর তাহাদের গতি কি হয়, তাহাও বলিব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" (ভাঃ ১।১।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,—

"ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
র্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৩-১৪) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—অন্যে (যাহারা পরমাত্মতত্ত্ব-শ্রবণে বিমুখ তাদৃশ) দেহিনঃ (দেহধারণ-যোগ্য জীবগণ) যথাকর্ম্ম (কৃতকর্ম্মানুসারে) যথাশ্রুতম্ (যেইরূপ শাস্ত্র-বিজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, তদনুসারে) শরীরত্বায় (কৃতকর্ম্মের ভোগানুকূল শরীর গ্রহণের জন্য) যোনিম্ (যোনিদ্বার অথবা ব্রাহ্মণাদি জন্ম) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়), অন্যে (শারীরিক কর্ম্ম-দোষে দূষিত ব্যক্তিগণ) স্থাণুম্ (স্থাবরযোনি) অনুসংযন্তি (অনুসরণ করে অর্থাৎ বৃক্ষলতাদিরূপে জাত হয়) ॥৭॥

অনুবাদ—যাহারা ভগবদ্-বিষয়ক মনন ও উপাসনাবিমুখ তাহারা কর্ম্মানুসারে ও বিজ্ঞানানুসারে মাতৃগর্ভে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-নীচ জন্ম লাভ করে এবং কোন কোন জীব কর্ম্মানুসারে স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অধিকারিবিশেষনির্দ্দেশপরেণ "হন্ত তে" ইত্যনেন সূচিতমর্থং বিবৃণোতি—যোনিমিতি।

অন্যে পরমাত্মতত্ত্বশ্রবণবিমুখাস্ত্বদ্বিসদৃশাঃ শরীরপরিগ্রহায় ব্রাহ্মণাদি-যোনিং প্রতিপদ্যন্তে।

অন্যে স্থাবরভাবমনুগচ্ছন্তি। স্বানুষ্ঠিতযজ্ঞাদিকর্ম্মোপাসনানতিক্রমণেন 'রমণীয়চরণাঃ' [ছাঃ ৫।১০।৭] 'তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে' [বৃঃ ৪।৪।২] ইত্যাদিশ্রুত্যনুরোধাদিতি ভাবঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবদুপাসনাবৈমুখ্যস্য ফলং বর্ণয়তি যোনি-মিত্যাদিনা—অন্যে পরমাত্মতত্ত্বাশ্রবণাৎ তদুপাসনায়া বিমুখা দেহিনঃ দেহধারণযোগ্যা জীবাঃ, যোনিম্ ব্রাহ্মণাদি জন্ম, উচ্চাবচযোনিদ্বারং বা

প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি, তত্রাপি বিচিত্রজন্মলাভে হেতুঃ—যথাকর্ম্মেতি ঐহিক সদসৎ-কর্ম্মানুসারেণ—অতো ন ভগবতঃ কর্ম্মফলপ্রেরকস্য বৈষম্যং মন্তব্যম্ পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণেত্যাদি শ্রুতেঃ। যথাশ্রুতং যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং তদনুরূপমেব জন্ম প্রতিপদ্যন্তে এবমেবাহ ভগবান্ 'যতীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়ত' ইতি। 'যথা-প্রজ্ঞং হি সম্ভব' ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। অতিপাতকি-মহাপাতকিনাং নরক-ভোগানন্তরং শেষপাপেণ স্থাবরাদিজন্ম ভবতীতি 'শরীরজৈঃ কর্ম্ম-দোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ' ইতি মনুবচনমত্রানুসন্ধেয়ম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্মের গুণসমূহ নিরূপণ করিয়া এস্থলে পরব্রহ্ম হইতে জীবের গুণভেদ বলিবার নিমিত্ত পূর্ব্বমন্ত্রে ভেদের প্রস্তাব থাকায় তাহা প্রকাশের জন্য দেহধারী জীব মরণের পর যে প্রকার অবস্থা লাভ করে, তাহাও বলিব, এইরূপ কথিত হওয়ায় পরব্রহ্মের যোগ্য নহে, এইরূপ জীবধর্ম্ম বলিতেছেন।

দেহধারণযোগ্য অন্য কোন কোন বহির্ম্মুখ জীব শরীর-ধারণের নিমিত্ত বিভিন্নযোনি প্রাপ্ত হয়। যদি বল, তাহা কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং' অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপার্জ্জিত জ্ঞান-অনুসারে। কেহ কেহ পুণ্যজনক কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি মানব-জন্ম লাভ করেন আবার কেহ স্থাবরাদি জন্মও লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যমরাজ বলিতেছেন যে, দেহবান্ জীব নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এবং শাস্ত্র, গুরু, সঙ্গ, শিক্ষা ও ব্যবসায়-আদি ভাব হইতে অন্তকালীন বাসনানুসারে মরণের পর শরীর ধারণের নিমিত্ত মাতৃযোনিতে প্রবেশ করে। ইহাতে যাহার পুণ্য ও পাপ সমান, তাহার মনুষ্য জন্ম, আর যাহার পুণ্য কম, পাপ বেশী, তাহার পশু-পক্ষি-জন্ম এবং যাহার পাপ অত্যধিক তাহার স্থাবর-জন্ম অর্থাৎ বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও পর্ব্বতাদি শরীর লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥" (ভাঃ ৩।২৭।৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

গীতা ১৩।২২ শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৪।১৩ দ্রষ্টব্য ॥৭॥

**শ্রুতিঃ—য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥
এতদ্বৈ তৎ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—সুপ্তেষু (নিদ্রিতাবস্থায় প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে) য এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) জাগর্ত্তি (জাগিয়া থাকেন, সক্রিয় হন) [কি ভাবে ?] কামং কামং (অভীষ্ট ভোগ্যসমূহ সঙ্কল্প করিয়া) নির্ম্মিমাণঃ (নির্ম্মাণ করিতে থাকেন অথবা যে ভগবান্ জীবের স্বপ্নাবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়াদিবর্গ নিষ্ক্রিয় থাকিলে জীবের কর্ম্মানুসারে ভোগ্য সুখদুঃখাদি সৃষ্টি করতঃ ব্যাপৃত থাকেন) তদেব (তিনিই—সেই ভগবান্ই) শুক্রম্ (বিশুদ্ধ স্বরূপ) তদ্ ব্রহ্ম (তিনি ব্রহ্ম, দেশ-কালাবচ্ছেদরহিত) তদেব (তিনিই) অমৃতম্ (অবিনশ্বর অথবা মুক্তের কাম্য পরমানন্দ) উচ্যতে (বেদাদিশাস্ত্রে কথিত হইয়া

থাকেন) সর্ব্বে লোকাঃ (পৃথিবী প্রভৃতি সকল লোক অথবা স্বর্গাদি লোক) তস্মিন্ (তাঁহাতে—সেই পরমাত্মাতে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত অর্থাৎ তাঁহার অধীন হইয়া আছে, মুক্তজীব যখনই যে লোক কামনা করে তখনই তাহা প্রাপ্ত হয়) কশ্চন (কেহই) তদ্ উ (তাঁহাকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করে না, অতিক্রম করিতে পারে না, তিনি সর্ব্বেশ্বর—তাৎপর্য্য এই,—অন্য দেবতার উপাসকগণ তাঁহাদের অভীষ্ট দেবতার কাছে সেই সেই ফল পাইয়া থাকেন কিন্তু ভগবদুপাসকের সকল কাম্যসিদ্ধিই হইতে পারে কিন্তু শুদ্ধভক্ত ভক্তিব্যতীত অন্য কামনা করেন না। ভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই)। এতদ্ বৈ তৎ (এই পরব্রহ্মই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব) ॥৮॥

অনুবাদ—প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ নিদ্রিত হইলে অর্থাৎ স্ব-স্ব-ক্রিয়া হইতে বিরত হইলে যিনি জাগিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বাপ্নিক পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়া জীবকে ভোগ করাইয়া থাকেন, তিনিই সেই নির্লিপ্ত, বিশ্বব্যাপক, অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। তাঁহাতেই পৃথিব্যাদি সকল লোক অধীনভাবে আশ্রিত, কেহ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ নাই। হে নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্মতত্ত্ব ইহাই ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং শিষ্যং প্ররোচনয়াঽভিমুখীকৃত্য প্রকৃতমনুসরতি—য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তীতি। সর্ব্বেষু সুপ্তেষু জীবেষু। কামং কামং পমুলস্তমিদম্ সংকল্প্য সংকল্প্যেত্যর্থঃ। ন তু "সর্ব্বান্‌কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্বেতি" প্রকৃতাঃ পুত্রাদয়ঃ কামশব্দেন নির্দ্দিশ্যন্তে। অয়ং চার্থঃ সংধ্যাধিকরণে [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১] ভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ স্পষ্টঃ। সংকল্প্য সংকল্প্য স্বচ্ছন্দানুরোধেন নির্ম্মিমাণঃ পুরুষো যোঽস্তীত্যর্থঃ।

তদেব শুক্রং প্রকাশকং তদেবানন্যাধীনমমৃতমুচ্যত ইত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্। নিত্যমুক্তানামমৃতত্বসত্ত্বেঽপি নিরুপাধিকামৃতত্বাভাবাত্তদেবামৃত-

মিত্যবধারণস্য নানুপপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্। এতেনামৃতান্তরনিষেধান্মুক্ত-পরমাত্মনোরভেদপ্রত্যাশা প্রত্যুক্তা। অত্রত্যামৃতশব্দস্য নিরুপাধিকামৃত-বাচিতত্বাৎ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতোঽপি দেহপ্রাণাদিভিন্নত্বমস্যেতি তন্মহি-মানমাহ—য এষ ইত্যাদিনা। সুপ্তেষু নির্ব্যাপারেষু ইন্দ্রিয়াদিষু সত্সু য এষ পুরুষঃ পরমেশ্বরো বা কামং কামং জীবকর্ম্মানুসারেণ কাম্যমানং স্বাপ্নপদার্থজাতং নির্ম্মিমাণঃ সৃজন্ যোজয়ন্ জাগর্ত্তি ব্যাপ্রিয়তে তথাচ ব্রহ্মসূত্রং 'নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ' 'য এনং স্বপ্নে নাভিহন্তি' ইতি স্মৃতিশ্চ যঃ পুত্রাদিরর্থঃ, এনং শয়ানং জীবং স্বপ্নে নাভিহন্তি সংবধ্না-তীত্যর্থঃ। স্বাপ্নিকপদার্থনির্ম্মাতুর্ভগবতঃ করণমাহ—পারমর্ষসূত্রং 'মায়া-মাত্রন্তু কাৎর্স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদিতি' স্বপ্নসৃষ্টৌ অতর্কণীয়া মায়ৈব করণম্ স চ স্বাপ্নঃ পদার্থঃ শুভাশুভয়োর্ম্মন্ত্রাদেশ্চ সূচকোঽতঃ সত্যঃ। বোধোত্তরং বাধান্মিথ্যা স্যু ইতি মন্তব্যম্ 'পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং' ইতি পারমর্ষসূত্রাৎ। অয়ং ভাবঃ জীবঃ স্বপ্নে যৎ শুভং পশ্যতি তদীশ্বরপ্রেরণয়া পুণ্যফলমেব ভুঙ্‌ক্তে যচ্চ অশুভং তৎ দুঃখহেতুত্বাৎ পাপস্যৈব পরিণামং ভোজয়তি তমীশ্বর ইতি। তদেব ইতি বিধেয়-প্রাধান্যান্নপুংসকম্, স পরমাত্মা শুক্রম্—শোকরহিতম্ নির্ম্মলং, শুদ্ধ-স্বভাবঃ, তদ্ব্রহ্ম তদেব বিভু অতঃ স্বপ্নে তস্য প্রয়োজকত্বং ন বিরুধ্যতে তদেব অমৃতম্ অবিনশ্বরম্ তত্ত্বম্ অথবা পরমানন্দস্বরূপম্। তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বে লোকাঃ স্বর্গাদয়ঃ শ্রিতাঃ অধীনতয়া বর্ত্তন্তে তথাচ শ্রুতিঃ 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তী'ত্যাদি অতঃ তদ্ ব্রহ্ম কশ্চন কোঽপি নাত্যেতি অতিশেতে। স হি সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বোত্তম ইতি। এতদ্ বৈ তৎ ইতি পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ হইতে জীবের ভেদ বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের মহিমা বলিতেছেন। যে পুরুষ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সুপ্ত জীবগণে কাম্যমান অর্থাৎ স্বাপ্নিকপদার্থজাত-বিষয় উৎপাদন করিয়া স্বয়ং জাগ্রত থাকেন। বেদাদি এবং প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকেই শোকরহিত ব্রহ্ম এবং অবিনশ্বর তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহার আরও মহিমা বলিতেছেন যে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি অবস্থিত। তদনাশ্রিত কিছু নাই। হে নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব ইহাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবের কর্ম্মানুসারে শ্রীভগবান্ নানা-প্রকার ভোগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এমন কি, জীবের বাহ্যেন্দ্রিয় সুপ্ত হইলেও, যিনি স্বপ্নকালীন কাম্যবস্তু সৃষ্টি করেন, তিনিই পরমাত্মা পরমেশ্বর।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—

"নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২)

এতদ্দ্বারা ঈশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তুর নির্ম্মাতা ও পুত্র প্রভৃতি দ্রব্যেরও নির্ম্মাতা বলিয়া শ্রুত হয়। সুতরাং জাগ্রতের ন্যায় স্বাপ্নও পারমেশ্বরী-সৃষ্টি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়স্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ॥"

(ভাঃ ৭।৭।২৫) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[দেহ বিভিন্ন হইলেও সর্ব্বত্র পরমাত্মা একই, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন] যথা একঃ অগ্নিঃ (যেমন একই অগ্নি) ভুবনং (জগতে) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়া) রূপং রূপং [প্রতি] (প্রত্যেক দাহ্য কাষ্ঠাদির মধ্যে) প্রতিরূপঃ বভূব (সেই সেই দাহ্য পদার্থের অনুরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে অর্থাৎ একই অগ্নি সকল দাহ্য পদার্থের মধ্যে আছে কিন্তু কোথায় অত্যুজ্জ্বল আবার কোথায়ও ক্ষীণশিখ হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার কারণ অগ্নি-ভেদ নহে; দাহ্য পদার্থের ভেদ) তথা (সেই প্রকার) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান পরমাত্মা) রূপং রূপং (প্রতি দেহেই) প্রতিরূপঃ (দেহানুরূপী প্রতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া দেহ ও জীব পরমাত্মা নহে, যেহেতু) বহিশ্চ (বাহিরেও তিনি নিজ বিশ্বব্যাপকস্বরূপে আকাশের মত স্থিত অতএব দেহরূপাদি উপাধিভেদে পরমাত্মাকে বিভিন্ন মনে করিও না এবং দেহকে পরমাত্মা ভাবিও না, যেহেতু তিনি দেহের বাহিরেও প্রকাশমান) ॥৯॥

অনুবাদ—যেমন একই অগ্নি এই ভুবন-মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া প্রতিটি দাহ্যবস্তুর মধ্যে অবস্থিত আছেন এবং সেই সেই দাহ্যবস্তু অনুসারে প্রতীত হয়েন, সেইরূপ পরমেশ্বরও এক হইয়াও এই জগতে প্রতিটি জীব দেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া দেহানুরূপ প্রতীত হইয়া থাকেন এবং বাহিরেও তিনি নিজ পূর্ণস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডে ও তদতীতপ্রদেশেও বিরাজমান আছেন, পরমাত্মস্বরূপ তাঁহার একাংশমাত্র জানিবে ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এক এবাত্মা সর্ব্বেষামহমর্থতয়াস্ত ইত্যস্যার্থস্য দুর্ব্বোধত্বাত্তদ্দৃঢ়ীকরণায় পুনরপ্যুপদিশতি— অগ্নির্যথৈক ইতি।

যথৈকস্তেজোধাতুস্ত্রিবৃৎকরণকৃতব্যাপ্ত্যাহণ্ডান্তর্গতলোকে প্রবিষ্টঃ সন্ রূপং রূপং রূপে রূপে ভৌতিকব্যক্তিষু। বীপ্সায়াং দ্বির্ব্বচনম্। প্রতিরূপং প্রত্যুপ্তং রূপং যস্য স তথোক্তঃ। সর্ব্বাসু ভৌতিকব্যক্তিষু তেজোধাতোর্মিলিতত্বেন প্রতিসংক্রান্তরূপত্বাৎপ্রতিরূপমস্তীতি দ্রষ্টব্যম্। তথৈক এব সন্ পরমাত্মা প্রতিবস্তুসংক্রান্তান্তর্য্যামিবিগ্রহো বহিশ্চ ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু জীবাত্ম-নিয়ামকত্বমীশস্য কথং সম্ভবতি জীব-ভেদেন ঈশস্যাপি ভেদঃ স্যাৎ ব্যাপকত্বঞ্চ তস্য ব্যাকুপ্যেত ইত্যাশঙ্কাং দৃষ্টান্তেন নিরস্যতি অগ্নিরিত্যাদিনা যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ লোকমধ্যগতঃ পৃথিবীস্থো বৈশ্বানরো বহ্নিঃ, ন তু দিবিষ্ঠ আদিত্যঃ, অন্তরীক্ষস্থোবায়ুর্ব্বা সঃ অগ্নিঃ তেজোবিশেষঃ একঃ সন্নপি, রূপং রূপং দাহ্যকাষ্ঠাদি প্রতিবস্তু প্রতিরূপো বভূব দাহ্যাদ্যুপাধিসদৃশপ্রকাশঃ আসীৎ, বহুবিধো ভবতীত্যর্থঃ উপাধিভেদাৎ ভেদপ্রতীতিরিত্যর্থঃ এবং সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বজীবানুগ্রাহকঃ ঈশ্বরঃ একোঽপি রূপং রূপং প্রতি প্রতিদেহং প্রতিরূপঃ উপাধ্যনুরূপ এব প্রতীতঃ ভবতি বস্তুতস্তু তস্য ন পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণত্বং ন বা বহুত্বং যতো বহিশ্চ ব্যাপ্নোতি, স হি প্রতিবস্তুসংক্রান্তান্তর্য্যামি-বিগ্রহ এক এব পরমাত্মা। কেবলং দেহপ্রবিষ্টত্বাৎ প্রতিরূপোবভূবেতি ভাবঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মাই যে জীবের নিয়ামক তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, এক বৈশ্বানর অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিরূপিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। যাহা বিম্বের সদৃশ হইয়াও তদধীন, তাহাকেই প্রতিবিম্ব বলা যায়। জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হয়েন সত্য, কিন্তু

জীব কখনই বিশ্বস্বরূপ হন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। জীব মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ—পরমাণুস্থানীয়।

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—

"আভাস এব চ" (বেঃ সূঃ ২।৩।৪৮)

জীব ব্রহ্মের অংশ, মৎস্যাদি অবতারগণও অংশ সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী যে "অংশত্বাবিশেষাৎ"-বিচারে জীবের সহিত ভগবদবতারের সাম্য-স্থাপন প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা "হেত্বাভাস" দোষে দুষ্ট বলিয়া সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত সূত্র উল্লেখ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥"

(ভাঃ ১০।১০।৩৪)

জীবসমূহ যে মায়ার প্রভাবেই নানাবিধ শরীর ধারণ করে, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে॥"

(ভাঃ ২।৯।২) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—যথা (যেমন) এক এব বায়ুঃ (একই বায়ু) ভুবনং প্রবিষ্টঃ (জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) রূপং রূপং [প্রতি] (প্রত্যেক

প্রাণীর মধ্যে) প্রতিরূপঃ (প্রাণরূপে আছে এবং সেই সেই প্রাণীর অনুরূপ হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণীর মধ্যে মহাপ্রাণ হয় অথচ বাহিরেও তাহা বিদ্যমান) তথা (সেই প্রকার) একঃ (একই পরমাত্মা) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া) রূপং রূপং [প্রতি] (প্রতি দেহানুরূপ হইয়া) প্রতিরূপঃ বভূব (প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন) বহিশ্চ (এবং বাহিরেও তিনি বিলক্ষণরূপে আছেন) ॥১০॥

অনুবাদ—অগ্নির মত বায়ুও বস্তুতঃ বিভিন্ন নহেন কিন্তু দেহীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সেই দেহীর মতই প্রাণাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন, বহির্ভাগে কিন্তু তিনি একই, এই প্রকার পরমাত্মা এক, নিজ অকুণ্ঠ স্বেচ্ছাশক্তিতে জগতের মধ্যে জীবান্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ-ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন বস্তুতঃ দেহবহির্ভাগে তিনি সমভাবে বিরাজ করেন ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উদাহরণান্তরমাহ—বায়ুর্যথৈকো·········বহিশ্চ। পূর্ব্ববৎ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অগ্নিবৎ বায়ুরপি তথা রূপং রূপং প্রতিরূপে দৃশ্যতে ইতি বায়ুদৃষ্টান্তেন সর্ব্বজীব-দেহান্তঃস্থিতস্য পরমাত্মনঃ তত্তদ্-দেহানুসারেণ স্থিতিরিতি দৃঢ়ীকৃতম্ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে বায়ুর উদাহরণ দিতেছেন। যেমন একই বায়ু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, তথাপি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বস্তুর অনুরূপ গতি ও শক্তি প্রকাশ করেন, সেইপ্রকার সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বরও এক, অদ্বিতীয় হইয়াও বিভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি ও গতিযুক্তরূপে প্রকাশ

পান অর্থাৎ সেই সেই জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হন, পূর্ব্বোক্ত নবম মন্ত্রের ব্যাখ্যানুসারে ইহাকেও বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণম্॥"
(ভাঃ ৩।২৬।৩৭) ॥১০॥

অবতরণিকা—জীব যেমন শারীরিক-দুঃখে লিপ্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরেরও সাংসারিক-দুঃখ-লেশ হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য সূর্য্য-দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন,—

শ্রুতিঃ—সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—সূর্য্যঃ যথা (একই সূর্য্য যেমন) সর্ব্বলোকস্য (সমস্ত প্রাণীর) চক্ষুঃ (চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও অর্থাৎ চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃরূপে তন্মধ্যস্থিত হইলেও) চাক্ষুষৈঃ (চক্ষুঃসম্বন্ধীয়) বাহ্যদোষৈঃ (অপবিত্র বাহ্যবস্তুর দর্শনাদি-সংস্পর্শজনিত পাপে অথবা চক্ষুর মলদ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা একঃ (সেইপ্রকার একই) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অন্তঃস্থিত পরমাত্মা) লোকদুঃখেন (সাংসারিক দুঃখে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) [যেহেতু] বাহ্যঃ (নিঃসঙ্গস্বভাব, জীব হইতে স্বতন্ত্র, স্বভিন্ন সমগ্র পদার্থ হইতে বিলক্ষণ) ॥১১॥

অনুবাদ—যেমন একই সূর্য্য বাহিরে সর্ব্বলোকের প্রকাশক অথচ জীবের চক্ষুর্মধ্যে অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রবেশ করিয়া আছেন কিন্তু চক্ষুর্মলে

অথবা বাহ্য পদার্থের সংস্পর্শ-দোষে লিপ্ত হন না, সেইপ্রকার পরমাত্মা সকল লোকের হৃদয়-মধ্যে থাকিয়াও প্রাণিগণের রাগ-দ্বেষাদি দোষে দূষিত হন না, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র, অপহতপাপ্মত্বগুণযুক্তস্বভাব, জীব হইতে বিভিন্ন ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মত্বাবিশেষেঽপি জীবাত্মবদ্দোষাঃ পরমাত্মনি ন ভবন্তীত্যেতৎ সদৃষ্টান্তমাহ—

সূর্য্যো যথেতি। 'রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ' [বৃঃ ৫।৫।২] 'আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ' [ঐঃ অঃ ১ খঃ ২] ইতি শ্রুত্যনুসারেণ যথা সূর্য্যশ্চক্ষুরধিষ্ঠাতৃতয়া তদন্তর্গতোঽপি বহির্নির্গতৈশ্চক্ষুর্ম্মলাদিভির্ন স্পৃশ্যতে তথা পরমাত্মা সর্ব্বভূতেষ্বাত্মতয়া বর্ত্তমানোঽপি তদ্‌গতৈর্দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে। তস্য স্বাভাবিকাপহতপাপ্মত্বাদিগুণযুক্ততয়া স্বেতরসমস্তবাহ্যত্বাৎ, বিলক্ষণত্বাদিত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—একস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বভূতহৃদয়স্থত্বে জীবদুঃখেন লেপঃ স্যাদিত্যাশঙ্কাং সূর্য্যদৃষ্টান্তেন নিরস্যতি। সূর্য্যো দ্বিবিধঃ একঃ সর্ব্বলোকপ্রকাশকো বাহ্যঃ, অন্যস্তু আন্তরঃ চক্ষুরধিষ্ঠাতৃতয়া চক্ষুরন্তঃস্থঃ। স বাহ্যঃ সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য সমস্তজগতঃ প্রকাশকঃ সন্ 'রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত' ইতি বৃহদারণ্যকবচনাৎ, চক্ষুরন্তঃপ্রবিষ্টঃ 'আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদি'তি শ্রুত্যনুসারেণ চক্ষুরধিষ্ঠাতৃত্বাৎ, তথা ভবন্নপি বাহ্যৈঃ বহির্নির্গতৈশ্চক্ষুর্ম্মলাদিভির্ন লিপ্যতে ন সংসৃজ্যতে অথবা বাহ্যৈঃ অশুচ্যাদি-প্রকাশনাৎ অশুচিত্বাদিদোষৈর্ন লিপ্যতে তথা একঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বভূতমধ্যে স্থিতোঽপি লোকদুঃখেন সাংসারিকদুঃখেন ন লিপ্যতে তথাচ 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি' ইতি শ্রুতিঃ, "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ···

অন্যো নিয়ন্ত্রোঽপি বলেন ভূয়ান্” ইতি স্মৃতিশ্চাস্মৎসন্ধেয়ে। যতোঽয়ং পরমাত্মা বাহ্যঃ জীববিলক্ষণঃ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকত্বাৎ, স্বতন্ত্রশ্চ কর্ম্মানধীনত্বাৎ অতএব ন তস্য দুঃখলেপ ইতি ধ্যেয়ম্ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে সূর্য্য-দৃষ্টান্তের দ্বারা পরমাত্মার নির্লেপতা প্রদর্শন করিতেছেন।

যেমন একই সূর্য্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া থাকেন, উহার প্রকাশ প্রাণিমাত্রের চক্ষুর সহায়ক, এইজন্য সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষুর নিয়ন্তা বলিয়া চক্ষুঃ নামে অভিহিতও হইয়া থাকেন।

প্রাণিগণ সূর্য্যের সহায়তায় চক্ষুঃ দ্বারা নানাপ্রকার গুণ-দোষময় কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্য সেই প্রাণিগণের নেত্র দ্বারা কৃত নানা-প্রকার বাহ্য কর্ম্মরূপদোষে লিপ্ত হন না, সেইপ্রকার সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্য নানাপ্রকার শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাহার ফলরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। কিন্তু পরমেশ্বর জীবের সেই কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না কারণ তিনি সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিলেও সকল হইতে পৃথক্ এবং সর্ব্বথা অসঙ্গ থাকেন।

বেদান্তসূত্রেও পাওয়া যায়,—“সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন বৈশেষ্যাৎ” (বেঃ সূঃ ১।২।৮) অর্থাৎ কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যদি পরমাত্মা জীবের ন্যায় শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী হন, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও তো শরীর-সম্বন্ধজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইতে পারে; তদুত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন—না, তাহা হইবে না; কারণ জীব হইতে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য আছে,

সুখ-দুঃখাদি ভোগের হেতু কেবলমাত্র শরীর-সম্বন্ধ নহে। কৃত-কর্ম্মের অধীনত্বই তাহার মূলীভূত কারণ। এস্থলে জীবের কর্ম্ম-বশ্যতায় ফলভোগ করিতে হয়, কিন্তু পরমেশ্বর কর্ম্মাতীত, সুতরাং তাঁহার ফলভোগের কথা আসে না।

শ্রীগীতায় পাই,—"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" ইত্যাদি (গীঃ ৪।১৪)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্" (ভাঃ ১১।১১।৬), এতৎ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্র আলোচ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।৭।৪৭-৪৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ॥১১॥

অবতরণিকা—অতঃপর ভগবানের মহিমা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনার ফল বর্ণন করিতেছেন—

শ্রুতিঃ—একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যিনি) একঃ (স্বতন্ত্র, সর্ব্বগত—এক অর্থাৎ যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই এবং যাঁহার সমও কেহ নহে) বশী (সর্ব্ব-নিয়ন্তা) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর হৃদয়-মধ্যে বিরাজমান যিনি) একং রূপং (স্বয়ং অদ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াও) বহুধা (নিজেকে বিভিন্নাংশে দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি বহুপ্রকারে ব্যক্ত) করোতি (করিতে-

ছেন) আত্মস্থং (জীবের হৃদয়ে স্থিত) তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) যে (যে সকল) ধীরাঃ (ধীর ব্যক্তি) অনুপশ্যন্তি (সম্যক্ দর্শন করেন) তেষাং (তাঁহাদিগেরই) শাশ্বতং (নিত্য) সুখং (আনন্দ লাভ হয়) ইতরেষাং (তদ্‌ভিন্ন যাহারা পরমাত্মদর্শী নহে, তাহাদের) ন (সে সুখ হয় না) ॥১২॥

অনুবাদ—যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান, এক, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, যিনি একই অর্থাৎ সদা একরস, বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনস্বরূপ নিজেকে বিভিন্নাংশে দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি অনেকপ্রকারে অভিব্যক্ত করিতেছেন, হৃদয়াকাশে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে যে-সকল বিবেকী ব্যক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তন-মননাদি উপায়ে নিরন্তর সাক্ষাৎকার করেন, সেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহাদের নিত্য সুখ হইয়া থাকে, অনাত্মদর্শী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের সেই শাশ্বত সুখ হয় না ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—একো বশীতি। একঃ সমাভ্যধিকরহিতঃ। বশ ইচ্ছা সোঽস্যাস্তীতি বশী "জগদ্বশে বর্ত্ততে" ইত্যুক্তরীত্যা বশবর্ত্তি-প্রপঞ্চক ইত্যর্থঃ।

"ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিংকরৌ সমুপস্থিতৌ" ইত্যুক্তরীত্যা ভক্ত-বশ্য ইতি বাঽর্থঃ। একং বীজং তমঃ 'পরে দেবে মনস্যেকীভবতি' [প্রঃ ৪।২।] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা স্বেনৈকীভূতাবিভাগাবস্থং তমো-লক্ষণং বীজং মহদাদিবহুবিধপ্রপঞ্চরূপেণ যঃ করোতি তং "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যুক্তরীত্যা স্বান্তর্য্যামিণং যে পশ্যন্তি তেষামেব মুক্তি-রিত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্ু সর্ব্বভূতান্তরস্থো জীব এব ন পরমেশ্বরস্তত্রাহ —এক ইতি, নায়ং জীবঃ, কথম্ যতঃ একঃ স্ব-সাম্যাধিকরহিতঃ তথাচ

গীতায়ামর্জ্জুনবাক্যম্ 'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবে'তি। যতশ্চ বশী সর্ব্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্রঃ সঃ, জীবস্তু ন তথা তস্য মায়াবশ্যত্বাৎ। নন্থ স যদি পরমেশ্বরস্তর্হি জীবঃ কস্তত্রাহ—যঃ পরমাত্মা একং রূপং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনরূপং এতেন প্রকৃত্যাদিব্যবচ্ছেদঃ, বহুধা দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিরূপৈঃ করোতি বিভজতে অতো বিভিন্নাংশো জীব ঐশরূপবত্ত্বাদিতি মন্তব্যম্, কথমিতি চেৎ স্বীয়াচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ তস্য জীবাভিব্যঞ্জকত্বমিতি। তম্ তাদৃশমীশ্বরং আত্মস্থং আত্মনি জীবশরীর-মধ্যে হৃদয়াকাশে স্থিতং যে মননশীলাঃ ধীরাঃ বিবেকিনঃ ধিয়ং বুদ্ধিমীরয়ন্তি তত্ত্বজ্ঞানায়েতি যাবৎ, অনুপশ্যন্তি সমীক্ষন্তে উপাসনয়া চ সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি তেষাং ভগবদ্দর্শিনাং শাশ্বতম্ অবিনাশি সুখং পরমানন্দঃ উৎপদ্যতে, ইতরেষামতদ্দর্শিনাস্তু ন তৎ সুখম্, তেষাং বৈষয়িকমেব সুখং ন চ তৎ শাশ্বতম্ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীভগবানের বিশেষ মহিমা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনার ফল বলিতে গিয়া বলিতেছেন—'একো' এই 'এক' পদ উক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের স্বাতন্ত্র্য অভিব্যক্ত করিয়া সেই অদ্বিতীয় তত্ত্বের নানা জীবের নিয়স্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব? তাহা তাঁহার বহুরূপত্বের উক্তির দ্বারা বর্ণন করিতেছেন। যিনি এক, অদ্বিতীয় নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও বিভিন্নাংশে বহুরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে ধীরগণ ভক্তিযোগে তাঁহাকে স্বহৃদয়ে অবস্থিত দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখ লাভ করেন অর্থাৎ বিমুক্ত হন, শ্রীভগবদ্বিমুখগণের তাহা লাভ হয় না।

যে জীব বহির্ম্মুখাবস্থায় নানাবিধ সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে, সেই জীবের ভগবানের দর্শনের ফলে যখন তাহার দুঃখাদি চিরতরে দূরীভূত হইয়া শাশ্বত সুখ লাভ হয়, তখন শ্রীভগবানের দুঃখস্পর্শ কি প্রকারে সম্ভব?

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা নিয়ন্তৃরূপে সকলের অন্তরের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেব-মনুষ্যাদি সকলকে নিজ বশে রাখেন। সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্ব-ভবনসমর্থ পরমেশ্বর স্বয়ং নিজ অদ্বিতীয়রূপ হইতে স্বশক্তিতে বিভিন্নাংশে বহুপ্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মাকে যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগে সমাধিতে নিরন্তর নিজ হৃদয়-মধ্যে দর্শন করেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী, অন্যে নহে।

অদ্বিতীয় শ্রীভগবানের বহুরূপের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৫।৪)॥১২॥

শ্রুতিঃ—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—নিত্যানাং (নিত্য বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যে) নিত্যঃ (পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু) চেতনানাম্ (চেতন জীব-সমূহের) [যিনি] চেতনঃ (চৈতন্য-বিধায়ক মুখ্য চেতন) একঃ (স্বতন্ত্র) যঃ (যে পরমেশ্বর) বহূনাং (বহুলোকের) কামান্ (কাম্যবস্তু—অভিপ্রেত বিষয়) বিদধাতি (বিধান করেন, ব্যবস্থা করেন) আত্মস্থং (শরীর-মধ্যে হৃদয়াকাশে বিরাজমান) তং (সেই পরমেশ্বরকে) যে ধীরাঃ (যে-সকল আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) অনুপশ্যন্তি (আচার্য্য ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা উপাসনার ফলে সাক্ষাৎকার করেন) তেষাং (তাঁহাদিগেরই) শাশ্বতী (চিরন্তনী—আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক) শান্তিঃ (শান্তি লাভ

হইয়া থাকে) ইতরেষাম্ (অনাত্মদর্শীদিগের) ন (তাহা হয় না, তাহাদের বার বার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়) ॥১৩॥

অনুবাদ—যিনি নিত্যবস্তুসমূহেরও নিত্য, চেতন জীবসমূহেরও চৈতন্যবিধায়ক মুখ্যচেতন, এক হইয়া যিনি বহুলোকের কামনা পূরণ করিতেছেন, সকল জীবের হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান সেই পরমেশ্বরকে যে সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উপাসনা-ফলে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ লাভ হয়। অন্যের পক্ষে উহা দুর্লভ ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিত্যো নিত্যানামিতি। নিত্যশ্চেতন এক এব সন্‌বহূনাং নিত্যানাং চেতনানামপেক্ষিতানর্থাননায়াসেন প্রযচ্ছতি। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতোঽপি প্রকৃতিজীবাদিভেদস্তস্যেত্যাহ নিত্যো-নিত্যানামিত্যাদিনা যঃ পরমেশ্বরঃ নিত্যানাং প্রকৃতিকালাদীনাং নিত্যবস্তূনাং নিত্যোঽতিশয়েন নিত্যঃ, তস্য কূটস্থত্বাৎ, আকাশা-দীনাস্তু ক্ষয়োদয়শ্রবণাৎ ততো রাত্র্যজায়ত, অধিসংবৎসরোঽজায়তেতি দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক ইতি শ্রুতেঃ উৎপত্তিমতাং তেষাং ক্ষয়োঽপি আক্ষেপলভ্য ইতি। এবং চেতনানাম্ জীবানাং চেতনঃ চৈতন্যাধায়কঃ মুখ্যচেতনঃ। অন্যে তদধীনা ইতি যাবৎ। নন্বস্তু এবং স তথাপি তস্যোপাসনা কিমর্থা তত্রাহ একঃ স্বতন্ত্রো যঃ বহূনাং সর্ব্বেষাং কামপ্রদাতৄণামপি কামান্ বরান্ বিদধাতি প্রযচ্ছতি এতেন জীব-ব্যবচ্ছেদঃ কৃতঃ। যে তাবদিন্দ্রাদয় উপাসিতা যজমানেভ্যঃ স্বর্গাদিফলং বিতরন্তীতি শ্রূয়তে তেষামপি অন্তর্য্যামিত্বেন কামবর্ষুকত্বং ভগবৎ-সম্বন্ধাদেবেতি হৃদয়ম্। অতো ভগবদুপাসনয়ৈব সর্ব্বকামাপ্তিস্তথাচ শ্রুতিঃ 'অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বত' ইতি জুষ্টং-

দেবৈভিরুত মানুষেভিঃ। 'যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্' ইতি চ। আত্মস্থং তমীশ্বরং যেঽনুপশ্যন্তি আচার্য্যাগমোপদেশাদি-শ্রবণ-মননাদি-ব্যাপারৈঃ সাক্ষাৎকুর্ব্বন্তি কে তে? ধীরাঃ বিবেকিনঃ, তেষাং শাশ্বতী নিত্যা আত্যন্তিকী চ শান্তিঃ দুঃখোপরমঃ, 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি' শ্রুত্যৈকবাক্যত্বাৎ। ইতরেষামনাত্মবেদিনাং ন সা শান্তিঃ তেষামীশ্বরবৈমুখ্যাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বমন্ত্রে বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ এক ও বশী। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সমর্থন পূর্ব্বক বলিতেছেন—নিত্য বস্তুসমূহেরও নিত্য অর্থাৎ অতিশয় নিত্য। চেতনসমূহেরও চেতন অর্থাৎ মুখ্য চেতন। অন্য চেতনসমূহও তাঁহার অধীন। তিনি পরম চেতন বলিয়া স্বতন্ত্র, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্ব জীবহৃদয়স্থিত পরমেশ্বরকে যে ধীরগণ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ অনুক্ষণ সন্দর্শন করেন অর্থাৎ আচার্য্য ও শাস্ত্রোপদেশের দ্বারা তত্ত্ববিৎ হইয়া ভজনবলে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখলাভ এবং আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-লাভ করেন। অন্যের অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখের তাহা হয় না, অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিও নাই বা শাশ্বতী শান্তিও লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের বাক্যে পাই,—

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃ-কবাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্।

(ভাঃ ৬।৯।৩২) ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্ বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (গুহ্য সেই পরব্রহ্ম) এতৎ (ইহা, করতলধৃত আমলকের মত অপরোক্ষ) ইতি (ইহা) অনির্দ্দেশ্যম্ (বাক্যদ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য) [এবং] পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) সুখম্ (বিজ্ঞান সুখ-স্বরূপ) মন্যন্তে (প্রাজ্ঞগণ মনে করেন) [কিন্তু আমি] কথং নু (কি প্রকারে) তৎ (সেই অনির্দ্দেশ্য ভগবৎ-স্বরূপকে) বিজানীয়াম্ (জানিব, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত তৎস্বরূপ-জ্ঞান সর্ব্বথা অসম্ভব) [তৎ—সেই ভগবৎস্বরূপ] কিমু ভাতি (প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা কি প্রকাশাত্মক ?) [বা—অথবা] বিভাতি (প্রকাশাত্মক হইলেও সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় না ? যদি প্রকাশাত্মক হয়, তবে কোনরূপ আশা আছে এবং সেজন্য শ্রমও সার্থক, নতুবা সর্ব্বথা অপ্রকাশ হইলে তাহা জানিবার উপায় কি ? ইহাই নচিকেতার প্রশ্ন) ॥১৪॥

অনুবাদ—যিনি নির্দ্দেশের অযোগ্য, সর্ব্বাতিশায়ী, সুখাত্মক বস্তু, তিনিই এই ভগবৎ স্বরূপ ; ইহা তত্ত্বজ্ঞগণ মনে করেন। কিন্তু আমি এই অনির্দ্দেশ্য ভগবৎ-স্বরূপ কিরূপে জানিব ? তবে কি তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন অথবা সুস্পষ্টভাবে অপ্রকাশ ? ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমুক্তে শিষ্য আহ—তদেতদিতীতি।

তদলৌকিকং পরমাত্মানম্ পরমানন্দরূপং ব্রহ্ম এতদিতি। করতলামলকবদপরোক্ষং ভবাদৃশাঃ নিষ্পন্নযোগা মন্যন্তে। ভবাদৃশাঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কথং রূপাদিহীনব্রহ্ম গ্রহণাসমর্থমানসোঽহং বিজানীয়াম্। তৎকিং দীপ্তিমত্তয়া ভাসতে তত্রাপি বিস্পষ্টং প্রকাশতে, উত তেজোন্তরসংবলনান্ন বিস্পষ্টং প্রকাশত ইতি প্রশ্নঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতাদৃশং ভগবৎস্বরূপং কেবলং তত্ত্বজ্ঞানামেব গম্যং তত্র কথং মাদৃশানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি নিরাশ্বাসঃ সন্ শিষ্যো-নচিকেতাঃ পৃচ্ছতি। যৎ ভগবৎস্বরূপম্ অনির্দ্দেশ্যং নির্দ্দেষ্টুমশক্যং পরমং সুখং সর্ব্বাতিশায়িসুখাত্মকং বস্তু তদেতৎ—তদৈতমাত্মতত্ত্বমিতি কেবলং যতয়ো মন্যন্তে জানন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি ন তু মাদৃশাঃ, এবঞ্চেৎ তৎ ভাতি প্রকাশতে কিম্ অথবা ন ভাতি ন প্রকাশতে? যদি ন প্রকাশতে তর্হি অলং তদ্‌জিজ্ঞাসয়া, অথ প্রকাশতে তর্হি অনির্দ্দেশ্যং কথং প্রকাশতে ইতি ব্রূহি ইত্যেবং শিষ্যস্য প্রশ্নঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের মহিমান্তর বর্ণিত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম-বস্তু 'গুহ্য'; ইহা উপক্রম করিয়া অন্তে তিনি 'একরূপ' ইহাও বলা হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞগণ সেই গুহ্য ব্রহ্মবস্তুকে একরূপ বলিয়া থাকেন এবং সেই একরূপকে আবার অনির্দ্দেশ্য পরমসুখাত্মক বলিয়া মনে করেন; তাদৃশ সুখাত্মক ভগবদ্রূপ আমরা তাঁহার অনুগ্রহব্যতীত কি প্রকারে লাভ করিব? তিনি প্রকাশই হউন বা অপ্রকাশই হউন, তাঁহার প্রসাদ-ব্যতিরেকে অপর কোন উপায়ে তাঁহাকে জানা যায় না।

জিজ্ঞাসু নচিকেতা এই প্রকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই আনন্দ ও শান্তির পরা কাষ্ঠা জানিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, এই সনাতন পরমানন্দ এবং পরমশান্তি-প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা মনে করেন যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই অলৌকিক সর্ব্বোপরি আনন্দস্বরূপ। যাহার নির্দ্দেশ বাক্য ও মনের অগোচর। তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তি সেই পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের অপরোক্ষস্বরূপ কি প্রকারে অনুভব করিতে পারিবে? তিনি কি প্রত্যক্ষে প্রকট হন? যাহা অনুভব করা যাইতে পারে? ইত্যাদি বিচার এক্ষণে নচিকেতার মনে উদয় হইল।

ভগবদ্দর্শনের উপায় শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো-
গুণেষু দারুষিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে॥
দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্ত্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্ব্বস্তনিরীক্ষিতাত্মনে।
অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভিঃ-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ॥" (ভাঃ ৫।১৮।৩৬-৩৭) ॥১৪॥

**শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১৫॥**

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

অন্বয়ানুবাদ—[সেই পরমাত্মতত্ত্বের অপ্রকাশ্যতার হেতু বলিতেছেন] তত্র (সেই জিজ্ঞাসিত পরমাত্মতত্ত্ব-বিষয়ে) সূর্য্যঃ ন ভাতি (সূর্য্য প্রকাশক নহে) ন চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্র ও তারকানিচয়ও তাঁহার প্রকাশক নহে) ইমাঃ (এই দৃশ্যমান) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎপুঞ্জও) ন ভান্তি (প্রকাশক নহে) অয়ম্ (এই প্রকাশক) অগ্নিঃ কুতঃ? (অগ্নি কিরূপে প্রকাশক হইবে?) [কারণ কি? যেহেতু—] ভান্তং (প্রকাশমান) তম্ এব (সেই চৈতন্যময় পরমেশ্বরকেই) অনু (উপজীব্য করিয়া) সর্ব্বং (সূর্য্যাদি সমস্ত বস্তু) ভাতি (প্রকাশশীল হয়) তস্য (তাঁহারই) ভাসা (আলোকে অর্থাৎ চৈতন্য শক্তিতে) ইদং সর্ব্বম্

(এই সমস্ত জগৎ) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ তাঁহারই প্রকাশ-শক্তিতে সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসমূহ প্রকাশশক্তিসম্পন্ন। ইহার দ্বারা নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর হইল) ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীর অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত॥

অনুবাদ—নচিকেতার পূর্ব্ব শ্রুত্যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুদেবতা বলিলেন—ওহে নচিকেতঃ! সেই পরমাত্মতত্ত্ব স্বপ্রকাশ, তথায় সূর্য্য আলোক দেয় না অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করে না, চন্দ্র, তারকাও তাঁহার প্রকাশক নহে, বিদ্যুৎ সমূহও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই দৃশ্যমান অগ্নির কথা আর কি বলিব? সমস্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল প্রকাশময় সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জ্যোতিঃতেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। অতএব তিনি প্রকাশময় কিনা? এই সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত। ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মনো যোগযুগালম্বনায় "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" [শ্বেঃ ৩।৮]। "সদৈকরূপরূপায়েতি" প্রমাণপ্রতিপন্নগুহাশ্রয়-দিব্যমঙ্গলবিগ্রহোঽস্তি। তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মা বিভাতি সর্ব্বাতিশায়ি-দীপ্তিমানিত্যাহ—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি। অয়ং চ মন্ত্রঃ "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" [ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪০] ইতি সূত্রে সর্ব্বতেজসাং ছাদকং সর্ব্বতেজসাং কারণভূতম-নুগ্রাহকং চাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতস্য জ্যোতির্দৃশ্যত ইতি ভাষ্যেণ বিবৃতঃ। ইদং চ ভাষ্যম্। "ন তত্র সূর্য্যঃ" ইত্যাদিমন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থমাহ—সর্ব্বতে-

জসাং ছাদকমিতি। উত্তরার্দ্ধস্য পূর্ব্বপাদার্থমাহ—সর্ব্বতেজসাং কারণ-ভূতমিতি। অনুমানং পশ্চাদ্ভানং তেন কার্য্যকারণভাবঃ সিদ্ধঃ। পৌর্ব্বা-পর্য্যনিয়মো হি কার্য্যকারণভাব ইতি ভাবঃ। চতুর্থপাদার্থমাহ—অনুগ্রাহকমিতি। 'যস্যাদিত্যো মামুপযুজ্য ভাতি' ইত্যাদিশ্রুতিশ্চানু-গ্রাহকত্বে প্রমাণমিতি ব্যাসার্যৈর্বিবৃতম্। তদীয়দীপ্তিসাক্ষাৎকারসং-ভবে তেজোঽন্তরাণামভিভূতত্বং প্রথমার্দ্ধার্থঃ। তেজোঽন্তরোৎপত্তৌ তদুপাদানদ্রব্যানুগ্রাহকত্বরূপং নিমিত্তত্বং তৃতীয়পাদার্থঃ। চাক্ষুষঘশ্মানু-গ্রাহকচন্দ্রাদেরিবোৎপন্নস্যাপি তেজসঃ স্বসংবন্ধেন স্বকার্য্যকারণসামর্থ্যা-ধায়কত্বলক্ষণানুগ্রাহকত্বং চতুর্থপাদার্থ ইত্যপ্যর্থস্তত্রৈব ব্যক্তঃ। অধি-ষ্ঠানব্রহ্মরূপভানব্যতিরিক্তভানশূন্যত্বমধ্যস্তপ্রপঞ্চস্য তৃতীয়পাদার্থ ইতি যৎ পরৈরুচ্যতে তদযুক্তম্। তথা হি সতি ভান্তমিতি কর্ত্রর্থশতৃপ্রত্যয়স্য 'শিষ্যজ্ঞানং প্রকাশত' ইতিবদভেদেঽপি কথংচিৎসংভবেঽপানুভাতীত্যনু-শব্দস্যাযোগাৎ। ন হি দেবদত্তগমনক্রিয়াব্যতিরিক্তগমনক্রিয়াশূন্যে তিষ্ঠতি যজ্ঞদত্তে গচ্ছন্তং দেবদত্তং যজ্ঞদত্তোঽনুগচ্ছতীতি প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ। নন্বু বহ্নিমেব দহন্তময়োঽনুদহতীতি প্রয়োগো দৃষ্টচর ইতি চেন্ন। অয়সঃ পৃথগ্দগ্ধৃত্বাভাবং নিশ্চিতবতস্তৎপ্রতিপিপাদয়িষয়া তাদৃশপ্রয়ো-গস্য সংপ্রতিপন্নত্বাভাবাৎ। নন্বু তদীয়দীপ্তিসাক্ষাৎকারসংভবে তেজোঽ-ন্তরাণামভিভূতত্বমিতি ভবদভিমতার্থোঽপি ন যুজ্যতে। তদীয়দীপ্তি-সাক্ষাৎকারবতামপি মুক্তানাং তেজোঽন্তর্দীপ্তিসাক্ষাৎকারদর্শনেন সজা-তীয়সংবলনাধীনাগ্রহণলক্ষণাভিভবস্যাভাবাদিতি চেদুচ্যতে। বদ্ধ-বিষয়মেবৈতৎ। বদ্ধানাং তৎসাক্ষাৎকারাপ্রসক্তেরিদং কথমিতি চেন্ন। বদ্ধানামেবার্জুনাদীনাং তৎসাক্ষাৎকারদর্শনাৎ। যদ্বা কালিদাসকবৌ পরিগণ্যমান ইতরঃ কুকবিরকবিরিতিবদ্ভাতি। ব্রহ্মণি পরিগণ্যমানে সূর্য্যাদিতেজোঽন্তরং ন ভাতি। অতস্তদেব ব্রহ্মাতিভাস্বররূপশালীতি পূর্ব্বার্দ্ধার্থঃ। তদীয়দীপ্তিসাক্ষাৎকারসংভবে তেজোঽন্তরাণামভিভূতত্বমিতি

ব্যাসার্য্যবচনস্থাপ্যয়মেবার্থঃ। অমুমেবার্থমিতরতেজসাং স্বরূপোৎপত্তৌ ফলজননে চ পরমাত্মানুগ্রহসাপেক্ষত্বপ্রদর্শকেন তমেব ভান্তমিত্যুত্তরার্দ্ধেন প্রথয়তীতি ন দোষ ইত্যেতদবগন্তব্যম্। যদ্বা পূর্ব্বার্দ্ধস্য যথাশ্রুত এবার্থঃ। নম্বতিভাস্বররূপবতি সূর্য্যাদৌ প্রত্যক্ষেণানুভূয়মানেন ন ভাতীতি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং কথমভিধীয়ত ইত্যত্রাহ—"তমেব ভান্তমনুভাতি" ইতি। ইদং চ পরিদৃশ্যমানমাদিত্যাদীনাং ভাস্বররূপং ন স্বাভাবিকমপি তু পরমাত্মদত্তং তদীয়মেব তেজঃ। গীতং চ ভগবতা—

> "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
> যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" [১৫।১২] ইতি।

বিবৃতং চৈতদ্ভগবতা ভাষ্যকৃতা—অখিলজগতো ভাসকমেতেষামাদিত্যাদীনাং যত্তেজস্তন্মদীয়ং তেজস্তৈরারাধিতেন ময়া তেভ্যো দত্তমিতি বিদ্ধীতি। অতো যাচিতকমণ্ডিতপুরুষতুল্যানামেতেষাং ভাস্বররূপশালিনাং ন ভাতীতি ব্যপদেশো যুজ্যত ইতি ভাবঃ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়বল্ল্যাং
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ শিষ্যপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতীত্যাদিনা, তস্য স্বপ্রকাশত্বং ন সূর্য্যাদ্যপেক্ষং তত্তেজইতি যতঃ তত্রপরমাত্মনি সূর্য্যো ন ভাতি ন ভাসয়তে ইত্যর্থঃ, এবং চন্দ্রতারকম্ চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ সমাহারে দ্বন্দ্বৈকবত্ত্বাবঃ ক্লীবত্বাৎ হ্রস্বশ্চ। এবং ইমাঃ সমধিকসমুজ্জ্বলা বিদ্যুতো ন ভান্তি, তৎপ্রকাশকত্বাভাবে অগ্নেঃ কা কথা, 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ'ইতি স্মৃতেঃ। নমু প্রকাশস্বভাবানামেষাং তৎপ্রকাশকত্বাভাবে কোহেতুরিত্যত আহ—তমেবেত্যাদি ভান্তং স্বপ্রকাশং তমনু হেতুত্বেন লক্ষ্যীকৃত্য অনুলক্ষণে ইতি কর্ম্মপ্রবচ-

নীয়তা সর্ব্বং বস্তু ভাতি প্রকাশতে সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং তদধীন-প্রকাশত্বাদিতি ভাবঃ কিং বহুনা তস্য পরমাত্মনঃ ভাসা চৈতন্যশক্ত্যা সর্ব্বমিদং জগৎ বিভাতি প্রকাশতে অতো ব্রহ্মভাস্যানাং সূর্য্যা-দীনাং ন ভাসকস্য তস্য ভাসকত্বং কার্য্যস্য কারণাধীনত্বাৎ তথাচ পারমর্ষসূত্রম্ 'জ্যোতির্দ্দর্শনাদি'তি। অতস্তৎ ন ভাতি ইতি প্রশ্নঃ সমাহিতঃ ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়বল্ল্যাং
'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতার আন্তরিকভাব জ্ঞাত হইয়াই শ্রীযমরাজ বলিতেছেন যে, সেই ব্রহ্মবস্তুকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণ বা বিদ্যুৎ কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নি যে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা আর কি বলিব ? সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বপ্রকাশ-বস্তু, তিনি কখনও পর-প্রকাশ নহেন। এমন কি, সেই স্বপ্রকাশ শ্রীভগবানকে অনুসরণ করিয়াই পরপ্রকাশ সূর্য্য প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু সেই পরব্রহ্মের তেজের দ্বারা এই সমগ্র জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং সূর্য্যাদি যাঁহার তেজের অংশে প্রকাশ পায়, তাহারা কি প্রকারে সেই স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিবে ? শ্রীভগবান্ যখন কৃপাপূর্ব্বক কাহাকেও তাঁহার অপ্রাকৃতস্বরূপ প্রকাশ করেন, তখন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাই,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্ ॥"
(মুঃ ৩।২।৩) (কঠ ১।২।২৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে দেব! হে ভগবন্! যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণা-কণামাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানিতে পারেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥" (ভাঃ ১০।১৩।৫৫)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" (গীঃ ১৫।৬)

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥" (গীঃ ১৫।১২)

অর্থাৎ সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে যে তেজ এবং অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করে, সেই সকল আমারই তেজ জানিবে।

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "জ্যোতির্দর্শনাৎ" (বেঃ সূঃ ১।৩।৪০)

সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের মর্ম্মে পাই,—

'সেখানে সূর্য্যও প্রকাশক নহে, চন্দ্র, তারকাও প্রকাশক নহে' ইত্যাদি শ্রুতি ইহার পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছে, আবার ইহার পরেও 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' অর্থাৎ ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়,—এই উভয় শ্রুতিতেই ব্রহ্মসাধারণ 'ভাস্' ও 'ভয়' শব্দবোধ্য তেজ কথাটি থাকায় উভয় শ্রুতির মধ্যগত 'বজ্র'-শ্রুতির বজ্র-শব্দ দ্বারা কথিত ভয়ঙ্কর বস্তুটি যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। ॥১৫॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়বল্লীর
'তত্ত্বকণা-নাম্নী' অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়া বল্লী

অবতরণিকা—দুর্বিজ্ঞেয় ভগবন্মহিমা যাহাতে বুদ্ধিগম্য হয়, সেইজন্য বৃক্ষরূপক দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রুতিঃ—ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—এষঃ (এই প্রমাণদ্বারা বিদিত) অশ্বত্থঃ (সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ অর্থাৎ শ্বঃ পরদিনে যাহা থাকে, তাহা শ্বত্থ, তাদৃশ নহে) ঊর্দ্ধমূলঃ (যাহার মূল (শিকড়) ঊর্দ্ধে আছে, তাদৃশ অর্থাৎ সর্ব্বোপরি সেই বিষ্ণু যাহার মূল কারণ) অবাক্‌শাখঃ (এবং শাখাগুলি যাহার নিম্নে প্রসৃত অর্থাৎ অব্যক্তাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগৎ প্রপঞ্চ যাহার শাখাস্বরূপ নিম্নে ছড়াইয়া আছে, সেই নশ্বর বৃক্ষ) সনাতনঃ (চিরপ্রবৃত্ত, অনাদি প্রবাহে প্রবহমান), তৎএব (সেই ঊর্দ্ধমূলই) শুক্রম্ (স্বচ্ছ, নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্) তদ্ ব্রহ্ম (তাহাই বিভু, বৃহৎ, বিশ্বব্যাপক ব্রহ্ম) [এবং] তৎ এব অমৃতম্ (তাহাই অবিনশ্বর আনন্দস্বরূপ) উচ্যতে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক কথিত হন) তস্মিন্ (তাঁহাতে) সর্ব্বে লোকাঃ

(পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন) শ্রিতাঃ (আশ্রিত হইয়া আছে) কশ্চন উ (কেহই) তদ্ (সেই ব্রহ্মকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করে না অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না) এতৎ বৈ (ইহাই) তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব জানিও) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—এই যে জগদ্রূপী অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত নশ্বর অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহার মূল শিকড় উর্দ্ধে সকল লোকের উপর বর্ত্তমান এবং ইহার শাখা দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদিস্থাবরান্তরূপে নিম্নে ছড়াইয়া আছে। তাহার মূল সেই শুদ্ধ পদার্থ, কূটস্থ, অবিদ্যাদি মল-সম্পর্কহীন। সেই মূলই ব্রহ্ম বলিয়া সর্ব্ববেদান্তে প্রসিদ্ধ, যেহেতু ইনি সর্ব্বকারণকারণ, তাহাই অমৃত, অবিনশ্বর অথবা নিত্য সুখানুভবস্বরূপ। সত্যলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশভুবন তাঁহাতেই আশ্রিত আছে। কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ নহে সুতরাং তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না, তিনি পুরুষোত্তম। ওহে নচিকেতা! এই সংসার-বৃক্ষের মূলই সেই পরমেশ্বর জানিও ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ঊর্ধ্বমূলো অবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। অয়ং চ মন্ত্রখণ্ড "ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমিতি" গীতাব্যাখ্যানাবসরে ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতঃ। ইত্থং হি তত্র ভাষ্যম্—যং সংসারাখ্য-মশ্বত্থমূর্ধ্বমূলমধঃশাখমব্যয়মশ্বত্থং প্রাহুঃ শ্রুতয়ঃ—'ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ'। 'ঊর্ধ্বমূলমবাক্শাখং বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি' ইত্যাদ্যাঃ। সপ্তলোকোপরিনিবিষ্টচতুর্মুখস্যাদিত্বেন তস্যোর্ধ্বমূলত্বং পৃথিবীনিবাসিসকলনরপশুমৃগকৃমিকীটপতঙ্গস্থাবরান্ততয়াঽধঃশাখত্বমিতি। তল্লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি দর্শয়তি—তদেব শুক্রমিতি। পূর্ব্বমেব ব্যাকৃতোঽয়ং মন্ত্রঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দুর্জ্ঞেয়স্য ভগবন্মহিম্নো বুদ্ধ্যারোহায় প্রসিদ্ধ-লৌকিকদৃষ্টান্তেন তং স্তৌতি ঊর্দ্ধমূল ইত্যাদিনা। ঊর্দ্ধং সর্ব্বোপরিভাগে মূলং শিকাইব মূলমাদিকারণং যস্য সংসারবৃক্ষস্য তাদৃশঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি শ্রুতিঃ তথা অবাক্‌শাখঃ অবাঞ্চঃ দেব-নর-পশু-পক্ষি-কীটাদয়ঃ যস্য শাখারূপেণ বিস্তৃতাঃ, এষঃ প্রমাণপ্রমিতো জগদাখ্যঃ অশ্বত্থঃ শ্বঃ তিষ্ঠতি যঃ স শ্বত্থঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সকারলোপঃ, ন শ্বত্থঃ অশ্বত্থঃ বিনাশী অথচ সনাতনঃ অনাদিত্বাচ্চিরং প্রবৃত্তঃ বৃক্ষো ভবতীতিশেষঃ। যদস্য বৃক্ষস্য মূলং তদেব শুক্রম্ নির্ম্মলং চৈতন্যাত্মজ্যোতির্ম্ময়ত্বাৎ তদেব ব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপং পরমমহত্ত্বাৎ। তদেব অমৃতম্ অবিনাশস্বভাবমুচ্যতে তত্ত্ববিদ্ভিঃ, কথন্তস্য সর্ব্বোপরিবর্ত্তমানত্বং তদাহ—তস্মিন্নিতি তস্মিন্ মূলে জগৎকারণে লোকাঃ সত্যাদয়ঃ সর্ব্বে লোকাঃ শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ অধীন-তয়া বর্ত্তমানাঃ। কশ্চন লোকঃ তন্মূলং পরমেশ্বররূপং ন অত্যেতি নাতিক্রম্য বর্ত্ততে তস্য সর্ব্বকারণত্বাৎ। এতদ্বৈ—জগন্মূলং তৎ পরমেশ্বরস্বরূপং বৈ অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধম্। লোকপ্রসিদ্ধবৃক্ষাদ্ অস্য বৃক্ষস্য ভেদঃ ইতি বোধ্যম্ ॥১॥

তত্ত্বকণা—দুর্গম শ্রীভগবানের মহিমা, সাধুগণের বুদ্ধিতে আরোহণের নিমিত্ত লোকপ্রসিদ্ধ বিষয়ের উপমা দ্বারা তাহা বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন।

সেই সর্ব্বোচ্চ ভগবান্ জগদাখ্য-বৃক্ষের মূলস্বরূপ, দেবাদি অধস্তন শাখাস্বরূপ। এই জগদাখ্য-বৃক্ষ অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত এবং প্রবাহ-রূপে অনাদি। সেই ঊর্দ্ধমূল শ্রীভগবান্ শুক্র অর্থাৎ অবিদ্যাদিমালিন্য-রহিত, বিশুদ্ধ; এবং তিনিই ব্রহ্ম। ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ অমৃত বা অনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং ইহারই আশ্রয়ে সমগ্র লোক অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবন বিরাজিত আছে। কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে

সমর্থ নহে। হে নচিকেতা! তোমার জিজ্ঞাসিত পরমাত্ম-তত্ত্বই এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥" (গীঃ ১৫।১)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শ্রুতিসকল এই সংসারকে উর্দ্ধমূল-বিশিষ্ট, অধঃশাখাযুক্ত, নিত্য অথচ বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ বর্ণন করেন, কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সকল সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষের তত্ত্ব জানেন, তিনি বেদজ্ঞ।

এই শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—"পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি আমাকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা উপাসনা করেন, তিনি গুণসকল অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হন; (গীঃ১৪।২৬)। সেস্থলে যদি প্রশ্ন হয় যে, মনুষ্যরূপী তোমার ভক্তিযোগ দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মভাব হয়? উত্তর—সত্য, আমি মনুষ্যই, কিন্তু সেই আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা পরমাশ্রয়—এই সূত্ররূপ বাক্যের বৃত্তিস্থানীয় এই পঞ্চদশ-অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। গীঃ ১৪।২৬ শ্লোকে যে কথিত হইয়াছে,—'তিনি গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া', এই গুণময়-সংসার কি? কোথা হইতে ইহা প্রবৃত্ত? ত্বদীয় ভক্তির দ্বারা সংসার-অতিক্রমকারী জীবই বা কে? 'ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হয়' এই কথিত বাক্যের ব্রহ্মই বা কি? ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা তুমিই বা কে? ইত্যাদির অপেক্ষায় প্রথমে অতিশয়-উক্তিরূপ অলঙ্কার দ্বারা এই সংসার যে অদ্ভুত অশ্বত্থ বৃক্ষ, তাহাই বর্ণন করিতেছেন। 'উর্দ্ধমূলম্' অর্থাৎ সর্ব্বলোকের উপরে সত্যলোকে প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহৎ-তত্ত্বাত্মক চতুর্ম্মুখ একই মূল যাহার তাহাকে, 'অধঃশাখম্' অধঃ অর্থাৎ

স্বর্গ, ভুবঃ, ভুর্লোকাদিতে অনন্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অসুর, রাক্ষস, প্রেত, ভূত, মনুষ্য, অশ্ব, প্রভৃতি পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর পর্য্যন্ত শাখা যাহার সেই অশ্বত্থকে ধর্ম্ম প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের সাধক বলিয়া উত্তম বৃক্ষকে ব্যাখ্যান্তরে—ভক্তিমান্ জনগণের পক্ষে আগামীকল্য থাকিবে না, এই অর্থে—অশ্বত্থ, নষ্টপ্রায়, এই অর্থ, কিন্তু অভক্তগণের পক্ষে অব্যয়ম—অবিনশ্বর। 'ছন্দাংসি'—'ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ুদেবতাকে শ্বেত ছাগদ্বারা যজ্ঞ করিবেন। সন্তানকামী ব্যক্তি লোকপালসহ ইন্দ্রদেবতাকে যাগ করিবেন।'—ইত্যাদি কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদসমূহ সংসারবর্দ্ধক বলিয়া 'পর্ণানি'—পত্রস্বরূপ। কারণ বৃক্ষ পত্র দ্বারাই শোভা পায়; যিনি তাহা জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। আরও—'এই সংসার উর্দ্ধমূল নিম্নশাখ সনাতন অশ্বত্থ।'—কঠ ২।৩।১।"

সংসারের মূল-আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। তাঁহার বিভিন্নাংশ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া এবং তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াই তদপাশ্রিতা মায়া-শক্তি-উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক সত্যলোকস্থিত ব্রহ্মাকে মূল করিয়া স্বর্গাদিক্রমে দেবতা-গন্ধর্ব্বাদি স্থাবরান্তে বিস্তৃত অধঃশাখাযুক্ত সংসারে অনাদিকাল হইতে নানাবিধ কর্ম্মফল-ভোগের সহিত যে সংসার পরিভ্রমণ করে, তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদন করাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান অধ্যায়ে সংসার-তত্ত্ব-বিষয়েও উপদেশ করিতেছেন।

সংসারের পরিচয় বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত উপমা দিতেছেন। অশ্বত্থ বৃক্ষ যেরূপ অসংখ্য শাখা-পত্র দ্বারা বিরাট্ মহীরুহরূপে বিস্তৃত, এই সংসারও ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদ-শাখায় নানাবিধ আপাতমধুর কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যরূপ পত্র

দ্বারা বিস্তৃত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের নিকট চতুর্ব্বর্গদায়ক আশ্রয়-লাভযোগ্য বিচারিত হইয়া বহুমানিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তগণ ইহাকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রে ছেদনযোগ্য বলিয়া বৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। এবং "ন শ্বঃ স্থাস্যতি" অর্থাৎ আগামীকল্য ইহা থাকিবে না বলিয়াই ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষরূপে বর্ণন করেন। যিনি এই সংসারকে যথাযথরূপে অবগত হন তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা।

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে মায়াবাদিগণের সংসার-মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন করিলেন এবং সংসার-প্রবাহ সত্য এবং নিত্য কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল বা নশ্বর, ইহাই জানাইলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ (ভাঃ ১১।১১।৬) এবং শ্বেতাশ্বতরের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বেঃ ৪।৬) শ্লোকসমূহ আলোচ্য ॥১॥

শ্রুতিঃ—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপ অথবা রক্ষক) মহৎ (বিশ্বব্যাপক মহান্) ভয়ং (দণ্ডধর) উদ্যতং (প্রকাশশালী) ইদং যদ্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) বজ্রম্ (সমস্ত প্রাণীর নিয়ামক ব্রহ্ম ইনি) নিঃসৃতম্ (তাঁহা হইতে উৎপন্ন) সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎকে) এজতি (কম্পিত করিতেছেন অথবা চেষ্টাযুক্ত করিতেছেন) এতৎ (এই বজ্র-ব্রহ্মকে) যে (যাহারা) বিদুঃ (জানে) তে (তাহারা) অমৃতাঃ ভবন্তি (মুক্তির অধিকারী হয়) ॥২॥

অনুবাদ—প্রাণস্বরূপ রক্ষক এবং সর্ব্বলোক-নিয়ামক এই যে বজ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম, যাহা বিভু এবং সর্ব্বভীতিপ্রদ, উহা হইতে উৎপন্ন

এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎকে কম্পিত করিতেছেন, যাহারা এই বজ্রকে অবগত হয় তাহারা অমৃতত্বের অধিকারী ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।

অয়ং মন্ত্রঃ "কম্পনাৎ" [ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৯] ইতি সূত্রে ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতঃ। তত্রামুং মন্ত্রং প্রস্তুত্য কৃৎস্নস্য জগতোঽস্মিন্নঙ্গুষ্ঠমাত্রে পুরুষে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টে স্থিতানাং সর্ব্বেষাং ততো নিঃসৃতানাং তস্মাৎ সংজাতমহাভয়নিমিত্তমেজনং কম্পনং শ্রূয়তে। তচ্ছাসনাতিবৃত্তৌ কিং ভবিষ্যতীতি মহতো ভয়াদ্বজ্রাদিবোদ্যতাৎকৃৎস্নং জগৎকম্পত ইত্যর্থঃ। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যাদিনৈকার্থ্যান্মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি পঞ্চম্যর্থে প্রথমেতি ভাষিতং। বিবৃতং চৈতচ্ছ্রুতপ্রকাশিকায়াম্। প্রাণ ইতি সপ্তম্যন্তপদসামর্থ্যাৎ। স্থিতানামিত্যধ্যাহারঃ। কুতো নিঃসৃতানামিত্যপেক্ষায়াং প্রকৃতস্যৈবোপাদানত্বমাহ—তত ইতি। এজনং কম্পনমিতি। "এজৃ কম্পনে" ইতি হি ধাতুঃ। প্রত্যবায়ভয়াৎ স্বস্বকার্য্যপ্রবৃত্তিঃ কম্পনম্। উদ্যতবজ্রাদিব পরমপুরুষাৎ সংজাতেন ভয়েন কৃৎস্নং জগৎ কম্পত ইত্যর্থ ইতি। অত্র মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি চত্বারি পদানি পঞ্চম্যর্থে প্রথমান্তানি। আদ্যং পঞ্চম্যর্থপদদ্বয়ং ভয়বাচি। উত্তরং তু পদদ্বয়ং তদ্ধেতুভূতপ্রাণশব্দিতপরব্রহ্মপরমিতি দ্রষ্টব্যম্। কেচিত্তু বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ং ভয়ানকমিত্যর্থঃ। মহাভয়ানকোদ্যতবজ্রবৎ স্বস্মান্নিঃসৃতং সকলং জগৎ প্রাণশব্দিতঃ পরমাত্মা কম্পয়তি। এজতির্ণ্যর্থগর্ভ ইত্যমুমর্থং বর্ণয়ন্তি। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

স্পষ্টোঽর্থঃ। "অত এব প্রাণঃ" [ব্রঃ সূঃ ১।১।২৩] ইত্যধিকরণন্যায়াৎপ্রাণশব্দস্য পরমাত্মপরত্বে ন বিবাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কেচিদেতদ্বজ্রশ্রুত্যা বজ্রশব্দস্যাশনিপরত্বমাহুঃ তন্ন প্রসিদ্ধবজ্রস্যাপি কম্পকত্বাৎ তস্য ব্রহ্মপরত্বমিতি বেদান্তদর্শনে কম্পনাদিতি সূত্রে সমর্থিতম্ অস্যার্থশ্চ যথা তত্র সূক্ষ্মা টীকায়াং বিবৃতস্তথোচ্যতে-যদিদং লোকপ্রসিদ্ধ্যাতিরিক্তং কিঞ্চিৎ বজ্রং বর্জ্জয়তি নিয়ময়তীতি ঈশানং ব্রহ্মকর্ত্তৃ, কীদৃশন্তৎ প্রাণ ইতি প্রাণয়তি জীবয়তীতি রক্ষকমিত্যর্থঃ, তথা ভয়ং দণ্ডধরং বিভেত্যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তেঃ, ন তু রাজাদিঃ প্রসিদ্ধোহশনির্বা যতো মহৎ বিভুঃ। উদ্যতঞ্চ সর্ব্বদা প্রকাশশালি, বজ্রাদিকং ন তথা, এতাদৃশং ব্রহ্ম তন্নিঃসৃতম্ উৎপন্নং সর্ব্বং জগৎ নশ্বরং বিশ্বপ্রপঞ্চং এজতি কম্পয়তি অন্তর্ভূতোণ্যর্থঃ, এজয়তীতি বক্তব্যে এজতীতি ছান্দসঃ। এতদ্ এবম্ভূতং বজ্র-ব্রহ্ম যে বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতাঃ মোক্ষভাজো ভবন্তি ॥২॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, এই সমগ্র জগৎ প্রাণাখ্য-শ্রীহরিতে স্থিত, তাঁহা হইতে নিঃসৃত এবং তাঁহার প্রেরণাতেই চেষ্টাশীল, সুতরাং সমগ্র জগতের চেষ্টার আধার ও নিয়ামক পরমেশ্বর। সেই পরমেশ্বর পরম দয়ালু হইয়াও মহান্ ভয়রূপ। সকলে তাঁহা হইতে ভয় পায়। তিনি বজ্রস্বরূপ, সুতরাং সেবকগণ তাঁহার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন, দেবগণ সর্ব্বদা নিয়মানুসারে এই পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত। সেই শ্রীহরিকে বজ্রবৎ মহদ্ভয়দ ও নিয়ামক বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—"কম্পনাৎ" (বেঃ সূঃ ১।৩।৩৯) অর্থাৎ যেহেতু বজ্রের সহিত সমগ্র জগতের পরিচালক, এইজন্যই বজ্র-শব্দে ব্রহ্মই ধর্ত্তব্য। পরমাত্মার প্রাণ-শব্দে সংজ্ঞা ও পরমাত্মা ভয়ের কারণ ইত্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। পরমাত্মা যে ভয়ের হেতু, তাহা কঠোপনিষদের পরবর্ত্তী মন্ত্রেই পাওয়া যাইবে। আর পরমাত্মা যে প্রাণস্বরূপ, তাহা বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত" (বৃঃ ৪।৪।১৮)

'চংক্রমণাৎ' 'চক্র অর্থাৎ চঙ্‌ক্রমণ শব্দটি গত্যর্থকক্রম্‌ ধাতুর যঙ্‌লুক্‌ প্রত্যয়ান্ত ল্যুট্‌ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন' এজন্য সর্ব্বত্র গমন বোধ করাইতেছে।

বজ্রি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বজ্রশব্দের অর্থ নিয়মন অর্থাৎ শাসন এবং খণ্ডিধাতু নিষ্পন্ন খড়্গ শব্দের দুষ্ট-দমন অর্থ বোধিত হওয়ায়, তিনি চক্র, বজ্র, খড়্গ নামে অভিহিত। চক্রশব্দে সর্ব্বপালকত্ব, বজ্রশব্দে সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, খড়্গশব্দে দুঃখমোচকত্ব-ধর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরিই বোধিত ॥২॥

শ্রুতিঃ—ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[ইহাতে শ্রুতি ভগবানের সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রমাণিত করিতেছেন—] অগ্নিঃ (অগ্নি) অস্য (এই পরমেশ্বরের) ভয়াৎ (ভয়ে) তপতি (তাপ দিতেছেন) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) [অস্য—ইহার] ভয়াৎ (ভয়ে) তপতি (আলোক দিতেছেন) ইন্দ্রশ্চ (পর্জ্জন্য দেবও) [ভয়াৎ তপতি —ভয়ে স্বকার্য্য করিতেছেন] বায়ুশ্চ [এবং জগৎ-প্রাণ বায়ুও বহিতেছে] পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু দেবতাও) ধাবতি (দৌড়াইতেছেন, নিজকার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন) ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রুতি শ্রীভগবানের বজ্রত্ব অর্থাৎ নিয়ামকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এই ভগবানের শাসনে অগ্নি দাহ করিতেছেন, সূর্য্য তাপ (প্রকাশ) দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ুও নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। যমও ভয়ে দৌড়াইতেছেন। সমস্ত লোকপালগণের নিয়ন্তা যদি কেহ বজ্রোদ্যতকরের মত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভয়াদগ্নিরিতি (ধাব্) ধাবতিশব্দ ইন্দ্রাদীনাং স্বস্বব্যাপারপ্রবৃত্তিপরঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ শ্রুতিঃ তস্য ভীতিপ্রদত্বং বিবৃণোতি—ভয়াদিতি—লোকরক্ষাহেতবোহি অগ্নিপ্রভৃতয়স্তেষাং স্বস্বকার্য্যে অবহিতত্বং নাভবিষ্যৎ যদি কশ্চিন্নিয়ন্তা নাস্থাস্যৎ। অতো অগ্নিঃ অস্য পরমাত্মনো-ভয়াৎ নিয়মনাদ্ধেতোঃ তপতি দহতীত্যর্থঃ অগ্নের্দাহকত্বং তচ্ছক্ত্যৈবেতি বোধ্যম্। সূর্য্যোঽপি কিরণদানেন জগৎপ্রকাশয়তি তস্মাদেব ভয়াৎ, বায়ুর্যৎ নিয়মেন প্রবাতি তদপি তৎপ্রশাসনাৎ, ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যদেবো যদ্‌যথা-সময়ং বর্ষতি, পঞ্চমী মৃত্যুদেবতাঽপি যৎ প্রাণিনামায়ুর্হরতি এতৎ সর্ব্বং তস্যৈব মহাপুরুষস্য প্রশাসনাৎ। তথাচোক্তং বৃহদারণ্যকে 'এতস্যৈব প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত' ইত্যাদি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ যে বজ্রের ন্যায় ভয়দ অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামক, তাহাই এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে, সেই শ্রীহরির ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য পৃথিবীতে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইন্দ্র, বায়ু ও যম অর্থাৎ মৃত্যুদেবতা স্ব-স্ব-কার্য্যে ধাবিত হইয়া থাকেন।

সারাংশ এই যে, জগতে দেবগণের দ্বারা সমুদয় কার্য্য যিনি নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর, সকলের শাসক ও নিয়ন্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪২)

"যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।৪০) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—ইহ (এই দেহেই) চেৎ (যদি) শরীরস্য (ধৃত শরীরের) বিস্রসঃ (বিস্রংসন অর্থাৎ পতনের) প্রাক্ (পূর্ব্বে) বোদ্ধুং (ভগবত্তত্ত্ব জানিতে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিতে) অশকৎ (সমর্থ হয়) ততঃ (তাহা হইলে) স্বর্গেষু লোকেষু (বৈকুণ্ঠাদি-লোকে) শরীরত্বায় (অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য কলেবর ধারণের নিমিত্ত) কল্পতে (সমর্থ হয়)। [পাঠান্তরে 'সর্গেষু লোকেষু' অর্থাৎ যদি ইহ জীবনে হরি-ভজনের দ্বারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার না হয় তবে সৃজ্যমান পৃথিব্যাদিতে নানা যোনিতে শরীর ধারণ করিতে হইবে] ॥৪॥

অনুবাদ—ইহাতে শ্রুতি সেই জগন্নিয়ামকের তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন,—যদি কেহ এই দেহেই পাঞ্চভৌতিক শরীরপাতের পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবদ্দশায় তাঁহাকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেন তবে তিনি বৈকুণ্ঠাদি লোকে অপ্রাকৃত চিদানন্দাত্মক শরীর লাভ করিবার অধিকারী হন। আর যদি তাঁহাকে জানিতে না পারেন, তবে সৃজনভূমি পৃথিব্যাদি নানালোকে শরীর প্রাপ্তির যোগ্য হয়। অতএব জীবদ্দশায় শ্রীভগবানের স্বরূপাবগতি জীবের কর্ত্তব্য ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইহ চেদিতি। শরীরস্য বিস্রসো বিস্রংসনাৎ-পতনাৎ প্রাগিহ লোকে ব্রহ্ম বোদ্ধুমশকচ্চেচ্ছক্নুবাংশ্চেৎ। বিকরণ-ব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। ততস্তস্মাজ্‌জ্ঞানাভাবাদ্ধেতোঃ সৃজ্যমানসর্ব্বলোকেষু জন্মজরাদিমত্ত্বলক্ষণশীর্যমাণত্বায় ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরপাতাৎপ্রাগে-বাত্মজ্ঞানায় যতেতেতি ভাবঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্য স্বরূপাধিগমফলমাহ—ইহেত্যাদিনা। চেৎ যদি ইহ ইহলোকে অথবা ইহ শরীরে, শরীরস্য বিস্রসঃ পাঞ্চভৌতিক-শরীরপতনাৎ প্রাক্ পূর্ব্বমেব জীবন্নেবেত্যর্থঃ। বোদ্ধুং তৎস্বরূপং জ্ঞাতুম্ উপাসিতুঞ্চ অশকৎ সমর্থো ভবেৎ বিকরণব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। ততস্তর্হি তজ্ জ্ঞানবশাদিত্যর্থঃ, বৈকুণ্ঠাদি লোকেষু শরীরত্বায় অপ্রাকৃত-চিদানন্দাত্মকদেহবত্ত্বায় কল্পতে প্রভবতি অন্যথা সৃজ্যমান সর্ব্বলোকেষু জন্ম-জরা-মরণাদিমত্ত-শরীরত্বায় দেহধারণায় যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতোঽত্রৈব লোকে দেহে বা যাবজ্জীবেৎ তাবৎ ভগবন্তমুপাসীত, এবঞ্চেৎ দেহত্যাগাৎ পরম্ অপ্রাকৃত-চিদানন্দময়-দেহবত্ত্বায় সমর্থোভবতীতি প্রঘট্টকার্থঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বাল্যেই ভগবজ্ জ্ঞানলব্ধ নচিকেতাকে দর্শন করিয়া শ্রীযমরাজ বিস্মিত হইয়া অন্যেও এইরূপ করুক, এই আকাঙ্ক্ষায় সেইরূপ ভগবজ্ জ্ঞানলাভের ফল বলিতেছেন।

মনুষ্যগণ, এই ভৌতিক দেহের পতনের পূর্ব্বে যদি তাদৃশগুণযুক্ত শ্রীহরিকে বিদিত হইতে পারেন, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি লোকে অপ্রাকৃত চিদানন্দাত্মক দেহ লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন।

স্বর্গলোক-শব্দে যে বৈকুণ্ঠকে বুঝায়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"স্বর্গায়লোকায়" (ভাঃ ১।১।৪)

ইহার শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"স্বঃ স্বর্গে গীয়ত ইতি স্বর্গায়ো হরিঃ স এব লোকঃ ভক্তানাং নিবাসস্থানং তস্মৈ তৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"স্বঃ স্বর্গে গীয়তে ইতি স্বর্গায়ো হরিঃ উরুগায় ইতিবৎ তস্য লোকো বৈকুণ্ঠস্তস্মৈ।"

মনুষ্যজীবনে শ্রীহরিভজন করা একান্তকর্ত্তব্য, সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ১১।৯।২৯)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যেও পাই,—
"ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥" (ভাঃ ৭।৬।৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—
"যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়"

অবশ্য হরিভজনের দ্বারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে নানা লোকে জন্ম-জন্ম নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবেই। শাস্ত্রে পাই,—'জলজা নবলক্ষাণি' ইত্যাদি ॥৪॥

অবতরণিকা—বিভিন্ন লোকে পরমাত্মদর্শন বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, তাহাই এই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে—

শ্রুতিঃ—যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে
চ্ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[অয়ং পরমাত্মা—এই পরমাত্মা] আদর্শে (দর্পণে) যথা (দর্পণে যেমন মুখাবলোকন হইয়া থাকে) তথা (সেইপ্রকার)

আত্মনি (জীবাত্মায় অবস্থিত শ্রীভগবান্ শুদ্ধান্তঃকরণে দৃষ্ট হইয়া থাকেন) স্বপ্নে যথা (স্বপ্নে যে প্রকার বস্তুসকল অস্পষ্ট দেখা যায়) তথা (সেই-প্রকার) পিতৃলোকে (পিতৃলোকে পরমেশ্বর দৃষ্ট হইয়া থাকেন) [আবার] যথা অপ্সু (যেমন জলে) পরি ইব (বস্তুর রূপ সম্যক্‌রূপে) দদৃশে (দৃষ্ট হয়) তথা গন্ধর্ব্বলোকে (গন্ধর্ব্বলোকে পরমাত্মা আরও কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়) [কিন্তু] ব্রহ্মলোকে (এক বৈকুণ্ঠলোকেই) ছায়া-তপয়োরিব (যেমন ছায়া ও রৌদ্র অত্যন্ত বিবিক্ত সেইরূপ জীবাত্মা হইতে অত্যন্ত বিবিক্ত পরমাত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়) [এই বৈকুণ্ঠলোক-লাভ অত্যন্ত দুর্ল্লভ অতএব পরমাত্ম-দর্শনের জন্য মানবদেহেই যত্ন করণীয়] ॥৫॥

অনুবাদ—লোকভেদে পরমাত্মদর্শনের প্রকার-ভেদ বর্ণিত হইতেছে। ইহলোকে জীবাত্মা শুদ্ধান্তঃকরণে নির্ম্মল দর্পণে মুখাদি দর্শনের ন্যায় পরমাত্মার দর্শন পাইয়া থাকে। পিতৃলোকে জীবের চিত্ত ঐহিক সংস্কারাচ্ছন্ন থাকে এজন্য স্বাপ্নিক বস্তুদর্শনের মত তাঁহার দর্শন অসম্যক্ হয়। জল-মধ্যে মুখাদি সম্যক্‌রূপে যেমন দেখা যায়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে আরও কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপেই পরমাত্ম-দর্শন হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকে ছায়া ও আতপের মত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পূর্ণ বিবিক্ত-ভাবে প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মনো দুর্ব্বোধত্বমাহ—যথেতি। যথা দর্শে চন্দ্রিকায়া অভাবান্ন স্পষ্টঃ প্রতিভাসস্তথেহ লোক আত্মনীত্যর্থঃ। যদ্বা যথাদর্শে দর্পণে প্রতীয়মানং বস্তু সাক্ষাদ্দৃষ্টবস্তুবৎপ্রত্যঙ্‌মুখত্বাদিকল্পিতা-র্থানবরুদ্ধতয়া নোপলভ্যতে তথেহাত্মবিষয়িণী প্রতীতিরিত্যর্থঃ।

লোকান্তরেঽপি তথেত্যাহ—

যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথা স্বপ্নদর্শনস্য জাগ্রদ্দর্শনবৎ সম্যক্তয়া সংশয়াদিবিরোধিতয়া পুনরনুসংধানযোগ্যত্বাভাবস্তথা পিতৃলোক

ইত্যর্থঃ। যথাঽপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে। যথা জলান্তরস্থ-বস্তুনো নেতরবৎ স্পষ্টপ্রকাশস্তদ্বৎপরিদদৃশ ইব, ন বস্তুতঃ পরিতো দৃশ্যত-ইত্যর্থঃ। গন্ধর্ব্বলোকেঽপ্যাপাততঃ প্রতীতিমাত্রমিত্যর্থঃ।

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। যথা ছায়াতপয়োর্মিশ্রণে শুদ্ধাতপবর্ত্তি-পদার্থবন্নোপলম্ভ এবং ব্রহ্মলোকেঽপি ন সম্যগুপলম্ভঃ। অতো দুরধিগম-মাত্মতত্ত্বমিতি ভাবঃ। যদ্বা ব্রহ্মলোকে যদ্যপি চ্ছায়াতপয়োর্বিবিচ্যোপল-ম্ভবদাত্মানাত্মস্বরূপয়োর্বিবিচ্যোপলম্ভঃ সংভবতি তথাঽপি নাত্রত্যনামাত্ম-তত্ত্বং সুলভমিতি ভাবঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমাত্মদর্শনং হি পৃথগবস্থাসু বিবিধং ভবতি তদেতদ্দৃষ্টান্তেন নিরূপয়তি যথাদর্শ ইতি আদর্শে দর্পণে মুখং যথা দৃশ্যতে তথা বুদ্ধৌ শুদ্ধান্তঃকরণে অধ্যস্তো জীবাত্মনি শুদ্ধ-নিত্য-চৈতন্যানন্দ-স্বরূপঃ শ্রীভগবান্ প্রতিভাতি। যদাঽয়ং জীবঃ পিতৃলোকং গচ্ছতি তদা স্বপ্নে যথা বস্তুপ্রতিভাতি তথৈব ঐহিকসংস্কারাচ্ছন্নমনসা আত্মতত্ত্বং অসম্যগ্‌রূপেণ দৃষ্টং ভবতি, যদাচ গন্ধর্ব্বলোকমাপ্নোতি তদা জলে মুখাদি পরিদৃশ্যত ইব, কিন্তু ব্রহ্মলোকে ছায়াতপয়োরিব জীবাত্ম-পরমাত্মনোর্বিবিক্তয়োরত্যন্তবিবিক্তংস্বরূপং পরিলক্ষ্যতে তস্মাৎ বৈকুণ্ঠ-লোকে জীবাত্ম-পরমাত্মনোর্ভেদঃ সেব্য-সেবকভাবেন সম্যকৃতয়া উপ-লভ্যতে অতো বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্ত্যর্থং যত্নঃ করণীয় ইতি ভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—লোকভেদে পরমাত্মদর্শনের ভেদ বলিতেছেন, যেরূপ মলরহিত দর্পণের সম্মুখে আগত বস্তু দর্পণ হইতে বিলক্ষণ ও স্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণে পরমেশ্বর জীবাত্মা হইতে বিলক্ষণ এবং স্পষ্ট দেখা যায়। যে প্রকার স্বপ্নে বস্তুসমূহ যথার্থরূপে দেখা যায় না বলিয়া স্বপ্নদ্রষ্টা মনুষ্যের বাসনা ও বিবিধ সংস্কারানুসারে কোন বস্তু বিশৃঙ্খলরূপে দেখা যায়, তদ্রূপ পিতৃলোকে পরমেশ্বরের

স্বরূপ যথাবৎ স্পষ্ট না দেখে অস্পষ্ট দেখা যায়, কারণ পিতৃলোকপ্রাপ্ত প্রাণী পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এবং কাহারও সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববৎ জ্ঞান হওয়ার দরুণ তদ্রূপ বাসনাজালে আবদ্ধ থাকে। গন্ধর্ব্বলোক পিতৃলোক হইতে কিছু শ্রেষ্ঠ, এই কারণে যেরূপ স্বপ্নাপেক্ষা জাগ্রদবস্থায় জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত বস্তু কিছু যথাবৎ দেখা যায়, পরন্তু জলের তরঙ্গবশতঃ স্পষ্ট দেখা যায় না, সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে ভোগের লহরীতে চিত্ত দোদুল্যমান থাকে বলিয়া চিত্তস্থ শ্রীভগবানের সর্ব্বথা স্পষ্ট দর্শন হয় না। কিন্তু ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসিগণের ছায়া ও আতপের ন্যায় নিজের স্বরূপ ও পরমাত্মার ভিন্ন স্বরূপ অতিশয় স্পষ্টরূপে সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে। কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকে না।

এই তৃতীয় বল্লীর প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যশরীর এক লোক, ইহাতে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর এবং জীবাত্মা—দুই ছায়া ও আতপের ন্যায় মনুষ্যের হৃদয়রূপ গুহাতে অবস্থিত থাকে, সুতরাং মনুষ্যমাত্রের এই মনুষ্যশরীরে অবস্থানকালেই পরমেশ্বরের ভজনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা উচিত, ইহাই এস্থলে অভিপ্রায়।

ব্রহ্মলোক বলিতে নির্ব্বিশেষ লোক বুঝিলে সেখানেও ব্রহ্মতত্ত্ব অস্পষ্টই ; একমাত্র ব্রহ্মলোক অর্থে বৈকুণ্ঠলোক বুঝিলেই তথায় সেব্য ও সেবকভাবে শ্রীভগবান্ ও জীবাত্মা স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে।

হরিভজনেই জীবনের সাফল্য ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥" (ভাঃ ১০।২২।৩৫)

আরও পাই,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।" (ভাঃ ১১।২০।১৭)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।" (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যে নর-শরীর লাগি' দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে।"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।২০৩) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর জীবাত্মবোধের উপায় বলিতেছেন,—] পৃথক্ (আকাশাদিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) উৎপদ্যমানানাং (জায়মান) ইন্দ্রিয়াণাং (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের, এইপ্রকার শরীরাদিরও) পৃথক্ ভাবম্ (আত্মা হইতে বিলক্ষণতা অথবা পরস্পরের বিলক্ষণতা যেহেতু ইন্দ্রিয়-শরীর-প্রাণাদি উৎপত্তিশীল আর আত্মা নিত্য, চিন্ময়) যৎ চ (আর যে) উদয়াস্তময়ৌ (ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি ও বিনাশ অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় প্রকাশ ও স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থায় লয়, ইহা) মত্বা (জানিয়া) ধীরঃ (বিবেকীব্যক্তি) ন শোচতি (সাংসারিক শোক-দুঃখ ভোগ করে না অর্থাৎ মুক্ত হয়) ।৬।

অনুবাদ—জীবাত্মজ্ঞানের প্রকারান্তর বলিতেছেন। শরীরেন্দ্রিয়াদিতে আত্ম-বোধই জীবের সংসারের কারণ, ইহার নাম অবিদ্যা, তাহার

বিপরীত জ্ঞানের নাম বিদ্যা। ইন্দ্রিয়, শরীর, প্রাণ ইহারা পৃথক্ পৃথক্ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং উদয়াস্ত ইহাদের আছে অর্থাৎ জাগ্রদ্দশায় ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি এবং নিদ্রা ও সুষুপ্তি অবস্থায় ইহাদের বৃত্তি লয়, কিন্তু আত্মা চিন্ময় ও নিত্য, তাহা কিছু হইতে উৎপন্ন হয় না অতএব শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে জীবাত্মা বিলক্ষণ, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীব আর সংসার-দুঃখ ভোগ করে না ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। পৃথগ্ভূতানামুৎপদ্যমানানামিন্দ্রিয়াণাম্। ইন্দ্রিয়াণামিত্যেতদ্দেহাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। যদিতি স্বব্যয়ং যাবিত্যর্থে। যাবুৎপাদবিনাশৌ যশ্চ পরস্পর-বৈলক্ষণ্যলক্ষণপৃথগ্ভাবশ্চ তান্সর্ব্বানিন্দ্রিয়াদিগতান্মত্বা ধীরো ন শোচ-তীত্যর্থঃ। পরস্পরবৈলক্ষণ্যোৎপাদবিনাশা জ্ঞানৈকাকারে নিত্য আত্মনি ন সন্তীতি জ্ঞাত্বা ন শোচতীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—জীবাত্মস্বরূপবোধে প্রকারান্তরমাহ—ইন্দ্রিয়াণা-মিতি। পৃথক্ বিলক্ষণকারণবিশেষাৎ আকাশাদিতঃ, উৎপদ্যমানানাম্ জায়মানানাং এতেন ইন্দ্রিয়েভ্য আত্মনোবৈলক্ষণ্যম্ সূচিতম্। ইন্দ্রিয়াণাম্ চক্ষুরাদি-জ্ঞানকরণানাম্ ইন্দ্রিয়পদং শরীরাদীনামুপলক্ষকম্। পৃথগ্ভাবম্ পরস্পরবৈলক্ষণ্যম্, আত্মব্যতিরিক্ততাং বা, যৎ চ যাবপি উদয়াস্তময়ৌ জাগ্রদ্দশায়াং বৃত্তেরভিব্যক্তিঃ স্বপ্নসুষুপ্ত্যোশ্চ অস্তময়ং বৃত্তিলয়শ্চ এতেনাপি আত্মনোবৈলক্ষণ্যমবগন্তব্যম্। এতৎ সর্ব্বং মত্বা বিদিত্বা ধীরো বিবেকী পুরুষো ন শোচতি ন শোকভাগ্ ভবতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ 'তরতি শোকমাত্মবিদি'তিশ্রুত্যন্তরাৎ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়ের অনুভবরূপ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্নরূপে উৎপন্ন এই ইন্দ্রিয়গণের যে পৃথক্ পৃথক্

ভাব, তথা জাগ্রদবস্থায় কার্য্যশীলতা এবং সুষুপ্তিকালে লয়রূপ পরিবর্ত্তন-শীলতা প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ইহাই অবগত হইতে পারেন যে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-আদি, যাহার সংঙ্ঘাতরূপ এই শরীর, তাহা আমি নহি,আমি ইহা হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ, নিত্য, চেতন বস্তু, সর্ব্বথা বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বদা জ্ঞানস্বরূপ, এঁইরূপ আত্মজ্ঞানীর কোনপ্রকার শোক থাকে না। তিনি সর্ব্বদা দুঃখ ও শোকরহিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অতঃ কায়মিমং বিদ্বানবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুষজ্জতে॥"

(ভাঃ ৪।২০।৫) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয় হইতে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ) মনসঃ (মন হইতে) সত্ত্বং (বুদ্ধি) উত্তমম্ (প্রধান) সত্ত্বাৎ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী জীবাত্মা) অধি (অধিক), মহতঃ (সেই জীবাত্মা হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত শক্তি) উত্তমম্ (প্রধান) ॥৭॥

অনুবাদ—পরমাত্মা সর্ব্বাতিগ, তাঁহাকে বাহিরে অবগত হওয়া যায় না, যেহেতু তিনি সব তত্ত্বেরই আন্তর প্রত্যগাত্মস্বরূপ। ইহাই বিবৃত করিতেছেন—শরীর-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত শক্তি শ্রেষ্ঠ ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দেহবিবিক্তপ্রত্যগাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেঽপি ভগবচ্ছরণাগতিরেবোপায় ইতি পূর্ব্বোক্তং শরণবরণমেব প্রতিপাদয়তি—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমিত্যাদিনা মন্ত্রদ্বয়েন ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবতঃ সর্ব্বাতিগত্বং তত্ত্বতারতম্যান্তগতত্বেনাবগন্তব্যম্ ইত্যাহ—ইন্দ্রিয়েভ্য ইত্যাদিনা। মনোহি ইন্দ্রিয়াণাং প্রেরকত্বাৎ তদপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠমিতি এবং বুদ্ধের্নিশ্চয়রূপত্বাৎ মনসঃ প্রাধান্যং, বুদ্ধেরপি জীবাত্মা প্রকৃষ্টঃ বুদ্ধেঃজীবভোগজনকত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ জীবাত্মসকাশাৎহেয়ত্বমিতিবোধ্যম্, তস্মাজ্জীবাৎ মায়াশক্তিঃ পরমা, তস্যাঃ স্বরচিতে দেহাদৌ জীবস্যাভিব্যঞ্জকত্বাদেবং ক্রমেণ উৎকর্ষঃ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়বল্ল্যাং বিবৃতঃ, অত্রতু পরমপুরুষস্য ব্যাপকত্বাৎ অলিঙ্গত্বাচ্চ প্রাকৃতভৌতিকদেহরহিতত্বাচ্চ সর্ব্বোত্তমত্বজ্ঞানে সর্ব্ববাক্যানাংমহাতাৎপর্য্যমিতি জ্ঞাপয়িতুং পুনর্ব্বচনম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—তত্ত্বের তারতম্য বিচার পূর্ব্বক শ্রীভগবত্তত্ত্বকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহার আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। তাহাই দুইটি শ্রুতিমন্ত্রে জানাইতেছেন।

ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক। নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বুদ্ধি সংকল্প ও বিকল্পাত্মক মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও ভোগকারী বলিয়া জড়ের ভোক্তা জীব শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাহাকেও মায়া আকর্ষণ করে বলিয়া মায়ার শ্রেষ্ঠত্ব।

এবিষয়ে এই উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর দশম ও একাদশ মন্ত্রের 'তত্ত্বকণা' দ্রষ্টব্য।

দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥

(ভাঃ ১১।১০।৮) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—অব্যক্তাৎ তু (কিন্তু সেই মায়া হইতেও) পুরুষঃ (পরমাত্মা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) [যেহেতু তিনি] ব্যাপকঃ (সর্ব্বাধিক ব্যাপক, যেহেতু ব্যাপক আকাশাদিরও তিনি কারণ) অলিঙ্গ এব চ (কিন্তু তিনি প্রাকৃত ভৌতিক দেহরহিত, তাঁহার অনুমাপক প্রাকৃত কোনরূপ ধর্ম্ম নাই) তং (সেই পুরুষোত্তমকে) জ্ঞাত্বা (আচার্য্যোপদেশ ও শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া ভজন করিলে) জন্তুঃ (জীব) মুচ্যতে (মুক্ত হয় অর্থাৎ জীবদ্দশায় অবিদ্যাদি হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হয়) অমৃতত্বঞ্চ (এবং শরীরপাতের পর বিমুক্ত ও পার্ষদশরীরে নিত্যানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৮॥

অনুবাদ—মায়া হইতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপক এবং অনুমাপক প্রাকৃত ধর্ম্মরহিত, তাঁহার স্বরূপ আচার্য্যোপদেশে ও শাস্ত্রানুসারে জানিয়া শরণাগতিমূলে ভজন করিতে পারিলে মনুষ্য জীবদ্দশায় অবিদ্যাদি-গ্রন্থি মুক্ত হয় এবং শরীরপাতের পর বিমুক্তি লাভ করে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ পরমানন্দময় পরব্রহ্মের নিত্য সেবানন্দ প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অব্যক্তাত্তু…গচ্ছতি। ইন্দ্রিয়েভ্য ইত্যেতদর্থানামপ্যুপলক্ষণম্। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ"

[কাঃ ১।৩।১০] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ। সত্ত্বশব্দো বুদ্ধিপরঃ। "মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ" [কাঃ ১।৩।১০] ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। অলিঙ্গো লিঙ্গাগম্যঃ। পরত্বং চ বশীকার্য্যতায়াং বিবক্ষিতম্। পরস্য চ বশীকরণং শরণাগতিরেব। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদ্যপি মায়াপ্রকৃতিরপি অব্যক্তং তস্মাৎ কথং অব্যক্তস্য পরমাত্মনঃ প্রাধান্যং তত্র হেতুরুচ্যতে—ব্যাপকঃ সর্ব্বব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ ব্যাপকঃ সর্ব্বস্য কারণত্বাৎ। তথা অলিঙ্গঃ প্রাকৃত-সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ অনুমানেন অগম্য ইতি যাবৎ প্রকৃতেস্তু মহত্তত্ত্বাদিলিঙ্গৈরনুমেয়ত্বাৎ ন অলিঙ্গত্বম্, তর্হি তজ্‌জ্ঞানং কথং স্যাৎ 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'ইতি শ্রুতেরাচার্য্যত এব ইতি ধ্যেয়ম্। কিং তস্য জ্ঞানফলং তত্রাহ—তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে তং পুরুষম্ আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চাধিগম্য ভজনমবলম্ব্য জন্তুঃ জীবঃ অবিদ্যাদিহৃদয়গ্রন্থিভ্যো জীবন্নেব মুক্তো ভবতি, শরীর পাতানন্তরম্ অমৃতত্বং (মোক্ষং পুনরাবৃত্তিরাহিত্যং পার্ষদগতিঞ্চ) গচ্ছতি (লভতে) ॥৮॥

তত্ত্বকণা—মায়া বা প্রকৃতি হইতেও মায়াধিপতি পরমপুরুষ পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বাধিপতি কিন্তু তিনি প্রাকৃত রূপাদিরহিত এজন্য অননুমেয়। সুতরাং শরণাগতিই একমাত্র তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, মায়ার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মায়াধীশ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করা। শ্রীভগবান্ শরণাগত জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মায়ারূপ যবনিকা অপসারণ করিলেই জীব মায়ামুক্ত হয় এবং ভগবদ্দর্শনলাভে সমর্থ হয়। নতুবা ভাগ্যহীন জীব সন্নিকটে থাকিয়াও সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে জানিতে পারে না; যাঁহাকে জানিলে জীব মায়াবন্ধন হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দমস্য চ॥
মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৩।৩৯-৪০)

মায়া যে জীবের পক্ষে দুস্পারা, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্॥"

(ভাঃ ৮।৫।৩০)

মায়া যে শ্রীভগবৎ-কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মা-রুদ্রাদির দ্বারাও উত্তীর্ণ হয় না, তাহাও দেবগণের বাক্যে পাই,—

"বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥"

(ভাঃ ১০।৫১।২০)।

শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন,—"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।"

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতেও পাই,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।"

(শ্বেঃ ৩।৮)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যে করয়ে বন্দী, ছাড়য় সেই সে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩১) ॥৮॥

অবতরণিকা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাকে জানিলে জীব মুক্ত হয়, কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তিনি অরূপ, অনমুমেয় এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন—

**শ্রুতিঃ—ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥৯॥**

অন্বয়ানুবাদ—[এই প্রাকৃতশরীররহিতের যেরূপে জ্ঞান হয়, তাহা বলিতেছেন] অস্য (এই পরমেশ্বরের) রূপম্ (স্বরূপ) সন্দৃশে (নিজের প্রাকৃত চক্ষুঃ সমীপে প্রত্যক্ষবিষয়রূপে) ন তিষ্ঠতি (থাকে না) কশ্চন (কোন লোক) এবং (এই পরমেশ্বরকে) চক্ষুষা (প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) ন পশ্যতি (দেখে না, অবগত হয় না) [তবে

কিরূপে সেই পরমেশ্বরের দর্শন হইবে? তিনি] হৃদা (শ্রবণ, মনন, ধ্যানাদি ভক্তি-সাধন-সমন্বিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে) মনসা (নির্ম্মল মন দ্বারা) মনীষা (বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে) অভিকॢপ্তঃ (বিষয়ীকৃত হন অর্থাৎ তাঁহার দর্শন লাভ হয়), যে (যাঁহারাই) এতৎ (এই পরম পুরুষকে) বিদুঃ (জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাঁহারাই অমৃতত্ব লাভ করেন) ॥৯॥

অনুবাদ—যদিও শ্রীভগবানের স্বরূপ জড়েন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষরূপে সম্যক্ জ্ঞান-বিষয় নহেন এবং প্রাকৃত চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয় দ্বারাও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহা হইলেও তিনি শ্রবণ-মননাদি-ভক্তি-সাধনসম্পন্ন বিশুদ্ধ হৃদয়ে নির্ম্মল মনের দ্বারা এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে বিষয়ীকৃত হইয়া থাকেন অর্থাৎ দর্শনের বিষয়ভূত হন। যাঁহারা ইঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা মুক্ত হন ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন সন্দৃশে তিষ্ঠতীতি। অস্য রূপং স্বরূপং বিগ্রহো বা ব্যাপকত্বাদেব সংদর্শনবিষয়েঽভিমুখতয়া ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অথবা দৃশ্যং নীলরূপাদিকং নাস্তীত্যর্থঃ। অত এব—

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। হৃদা মনীষেত্যাদি। অয়মংশঃ 'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।১] ইত্যত্র ব্যাসার্য্যৈঃ—'হৃদেতি ভক্তিরুচ্যতে। মনীষেতি ধৃতিঃ।' "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।" ইতি পূর্ব্বার্দ্ধমেকরূপং পঠিত্বা—

"ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ সমাহিতাত্মা জ্ঞানস্বরূপং পরিপশ্যতীহ।"

ইতি মহাভারতে উক্তম্। অভিকॢপ্তো গ্রাহ্য ইতি বিবৃতঃ। ধৃত্যা চ সমাহিতাত্মা ভক্ত্যা পুরুষোত্তমং পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" [গীঃ ১১।৫৪] ইত্যনেনৈকার্থ্যাদিতি বেদার্থসংগ্রহে প্রতিপাদিতম্। য এনং বিদুরিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রাকৃতরূপাদিলিঙ্গহীনস্য তস্য জ্ঞানং ন চক্ষুরাদিভিরনায়াসসাধ্যম্, কিন্তু ভক্তিমূল-শ্রবণাদি-সংস্কৃতেন মনসেত্যাহ—ন সন্দৃশে ইত্যাদি। অস্য নানাবতারনিদানীভূতস্য মূলরূপস্য রূপম্ স্বরূপং সন্দৃশে সম্যক্ দর্শনায় ন তিষ্ঠতি ন কল্পতে, বস্তুস্বভাবোদুর্দ্দর্শইত্যুক্ত্বা করণসাহায্যেনাপি দুর্দ্দর্শত্বমাহ—কশ্চন কোঽপি জনঃ এনং অবতারনিদানং পরমেশ্বরং প্রাকৃতচক্ষুষা ইতি করণানামুপলক্ষণম্ চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ ন পশ্যতি ন প্রত্যক্ষবিষয়ীকরোতি, তর্হি কেন পশ্যতীত্যত আহ—হৃদেতি হৃদা—ভক্ত্যা, মনীষা—ধৃত্যা, মনসা—সমাধিনা অভিকॢপ্তঃ প্রাপ্যোঽয়ং ভবতি তথাচোক্তং মহাভারতে "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্। ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ সমাহিতাত্মা, জ্ঞানস্বরূপং পরিপশ্যতীহে"তি। 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য' ইতি চ স্মৃতিঃ। 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্য' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'ইতিপ্রতিষেধস্তু পামরাগোচরত্বাৎ কাৎ´স্ন্যাগোচরত্বাদ্বাঽবসেয়ঃ। 'অপ্রাণোহ্যমনা' ইতি চ তদনধীনস্থিতিজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ প্রাকৃতাবিষয়ত্বাৎ সমাধেয়ঃ। অভিব্যক্তং চৈতৎ বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে প্রথম সূত্রে। তম্ আত্মানং যে বিদুঃ পরমেশ্বরত্বেন জানন্তি তে অমৃতা ভবন্তি, পূর্ব্বং মুচ্যত ইতি একবচনোক্ত্যা জ্ঞানিষ্বেকস্যৈব মুক্তিশঙ্কাং নিবর্ত্তয়তি তথাচ সূত্রম্—'অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্' ইতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জীব মুক্ত হয়। কিন্তু ঐ পরমপুরুষ সর্ব্বব্যাপক ও প্রাকৃতদেহ-রহিত বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না। তিনি অব্যক্তৈকস্বভাব এবং অচিন্ত্যমহিমাযুক্ত। অতএব বস্তুস্বভাব দুর্দ্দর্শ বলিয়া করণ অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিও তথায় শক্তিযুক্ত হয় না; সেই জন্যই বলিতেছেন—'ন চক্ষুষা' এস্থলে চক্ষু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের

উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার অনুভব লাভ হয় না।

তবে যদি বলা হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, শরণৈকমূল শ্রবণ-মনন-ধ্যান-ভক্ত্যাদি সাধনজনিত বিশুদ্ধ মনের দ্বারা এবং ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা অথবা মনীষা অর্থে ভক্তিসুলভ ধৈর্য্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ অভিক্লৃপ্ত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হন—কৃপাপূর্ব্বক ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া দর্শন দান করেন। পূর্ব্বে মুক্ত হন, এস্থলে এক বচনের উক্তি থাকায় জ্ঞানিগণের মধ্যে একজনই মুক্ত হন, এই আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতে হইবে, যাঁহারাই তাঁহাকে ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্ত হন।

যেমন শ্রীগীতায় পাই,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (গীঃ ৭।১৪) কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্রুতি-কথিত শ্রবণ, মনন, ধ্যান সকলগুলিরই অনুষ্ঠানে মোক্ষ হইবে; কিন্তু বেদান্তসূত্রকার বলিয়াছেন যে, ধ্যানাদি সকলগুলির অনুষ্ঠানেই মুক্তি হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে প্রত্যেকটি সাধনের দ্বারাও মুক্তি-লাভ সম্ভব। এ-বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত অথর্ব্ববেদোক্ত "এতদ্ যো রসতি ভজতি সোঽমৃতো-ভবতি" এই মন্ত্রের সহিত কোন বিরোধ নাই। তাই সূত্রকার বলিলেন,—"অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাম্"

(বেঃ সূঃ ৩।৩।৩২)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

" 'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥

'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ সাধন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩০-১৩১)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ধৃত শ্লোক,—
"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্‌ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥"
শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে জানা দুষ্কর।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই,—
"স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্॥" (ভাঃ ২।৪।১৯)

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকেও বলিয়াছেন,—
"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"॥
(ভাঃ ২।৯।৩১)॥৯॥

শ্রুতিঃ—যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[ভগবৎ-কৃপায় প্রত্যাহার-সিদ্ধ ধারণাই সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান উপায়—ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন,—] যদা (যখন) পঞ্চ জ্ঞানানি (জ্ঞান-সাধন পাঁচটি ইন্দ্রিয়) মনসা সহ (মনের সহিত) অবতিষ্ঠন্তে (বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি লাভ করে)

বুদ্ধিশ্চ (এবং বুদ্ধিও) ন বিচেষ্টতি (ভোগ্যবিষয় লইয়া ব্যাপার করে না) তাম্ (সেই প্রত্যাহারকেই) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠ যোগসাধন) আহুঃ (পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন) ॥১০॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীবের যে অবস্থায় জ্ঞান-সাধন চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় স্ব-স্ব-বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে না, কেবলমাত্র শ্রীভগবানেই স্থিতি লাভ করে, সেই অবস্থাকেই যোগের পরম সাধন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদা পঞ্চেতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞানানীন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। "সপ্তগতেঃ" [ব্রঃ সূঃ ২।৪।৫] ইত্যধিকরণে ব্যাসার্যৈস্তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ।

অধ্যবসায়োপেতং মন এব বুদ্ধিশব্দেনোচ্যতে। অতএব তত্র ভাষ্যম্—"অধ্যবসায়াভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদান্মন এব বুদ্ধ্যহংকারচিত্তশব্দৈ-র্ব্যপদিশ্যত" ইতি। শরীরান্তঃসংচরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিরিতি তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদুক্তং ধৃত্যা সমাধিনা চ স জ্ঞেয় ইতি সা ধৃতিঃ কীদৃগিত্যুচ্যতে যদেত্যাদিনা যদা যস্মিন্ কালে পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকানি জ্ঞানানি জ্ঞায়তে এভিরিতি করণে ল্যুট্ জ্ঞানসাধনানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতানি সন্তি একস্মিন্ পরমাত্মনি স্থিরাণি ভবন্তি এতেন প্রত্যাহার-ধারণারূপৌ যোগোপায়ৌ প্রদর্শিতৌ। তথা বুদ্ধিশ্চ অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিরপি ন বিচেষ্টতে ভগবদিতর ব্যাপারেষু ন প্রবর্ত্ততে তাং উক্তরূপামবস্থাং পরমাং গতিম্ তত্ত্বজ্ঞানস্য প্রকৃষ্টোপায়ং পণ্ডিতা আহুঃ বদন্তি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—যখন জ্ঞানের সাধন চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া শ্রীভগবানে নিবেশিত হয় এবং বুদ্ধিও ভোগ্য-বিষয়-নিশ্চয়ে ব্যাপৃত না হইয়া শ্রীভগবানেই স্থির হয়, সেই অবস্থাকেই যোগিগণ পরমা গতি বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ॥"

(ভাঃ ৩।৩২।২৭) ॥১০॥

অবতরণিকা—প্রশ্ন হইতেছে—উক্তরূপ অবস্থা তো প্রত্যাহার, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ হইবে কেন? যেহেতু ধ্যান-সমাধিরূপ যোগই পরমা গতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সমাধান শ্রুতি করিতেছেন—

**শ্রুতিঃ—তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥১১॥**

অন্বয়ানুবাদ—তাং (সেই পূর্ব্ববর্ণিত) স্থিরাম্ (অচঞ্চল) ইন্দ্রিয়-ধারণাম্ (বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত ইন্দ্রিয়বর্গের ভগবানে ধৃতিকেই) যোগমিতি (যোগ বলিয়া) [পণ্ডিতগণ] মন্যন্তে (মনে করেন) [কেন না] তদা (সেই অবস্থায়) [যোগী] অপ্রমত্তঃ ভবতি (সমাধিস্থ হয়, বহির্বিষয়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধ প্রাপ্ত হয়) হি (যেহেতু) প্রভবাপ্যয়ৌ (ইষ্টের উৎপত্তি ও অনিষ্টের নিবৃত্তিই) যোগঃ (যোগশব্দ-বাচ্য) ॥১১॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক ভগবদ্-বিষয়ে স্থির-ধারণাকেই পণ্ডিতগণ ধ্যানসমাধি-লক্ষণ যোগ বলিয়া

মনে করেন। কেন না, তৎকালে যোগী অপ্রমত্ত হয়, সমাধি-বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীভগবানে চিত্তনিবিষ্টতার জন্য সর্ব্বদাই প্রযত্নবান্ হয়। যদি বুদ্ধি প্রভৃতির ঈশ্বর ভিন্ন অপর বিষয়ে চেষ্টা বিরত হয়, তবে যোগী অপ্রমত্ত হইবেই। যেহেতু যোগ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ উভয় ধর্ম্মসম্পন্ন ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তাং যোগমিতি। তাং পূর্ব্বমন্ত্রনির্দ্দিষ্টাং বাহ্যাভ্যন্তরকরণধারণাং পরমাং গতিং যোগমিতি মন্যন্তে। উক্তং চ ব্যাসার্য্যৈঃ—"পরমা গতির্যোগ ইত্যর্থঃ" ইতি।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি। ইন্দ্রিয়াণাং নির্ব্ব্যাপারত্ব এবাবহিতচিত্ততা ভবতি। চিত্তাবধানং কিমর্থমিত্যত্রাহ—

যোগো হি প্রভবমপ্যয়াবিতি যোগস্য প্রতিক্ষণমপায়শালিতয়াঽবধানমপেক্ষিতমিতি ভাবঃ। যদ্বা, ইষ্টপ্রভবানিষ্টাপ্যয়লক্ষণসর্ব্বপুরুষার্থসাধনত্বাদ্‌যোগস্য তত্রাপ্রমত্ততয়া ভবিতব্যমিত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ বর্ণিতা অবস্থা প্রত্যাহাররূপা সা কথং পরমা-গতিঃ স্যাৎ সমাধেরেব তথাত্বাৎ ইতি চেন্নামমাত্রে বিবাদঃ, স্থিরাং ইন্দ্রিয়ধারণাম্ অচঞ্চলাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পরমাত্মনি বিনিযুক্তিমেব যোগম্ ইতি যোগস্বরূপং পণ্ডিতা আহুঃ বদন্তি এতেন 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ' ইতি যোগসূত্রকৃন্মতং রক্ষিতং ভবতি। তাদৃগবস্থায়াঃ সমাধেরবিলক্ষণত্বাচ্চ নোক্তশঙ্কাবকাশ ইতি ধ্যেয়ম্। তত্র কারণম্—অপ্রমত্তস্তদা ভবতীতি তদা তস্যামবস্থায়াং যতো যোগী অপ্রমত্তো স্বেষ্টাৎ অপ্রচ্যুতো ভবতি। হি যতঃ প্রভবাপ্যয়ৌ প্রভবশ্চ ইষ্টলাভশ্চ অপ্যয়শ্চ অনিষ্ট-নিবৃত্তিশ্চ যোগশব্দেনোচ্যেতে। ইষ্টানিষ্ট-লাভ-নিবৃত্তিকারণত্বাৎ যোগস্য তথাত্বমুপচারাৎ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে প্রত্যাহারকে পরমসাধন কি প্রকারে বলিতে পারা যায়? তদুত্তরে বলা হইতেছে

যে, ধ্যানলক্ষণ-সমাধিই যোগ, তাহা উহাতে থাকে, অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত-ইন্দ্রিয়গণ শ্রীভগবানের ধ্যানেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শ্রীভগবানে স্থির-ধারণাকেই যোগ বলা হয়। এইরূপ অনুভবকারী যোগী মহানুভবতাসম্পন্ন ; অর্থাৎ তখন তাঁহার ভগবদিতর বিষয়-দর্শনরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রমাদরহিত অবস্থায় ইষ্টের উদয় ও অনিষ্টের পরিহার হয়।

অতএব পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধককে নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত যোগযুক্ত হইয়া ভগবদ্-ভজনে নিরত থাকা কর্ত্তব্য।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥" (গীঃ ৬।২৬-২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্নন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ॥"

(ভাঃ ১০।২০।৪১) ॥১১॥

অবতরণিকা—কেন যে ধৃতি ও সমাধি আশ্রয়ণীয়, তাহার কারণ বলিতেছেন—

শ্রুতিঃ—নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[যেহেতু পরমাত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয় অতএব গুরূপদেশমাত্রই তত্ত্বাবগমের হেতু। পরমাত্মা কেন দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তাহার হেতু দেখাইতেছেন]

[পরমাত্মা] ন এব বাচা (ভাষা দ্বারা বোদ্ধব্য নহেই) মনসা (মনের দ্বারা) ন (নহে) চক্ষুষা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) প্রাপ্তুং (জ্ঞেয় হইতে) ন শক্যঃ (পারেন না) [অথচ, অস্তি ইতি—জগতের মূলকারণস্বরূপে তিনি] অস্তি (আছেন) ইতি (এই) ব্রুবতঃ (উপদেশকারী গুরু ব্যতীত) অন্যত্র কথং (অন্য কি উপায়ে) তৎ (সেই শ্রীভগবানের স্বরূপ) উপলভ্যতে (উপলব্ধির বিষয় হইবে ?) ॥১২॥

অনুবাদ—যেহেতু পরমাত্মা বাক্য দ্বারা জ্ঞেয় নহেন, মন দ্বারা বোধ্য নহেন, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহেন, সেইহেতু আস্তিক্যবাদী উপদেষ্টা গুরু-ভিন্ন অন্য কোথায় কোন উপায়ে সেই পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইবে ? অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রাকৃত বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় দ্বারা গম্য নহে, তাহা হইলে আস্তিকতাপূর্ণ শাস্ত্রার্থানুসারী বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন নাস্তিকের দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব কি প্রকারে উপলব্ধ হইবে ? অভিপ্রায় এই—জগতের মূলকারণ সৎস্বরূপ যদি কেহ না থাকিতেন তবে জগৎ অসদ্রূপ হইত, অধিষ্ঠানের সত্যতাতেই তাহার সত্যতা উপলব্ধি হইতেছে, অতএব মূলকারণ পরতত্ত্ব একটি আছেন, ইহা মানিতেই হইবে ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নৈব বাচেতি। স্পষ্টোঽর্থঃ।

প্রাণবাদে "সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ" ইতি [ব্রঃ সূঃ ২।৪।৫] ইন্দ্রিয়াণি সপ্তৈব। "সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত' [মুঃ ২।১।৮) ইতি সপ্তানামেব পরলোকগতিশ্রবণাৎ। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে" ইতি যোগদশায়ামিন্দ্রিয়াণাং পরিগণিতত্বাচ্চ সপ্তৈবেতি প্রাপ্ত উচ্যতে। 'হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্' [ব্রঃ সূঃ ২।৪।৬] শরীরে স্থিত আদানাদি-

লক্ষণকার্য্যোপযোগিত্বাদন্তাদয়োঽপীন্দ্রিয়াণ্যেব। অতো নৈবম্। "দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" [বৃঃ ৩।৮।৪]। আত্মশব্দেন মনোঽভিধীয়তে। "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ"। "একাদশং মনশ্চাত্রেতি" শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ন্যূনসংখ্যাবাদা উপকারবিশেষাভিপ্রায়াঃ। অধিকসংখ্যাবাদাশ্চ মনোবৃত্তিভেদাদিতি স্থিতম্। অমুমেবার্থমুপপাদয়তি—

অস্তীতীতি। অস্তীতি ব্রুবতঃ শব্দাদন্যত্রেত্যর্থঃ। তস্যোপনিষদেকগম্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু বুদ্ধ্যাদি চেষ্টাবিষয়শ্চেৎ পরমাত্মতত্ত্বং তর্হি 'ইদন্তদ্' ইতি বিশেষতো গৃহ্যেত, বুদ্ধ্যাদ্যুপরমে তু জ্ঞানকারণাভাবান্নাস্ত্যেবেতি মন্তব্যম্, অতো নিরর্থকো যোগ ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে সত্যং নৈব বাচা বাক্যেন সর্ব্বথা নৈব পরমাত্মা প্রাপ্তুং জ্ঞাতুং শক্যঃ, মনসাপি প্রাপ্তুং ন শক্যঃ অবাঙ্মনসগোচরত্বাত্তস্য। তথা চক্ষুষা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণম্ কেনাপি প্রাকৃতেনেন্দ্রিয়েন ন প্রাপ্তুং শক্যঃ অরূপত্বাৎ প্রাকৃতরূপরহিতত্বাৎ আন্তরত্বাচ্চ। অথচ অস্তি স পরমাত্মা জগন্মূলত্বেন অস্তি ইতি ব্রুবত উপদিশতঃ গুরোরন্যত্র তাদৃশমুপদেষ্টারং গুরুং বিনেতি যাবৎ। তৎ ভগবতোরূপং কথম্ উপলভ্যতে জ্ঞাতুং শক্যতে জ্ঞানসাধনাভাবাৎ। যদ্বা অস্তীতি ব্রুবতঃ অস্তিত্ববাদিনঃ আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাদন্যত্র নাস্তিক্যবাদিনি অর্থাৎ নাস্তি জগতোমূলমাত্মা নিরন্বয়মেবেদং কার্য্যং অভাবান্তং প্রবিলীয়তে ইতি মন্যমানে চার্ব্বাকাদৌ কথং তৎ প্রসিদ্ধং জগৎ উপলভ্যতে জ্ঞায়তে মূলঞ্চেজ্জগতো ন স্যাৎ তর্হি অসত এব উৎপন্নং স্যাৎ অসদেব গৃহ্যেত বন্ধ্যাপুত্রাদিবৎ অতঃ সদ্রূপেণোপলব্ধত্বাৎ তন্মূলকারণস্য অস্তিত্বংস্বীকার্য্যমেবেতি ভাবঃ। কেচিত্তু অস্তীতি ব্রুবতঃ শব্দাদন্যত্র প্রমাণাৎ কথং তদুপলভ্যতে তস্যোপনিষন্মাত্রগম্যত্বাদিত্যর্থ ইতি বদন্তি ॥১২॥

তত্ত্বকণা—সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ব্যতীত যে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন।

পরমাত্মা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, চক্ষুর দ্বারা গ্রাহ্য নহেন বলিলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাহা হইলে পরমাত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়, তাহা ঠিক নহে; কারণ যিনি যে-বিষয়ের জ্ঞাতা তাহার নিকট উপগত না হইলে বস্তুর জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব? অতএব ভগবত্তত্ত্বের অনুভবকারী বা দর্শনকারী ভগবত্তত্ত্ববিদের নিকট গমন পূর্ব্বক ভগবানের অস্তিত্ব-বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকের নিকট ইহা অবগত হওয়া যায় না।

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"
(ভাঃ ১১।৩।২১)

মুণ্ডক শ্রুতিতেও আছে,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুঃ ১।২।১২)

ছান্দোগ্যেও পাই,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২)॥১২॥

শ্রুতিঃ—অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমেশ্বরের অস্তিত্ববোধের আর একটি উপায়—] উভয়োঃ (প্রকৃতি ও পুরুষের) তত্ত্বভাবেন চ (স্বরূপজ্ঞান দ্বারাও) অস্তি ইতি এব (ঈশ্বর আছেনই, ইহা) উপলব্ধব্যঃ (বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির কার্য্যকারিতা চেতনসম্পর্কে হইয়া থাকে, সেই চেতন জীবাত্মা নহে, যেহেতু সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের অভিব্যক্তি তখনও হয় নাই কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য প্রকৃতিশক্তিতে চেতন-সম্বন্ধ হইতেই আরম্ভ হয়, চেতন-ব্যতীত জড়ের কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না, সেই চেতন—পরমেশ্বর।) অস্তি ইতি এব (তিনি অবশ্যই আছেন—এইরূপে) উপলব্ধস্য (পরমেশ্বর উপলব্ধ হইলে তাঁহার) তত্ত্বভাবঃ (স্বরূপ) প্রসীদতি (স্ফুটভাবে প্রকাশ পায়, অতএব তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা প্রথমে ঈশ্বরের সামান্যাকারে উপলব্ধি ঘটিলে ভজনের দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় তাত্ত্বিক দিব্যস্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশ করেন, ইহাই মর্ম্মার্থ) ॥১৩॥

অনুবাদ—এই কারণেও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন হইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের স্বরূপ-জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর আছেন, ইহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারী ব্যক্তির ভজন-প্রভাবে ঈশ্বরের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায় ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অস্তীত্যেবেতি। তত্ত্বং ভাবয়তীতি তত্ত্ব-ভাবোঽন্তঃকরণম্। তেন চ পরমাত্মাঽস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ। বেদান্ত-বাক্যৈরস্তীত্যুপলব্ধস্য মনসাঽপ্যস্তীত্যেবং মননিদিধ্যাসনে কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ। উভয়োর্হেত্বোরুভাভ্যাং শব্দমনোরূপাভ্যামস্তীত্যেবোপলব্ধস্য

জ্ঞাতবতো ভুক্তা ব্রাহ্মণা ইতিবদয়ং নির্দ্দেশঃ। তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি মনঃ প্রসন্নং ভবতি। নির্দ্দিষ্টং ভবতীত্যর্থঃ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতোঽপিভগবতোঽস্তিত্বং স্বীকার্য্যমিত্যাহ—অস্তীত্যাদিনা। উভয়োঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ তত্ত্বভাবেন স্বরূপচিন্তনেন পরমাত্মা অস্তি ইতি উপলব্ধব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ তথাহি জড়া প্রকৃতিঃ চেতনসম্পর্কং বিনা জগৎস্রষ্টুং ন সমর্থা, পরমাত্মা প্রকৃতিশক্তিদ্বারেণ বিশ্বং সৃজতীতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ অতঃ পরমচেতনঃ কশ্চিদস্তি ইতি জ্ঞাতব্যঃ। এতজ্‌জ্ঞানফলমপি তত্ত্বজ্ঞাননৈর্ম্মল্যম্ ইত্যাহ—অস্তীত্যেব উপলব্ধস্য জ্ঞানবতঃ ইত্যর্থঃ ভুক্তা ব্রাহ্মণা ইত্যাদিবৎ অর্শ আদিভ্যোঽচ্‌প্রত্যয়াৎ। তত্ত্বভাবঃ যাথার্থ্যসত্তা "তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থ্যে" ইত্যমরঃ অথবা তত্ত্বভাবো ভগবান্ প্রসীদতি স্পষ্টী ভবতি প্রকাশতে ইতি যাবৎ। শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানমিতি স্মৃতেঃ। পরমেশ্বরোঽস্তীতি দৃঢ়প্রত্যয়েন ভজনবতঃ জনস্য ভগবৎকৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি ইতি ধ্যেয়ম্ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—সাধুসঙ্গক্রমে প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে পরমাত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। আমাদের প্রত্যক্ষীভূত জড় বিশ্বের একজন স্রষ্টা অবশ্যই থাকিবেন, তিনি কে? তিনিই পরমাত্মা পরমেশ্বর। কারণ জড়া প্রকৃতি বিশ্ব সৃজন করিতে পারে না। ইহা বেদান্তসূত্রে উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (বেঃ সূঃ ২।২।৪২) সূত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণকারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥" (গীঃ ৯।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥
কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥" (ভাঃ ৩।৫।২৫-২৬)

সাধকের সর্ব্বপ্রথমে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া দরকার যে, শ্রীভগবান্ অবশ্যই আছেন এবং সাধনার দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মিলে তারপর তাঁহার তাত্ত্বিক বিচার পূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার ভক্তিযোগে ধ্যান করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন সাধক নিশ্চিত বিশ্বাস পূর্ব্বক নিজ হৃদয়-মধ্যে শ্রীভগবানের বিরাজমানতা স্বীকার করতঃ ভজনাশ্রয় করেন, তখন তৎপ্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার দিব্য স্বরূপ প্রথমে সাধকের বিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রকট করিয়া থাকেন এবং অবশেষে নিজেকে প্রত্যক্ষ করান। সদ্‌গুরুর কৃপায় সুকৃতিমান্ জীবের ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবদ্‌বিশ্বাস জন্মে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাধু ও শাস্ত্র-কৃপায় জীবের শুদ্ধভক্তি-প্রভাবে ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটে।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২-১২৩)॥১৩॥

শ্রুতিঃ—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল বলা হইতেছে] অস্য (ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্ত ব্যক্তির) হৃদি স্থিতাঃ (অন্তঃকরণে বর্ত্তমান) যে কামাঃ (যে সকল ভগবদিতর কামনা) সর্ব্বে (সেই সকল) যদা (যখন) প্রমুচ্যন্তে (বিনষ্ট হইয়া যায়) অথ (অতঃপর) মর্ত্ত্যঃ (মরণ-ধর্ম্মা তিনি) অমৃতঃ ভবতি (অমর হন) [এবং] অত্র (এই দেহে) ব্রহ্ম (পরমেশ্বরকে) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥১৪॥

অনুবাদ—পরমার্থদর্শীর ভগবৎ-প্রসাদের লক্ষণ বলিতেছেন—যখন এই ভগবদুপাসকের হৃদয়ে নিগূঢ় ভগবদিতর সমস্ত কামনা ভগবৎপ্রসাদে বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণ-ধর্ম্মা উপাসক আর মৃত হন না অর্থাৎ অমরত্ব লাভ করেন এবং ইহলোকেই তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে ইতি। কামাঃ দুর্বিষয়-বিষয়কমনোরথাঃ হৃদ্গতাঃ যদা শান্তা ভবন্তি তদাঽনন্তরমেবায়মুপাসকোঽমৃতো ভবতি। বিশ্লিষ্টাশ্লিষ্টপূর্ব্বোত্তরদুরিতভরো ভবতীত্যর্থঃ।

অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। অত্রৈব ব্রহ্মোপাসনবেলায়াং ব্রহ্মানুভবতীত্যর্থঃ। "সমানা চামৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য" [ব্রঃ সূঃ ৪।২।৭] ইত্যত্র

ভাষ্যম্—অনুপোষ্য শরীরেন্দ্রিয়াদিসংবন্ধমদগ্ধ্বৈব যদমৃতত্বমুত্তরপূর্ব্বাধয়োরশ্লেষবিনাশরূপং প্রাপ্যতে। তদুচ্যতে যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্ত ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যেত্যর্থঃ। অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি চোপাসনবেলায়াং যো ব্রহ্মানুভবস্তদ্বিষয়মিত্যভিপ্রায় ইতি ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু ভগবৎপ্রসাদস্য লক্ষণং কিং—তত্রাহ যদেতি যদা যস্মিন্‌কালে অস্য ভগবৎপ্রসাদবতঃ সাধকস্য হৃদি স্থিতাঃ মনসি নিগূঢাঃ সঞ্চিতা ইতি যাবৎ যে সর্ব্বে কামাঃ ভগবদিতর-কাম্যমানাঃ পদার্থাঃ সন্তি তে কার্ৎস্ন্যেন প্রমুচ্যন্তে লুপ্যন্তে কর্ম্মকর্ত্তরিপ্রয়োগঃ, অথ এবম্ভবনানন্তরং মর্ত্ত্যঃ মরণশীলোঽয়মুপাসকঃ অমৃতো ভবতি ন মৃতঃ অমৃতঃ মরণহীনো ভবতি, অত্র ইহ দেহে এব যদ্বা শ্বেতদ্বীপাদিস্থান-বিশেষে ব্রহ্ম শ্রীভগবৎস্বরূপম্ মোক্ষং বা সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি জীবন্মুক্তিরেব ভগবৎপ্রসাদস্য প্রাথমিকং ফলম্। ভগবৎসেবেতর সকলকামনানি-বৃত্তিরেব ভগবৎপ্রসাদলক্ষণং, স চ ভগবৎপ্রসাদঃ বন্ধননিবর্ত্তকো ভজনানুকূলশ্চ ইতিভাবঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—মনুষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিভিন্ন প্রকার কামনা থাকে। সেই কামনার ফলে জীব ভগবদ্-কৃপা-লাভে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সদ্গুরুর কৃপায় ভগবদুপাসনা প্রাপ্ত হইলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়স্থিত ভগবদিতর কামনারাশি সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ ভগবৎকৃপায় সংসার হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারও লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।" (ভাঃ ১১।২০।২৯)

অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক কথিত ভক্তিযোগে নিরন্তর আমার ভজনশীল মুনির হৃদয়ে আমি অবস্থান করায় তাহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥" (ভাঃ ২।৮।৫)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি" (ভাঃ ১।২।১৭) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥" (গীঃ ২।৭১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৯১-৯২)॥১৪॥

শ্রুতিঃ—যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[কখন সেই সমস্ত কামের বিনাশ হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] যদা (যে অবস্থায়, যে তত্ত্বজ্ঞান হইলে) ইহ (এই মনুষ্য-দেহে) সর্ব্বে (সমস্ত—নিঃশেষ ভাবে) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) গ্রন্থয়ঃ (অবিদ্যা

প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি অর্থাৎ গ্রন্থি যেমন যথেচ্ছ গতির প্রতিবন্ধক, সেইরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থি, তাহা) প্রভিদ্যন্তে (নিজেই খুলিয়া যায় অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রধনাদিতে মমতাবুদ্ধি, চলিয়া যায়) অথ (সেই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল মানব) অমৃতো ভবতি (মৃত্যুহীন হয় অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, আর তাহার জন্মমরণ-ভয় থাকে না) এতাবৎ হি (এইমাত্রই) অনুশাসনম্ (শাস্ত্রের উপদেশ অর্থাৎ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত নরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ) ॥১৫॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভজন দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদের ফলে যখন সমস্ত ইতর কামনার সর্ব্বথা বিনাশ এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাহার আর তুচ্ছ অবিদ্যাসম্ভূত অহন্তা ও মমতাবুদ্ধি থাকে না, তখন পার্থিব নশ্বর ভোগের বাসনা চলিয়া যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যাদির কার্য্য সমস্ত কামনার নাশক, অতএব ভগবদ্ ভজনের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের পর মরণশীল মনুষ্য মৃত্যুহীন হয়, সেইজন্য শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভ সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। সকল বেদান্ত-শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধির পর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণরূপ ভজন হইতে ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তমেবার্থং সাদরেণাভ্যসন্নুপদেষ্টব্যাংশ এতাবানেবেত্যুপসংহরতি—যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্ত ইতি।

গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্দুর্মোচা রাগদ্বেষাদয়ো যদৈব প্রমুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। এতাবদনুশাসনমনুশাসনীয়মুপাসকস্য কর্ত্তব্যত্বেনোপদেষ্টব্যমেতাবদেব। বক্ষ্যমাণমূর্দ্ধন্যনাড়ীনিষ্ক্রমণার্চিরাদিগমনাদিকং ন সাধককৃত্যং কিংতুপাসনপ্রীতভগবৎকৃত্যমিতি ভাবঃ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কদা পুনঃ সর্ব্বেষাং কামানাং কাৎ´স্ন্যেন বিনাশঃ ? তত্রাহ—ভগবদ্ভজনফলে ভগবৎ-প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞানে জাতে সর্ব্বে ভোগ-ফল কামা লুপ্যন্তে ইত্যুচ্যতে যদা যস্যামবস্থায়াম্ ইহ মনুষ্যদেহে সর্ব্বে হৃদয়স্য বুদ্ধেঃ, গ্রন্থয়ঃ গ্রন্থিবদ্‌দুশ্ছেদাঃ অবিদ্যারাগদ্বেষাদয়ঃ যথা-শরীরমহম্ ইতি শরীরেঽহমভিমানঃ, এতে মম প্রিয়া ইতি তেষু রাগঃ এতে মম শত্রব এব ইতি তত্র দ্বেষঃ এবংরূপেণ মমতাবুদ্ধিশ্চ সর্ব্বে কাৎ´স্ন্যেন প্রভিদ্যন্তে—বিনশ্যন্তি অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি মুক্তিং লভতে। ননু যদ্যস্তি অপরমপি তত্ত্বজ্ঞানসাধনং তদপি বর্ণ্যতাম্ বেদান্ত-শাস্ত্রস্য অসীমত্বাৎ বহুবক্তব্যত্বাচ্চ তত্রাহ—এতাবৎ এতন্মাত্রম্ সর্ব্ববেদান্ত-বাক্যানাম্ অনুশাসনম্ উপদেশঃ, নাতঃপরমুপদেষ্টব্যমস্তি, প্রথমতঃ ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ চিত্তশুদ্ধিস্ততঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণধ্যানমেব ভগবৎ-প্রাপকতয়া উপদিশতি শাস্ত্রমিতি ভাবঃ ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—সাধকের সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে শ্রীহরিভজন করার ফলে ভগবৎস্বরূপের অনুভূতি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই তাহার হৃদয়স্থিত অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং যাবতীয় সংশয় নিরাস হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥"
>
> (ভাঃ ১১।২০।৩০)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"ততশ্চ নিষ্ঠারুচ্যাদি-ভূমিকারূঢ়স্য ভক্তস্য হৃদয়গ্রন্থিরহঙ্কারো ভিদ্যতে স্বয়মেবেতি। ন তত্র ভক্তস্যেচ্ছাপ্রযত্নাবিতি ভাবঃ।"

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মুণ্ডকে (২।২৮) পাওয়া যায়। আর শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২১ শ্লোকও এই শ্লোকের প্রায় অনুরূপ। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যা নাশ হয়। অবিদ্যাধ্বংস ভক্তগণের অননুসংহিত অর্থাৎ গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল। ......মনেই দৃষ্ট পুনরায় সাক্ষাৎ দৃষ্টির কা কথা! দর্শন হইলে অর্থাৎ (ভিতরে ও বাহিরে) স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকার।

(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনে স্পৃহা, (৬) ভক্তি, (৭) অনর্থাপগম, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) রতি, (১২) প্রেম, (১৩) দর্শন, (১৪) মাধুর্য্যানুভব,—এই চতুর্দ্দশ ভূমিকা।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৫।৩৩ শ্লোক—"জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা।" এবং "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র" (ভাঃ ১১।২।৪২) শ্লোকও আলোচ্য ॥১৫॥

অবতরণিকা—পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকে মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য ধ্বংস হইলে জীবিতাবস্থায়ই ব্রহ্মভূত ব্যক্তির মুক্তি; এক্ষণে মস্তকস্থ সুষুম্নানাড়ীযোগে মৃত্যুই যখন হয় না তখন গতির বর্ণন নিরর্থক, তবে যাহারা মন্দ ব্রহ্মবিদ্ অথবা সংসারী তাহাদিগের গতির পথ বর্ণনীয়, তাহাই মৃত্যুর পর কি ভাবে সাধকের অর্চ্চিরাদি-মার্গে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, কিন্তু সে উপায়ও সাধকের কৃতিসাধ্য নহে, একমাত্র ভগবানের করুণায় হইয়া থাকে। সেই উর্দ্ধগমনের পথ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন—

শ্রুতিঃ—শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে
ভবন্তি ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[যোগী সাধকের ব্রহ্মলোকে গমনের উপায়—মৃত্যুর পূর্ব্বে অবশ্য ধ্যেয়-পথ—তাহাই বর্ণিত হইতেছে।] হৃদয়স্য (সকল জীবের হৃদয়ের) শতঞ্চ (একশত) একাচ (ও একটি) নাড্যঃ (নাড়ী অর্থাৎ একশত এক নাড়ী) [সন্তি—আছে] তাসাং (সেই একশত এক নাড়ীর মধ্যে) একা (একটি সুষুম্না-নামে নাড়ী) মূর্ধানম্ অভি (মস্তকের দিকে) নিঃসৃতা (উঠিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে) তয়া (সেই (নাড়ী দ্বারা) উর্দ্ধ্বং (উর্দ্ধ্বলোকে, মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি-পথে সত্যলোকে) আয়ন্ (গমনকারী সাধক) অমৃতত্বম্ (অমৃতত্ব—মুক্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়), অন্যাঃ (আর সব নাড়ী) বিষ্বঙ্ (নানাদিকে গতিশীল হইয়া) উৎক্রমণে (সংসার-প্রাপ্তির হেতু) ভবন্তি (হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহ হইতে নিষ্ক্রমণের পর আবার সংসার-প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে) [সুতরাং সুষুম্না-পথই যোগীদের ধ্যেয়] ॥১৬॥

অনুবাদ—এইরূপে মোক্ষহেতু ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কোন ব্রহ্মবিদের দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে অবশ্য ধ্যেয়পথ বর্ণনা করিতেছেন,—প্রত্যেক মনুষ্যেরই একশত একটি শিরা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে শতাধিক একটি সুষুম্না-নামে নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে, মৃত্যুকালে যোগী-পুরুষ সেই নাড়ীযোগে ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে দেহ হইতে নির্গত হইয়া আতিবাহিক অর্চ্চিরাদি দেবতা-সাহায্যে আদিত্যাদি উপরিতন লোকে গমনকরতঃ ক্রমে মুক্তি পায়। কিন্তু অবিদ্বান্ সংসারী ব্যক্তির গতি

অনুরূপ, যেহেতু সুষুম্না-ভিন্ন যে একশত শিরা হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে, সেগুলি অব্রহ্মবিদ্ পুরুষের লোকান্তর-গমনের হেতু হয় ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যত ইতি পূর্ব্বমুক্তম্। দ্বিতীয়াং পরমমুক্তিমাহ—শতঞ্চৈকাচেতি।

হৃদয়স্য প্রধাননাড্যঃ শতং চৈকা চ সন্তি। তাসাং মধ্য একা সুষুম্নাখ্যা ব্রহ্মনাড়ী মূর্ধানমভিনিঃসৃতা।

তয়া নাড্যোর্ধ্বং ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্দেশবিশেষবিশিষ্টব্রহ্মপ্রাপ্তিপূর্ব্বকস্ব-স্বরূপাবির্ভাবলক্ষণাং মুক্তিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

অন্যাস্তু নাড্যো বিষ্বগুৎক্রমণে নানাবিধসংসারমার্গোৎক্রমণায়ো-পযুজ্যন্তে। "বিলম্বিততা নাড্যোঽন্যোৎক্রমণ উপযুজ্যন্ত" ইতি ব্যাসা-র্য্যৈর্ব্যাখ্যাতম্। ইদং চ বাক্যং ভগবতা বাদরায়ণেনোৎক্রান্তিপাদে চিন্তিতম্। তথা হি—মূর্ধন্যয়া শতাধিকয়া নাড্যা বিদুষো গমনমন্যাভি-রবিদুষ ইতি নিয়মো নোপপদ্যতে। নাড়ীনাং ভূয়স্ত্বাদতিসূক্ষ্মত্বাচ্চ দুর্ব্বিবেচতয়া পুরুষেণোপাদাতুমশক্যত্বাৎ। তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তীতি যাদৃচ্ছিকীমুৎক্রান্তিমনুবদতীতি যুক্ত-মিত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে 'তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো-বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।১৭] ইতি সূত্রেণ সিদ্ধান্তিতম্। তস্য চায়মর্থঃ—তদোকো তস্য জীবস্য স্থানং হৃদয়মগ্রে জ্বলনং প্রকাশনং যস্য তদিদমগ্রজ্বলনং তেনাগ্রজ্বলনেন প্রকাশিতদ্বারো ভবতি। 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ' [বৃঃ ৪।৪।২] ইতি শ্রুতেঃ। এতাবদ্বিদ্বদ-বিদ্বৎসাধারণম্। বিদ্বাংস্তু শতাধিকয়া মূর্ধন্যয়ৈব নাড্যোৎক্রামতি।

ন চাস্যা নাড্যা বিদুষা দুৰ্ব্বিবেচত্বম্। বিদ্বান্‌হি পরমপুরুষারাধন-ভূতাত্যর্থপ্রিয় বিদ্যাসামর্থ্যাদ্বিদ্যাশেষভূততয়াত্মনোঽত্যর্থপ্রিয়গত্যনুস্মরণ-যোগাচ্চ প্রসন্নেন হার্দেন পরমপুরুষেণানুগৃহীতো ভবতি। ততস্তাং নাড়ীং বিজানাতীতি তয়া বিদুষো গতিরুপপদ্যতে। প্রকৃতমনুসরামঃ ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নিরস্ত-প্রাকৃতবিশেষধৰ্ম্মস্য ব্যাপিনো ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্ত্যা প্রভিন্নাশেষাবিদ্যারাগদ্বেষাদিবন্ধনহেতুকস্য জীবত এব সাধকস্য ব্রহ্মভূতস্য গতিরেব ন বিদ্যতে অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইত্যুক্তত্বাৎ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি নির্দ্দেশাচ্চ কেষাং তর্হি এষা শ্রুতির্গতিং নির্দ্দিশতি উচ্যতে যে খলু মন্দা ব্রহ্মবিদঃ বিদ্যান্তরশীলিনশ্চ ব্রহ্মলোক-ভাজঃ, যে চ তদ্বিপরীতাঃ সংসারভাজঃ তেষামেষ গতিবিশেষঃ পৃষ্টাগ্নি-বিদ্যাফল-প্রাপ্তিপ্রকারশ্চায়ম্ ইত্যাহ—শতঞ্চৈকাচেতি। শতঞ্চ একাচ একোত্তরশতসংখ্যাকাঃ হৃদয়স্য হৃদয়াদ্ বিনিঃসৃতা নাড্যঃ শিরাঃ, তাসাং মধ্যে একা সুষুম্না নাড়ী যা খলু মূলাধারতঃ ঊৰ্দ্ধম্ উদ্গতা বিদ্যুন্নিভা সর্পাকৃতিজ্যোতির্ম্ময়ী শিরা সা মূর্ধানম্ অভি ব্রহ্মরন্ধ্রমভিলক্ষ্য নিঃসৃতা উদ্গতেতিযাবৎ। তয়া নাড্যা নিষ্ক্রান্তো মৃতো জীবঃ ঊৰ্দ্ধম্ আদিত্যাদিলোকম্ আয়ন্ গচ্ছন্ ক্রমেণ অমৃতত্বমেতি মুক্তো-ভবতি, অন্যাশ্চ শতং নাড্যঃ বিষঙ্ সমন্তাৎ উৎক্রমণে গতৌ হেতবো-ভবন্তি অতঃ সুষুম্না মার্গো যোগিভির্ধ্যেয় ইত্যুপদেশঃ। তথাচ ব্রহ্ম-সূত্রম্—“বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধি-কয়া”ইতি নাড়ীদ্বারমুখস্য যৎ প্রদ্যোতনাখ্যং জ্বলনং তেন প্রকাশিতদ্বারো-বিদ্বানবিদ্বাংশ্চ ভবতি, তত্র বিদ্বান্ শতাধিকয়া সুষুম্নাখ্য-নাড্যা নির্গচ্ছতি, নচেয়ং নাড়ী তেন বিবেক্তুমশক্যা যস্মাদয়ং বিদ্যাসামর্থ্যাৎ বিদ্যাফলভূতা আতিবাহিক দেবকর্ত্তৃকস্বেষ্টপদপ্রাপ্তিস্তস্যাঃ স্মৃতি-সাতত্যাচ্চ হৃদয়পুণ্ডরীকস্থিতেন পরমেশ্বরেণানুগৃহীতো ভবতি ইতি সূত্র-তাৎপর্য্যম্ ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—জীবগণের হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে। উহার মধ্যে একটি নাড়ী, যাহাকে সুষুম্না বলে, উহা মস্তকের উর্দ্ধে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে গিয়াছে। যাহারা শ্রীভগবানের পরমধামে যাওয়ার অধিকারী, তাহারা এই সুষুম্না দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধলোকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরমধামে গমন পূর্ব্বক অমৃতস্বরূপ পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর অন্য জীব মৃত্যুকালে অন্যান্য নাড়ীর সাহায্যে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম ও বাসনানুসারে নানাযোনি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ
সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।" (ভাঃ ২।২।২৪)

ঐ শ্লোকের শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে পাই,—

"পিতৃযানং দেবযানং ব্রহ্মযানমিতি ত্রিধা।
গচ্ছন্ বৈশ্বানরং যাতি তস্মান্মার্গঃ স ঈরিতঃ॥
দক্ষিণাঃ পিঙ্গলাঃ সর্ব্বা ইড়া বামাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নাড্যোঽথ মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ সুষুম্না বেদপারগৈরিতি॥"
(ভাগবততন্ত্রে) ॥১৬॥

**শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়-স্থানে অবস্থিতি-হেতু তাঁহাকেও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা হয়) অন্তরাত্মা

(অন্তর্য্যামী) পুরুষঃ (সেই ধ্যেয় পরমপুরুষ বাসুদেব), সদা (সর্ব্বদা) জনানাং (সকল প্রাণীর) হৃদয়ে (অন্তঃকরণ-মধ্যে) সন্নিবিষ্টঃ (স্থিত আছেন) [ইহা সত্য কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তিনি এই শরীর-মধ্যেই আছেন ; ইহা শ্রুতি বলিতেছেন—] তং (সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে) স্বাৎ (স্বকীয়, স্বাশ্রিত) শরীরাৎ (পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে) প্রবৃহেৎ (নিষ্কর্ষ করিবে) [কিরূপ ?] মুঞ্জাৎ (মুঞ্জ নামক তৃণবিশেষের মধ্য হইতে) ইষীকাম্ ইব (অভ্যন্তরস্থ শীষ বা পত্রবিশেষের মত) [কি প্রকারে ?] ধৈর্য্যেণ (ধীরভাবে, অপ্রমত্ত-ভাবে) তং (তাঁহাকে) শুক্রম্ অমৃতম্ বিদ্যাৎ (বিশুদ্ধ অমৃতস্বরূপ জানিবে) [অর্থাৎ নেতি নেতি ভাবে অতন্নিরসনপূর্ব্বক যিনি নিত্য, আনন্দময়, বিশুদ্ধস্বরূপ তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ বিবেক দ্বারা নিষ্কর্ষ করিবে।] তম্ বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্ ইতি (ইঁহাকে বিশুদ্ধ অমৃতস্বরূপ জানিবে) ॥১৭॥

অনুবাদ—সেই উপাস্য পরমপুরুষ এই শরীর-মধ্যে আছেন, তাঁহাকে ভক্তিমূলক ধৈর্য্যসহকারে যত্নপূর্ব্বক বাহির করিতে হইবে। তিনি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তর্য্যামী পুরুষ, জীবের হৃদয়-মধ্যে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে মুমুক্ষু পুরুষ ধৈর্য্যসহকারে অতন্নিরসন-পূর্ব্বক স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবেন ; যেমন মুঞ্জ-নামক তৃণের মধ্য হইতে অতি সূক্ষ্ম শুভ্র ইষীকা-নামক পত্র বাহির করা হয়। সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকেই জীব হইতে ভিন্ন বিশুদ্ধ, অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা জানিবে, তাঁহাকেই বিশুদ্ধ আনন্দময়স্বরূপ পরমাত্মা জানিবে (এখানেই কঠোপনিষদের শ্রুতির উপদেশভাগ সমাপ্ত বলিয়া ইতি শব্দের প্রয়োগ ও দ্বিরুক্তি) ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি। স্পষ্টোঽর্থঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাদিতি। যথা দেবদত্তঃ স্বাচ্ছরীরাদ্বিলক্ষণ ইত্যুক্তে যথা স্বশব্দঃ সমভিব্যাহৃতদেবদত্তসংবন্ধিপরামর্শী এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টান্তরাত্মসংবন্ধিপরামর্শী স্বশব্দঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—তং জনানামন্তরাত্মানং, তচ্ছরীরভূতাজ্জনশব্দিতাচ্চেতনাৎ প্রবৃহেদ্বিবিচ্য জানীয়াৎ। "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" [শ্বেঃ ৪।৭] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা ধারকত্বনিয়ন্তৃত্বশেষিত্বাদিনা বিলক্ষণং জানীয়াদিত্যর্থঃ। মুঞ্জাত্তৃণবিশেষাদিষীকাং তন্মধ্যবর্ত্তিসূক্ষ্মতৃণবিশেষমিব ধৈর্য্যেণ জ্ঞানকৌশলেনেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি। উক্তোঽর্থঃ। দ্বির্ব্বচনমুপদেশসমাপ্ত্যর্থম্ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন চায়ং পুরুষঃ সর্ব্বথাদুর্ল্লভঃ অস্মিন্নেব শরীরে স সদা বিরাজতি কিন্তু ধৈর্য্যেণ তিতিক্ষয়া চ স নিষ্কর্ষণীয়ো ন ত্বরয়া প্রমাদেন বেত্যাহ—অঙ্গুষ্ঠেত্যাদিনা সঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ অতিসূক্ষ্মঃ অণোরণীয়ানিতি শ্রুতেঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতে হৃদয়দেশে বর্ত্তমানত্বাৎ তথোপদেশ উপচারাৎ। অন্তরাত্মা শরীরস্য অন্তঃপ্রদেশে অন্তর্য্যামিরূপেণ স্থিতঃ, পুরুষঃ পুরিবসতীতি পরমাত্মা তং স্বাৎস্বকীয়াৎ জীবঃ স্বাধিষ্ঠিতাচ্ছরীরাৎ পাঞ্চভৌতিকাদ্ দেহাৎ প্রবৃহেৎ বিবিচ্য জানীয়াৎ—কথমিব? মুঞ্জাৎ স্থূলতৃণবিশেষাৎ ইষীকাম্ অন্তর্ব্বর্ত্তি সূক্ষ্মদলমিব যথা তদ্দলং যত্নেন আবিষ্করোতি তথা ধৈর্য্যেণ তিতিক্ষয়া ভক্তিযুক্তজ্ঞানকৌশলেন বা প্রবৃহেৎ। এবং বিবিচ্য গৃহীতো যস্তং জীবাদ্ভিন্নং শুক্রম্ শোকাদি দোষবর্জ্জিতম্ বিশুদ্ধং অমৃতং যথোক্তং পরব্রহ্মস্বরূপং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ গ্রন্থসমাপ্তিদ্যোতিকাদ্বিরুক্তিঃ ইতি শব্দঃ সমাপ্ত্যর্থঃ, বেদনপ্রকারবাচকো বা ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষ পরমেশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ানুরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্রস্বরূপে সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু মানব তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। যদি মানব

প্রমাদরহিত হইয়া ভক্তিমূলক ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই দর্শন করিতে পারে। সেই সাধনের দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রুতি বলিতেছেন যে,—যে প্রকার মুঞ্জনামক তৃণ বিশেষের মধ্য হইতে ঈষিকা-নামক শীষ বা পত্র-বিশেষকে বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার ভক্তিযোগরূপ সাধনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ে নিজ শরীর হইতে পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ জানিতে পারা যায় অর্থাৎ সেই জীবাত্মা হইতেও পৃথক্ তদন্তর্য্যামী পরমপুরুষ পরব্রহ্মকে জীবারাধ্য বলিয়া অনুভব বা সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারা যায়।

যাঁহারা কেবলাভেদবাদে বিশ্বাসী তাঁহারা কিন্তু জীবাত্মার দর্শনই করিতে পারেন না, সুতরাং পরমাত্মদর্শনলাভ কি প্রকারে সম্ভব? সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত পরমাত্মা ও জীবাত্মা জীবের শরীরান্তর্গত হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন।

মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি" (শ্বেঃ ৪।৭, মুণ্ডক ৩।১।২)। এস্থলে জীব ও ঈশ্বরকে এক দেহরূপ বৃক্ষাশ্রিত পক্ষিদ্বয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। জীব যখন ভক্তগণসেবিত পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তখনই জীব শোকরহিত হন অর্থাৎ মুক্ত হন।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

(শ্বেঃ ৩।১৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ মাতৃগর্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন সে বিষয়েও পাই,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্॥" ইত্যাদি
(ভাঃ ১।১২।৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ২।২।৮ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীগজেন্দ্র স্বীয় স্তবমধ্যে বলিয়াছেন,—

"গুণারণিচ্ছন্নচিদুষ্মপায় তৎক্ষোভবিস্ফূর্জিতমানসায়।
নৈষ্কর্ম্যভাবেণ বিবর্জ্জিতাগম স্বয়ং প্রকাশায় নমস্করোমি॥"
(ভাঃ ৮।৩।১৬)

* * * *

"আত্মাত্মজাপ্তগৃহবিত্তজনেষু সক্তৈ-
র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায়।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়॥" (ভাঃ ৮।৩।১৮)

শ্রীগজেন্দ্রের বাক্যেই পাওয়া যায় যে, সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে কি উপায়ে কাঁহারা পাইতে পারেন।

"যোগরন্ধিতকর্ম্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে।
যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোঽস্ম্যহম্" ॥ (ভাঃ ৮।৩।২৭)

অর্থাৎ ভক্তিযোগ দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা যোগিগণ যোগবিশোধিত হৃদয়-মধ্যে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি।

শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

শ্রদ্ধা, ভক্তি-ধ্যান দ্বারা ভগবানকে অবগত হও ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্‌বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥১৮॥

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নচিকেতার কি হইল, তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন,—] অথ (অতঃপর) নচিকেতঃ (নচিকেতা) মৃত্যুপ্রোক্তাং (যমবর্ণিত) এতাং (এই) বিদ্যাম্ (আত্মবিদ্যা) কৃৎস্নং (সাধন-সমন্বিত ও সফল) যোগবিধিঞ্চ (এবং যোগবিধি—ভগবৎ-প্রাপ্ত্যুপায় সাধনাদি) লব্ধ্বা (বরপ্রদান হেতু জানিয়া) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ (পরমাত্মসাক্ষাৎকার করিয়া এবং তাহার ফলে) বিরজঃ (রজোগুণের অতীত) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত অর্থাৎ অমৃত) অভূৎ (হইয়াছিল) [শুধু নচিকেতা নহে] অন্যোঽপি যঃ (অপর ব্যক্তিও যে কেহ) এবং (এই প্রকার) অধ্যাত্মং (আত্মতত্ত্ব) বিৎ (জানে) [সেও নচিকেতার মত প্রাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হয় অর্থাৎ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদি মুক্ত হইয়া বিমুক্ত হয়] ॥১৮॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়া বল্লীর
অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—অতঃপর আখ্যায়িকার উপসংহার-মুখে নচিকেতার আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের ফল বর্ণনা করিতেছেন—নচিকেতা যমবর্ণিত এই প্রকার আত্মবিদ্যা ও আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারোপায়রূপযোগবিধি অবগত হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিল, অতঃপর তাহার ফলে তাহার সমস্ত প্রাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হইল এবং অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য শোক-

মোহাদি মুক্ত হইয়া পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইল। অন্য যে কেহ এইরূপ অধ্যাত্মবিদ্ হয়, সেও নচিকেতার মত অমৃতত্ব লাভ করে ॥১৮॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়া বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অধ্যায়িকার্থমুপসংহরতি—মৃত্যুপ্রোক্তামিতি।

নচিকেতাঃ মৃত্যুপ্রোক্তামাত্মবিদ্যাং 'যদা পঞ্চে'ত্যাদ্যুক্তং যোগবিধিং চ লব্ধা প্রাপ্য "পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছাঃ ৮।৩।৪] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা ব্রহ্ম প্রাপ্যাবিভূ´তগুণাষ্টকোঽভূদিত্যর্থঃ।

অন্যোঽপ্যেবং বিদধ্যাত্মমেব। অধ্যাত্মবিদ্যাং যোঽন্যোঽপি বেত্তি সোঽপ্যেবমেব নচিকেতা ইব ভবতীত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—

শিষ্যাচার্য্যয়োঃ শাস্ত্রীয়নিয়মাতিলঙ্ঘনকৃতদোষ প্রশমনার্থং শান্তিরুচ্যতে—

সহ নাববতু। স বিদ্যাপ্রকাশিতঃ পরমাত্মা। হ শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। নৌ শিষ্যাচার্য্যাববতু স্ব-স্বরূপপ্রকাশেন রক্ষতু। সহ নৌ ভুনক্তু।

বিদ্যাপ্রচয়দ্বারাবাং সহৈব পরিপালয়তু। যদ্বা বিশ্লেষমন্তরেণাবাং সহিতাবেব যথা স্যাব তথা পালয়ত্বিত্যর্থঃ। সহ···বহৈ।

সনিয়মবিদ্যাপ্রদানেন বিদ্যায়াঃ সামর্থ্যং নিষ্পাদয়াবহৈ। নিয়মাভাবে বিদ্যা নির্বীর্য্যা ভবতীতি ভাবঃ ॥

তেজস্বি···মস্তু। নাবাবয়োর্যদধীতং তত্তেজস্ব্যস্তু। বীর্য্যবত্তরং ভবত্বিত্যর্থঃ। মা···বহৈ।

যশ্চাধর্ম্মেণ বিব্রূতে যশ্চাধর্ম্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরেকতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি॥

ইতি স্মৃত্যুক্তরীত্যাঽধর্ম্মাধ্যয়নাধ্যাপননিমিত্তো দ্বেষ আবয়োর্ম্মাভূদিত্যর্থঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি—কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

পরিশিষ্টভাষ্যম্—

ত্রির্ব্বচনং দোষশান্ত্যর্থম্। ইয়ং চোপনিষদ্ভগবৎপবৈরেবেতি ভগবতা বাদরায়ণেন সমন্বয়াধ্যায়ে ত্রিভিরধিকরণৈর্নির্ণীতম্। তত্র 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ' [কঃ ১৷২৷২৫] ইতি বাক্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়য়োরোদনত্বনিরূপণেন ভোজ্যত্বস্য বা ভোগ্যত্বস্য বা প্রতীতেস্তৎপ্রতিসংবন্ধা যস্যেতি ষষ্ঠ্যন্তযচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টো ভোক্তা জীব এব স্যাৎপরমাত্মনো ভোক্তৃত্বাসংভবাদিতি পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা 'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ' 'প্রকরণাচ্চ' 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ' 'বিশেষণাচ্চ' [ব্রঃ সূঃ ১৷২—৯৷১০৷১১৷১২] ইতি চতুর্ভিঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধান্তঃ কৃতস্তেষাং চায়মর্থঃ। উভে ভবত ওদন ইত্যোদনপ্রতিসংবন্ধিতয়া প্রতীয়মানোঽত্তা পরমাত্মৈব। ব্রহ্মক্ষত্রশব্দগৃহীতনিখিলচরাচরসংহর্ত্তৃত্বস্যাত্র মন্ত্রে প্রতিপাদনাৎ। অত্র ব্রহ্মক্ষত্রশব্দয়োর্নিখিলচরাচরলক্ষকত্বপ্রকার ওদনশব্দস্য বিনাশ্যত্বলক্ষকত্বপ্রকারশ্চৈতন্মন্ত্রব্যাখ্যানাবসরে দর্শিতস্তত্রৈবানুসংধেয়ঃ। 'মহান্তং বিভুমাত্মানম্' [কঃ ১৷২৷২২] ইতি প্রস্তুতত্বেন তস্য ব্রহ্মপ্রকরণমধ্যগতত্বাচ্চ। নন্—ঋতং পিবন্তাবিত্যুত্তরমন্ত্রে কর্ম্মফল-

ভোগান্বয়িনোরেব প্রতিপাদনাৎ পরমাত্মনশ্চ জীববৎকর্ত্তৃত্বেন বাহ্যন্তঃকরণবৎকরণত্বেন বাহন্বয়াসংভবাৎপরমাত্মপ্রকরণমধ্যগতত্বং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যোক্তং গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাদিতি। গুহাং প্রবিষ্টৌ জীব-পরমাত্মানাবেব। তয়োরেবাস্মিন্প্রকরণে গুহাপ্রবেশদর্শনাৎ। 'তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতম্' [কঃ ১।২।১২] ইতি পরমাত্মনো গুহাপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। 'যা প্রাণেন সংভবত্যদিতির্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য' [কঃ ২।১।৭] ইতি জীবস্যাপি গুহাপ্রবেশো দৃশ্যতে। অতো দ্বয়োরপি গুহাপ্রবেশদর্শনাত্তয়োরেব পিবদপিবতোশ্ছত্রিন্যায়েন ঋতং পিবন্তাবিতি নির্দ্দেশস্য সংভবাৎ। ঋতং পিবন্তাবিতি মন্ত্রেণ ন পরমাত্মপ্রকরণবিচ্ছেদঃ শক্যশঙ্কঃ। 'বিশেষণাচ্চ' অস্মিন্প্রকরণে 'ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা' [কঃ ১।১।১৭] ইতি জীবপরয়োরুপাস্যত্বোপাসকত্বাদিনা বিশেষিতত্বাত্তয়োরেবোপাসনসৌকর্যায়ৈকাধিকরণস্থত্বপ্রতিপাদনার্থত্বাদৃতং পিবন্তাবিতি মন্ত্রস্য জীবপরপ্রতিপাদকত্বমেব। অতো 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ'ইতি মন্ত্রঃ পরমাত্মপর এবেতি নির্ণীতম্। তথা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে' [কঃ ২।১।১২] ইতি মন্ত্রেঽঙ্গুষ্ঠমাত্রতয়া নির্দ্দিশ্যমানো জীব এব। অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বস্য জীবধর্ম্মতয়া 'প্রাণাধিপঃ সংচরতি স্বকর্ম্মভিঃ' [শ্বেঃ ৫।৭] 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ' [শ্বেঃ ৫।৮]

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ। ইতিশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা 'শব্দাদেব প্রমিতঃ' 'হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৩—২৪।২৫] 'কম্পনাৎ' 'জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৩—৩৯।৪০] ইতি চতুর্ভিঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধান্তঃ কৃতস্তেষাং চায়মর্থঃ—অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা শব্দাদেব, ঈশানো ভূতভব্যস্যেতীশ্বরত্ববাচকেশানশব্দাদেব। ননু কথং তর্হি পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমিত্যত্রাহ—হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ। হৃদি হৃদয়ে পরমাত্মনো বর্ত্তমানত্বাত্তদপেক্ষয়াঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। ন চ

খরতুরগাদীনামঙ্গুষ্ঠশূন্যানাং হৃদয়স্যাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বাভাবাত্তদন্তর্ব্বর্ত্তিনঃ পরমাত্মনঃ কথমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমিতি বাচ্যম্। উপাসনাতিশায়িশাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারিকত্বাত্তেষাং চাঙ্গুষ্ঠসংভবাত্তদ্ধৃদয়বর্ত্তিনঃ পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠসমপরিমাণস্য হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধনাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বে নানুপপত্তিঃ। 'কম্পনাৎ' 'যদিদং কিংচ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' [কঃ ২।৩।২] ইতি সমস্তপ্রাণিকম্পনহেতুভয়হেতুত্বস্যাস্মিন্নঙ্গুষ্ঠপ্রমিত আম্নানাৎ। তস্য চ পরমাত্মধর্ম্মত্বস্য 'ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে' ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপন্নত্বাদঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা। 'জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ'। 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্' [কঃ ২।২।১৫] ইত্যঙ্গুষ্ঠপ্রমিতে সকলতেজশ্ছাদকজ্যোতিঃ সংবন্ধপ্রতিপাদনাৎ, তাদৃশজ্যোতিঃ-সংবন্ধস্যাথর্ব্বণে ব্রহ্মসংবন্ধিতয়া প্রতিপাদিতত্বাচ্চাঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। তথা 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ' [কঃ ১।৩।১০] 'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎপুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিংচিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' [কঃ ১।৩।১১] ইতি বাক্যে সাংখ্যপ্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞানাৎপঞ্চবিংশাতিরিক্তপুরুষনিষেধাচ্চ সাংখ্যাভিমতব্রহ্মাত্মকং প্রধানমেবাব্যক্তশব্দেনাভিধীয়ত ইতি 'আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেদিতি সূত্রখণ্ডেন পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।১] 'সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।২] 'তদধীনত্বাদর্থবৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৩] 'জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৪] 'বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৫] 'ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ' [ব্রঃ সূঃ ১।৪।৬] 'মহদ্বচ্চ' [ব্রঃ সূঃ-১।৪।৭] ইতি সপ্তভিঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধান্তঃ কৃতস্তেষাং চায়মর্থঃ—আনুমাণিকং নাব্যক্তশব্দাভিলভ্যম্। উপাসনোপযোগিবশীকরণায় 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ' [কঃ ১।৩।৩] ইতি বাক্যে রথরথ্যাদিভাবেন রূপিতেষ্বাত্মশরীরবুদ্ধিমনইন্দ্রিয়বিষয়েষু রথরূপকাত্মনা শরীরং রথমেব

চেতি বিন্যস্তস্য শরীরস্যৈবাব্যক্তশব্দেন গ্রহণসংভবাৎ। অস্মিংশ্চ প্রকরণ-ইন্দ্রিয়াদিবশীকরণপ্রকারস্যৈব 'যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞঃ' [কঃ ১।৩।১৩] ইত্যাদৌ দর্শনাত্তদনুসারেণাব্যক্তশব্দেন শরীরমেব গৃহ্যতে। নম্বু কথম-ব্যক্তশব্দেন ব্যক্তস্য শরীরস্যাভিধানং তত্রাহ—সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ। ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং হ্যবস্থাবিশেষমাপন্নং শরীরং ভবতি। ততশ্চ কারণ-বাচিনাঽব্যক্তশব্দেন স্থূলং শরীরমেবোপচারাদুচ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বুক্ত-শব্দস্য মুখ্য এবার্থোঽস্তু, কুতঃ স্থূলশরীরে লক্ষণাঽভ্যুপগন্তব্যেত্যত্রাহ —তদর্হত্বাদিতি। স্থূলশরীরস্যৈব কার্য্যার্হত্বাত্তস্যৈব বশীকার্য্যত্বায় প্রতি-পাদনস্যাপেক্ষিতত্বাদব্যক্তশব্দেন কারণবাচিনা স্থূলশরীরলক্ষণোচিতেতি ভাবঃ। নম্বু যদি ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতমভ্যুপগম্যতে কাপিলতন্ত্রসিদ্ধোপাদানে কঃ প্রদ্বেষস্তত্রাহ—তদধীনত্বাদর্থবৎ। অস্মন্মতেঽব্যক্তস্য পরমাত্মাধীন-তয়া তদধিষ্ঠিতত্বেন প্রয়োজনবত্ত্বমস্তি সাংখ্যমতে তদনভ্যুপগমাত্তস্য নিষ্প্রয়োজনত্বমিতি ভাবঃ। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ। যদি তন্ত্রসিদ্ধমেবাবিবক্ষি-ষ্যত্তদাঽস্য জ্ঞেয়ত্বমবিবক্ষিষ্যৎ। ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানান্মোক্ষং বদদ্ভিস্তান্ত্রি-কৈস্তেষাং সর্ব্বেষাং জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। ন চাস্য জ্ঞেয়ত্বমুচ্যতে। অতো ন তন্ত্রসিদ্ধস্যেহ গ্রহণম্। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ। 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে' [কঃ ২।৩।১৫]। ইত্যুক্তস্য জ্ঞেয়ত্বমনন্তরমেব শ্রুতির্ব্বদতীতি চেন্ন। 'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' [কঃ ১।৩।৯] ইতি প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ প্রকরণাৎ স এবা-শব্দমস্পর্শমিতি মন্ত্রে জ্ঞেয়ত্বেন নির্দ্দিশ্যতে ন তন্ত্রসিদ্ধমব্যক্তম্। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ। অস্মিন্প্রকরণ উপায়োপেয়োপেতৄণাং ত্রয়াণামেব জ্ঞেয়ত্বোপন্যাসঃ। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি প্রশ্নশ্চ দৃশ্যতে নাব্য-ক্তাদেঃ। মহদ্বচ্চ। যথা 'বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ' [কঃ ১।৩।১০] ইত্যত্রাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যান্ন তন্ত্রসিদ্ধং মহত্তত্ত্বং গৃহ্যতে। এবমব্যক্তম-

প্যাত্মনঃ পরত্বেনাভিধানান্ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধং গৃহ্যত ইতি স্থিতম্। অত ইয়মুপনিষৎসর্ব্বাঽপি পরমাত্মপরেতি ত্রিভিরধিকরণৈর্নির্ণীতম্॥

ক্ষেমায় যঃ করুণয়া ক্ষিতিনির্জ্জরাণাং
ভূমাবজৃম্ভয়ত ভাষ্যসুধামুদারঃ।
বামাগমাধ্বগবদাবদতূলবাতো
রামানুজঃ স মুনিরাদ্রিয়তাং মদুক্তিম্।

ইতি কঠবল্লীপ্রকাশিকা সমাপ্তা॥

ইতি—শ্রীভগবদ্রামানুজসিদ্ধান্তনির্দ্ধারণসার্ব্বভৌম-শ্রীমদ্রঙ্গরামানুজমুনিবরবিরচিত - কাঠকোপনিষৎ-প্রকাশিকায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবমাত্মবিদ্যাং প্রাপ্য যোগঞ্চ জ্ঞাত্বা নচিকেতাঃ কিমভূৎ তদুক্ত্বা এতদ্বিদ্যালাভস্য সাধারণং ফলমাহ—মৃত্যুপ্রোক্তামিত্যা-দিনা। অথ অনন্তরং নচিকেতঃ নচিকেতাঃ সুপাংসুলুগিত্যাদিনা সুলুক্, যদ্বা নচিকেত শব্দাৎসুঃ মৃত্যুপ্রোক্তাং যমেন বর্ণিতাম্ এতাং পূর্ব্বোক্তাম্ আত্মবিদ্যাং কৃৎস্নং সসাধনং সফলঞ্চ যোগবিধিঞ্চ যোগানুষ্ঠানোপায়ঞ্চ লব্ধ্বা জ্ঞাত্বা বিরজঃ বিগতরজোগুণকার্য্যধর্ম্মাধর্ম্মঃ, অত্রাপি ছান্দসঃ সুলুক্ বিরজা ইতি বক্তব্যম্। বিমৃত্যুঃ বিগতমৃত্যুঃ অপহতাবিদ্যাতৎকার্য্যঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ পরংজ্যোতিরূপসম্পন্নোঽভূৎ। যো নচিকেতা ইব অধ্যাত্মম্ আত্মতত্ত্বং বিদ্ বেত্তীতি জানন্নিত্যর্থঃ সোঽপি এবং ভবতি বিরজা বিমৃত্যুর্ব্রহ্মপ্রাপ্তো ভবতীত্যর্থঃ।।১৮।

ইতি—কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়বল্ল্যাং
'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা॥

তত্ত্বকণা—নচিকেতা শ্রীযমরাজের উপদেশ শ্রবণানন্তর কি ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রুতি উপসংহারে বলিতেছেন।

শ্রীযমরাজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই প্রকার তত্ত্ববিচার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণের পর নচিকেতা এইরূপ সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানসহ শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়-রূপ যোগবিধি অনুষ্ঠানকরতঃ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-সহকারে ভক্তিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক ভগবদিতর সকল বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হইয়া মায়িক বিষয় প্রত্যাহারকরতঃ জন্ম-মরণমালারূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। সকল প্রকার বিকাররহিত এবং সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হইয়া পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন যে, যদি অন্য কেহ এই নচিকেতার মত সদ্গুরুর কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সাধন অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনিও সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু অতিক্রমকরতঃ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"

(ভাঃ ১১।২০।২৯-৩০)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥" (ভাঃ ১।২।৭)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৫)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—

"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।"
(বেঃ সূঃ ৪।১।১৩)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—

"ভগবদ্বস্তুর দর্শনে তাঁহাকে সর্ব্বাশ্রয় জানিয়া বদ্ধজীবের কর্ম্মফল-ভোগবাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভগবানের পরিচয় লাভ করিলেই বদ্ধজীবের হৃদয়গ্রন্থি ধ্বংস-প্রাপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ নিরাকৃত হয়। ভগবান্‌ই সর্ব্বপ্রকার রসের আশ্রয়—তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সুতরাং জড়রস প্রাপ্তিবাসনা ক্ষীণ হইলে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কুতর্ক পোষণ করিতে হয় না।"

শ্রীযম ও নচিকেতার সংবাদ-পাঠে ইহাই সারকথারূপে অবগত হওয়া যায় যে, যখন জীব ভাগ্যক্রমে অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া তাঁহার নিকট ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারেন, তখনই তাঁহার শ্রীহরিভজনের প্রবৃত্তি জন্মে এবং সকল ভোগ্য-বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শুদ্ধ ভজনের ফলে মায়ার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেন। তাহাতেই জীবের ভগবৎ-পার্ষদস্বরূপ চরমকল্যাণ হইয়া থাকে ॥১৮॥

ইতি—কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়বল্লীর
'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

শাস্ত্রের নিয়মানুসারে গ্রন্থের সমাপ্তিতেও গুরু-শিষ্যের পুনরায় শান্তিসূক্ত পঠনীয় যথা—

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইহার অর্থ এই গ্রন্থের আদিতেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতি—সমাপ্তেয়ং কঠোপনিষৎ ॥

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।